দার্শনিক লেনিন

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মনীষা
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ :   ১৫ই আগস্ট, ১৯৬৩

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

প্রকাশক :
দিলীপ বসু
মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ
৪/৩-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০১২

মুদ্রক :
কালান্তর প্রেস
৩০/৬, ঝাউতলা রোড,
কলকাতা-৭০০০১৭

উৎসর্গ

অধ্যাপক সুশোভন সরকার

আমার মতো আমাদের সমসাময়িক অনেকেই যাঁর কাছে

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিখেছেন

মুখবন্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদে বইটির মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

লেখার ব্যাপারে অনেকের কাছে সাহায্য পেয়েছি। বন্ধুবর জগদীশ রায় মাসের পর মাস ধরে উৎসাহিত না-করলে লেখাই বোধহয় হয়ে উঠতো না। পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজে আমাব স্ত্রী অলকার কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি। অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে দিলীপ বসুর সঙ্গে আলোচনা করে নানা বিষয়ে আমার ধারণা পরিষ্কার হয়েছে, মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় পরিভাষা প্রসঙ্গে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন, রাসবিহারী দত্ত প্রুফ পড়তে সাহায্য করেছেন, অনিল ভঞ্জ এবং অহীন ভৌমিক অক্লান্ত পরিশ্রম করে বইটি খুব কম সময়ের মধ্যে ছাপার ব্যবস্থা করেছেন। এঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা

১। কেন এই বই

ভারতীয় পাঠকদের জন্যে লেখা এই বই ; লেখকও ভারতীয়। অতএব ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই বইটির মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার চেষ্টা সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক হবে।

কয়েকটি সহজ কথায় এই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রথমত, আমাদের আজকের এই দারুণ দুশ্চিন্তা ও দুর্ভোগের দিনগুলির মধ্যে আশার আলো বলতে শুধু একটিই : দেশের সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ ক্রমশই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরভাবে বুঝতে শিখছে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা ছাড়া আমাদের সমস্যার আর কোনো সমাধান নেই।

দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার অনিবার্য শর্ত হলো, দেশবাসীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা সুদৃঢ় করা।

তৃতীয়ত, লেনিনের দার্শনিক বিচার না-বুঝে—বা ঠিকমতো আয়ত্ত না-করে—সমাজতান্ত্রিক চেতনা সুদৃঢ় করার চেষ্টা একান্তই অসম্ভব। কেননা একটি বিষয়ে কোনোরকম সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারে না। পুরনো পৃথিবীর আবর্জনা হটিয়ে নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার কাজে দার্শনিক বিচারকে অবজ্ঞা করা তো দূরের কথা, এই বিচারের উপরও লেনিন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

অতএব, সংক্ষেপে, লেনিনের নেতৃত্ব ছাড়া আমাদের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা একান্তই অসম্ভব। কিন্তু লেনিনের নেতৃত্ব ঠিকমতো গ্রহণ করতে হলে দার্শনিক লেনিনকেও বুঝতে হবে—আয়ত্ত করতে হবে তাঁর দার্শনিক অবদান। কেননা, লেনিনের কাছে দর্শন সৌখীন তত্ত্ব বিচার নয়, সংগ্রামের অস্ত্রও।

তাই এই বই।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, দার্শনিক লেনিনকে বুঝবো কী ভাবে?

বলাই বাহুল্য, তার জন্যে লেনিনের দার্শনিক রচনাবলীর উপর নির্ভর করতে হবে। লেনিনের দার্শনিক অবদানের ব্যাখ্যায় লেখা কোনো বই-ই লেনিনের নিজস্ব দার্শনিক রচনার প্রতিকল্প হতে পারে না। কিন্তু লেনিনের রচনাবলী তো আজকের দিনে দুর্লভ নয়। তাহলে আবার দার্শনিক লেনিনের উপর এই বই লেখার চেষ্টা কেন?

উত্তরে কয়েকটি কথা ব্যাখ্যা করা দরকার।

লেনিনের নিজস্ব দার্শনিক রচনার কোনো রকম প্রতিকল্প প্রস্তুতের প্রস্তাব একান্তই অবান্তর হলেও, তারই ভূমিকা হিসাবে অল্প-বিস্তর আলোচনার প্রয়োজন প্রায়ই অনুভূত হয়। বিশেষ করে যাঁরা দর্শন প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ নন, তাঁদের পক্ষে এ জাতীয় প্রয়োজনের কথা অবজ্ঞা করা যায় না। এমনকি, দর্শনের ছাত্রদের কাছেও লেনিনের প্রধান দার্শনিক গ্রন্থটির কিছুটা প্রাথমিক পরিচয় দরকার হতে পারে। যে-যুগে বিশেষ করে যে-জাতীয় দার্শনিক মতের খণ্ডনে লেনিন আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার পরিচয় আমাদের দেশের দর্শনের ছাত্রদের কাছেও সবসময় সুস্পষ্ট নয়। অর্থাৎ, দর্শনের ক্ষেত্রেও লেনিন প্রচণ্ড সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই সংগ্রামের পটভূমি সাধারণ পাঠকদের কাছে কিছুটা সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা অবান্তর হবে না। আমার নিজের বন্ধুবান্ধবদের কাছেই অনেক সময় শুনেছি, লেনিনের দার্শনিক রচনা সরাসরি পড়তে গিয়ে তাঁরা কিছুটা ভাষ্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভব করেন। বিশেষত সাধারণ পাঠকদের কাছে তাঁর দার্শনিক রচনা যেন কিছুটা ধরিয়ে দেওয়া দরকার। বর্তমান বই-এর উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই নয়।

কথাটা আরো একটু স্পষ্টভাবে বলতে চাই।

ভূমিকা মানে ভূমিকা বা প্রাথমিক পরিচিতি মাত্র। কিন্তু যার ভূমিকা বা যার পরিচিতি তার দিকে পাঠককে বাস্তবিকই এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য না-করলে ভূমিকার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। কিংবা, ভূমিকার প্রকৃত সার্থকতা বলতে শুধুমাত্র ততটুকুই, যতোটুকু কিনা তা মূলের দিকে পাঠককে এগিয়ে দিতে সহায়ক হয়। দার্শনিক লেনিন প্রসঙ্গে বর্তমান ভূমিকার একমাত্র উদ্দেশ্য হল লেনিনের নিজস্ব রচনাবলীর দিকে পাঠককে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা। তা ছাড়া আর কিছু নয়।

এই এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টায় অনেক সময় কিছুটা ব্যাখ্যা দরকার, অনেক সময় দরকার অল্পবিস্তর টীকা সংযোজনের, আবার কখনো বা দরকার সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুতের। কিন্তু সর্বত্রই মূল উদ্দেশ্য বলতে একটিই। সাধারণ

পাঠকদের জন্যে দার্শনিক লেনিনের কোনো একরকম প্রাথমিক পরিচয় রচনা—যে-পরিচয় অবলম্বন করে লেনিনের মূল রচনার দিকে অগ্রসর হওয়া তুলনায় সহজ হতে পারে।

এই কথাটি মনে রেখেই বর্তমান বই-এর মূল পরিকল্পনা রচনা করেছি। শুধু তাই নয় ; বইটির আগাগোড়াই লেনিনের নিজস্ব উক্তির উপর নির্ভর করবার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। ফলে প্রয়োজন হয়েছে লেনিনের লেখা থেকে বারবার উদ্ধৃতি ব্যবহার করার। এবং অনেক সময় উদ্ধৃতিগুলি দীর্ঘ-বিস্তৃত হয়েছে। আমি জানি, এ জাতীয় দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করলে বই-এর চেহারা কিছুটা বিসদৃশ হবার আশংকা থাকে। আরো মার্জিত বা কেতা-দুরস্ত রচনার আদর্শ অনুসারে বইতে অনেক কম এবং তুলনায় সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থাকার কথা। কিন্তু বর্তমান বই-এর আদর্শ কেতাদুরস্ত রচনাভঙ্গি নয়। তার বদলে অত্যন্ত সাদামাটা একটা কথা মেনে নিয়েই বইটি লেখার চেষ্টা করেছি। কথাটা হলো, লেনিনের বক্তব্য তাঁর নিজের ভাষায়—অর্থাৎ, তাঁর রচনা অনুসরণ করে—বোঝবার চেষ্টাই সবচেয়ে নিরাপদ। তাঁর নিজের প্রকাশভঙ্গিতে যে-শক্তি ও দৃঢ়তার পরিচয় তা বাদ দিয়ে অন্যভাবে তাঁর বক্তব্য পেশ করার চেষ্টা করলে লেনিনের দার্শনিক বিশ্বাসের গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এবং তা যদি আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে না পারি তাহলে যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত যে-সব ভ্রান্তির বিরুদ্ধে তিনি অক্লান্ত সংগ্রামে অগ্রসর হয়েছিলেন সেগুলির প্রভাব থেকে মুক্ত হবার সম্ভাবনা আমাদের পক্ষে অনেকাংশে কমে যায়।

বিরুদ্ধ পক্ষের লেখকরা অবশ্যই লেনিনের প্রকাশভঙ্গির কঠোর সমা-লোচনা করতে চান। তাঁদের বিচারে অমন রুক্ষ ও কঠোর ভাষা ব্যবহার দার্শনিক অনাসক্তির পরিচায়ক নয়। অর্থাৎ, তাঁদের মতে, দার্শনিকের আদর্শই হলো নিস্পৃহ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে সত্যের সন্ধান। লেনিনের লেখা মোটেই সেরকম নয়। কিন্তু আসল কথাটা ভুললে চলবে না। দার্শনিক হিসাবে লেনিন মোটেই নিস্পৃহ বা অনাসক্ত ছিলেন না। সমগ্র দর্শনের ইতিহাসে যেখানে যেটুকু সুস্থ কীর্তি তার প্রতি ছিলো তাঁর তীব্র আসক্তি ; কিংবা, আরো ব্যাপকভাবে বললে বলা যায়, মানবজাতির সামগ্রিক সংস্কৃতি-ইতিহাসের সার অবদানকে রক্ষা করার কাজে তিনি ছিলেন একান্তই আপস হীন। অপরদিকে আবার সমগ্র দর্শনের ইতিহাসে যেখানে এবং যে-রূপেই হোক না কেন মেহনতী মানুষকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার সচেতন বা অচেতন তাত্ত্বিক আয়োজন, তার বিরুদ্ধে লেনিনের দুর্বার ও নির্মম সংগ্রাম। এখানে লেনিন সম্মুখ সমরে বিশ্বাসী—শ্রেণী-শোষণের সবরকম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তত্ত্বগত চক্রান্তের বিরুদ্ধে সরাসরি তাঁর যুদ্ধ ঘোষণা। এবং তাঁর কাছে যুদ্ধ মানে

যুদ্ধই। সেখানে কোনোরকম সবিনয় ভঙ্গির বা মোলায়েম ভাষা ব্যবহারের প্রশ্নই ওঠে না।

এই কারণে দার্শনিক লেনিনকে বোঝবার জন্যে তাঁর নিজের ভাষা বা প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও একান্তই প্রয়োজন। তাই লেনিনের রচনা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতিগুলিও বর্তমান বই-এর মূল পরিকল্পনারই অঙ্গ। বস্তুতপক্ষে আমার আশা এই যে লেনিনের দার্শনিক অবদানের সহজপাঠ্য ভূমিকা অর্থে বর্তমান বই-এর সার্থকতা যতটুকু হোক না কেন, বিবিধ মৌলিক দার্শনিক প্রসঙ্গে লেনিনের উক্তির একরকম সংকলন হিসেবে বইটির কিছুটা স্থায়ী মূল্য স্বীকৃত হবার সম্ভাবনা আছে।

ইতিপূর্বে যা বলেছি তা থেকেই স্পষ্ট হবে যে বর্তমান বই-এর উদ্দেশ্য লেনিনের দার্শনিক অবদানের মূল্যায়ন নয়। যেমন ধরুন, লুই আলথুসো রচিত "লেনিন ও দর্শন"[1] গ্রন্থে লেনিনের পক্ষে এক বলিষ্ঠ সমর্থন ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু লেনিনের দার্শনিক রচনাবলীর কোনো সামগ্রিক পর্যালোচনার পরিবর্তে লেখক এই গ্রন্থে দেখাতে চেয়েছেন, তাঁর নিজস্ব বিচারে লেনিনের —তথা মার্কসীয় দর্শনের—প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বলতে ঠিক কী এবং বিশেষত বর্তমান ইয়োরোপে কেন তার তাৎপর্য প্রায় অপরিসীম। এ জাতীয় গ্রন্থের গুরুত্ব অবজ্ঞা করার অবশ্যই কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আমি শুধু বলতে চাই, বর্তমান বই-এর উদ্দেশ্য ওইরকম মূল্যায়ন নয়, তার বদলে লেনিনের দার্শনিক রচনার সাধ্যমতো সহজপাঠ্য ভূমিকা প্রণয়ন।

বিশেষত আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকদের পক্ষে লেনিনের দার্শনিক অবদান আলোচনার ব্যাপারে একটা অগ্রাধিকারের প্রশ্ন অবশ্যই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই অগ্রাধিকার মানে কী? আমাদের পক্ষে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হলো, লেনিনের দার্শনিক রচনাবলীর সম্যক পরিচিতি এবং এই পরিচিতি যতটা সামগ্রিক করা সম্ভব তারই প্রয়াস। সেই পরিচিতির ভিত্তিতেই আমাদের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব হবে বর্তমান ভারতের আশু প্রয়োজনে—অর্থাৎ দেশবাসীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রসারে—দার্শনিক লেনিনের কোন্ উক্তিগুলির তাৎপর্য সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ, আমাদের আজকের প্রয়োজনে লেনিনের চিন্তার কোনো একটি নির্বাচিত দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবার আগে আমাদের পক্ষে লেনিনের দার্শনিক চিন্তার সামগ্রিক ধারণা প্রয়োজন, এবং তার জন্যে প্রয়োজন তাঁর দার্শনিক রচনাবলীর সঙ্গে সম্যক পরিচয়। বর্তমান বই-এর উদ্দেশ্য, পাঠকদের সেই দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা।

বলাই বাহুল্য, এ জাতীয় সহজ ও সাধারণপাঠ্য ভূমিকায় দার্শনিক লেনিনকে নিয়ে বিতণ্ডা বিতর্কের অবকাশ নেই ; বিতর্ক যতটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব তারই চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু বইটি লিখতে গিয়ে মনে হয়েছে, দার্শনিক লেনিনকে নিয়ে আধুনিক কালের বিবিধ বিতর্ক সম্বন্ধে একেবারে নির্লিপ্ত থাকাও সম্ভব নয়। কেননা, লেনিনকে হেয় করার উৎসাহে আজকের পৃথিবীতে তাঁর নানা "সমালোচক" লেনিনের প্রকৃত বক্তব্যর এমন এক বিকৃত তাৎপর্য দাঁড় করাবার চেষ্টা করেন যে তার আড়ালে দার্শনিক লেনিন যেন ঢাকা পড়ে যান। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কৃপায় দার্শনিক লেনিনের ওইরকম কিম্ভূতকিমাকার রূপ প্রচারের আয়োজনও উপেক্ষনীয় নয়। এ জাতীয় বিকৃত ব্যাখ্যার নিরসন না করে আমাদের পক্ষে দার্শনিক লেনিনকে বোঝবার মূল চেষ্টাই ব্যর্থ হবার আশংকা। তাই লেনিনের দার্শনিক রচনাবলীর সহজপাঠ্য ভূমিকা রচনার সীমিত প্রয়াসেও লেনিনকে নিয়ে আধুনিক বিতর্ক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকার চেষ্টা সম্ভব নয়। তবুও বর্তমান বইকে বিতর্কবহুল করাও নিরর্থক। তাই আমি চেষ্টা করেছি, যেটুকু বিতর্ক বাদ দিলে আজকের দিনে আমাদের পক্ষে দার্শনিক লেনিনকে বোঝবার অন্তরায় হবার আশঙ্কা শুধুমাত্র ততটুকুই বিতর্কের অবতারণা করা।

এ জাতীয় আধুনিক বিতর্ক প্রসঙ্গে এখানে প্রাথমিকভাবে দু-একটি কথা বলে রাখা যায়। দার্শনিক হিসেবেও লেনিনের প্রধান সংগ্রাম যেহেতু কায়েমী স্বার্থের উচ্ছেদ, সেইহেতু কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে লেনিনের বিরুদ্ধে যে কুৎসা-মুখর সাহিত্য রচিত হবে তাতে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবার কথা নয়। এ জাতীয় সাহিত্যের চেষ্টা হল লেনিনের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রচার। কিন্তু দিনের পর দিন একটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। লেনিনের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রচারে আর তেমন কাজ হচ্ছে না। পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মেহনতী মানুষ সমাজতন্ত্রের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে ; লেনিনের বিরুদ্ধে শুধু বিষোদ্গার করে আর তাদের লেনিনের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত রাখা কঠিন। তাই লেনিন-বিরোধী প্রচারের জন্যে নতুন কৌশলের প্রয়োজন হয়েছে। এই কৌশলের মূল কথা হল, সরাসরি কায়েমী স্বার্থের সমর্থনে লেনিনের বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়ানো নয় ; তার বদলে "প্রকৃত বিপ্লবে"র নামে লেনিনের মতাদর্শ বর্জনের উপদেশ। মেহনতী মানুষকে লেনিন সম্বন্ধে যেন হুঁশিয়ার করা হচ্ছে, কেননা লেনিন নাকি প্রকৃত বিপ্লবের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন।

কী ভাবে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন? তা দেখাবার জন্যে একদল আধুনিক লেখক একটি কথা প্রমাণ করতে একেবারে যেন উঠেপড়ে লেগে গেছেন।

কথাটা হলো : কার্ল মার্কস-এর প্রকৃত শিক্ষা থেকে লেনিন বিচ্যুত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, এই দলের প্রচারকেরা বলতে চান, মার্কস ছিলেন প্রকৃতই মহান বিপ্লবী—অতো বড়ো বিপ্লবীর আদর্শ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথায়? কিন্তু লেনিন? এই প্রচারকদের মতে লেনিন অবশ্যই মুখে মার্কস-এর নাম করেছেন। কিন্তু কার্যত তিনি মার্কস-এর প্রকৃত শিক্ষা থেকে এক বিকৃত ও বীভৎস দানব[৫] সৃষ্টির আয়োজন করেছেন। এই মর্মে লেখা বই-এর সংখ্যা আজকের দিনে বড়ো কম নয়, এবং এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে এ জাতীয় বই আমাদের দেশের অন্তত একদল বুদ্ধিজীবীর উপর অল্পবিস্তর প্রভাব বিস্তার করছে।

এই জাতীয় প্রচারের সূত্র অনুসরণ করেই কোনো কোনো অতি-বিপ্লবী লেখক এমনকি ঘোষণা করতে চান যে লেনিন আসলে ছিলেন এক বুর্জোয়া দার্শনিক! তিনি নাকি এক অভিনব ম্যানিকশ্রেণীরই প্রচারক মাত্র! "দার্শনিক লেনিন" নামের গ্রন্থে পান্নেকোয়েক[৬] এ জাতীয় মত প্রচার করেছেন।

হাল-আমলের লেনিন-বিরোধী প্রচারে আরো একরকম অতি ধূর্ত কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। কৌশলটি হলো, লেনিনের উক্তির নজির দেখিয়েই লেনিনের সবচেয়ে প্রামাণিক গ্রন্থকে নস্যাৎ করার প্রস্তাব। এই প্রচারকেরা আমাদের বোঝাতে চান যে তাঁর দার্শনিক গ্রন্থটি রচনার মাত্র কয়েক বছর পরেই লেনিন দর্শন বিষয়ে অপর একটি বই লেখবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই প্রস্তুতির প্রাথমিক খসড়াটি প্রকাশিত হয়েছে এবং এই খসড়াটি ভালো করে পড়লে নাকি স্পষ্টই বোঝা যায় যে লেনিন তাঁর পূর্ব প্রকাশিত সুদীর্ঘ দার্শনিক গ্রন্থের মূল সিদ্ধান্তগুলিকে বর্জন করার আয়োজন করছিলেন! অথচ কিনা, লেনিনের "গোঁড়া" অনুগামীরা আজো তাঁর ওই পূর্ব প্রকাশিত দার্শনিক গ্রন্থটিকে আঁকড়ে ধরেই লেনিনের মতামত বোঝবার প্রস্তাব করেন!

সম্প্রতিকালের লেনিন-বিরোধী প্রচারের এই কয়েকটি মূল ধারা বর্তমান বইতে বিচার করবার প্রয়োজন অনুভব করেছি, কেননা আমার ধারণায় লেনিন-বিরোধী প্রচারের এ জাতীয় আবর্জনা সাফ না করে আজকের দিনে

দার্শনিক লেনিন প্রসঙ্গে একটি প্রাথমিক ভূমিকা রচনাও সার্থক হতে পারে না। এবং এই জাতীয় আবর্জনা সাফ করবার জন্যে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর লেখা থেকে প্রায়ই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন হয়েছে।

এছাড়া, বর্তমান বই-এর উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে আরো দুটি কথা উল্লেখ করতে চাই।

প্রথমত, লেনিন তাঁর অনুগামীদের জন্যে কয়েকটি দার্শনিক দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্বভাবতই আজকের দিনে বিশেষত সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দার্শনিকেরা এই দায়িত্বগুলি পালনে অগ্রণী হয়েছেন। ফলে লেনিনের দার্শনিক অবদানের সৃজনশীল বিকাশেও আজ বহু গ্রন্থ রচিত হচ্ছে।[4] বর্তমান বইতে আমি এই গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা করার চেষ্টা করি নি। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের ভাষা আমার জানা নেই। তাছাড়া আমার বর্তমান উদ্দেশ্য তুলনায় অনেকটাই সাদামাটা : লেনিনের দার্শনিক রচনাবলীর সঙ্গে সাধারণ পাঠকের একটা প্রাথমিক পরিচয় ঘটানো।

Lenin, **On the Significance of Militant Materialism**-এ তাঁর উত্তরাধিকারীদের নির্দেশ দিয়েছেন, "the work which militant materialism should perform is an alliance with those modern natural scientists who incline towards materialism and are not afraid to defend and preach it as against the modish philosophical wanderings into idealism and scepticism which are prevalent in so-called educated society."

কিন্তু এই প্রসঙ্গেই আর একটি কথা আমার বলবার আছে। লেনিনের দার্শনিক অবদানের সৃজনশীল বিকাশ বোঝবার আগে দার্শনিক লেনিনকে বোঝা দরকার। অতএব দার্শনিক লেনিন প্রসঙ্গে এই প্রাথমিক ভূমিকাটুকুও শেষ পর্যন্ত লেনিন-দর্শনের সৃজনশীল বিকাশ বোঝবার কাজেও সহায়ক হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, আমরা একটু পরেই দেখবো, মার্কসীয় দর্শনের মূল সূত্রগুলি নির্ণীত হবার প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ইউরোপের মতাদর্শগত আবহাওয়ায় এমন আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল যে এই মূলসূত্রগুলির সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে লেনিনের পক্ষে প্রয়োজন হয়েছিল নতুন ভাবে এবং নতুন ঝোঁক দিয়ে সেগুলির ব্যাখ্যা। লেনিনের মৃত্যুর পর আরো অর্ধশতাব্দীর উপর কেটে গিয়েছে। এই অর্ধশতাব্দী ধরে দার্শনিক আবহাওয়াতেও নানা রকম পরিবর্তন ঘটেছে। অতএব লেনিনের কথাগুলির পুনরুক্তিমাত্র আজ আমাদের দার্শনিক প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত না-হতেও পারে। অর্থাৎ কিনা, তাঁর সময়কার নতুন পরিস্থিতিতেও লেনিন যেমন মার্কসীয় দর্শনের মূলসূত্রগুলিকেই নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, তেমনিই আজ আমাদের পক্ষে আমাদের নতুন পরিস্থিতিতে লেনিনের বক্তব্য নতুন ভাবে বোঝবার প্রয়োজন হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি?

এজাতীয় যুক্তি অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। তবুও বর্তমান বইতে লেনিনের কথা লেনিন নিজে যে-ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন আমি মোটের উপর তারই অনুসরণে প্রয়াসী হয়েছি। এই পদ্ধতির সমর্থনে আমার বক্তব্য খুবই সহজ। মার্কসীয় দর্শনের মূল কথা লেনিন যে তাঁর সময়োপযোগী করার কাজে অমন অসামান্য সার্থকতা লাভ করেছিলেন, তার একটি প্রধান কারণ এই যে মার্কসীয় দর্শনের প্রবর্তকেরা এই কথাগুলি যে-ভাবে ব্যক্ত করেছিলেন লেনিন নিজে প্রথমে সেগুলিকে সেইভাবে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছিলেন। একই কারণে আজকের দিনে আজকের সময়োপযোগী করে লেনিনের কথায় পুনর্ব্যাখ্যা করার প্রধান শর্ত হলো লেনিনের নিজস্ব বক্তব্যগুলি আয়ত্ত করা। আবার তাই একই কথায় ফিরে আসতে হয়। আমাদের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন হল লেনিনের নিজস্ব রচনাবলীর অনুশীলন। এছাড়া আর কোনো পথে এগুবার প্রশ্ন ওঠে না। এবং এই পথে এগুবার আশাতেই দার্শনিক লেনিন প্রসঙ্গে বর্তমান ভূমিকা রচনার প্রয়াস করেছি।

২। দার্শনিক লেনিন

সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ অর্থে আমরা যাকে "দর্শন" বলি সে বিষয়ে লেনিন অবশ্যই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাছাড়া তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যেও

গভীর দার্শনিক মনীষার পরিচয় স্বীকৃত হয়েছে। এ-জাতীয় রচনা বলতে : "জনগণের বন্ধুরা আসলে কী এবং কী ভাবে তারা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে লড়াই করে"[5], "সাম্রাজ্যবাদ : ধনতন্ত্রের অন্তিম দশা"[6], ইত্যাদি, ইত্যাদি[7]।

দ্বিতীয়ত, লেনিনের নিজের মানদণ্ডে দার্শনিক লেনিনকে পুরোপুরি বুঝতে হলে তাঁর বৈপ্লবিক কর্মধারার পূর্ণাঙ্গ আলোচনাও প্রয়োজন। কেননা, এই মানদণ্ড অনুসারে দার্শনিকের কাজ শুধুমাত্র দুনিয়ার তত্ত্বগত ব্যাখ্যা খোঁজা নয়, দুনিয়াকে বদলানোও। আজকের পৃথিবীতে লেনিন যে-যুগান্তরের সূচনা করেছেন তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বাদ দিয়ে তাই দার্শনিক লেনিনের পরিচয় অসম্পূর্ণ হবে।

এজাতীয় যুক্তি অবশ্যই স্বীকার্য এবং সেবিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন বলেই আমি বর্তমান বই-এর আর এক অসম্পূর্ণতার কথা প্রথমেই স্বীকার করে নিতে চাই। লেনিনের সমগ্র রচনাবলী এবং বৈপ্লবিক কর্মধারার পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার ভিত্তিতে দার্শনিক লেনিনের পরিচয় দেবার সামর্থ্য যাঁদের আছে তাঁরা অবশ্যই সে-পরিচয়ের উদ্যোগ নেবেন। আমি শুধু সবিনয়ে স্বীকার করতে চাই যে আমার সেই সামর্থ্য নেই। বর্তমান বই-এর উদ্দেশ্য তাই সীমিত অর্থে যাকে "দর্শন" বলা হয় সেবিষয়ে লেনিনের অবদান আলোচনা করা—যেমন ধরুন, যে-অর্থে লেনিনের "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" (মেটিরিয়ালিজম্ এ্যণ্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম্) মূলত দার্শনিক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত।

তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে এই জাতীয় সীমিত অর্থে দার্শনিক চর্চা লেনিনের কাছে কোনো একরকম নিছক তত্ত্ববিহ্বলতা মাত্র ছিলো—যে-তত্ত্ববিহ্বলতার সঙ্গে বৈপ্লবিক কর্মপন্থার সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে আসল কথা এই যে লেনিনের ক্ষেত্রে দার্শনিকের ভাবমূর্তি এবং বিপ্লবীর ভাবমূর্তি সম্পূর্ণ মিশে যায়। কিংবা, বোধহয় আরো সহজে বলা যায় যে লেনিন বলতে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক অখণ্ড ভাবমূর্তি : তার একদিকে দার্শনিক সত্যের আপোসহীন সন্ধান, এবং অপরদিকে এই দার্শনিক সত্যকে বিপ্লবের হাতিয়ারে পরিণত করার দুর্বার প্রতিজ্ঞা। আমরা একটু পরেই

দেখবো, লেনিনের একদল আধুনিক "সমালোচক" মুখে অতি-বিপ্লবের (বা তাঁদের ভাষায় "প্র্যাক্সিস্"-এর) বুলি আওড়ালেও লেনিন সম্বন্ধে এই প্রাথমিক সত্যটি হয় অগ্রাহ্য করেন বা স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপন করতে চান। পক্ষান্তরে লেনিনের কাছে বিপ্লব নেহাতই মুখের বুলি নয়: বৈপ্লবিক নিষ্ঠায় সম্পূর্ণ অবিচল ছিলেন বলেই তিনি জানতেন যে নির্ভুল দার্শনিক বিচারকে বাদ দিয়ে বা অবজ্ঞা করে বিপ্লবের চাহিদা মেটানো অসম্ভব। অবশ্যই তাঁর ধ্রুব লক্ষ্য বলতে দুনিয়াকে বদলানো; কিন্তু এবিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে দুনিয়াকে না-বুঝে বা ভুল-বুঝে ঠিক পথে বদলানো অসম্ভব। তাই দার্শনিক লেনিন: এমন কি সীমিত অর্থে দার্শনিক বিচারকে তিনি এতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদের" মতো জটিল ও বিশেষজ্ঞ-সুলভ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং তার কিছুকালের মধ্যেই আরো একটি অসামান্য দার্শনিক বই লেখার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, এই দ্বিতীয় বইটির কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই তিনি মারা যান। কিন্তু বইটির প্রস্তুতিকল্পে তিনি যে-তথ্যাদি সংকলন করেছিলেন এবং তারই উপর অত্যন্ত সংক্ষেপে বা সূত্রাকারে যে-সব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন, লেনিনের মৃত্যুর পর তা "দার্শনিক নোটবই" নামে প্রকাশিত হয়েছে। এটি পড়লে আজ আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি, এমনকি সীমিত অর্থে দার্শনিক বিচারের উপর তিনি কতটা গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। তার কারণটাও বুঝতে পারা কঠিন নয়। লেনিন জানতেন, প্রকৃত দার্শনিক বিচারকে বাদ দিয়ে বা তা উপেক্ষা করে সঠিক বৈপ্লবিক পথে এগুনো সম্ভবই নয়। এবিষয়ে ফেদোসিয়েভ-এর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করা যায়:

"ভি. আই. লেনিন বারবার দেখিয়েছেন যে বৈপ্লবিক তত্ত্ব বাদ দিয়ে বৈপ্লবিক কর্মসূচী অসম্ভব। 'তত্ত্বের অভাবে বিপ্লবের প্রবণতার কোনো সত্তাই থাকে না এবং অনিবার্যভাবেই তা কিছুকালের মধ্যেই রাজনৈতিক দেউলিয়াপনায় পর্যবসিত হয়।' বিপ্লবের ইতিহাসে বারবার নানা রাজনৈতিক প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায় যা নীতি বিসর্জনের ফলে, তত্ত্বকে অবজ্ঞা করে বা ভ্রান্ত তত্ত্ব অবলম্বন করতে গিয়ে সম্পূর্ণ বিফলতায় পর্যবসিত হয়েছে; ফলে তা ইতিহাসের দৃশ্যপট থেকে হয় বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে কিংবা সমাজবিবর্তনের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে নেতিবাচক ভূমিকা।"[৭]

একথা সহজেই বোঝা যায় যে লেনিনের কাছে বৈপ্লবিক কর্মক্ষেত্রে যেমন কোনো সহজ সোজা-সড়কের কল্পনাটা নেহাতই অবান্তর, বৈপ্লবিক তত্ত্বের

ক্ষেত্রেও তাই। অর্থাৎ, দর্শনের ক্ষেত্রেও কঠিন গবেষণা বাদ দিয়ে তাঁর পক্ষে কোনো রকম সহজ বাঁধাবুলিতে আস্থা স্থাপনের প্রশ্নই ওঠে না। তাত্ত্বিক আলোচনার উপর যদি সত্যিই গুরুত্ব দিতে হয় তাহলে দর্শন নিয়ে আলগোছে কিছু আলোচনা করার মানে হয় না। এই কারণে লেনিনের দার্শনিক রচনাবলী একদিকে নিছক দার্শনিক বিচারে যে-রকম রাশভারি অপরদিকে আবার তা বৈপ্লবিক কর্মক্ষেত্রেও প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতিয়ার।

কথাগুলি বারবার বলছি, কেননা এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন আছে। সীমিত অর্থে লেনিনের রচনাবলীর চর্চা সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রামের পক্ষেও অবান্তর তো নয়ই, বরং অপরিহার্য। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষেও একই কথা। সোজা কথায়, দার্শনিক লেনিনকে না-বুঝে বিপ্লবী লেনিনকেও পুরোপুরি বোঝা অসম্ভব। এই মূল কথাটি মেনে নিয়েই বর্তমান বই লেখবার চেষ্টা করেছি।

৩। মোটা বা "র‍্যাঙ্ক-এ্যাণ্ড-ফাইল মার্কসবাদী"

কিন্তু সীমিত অর্থে লেনিনের দার্শনিক রচনা বলতে ঠিক কী? তার কোন্ কোন্ লেখা অবলম্বন করে বর্তমান বই লেখবার চেষ্টা করেছি?

এই প্রশ্নর উত্তর দেবার আগে আরো দু-একটি কথার ব্যাখ্যা বাঞ্ছনীয় হবে।

লেনিনের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দার্শনিক লেনিনকে বোঝবার আগে কয়েকটি সহজ কিন্তু অপরিহার্য কথা মেনে নেওয়া দরকার।

প্রথমত, লেনিনের সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই রকমারি অভিনব দার্শনিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করার দাবি নিয়ে সোরগোল শুরু করেছিলেন"। লেনিনের দার্শনিক বিচারের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই এঁদের লম্বা-চওড়া দাবিগুলির অন্তঃসারশূন্যতা প্রদর্শন করা। বলাই বাহুল্য, লেনিন নিজে এজাতীয় অভিনব দার্শনিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করার দাবি করেননি। পক্ষান্তরে তাঁর মূল প্রয়াস বলতে মার্কসীয় দর্শনেরই মূলসূত্রগুলির সংরক্ষণ ও সমর্থন। কেননা, তাঁর বিশ্বাস, এই মূলসূত্রগুলি থেকে সামান্য বিচ্যুতিও বিপ্লবের পক্ষে—অন্তত বিপ্লব বলতে তিনি যা বুঝতেন তার পক্ষে—মারাত্মক হবার আশঙ্কা। এ জাতীয় বিশ্বাসের বিকাশ হিসাবে এখানে তাঁর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়:

"মার্কসীয় দর্শন যেন এক অখণ্ড ইস্পাত থেকে ছাঁচে ঢালা। বাস্তব সত্য থেকে বিচ্যুত না-হয়ে বা প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ভ্রান্তির ফাঁদে না-পড়ে এই দর্শনের কোনো একটি মূল প্রতিপাদ্য বা বিশিষ্ট অংগ বাদ দেবার চেষ্টা আপনার পক্ষে অসম্ভব।"[10]

এই উক্তিকে দার্শনিক সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামীর নিদর্শন হিসাবে উপহাস করার চেষ্টা অবশ্যই অনেকে করে থাকেন। তাঁদের মতে কথাটা যেন মার্কসীয় দর্শনকে শাশ্বত বা সনাতন সত্য বলে ঘোষণা করার চেষ্টা। কিন্তু এজাতীয় উপহাসের মূল্য সত্যিই কতোটুকু? মনে রাখতে হবে, যে-মার্কসীয় দর্শনের সমর্থনে লেনিনের এই দীপ্ত ঘোষণা তার একটি প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ই হলো দর্শনের ক্ষেত্রে শাশ্বত ও সনাতন সত্যের সমস্ত মোহ উৎপাটন করতে হবে। আমরা কিছু পরেই দেখবো, মার্কসীয় দর্শনের এই মূল নীতি অনুসরণ করে স্বয়ং লেনিন সনাতন সত্যের সবরকম মোহকে কী নির্মম ভাবে খণ্ডন করেছেন। অর্থাৎ, দার্শনিক লেনিনকে বোঝবার—বিশেষত আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ভিত্তি তিনি যে-ভাবে বিচার করেছেন তা বোঝবার—পক্ষে প্রধান শর্ত হলো সবরকম গোঁড়ামী বা সনাতন সত্যের সব রকম মোহের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ।[11] অতএব, দার্শনিক গোঁড়ামী সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে না-পারলে আর যাই হোক দার্শনিক লেনিনকে বোঝবার সুযোগ হবে না।

দ্বিতীয়ত, বিশেষত আজকের দিনে, একদল লেখক একরকম অবান্তর বিদ্যাভিমানকে—দার্শনিক কূট-কচালীকে—মার্কসীয় দর্শনের প্রকৃত ব্যাখ্যা হিসাবে প্রচার করতে চান। লেনিন কিন্তু বারবার মার্কসীয় দর্শনের তুলনায় সাদামাটা বর্ণনামূলক আখ্যা হিসাবে "ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ" শব্দই ব্যবহার করেছেন। তাঁর সময়েই কোনো কোনো তথাকথিত উচ্চমার্গী মার্কসবাদীর কাছে এই বর্ণনামূলক আখ্যাটি—অর্থাৎ "ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ" নামটিই—কিছুটা স্থূল বা নিন্দনীয় বলে চিহ্নিত হয়েছে। এ জাতীয় মার্কসবাদীর নমুনা হিসাবে লেনিন নিজেই বলছেন, "শ্রীযুক্ত য়ুস্কেভিচ্ লিখেছেন, 'সাধারণত মাঝামাঝি ধরনের সাধারণ কর্মী বা মেঠো (র‍্যাংক-এ্যাণ্ড-ফাইল) মার্কসবাদী নিজেকে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদী আখ্যা দেন'।"[12] ঠাট্টা করে লেনিন নিজের সম্বন্ধে মন্তব্য করছেন, "বর্তমান লেখকও এ জাতীয় সাধারণ কর্মী বা মেঠো মার্কসবাদীর মতই

গ্রহণ করেন।"[13] সহজ কথায়, মার্কসীয় দর্শনের কোনো এক রকম উন্নাসিক ব্যাখ্যা উদ্ভাবনের বদলে লেনিন এই দর্শনের তুলনায় সাদামাটা বর্ণনা হিসাবে "ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ" শব্দই গ্রহণ করতে চান।

তৃতীয়ত, আর একটি বিষয়ে লেনিন একেবারে কোনো রকম সন্দেহের অবকাশ রাখতে রাজি নন। মার্কসীয় দর্শন বলতে মার্কস-এঙ্গেলস-এর যুগ্ম অবদান। অতএব লেনিনের কাছে মার্কস ও এঙ্গেলসের মধ্যে কোনো দার্শনিক বিভেদের কল্পনা একান্তই অবাস্তব। একথা সর্বাবদিত যে আজকের দিনে মার্কসীয় দর্শনের বিরুদ্ধে প্রচারের একটি প্রধান কৌশল হলো, মার্কস ও এঙ্গেলসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য প্রতিপাদন। লেনিনের সময়েই এজাতীয় প্রচারের সূত্রপাত হয়েছিল। অতএব ভি. চেরনভ নামে জনৈক লেখকের কঠোর সমালোচনা করে লেনিন বলছেন, এই লেখকটি এঙ্গেলসের বিরুদ্ধে মার্কসকে খাড়া করার চেষ্টা করেন, বলতে চান এঙ্গেলস একরকম 'গেঁয়ো ("নাইভ") ও গোঁড়া বস্তুবাদের সমর্থক', সে-বস্তুবাদ নেহাতই স্থূল ও মতান্ধতার পরিচায়ক।[14] আবার, বাজারভ বলে আর একটি লেখকের উল্লেখ করে লেনিন বলছেন, "এঙ্গেলসের মতামত আজ যে একেবারে অকেজো হয়ে গিয়েছে এই লেখকটির কাছে তা যেন এক দৈনন্দিন সাধারণ সত্যমাত্র।"[15]

অতএব দেখা যায়, মার্কসীয় দর্শন থেকে এঙ্গেলসের অবদানকে বাদ দেবার চেষ্টা লেনিনের সময় থেকেই শুরু হয়েছে এবং লেনিন সেই চেষ্টার কঠোর সমালোচনা করেছেন। অবশ্যই লেনিনের পরে—আজকের দিনে—একদল তথাকথিত মার্কসবাদী এই চেষ্টাকেই আরো জোরদার করবার প্রয়াস চালাচ্ছেন। তাঁদের কথা আমরা কিছু পরে আলোচনা করবো। আপাতত প্রশ্ন হলো, মার্কসীয় দর্শন থেকে এঙ্গেলসের অবদানকে বাদ দেবার এই প্রয়াসের প্রকৃত তাৎপর্য কী? লেনিনের বিচার থেকেই প্রশ্নটির সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়। লেনিন দেখাচ্ছেন, মার্কসীয় দর্শনের সবচেয়ে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাকার ছিলেন এঙ্গেলস এবং তাঁরই ব্যাখ্যা হিসাবে মার্কসীয় দর্শন শ্রমিকশ্রেণীর কাছে অমোঘ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে; অতএব মার্কস থেকে এঙ্গেলসকে সরিয়ে রাখার তাৎপর্য হলো শ্রমিকশ্রেণীকে মার্কসীয় দর্শন থেকে বঞ্চিত করার আয়োজন। লেনিন বলছেন :

"এঙ্গেলসের 'এ্যান্টি ড্যুরিং' ও 'ল্যুদভিখ ফয়েরবাখ' গ্রন্থে তাঁদের (অর্থাৎ, মার্কস ও

এঙ্গেলসের) মতবাদের প্রাঞ্জলতম ও পূর্ণতম ব্যাখ্যা বর্তমান, এবং 'কমিউনিস্ট ইস্তেহারের' মতোই এই দুটি বই প্রতিটি শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকের কাছে অত্যাবশ্যক।"[16]

অন্যত্র মার্কস ও এঙ্গেলসের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবার উদ্দেশ্যে লেনিন বলেছেন :

"মার্কস প্রায়ই নিজের দর্শনকে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ হিসেবেই উল্লেখ করেছেন এবং এঙ্গেলসের 'এ্যান্টি ডুরিং' গ্রন্থে—যার পাণ্ডুলিপি মার্কস আগাগোড়া পড়ে দিয়েছিলেন—এই নির্দিষ্ট দার্শনিক মতটিরই ব্যাখ্যা বর্তমান।"[17]

৪। লেনিনের দার্শনিক রচনাবলী

উপরের আলোচনা থেকে অনায়াসেই বোঝা যাবে, মেহনতী মানুষের বৈপ্লবিক সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবার উদ্দেশ্যে লেনিন কেন মার্কস-এঙ্গেলসের মতামতের অত্যন্ত সহজপাঠ্য ও সরল কয়েকটি রচনার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। তরুণ বয়সে রচিত এজাতীয় একটি রচনার শিরোনাম "ফ্রেডারিক এঙ্গেলস"। ১৮৯৫-এর ৫ই আগস্ট এঙ্গেলসের মৃত্যু হয় ; তার কিছুদিনের মধ্যেই লেনিন এই প্রবন্ধটি রচনা করেন এবং ১৮৯৬ সালে "রাবোটনিক"[18] (অর্থাৎ "শ্রমিক") নামে প্রকাশিত একটি রচনা-সংকলনে লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তখনো মার্কসবাদ-বিরোধী বা মেকী মার্কসবাদীরা মার্কস ও এঙ্গেলসের মধ্যে কাল্পনিক বিভেদ প্রচারের কৌশলটির উপর তেমন নজর দিতে শেখেননি। এবং তখনো মার্কসবাদের নামে এক অতি দুরূহ পাণ্ডিত্যাভিমান প্রচারের কায়দা শুরু হয়নি, যদিও আজকের দিনে শ্রমিকশ্রেণীকে মার্কসবাদ থেকে বঞ্চিত করার প্রকট বা প্রচ্ছন্ন কৌশল হিসাবে কায়দাটি খুবই চালু হয়েছে। অর্থাৎ আজকের দিনে মার্কসবাদকে এমনই এক দুরূহ রূপ দেবার চেষ্টা চলেছে যাতে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ মার্কসবাদকে নিজেদের মুক্তি সংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ না করে দূর থেকে এক অতি-কঠিন ও দুর্বোধ্য দার্শনিক মত হিসাবে মার্কসবাদ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আতঙ্কিতই হয়। কিন্তু তরুণ লেনিন কি

এজাতীয় পরবর্তী সম্ভাবনার কিছুটা আভাস পেয়েছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই আমাদের জানা নেই। কিন্তু তাঁর তরুণ বয়সের এই রচনাটি পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তখন থেকেই তিনি দুটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। বিষয় দুটি হলো : ১॥ মার্কসবাদ আসলে মার্কস ও এঙ্গেলসের যৌথ অবদান, এবং ২॥ এই দার্শনিক মতটি কোনো রকম বিদ্যাভিমানের ব্যাপারই নয়, তার বদলে মেহনতী মানুষের মুক্তিসংগ্রামের হাতিয়ার বিশেষ।

"ফ্রেডারিক এঙ্গেলস" নামের প্রবন্ধের কিছুটা উদ্ধৃতি থেকে এই দুটি কথা স্পষ্ট হবে :

"ভাগ্যচক্রে কার্ল মার্কসের সঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পরিচয়ের পর থেকে দুই বন্ধুর জীবনকর্ম হয়ে ওঠে তাঁদের সাধারণ আদর্শ। তাই প্রলেতারিয়েতের জন্যে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কী করেছেন সেটা বুঝতে হলে আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশে মার্কসের মতবাদ ও ক্রিয়াকলাপের তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। মার্কস ও এঙ্গেলস সর্বপ্রথম দেখান যে শ্রমিকশ্রেণী ও তার দাবিদাওয়া হল বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আবশ্যিক সৃষ্টি, এ ব্যবস্থা ও তার বুর্জোয়ারা অনিবার্যভাবেই প্রলেতারিয়েতকে সৃষ্টি ও সংগঠিত করে; তাঁরা দেখান যে মানবজাতি বর্তমানে যে দুর্দশায় নিপীড়িত তা থেকে তার পরিত্রাণ ঘটায় বিভিন্ন সহৃদয় ব্যক্তির শুভ প্রচেষ্টা নয়, সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের বৈজ্ঞানিক রচনায় প্রথম ব্যাখ্যা করেন যে সমাজতন্ত্র স্বপ্নদ্রষ্টার কল্পনা নয়, বর্তমান সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলির বিকাশের চরম লক্ষ্য ও অপরিহার্য পরিণাম। এ পর্যন্ত যাবৎকাল সমস্ত লিখিত ইতিহাস হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, কতকগুলি সামাজিক শ্রেণীর উপর অন্য কতকগুলি সামাজিক শ্রেণীর প্রভুত্ব ও বিজয়ের পালাবদলের ইতিহাস। এবং তা চলতে থাকবে যতদিন না লোপ পাচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণী-প্রভুত্বের ভিত্তি, অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানা ও বিশৃঙ্খল সামাজিক উৎপাদন। প্রলেতারীয় স্বার্থের দাবি হল এই সব ভিত্তির বিলোপ, তাই সংগঠিত শ্রমিকদের সচেতন শ্রেণী-সংগ্রাম চালিত হওয়া চাই এদের বিরুদ্ধে। আর প্রতিটি শ্রেণী-সংগ্রামই হল রাজনৈতিক সংগ্রাম।

মার্কস ও এঙ্গেলসের এই দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানে আত্মমুক্তিকামী সংগ্রামে সমস্ত প্রলেতারিয়েত আয়ত্ত করেছে, কিন্তু চল্লিশের দশকে যখন দুই বন্ধু তৎকালের সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য ও সামাজিক আন্দোলনে অংশ নিচ্ছিলেন তখন এ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একেবারে অভিনব।...

এই জন্যেই এঙ্গেলসের নাম ও জীবনের কথা প্রতিটি শ্রমিকের জানতে হবে।...

ছাত্র হিসাবেই তিনি স্বৈরাচার ও আমলাদের স্বেচ্ছাচারিতা ঘৃণা করতে শুরু করেন। দর্শনের চর্চা মারফৎ তিনি আরো অগ্রসর হন। সে সময়ে জার্মান দর্শনের ক্ষেত্রে

ছিল হেগেলীয় মতবাদের প্রাধান্য, এবং এঙ্গেলস তাঁর অনুগামী হয়ে ওঠেন। হেগেল স্বয়ং স্বৈরাচারী প্রুশীয় সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে তিনি তার সেবায় রত ছিলেন। তাহলেও হেগেলের শিক্ষা ছিল বিপ্লবী। মানবিক যুক্তি ও মানবিক অধিকারের উপর হেগেলের বিশ্বাস এবং বিশ্বে পরিবর্তন ও বিকাশের চিরন্তন প্রক্রিয়া চলেছে এই মর্মে তাঁর দর্শনের মূল প্রতিপাদ্যের ফলে বার্লিন দার্শনিকদের যেসব শিষ্যরা চলতি অবস্থা মেনে নিতে চাইছিলেন না তাঁরা এই চিন্তায় উপনীত হন যে, চলতি অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, চলতি অন্যায় ও প্রভুত্বকারী অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মূল রয়েছে চিরন্তন বিকাশের বিশ্বজনীন নিয়মে। সবই যদি বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে, যদি একটা প্রতিষ্ঠানের স্থান নেয় অন্য প্রতিষ্ঠান, তবে প্রুশীয় রাজা বা জারের স্বৈরাচারই বা কেন চিরকাল চলবে, কেন চলবে বিপুল অধিকাংশের ঘাড় ভেঙে নগণ্য অল্প সংখ্যকের ধনবৃদ্ধি, জনগণের উপর বুর্জোয়ার প্রভুত্ব? হেগেলের দর্শনে বলা হয়েছিল আত্মার ও ভাবের বিকাশের কথা, এটা ভাববাদী। আত্মার বিকাশ থেকে এ দর্শন পেঁছিত প্রকৃতি, মানুষ ও জনগণের, সমাজ সম্পর্কের বিকাশে। বিকাশের চিরন্তন প্রক্রিয়ার বিষয়ে হেগেলের ভাবনা অব্যাহত রেখে মার্কস ও এঙ্গেলস আগে থেকেই ধরে নেওয়া ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীটি বর্জন করেন; জীবনের দিকে ফিরে তাঁরা দেখলেন যে আত্মার বিকাশ দিয়ে প্রকৃতির বিকাশ ব্যাখ্যা তো হয়ই না বরং উল্টো; প্রকৃতি দিয়ে, ভূতপদার্থ দিয়েই ব্যাখ্যা করা উচিত আত্মার।···হেগেল ও অন্যান্য হেগেল-পন্থীদের বিপরীত মার্কস ও এঙ্গেলস ছিলেন বস্তুবাদী। বিশ্ব ও মানব সমাজের উপর বস্তুবাদী দৃষ্টিপাত করে তাঁরা দেখলেন যে প্রকৃতির সমস্ত ঘটনার পেছনে যেমন আছে বস্তুগত কারণ, মানব সমাজের বিকাশও তেমনি বস্তুগত, উৎপাদন-শক্তির বিকাশের শর্তাধীন।”[১৩]

মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকের প্রকৃত সম্পর্কের এজাতীয় প্রাঞ্জল ও সহজপাঠ্য ব্যাখ্যা হিসাবে এখানে লেনিনের অন্তত আরো দুটি লেখা উল্লেখ করা একান্তই প্রয়োজন। একটি হল “কার্ল মার্কস” শীর্ষক প্রবন্ধ এবং অপরটির নাম “মার্কসবাদের তিনটি উৎস ও তিনটি অঙ্গ”।

প্রথমটির—অর্থাৎ “কার্ল মার্কস” শীর্ষক প্রবন্ধটির—রচনাকাল জুলাই-নভেম্বর, ১৯১৪। ১৯১৫-তে কিছুটা সংক্ষিপ্তাকারে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় “গ্রানেট এনসাইক্লোপিডিক ডিকসনারী” নামের এক কোষ-গ্রন্থে। প্রবন্ধটি তিন ভাগে বিভক্ত: প্রথম ভাগে কার্ল মার্কসের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তৃতীয় ভাগে মার্কসীয় সাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জী। দ্বিতীয় ভাগটিতে মার্কসীয়

মতবাদের সংক্ষিপ্ত প্রাঞ্জল কিন্তু সর্বাঙ্গীণ এক ব্যাখ্যা—দার্শনিক বস্তুবাদ, ডায়লেকটিকস, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, শ্রেণী-সংগ্রাম, মার্কসীয় অর্থ-নীতি, সমাজতন্ত্র এবং প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের রণকৌশল। এতো সংক্ষেপে এবং এতো সহজ ভাষায় মার্কসবাদের সামগ্রিক পরিচয় অত্যন্ত দুর্লভ এবং ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের সঙ্গে মার্কসীয় মতবাদের অন্যান্য সব দিকের সম্পর্ক এই আলোচনায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

"মার্কসবাদের তিনটি উৎস ও তিনটি অংগ" শীর্ষক নিবন্ধটি ১৯১৩-তে "শিক্ষা"[২০] নামের প্রকাশনার তৃতীয় সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হয়। লেনিনের নিজের উক্তি অনুসারে নিবন্ধটির সারমর্ম হলো :

> "মার্কসের মতবাদ সর্বশক্তিমান, কারণ তা সত্য। এ মতবাদ সুসম্পূর্ণ ও সুসমঞ্জস ; এর কাছ থেকে যে সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টি লাভ করা যায় সেটা কোনো রকম কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়া অথবা বুর্জোয়া জোয়ালের কোনোরূপ সমর্থনের সঙ্গে আপস করে না। উনিশ শতকে জার্মান দর্শন, ব্রিটিশ অর্থশাস্ত্র এবং ফরাসী সমাজতন্ত্র রূপে মানবজাতির যা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তার ন্যায়সংগত উত্তরাধিকারী হলো মার্কসবাদ।"[২১]

মোটের উপর মার্কসবাদের এই জাতীয় সহজ সরল প্রচার হিসাবে লেনিনের আরো কয়েকটি প্রবন্ধ বক্তৃতা ও চিঠির উল্লেখ প্রয়োজন। মস্কোর "প্রগতি প্রকাশন" থেকে এগুলির সংকলন "ধর্ম প্রসঙ্গে"[২২] নামে প্রকাশিত হয়েছে। লেনিনের বিচারে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই এই সংকলনটি আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে অপরিহার্য। এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রবন্ধের নাম "সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য"।[২৩] প্রবন্ধটি মার্চ ১৯২২-এ—অর্থাৎ লেনিনের মৃত্যুর (জানুয়ারি ১৯২৪) প্রায় দু-বছর আগে—লেখা। আমাদের কাছে এইটিই হল লেনিনের সর্বশেষ দার্শনিক রচনা : অতএব দার্শনিক লেনিনকে বোঝবার জন্যে এটির গুরুত্ব অপরিসীম।

এছাড়া লেনিনের পূর্ণাংগ ও সুবৃহৎ দার্শনিক গ্রন্থের নাম "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"—মেটিরিয়ালিজম্ এ্যান্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম্। অপর একটি দার্শনিক গ্রন্থের খসড়া ও উপাদান লেনিনের মৃত্যুর পর "দার্শনিক নোটবুক" বা ফিলজফিকাল নোটবুক নামে প্রকাশিত হয়েছে। দার্শনিক লেনিনকে বোঝবার জন্যে এই দুটির মূল্য সর্বাধিক। অতএব এই দুটির পরিচয় স্বতন্ত্রভাবে দেখা দরকার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ

১। প্রাথমিক পরিচয়

লেনিনের প্রধান দার্শনিক গ্রন্থের পুরো নাম "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ : এক প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক মত প্রসংগে বিচারমূলক মন্তব্য"—মেটিরিয়ালিজম এ্যান্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম : ক্রিটিক্যাল কমেণ্টস অন এ রিঅ্যাকসনারী ফিলজফি। লেনিনের জীবদ্দশায় গ্রন্থটির দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়—প্রথম সংস্করণ ১৯০৯-এ এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২০-তে।

নানা কারণে এই তারিখ দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে প্রধান কারণটি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়। লেনিনের অতি-আধুনিক একদল "সমালোচক" এক অতি-অদ্ভুত মত উদ্ভাবনের আয়োজন করেছেন। সংক্ষেপে এই মতকে "দুই লেনিন" বাদ বলা যায়। অর্থাৎ দার্শনিক হিসাবে লেনিন বলতে আসলে নাকি দুটি স্বতন্ত্র চিন্তাশীল। এক হলেন, "তরুণ" বা অপরিণত লেনিন। দ্বিতীয় হলেন "বয়স্ক" বা সুপরিণত লেনিন। "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" আসলে তরুণ লেনিনের রচনা। কিন্তু কালক্রমে বয়স্ক লেনিন এই গ্রন্থের ভ্রান্তি বা অসারতা নিজেই অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি নিজেই এই বইএর মূল দার্শনিক প্রতিপাদ্য বর্জন করে মতান্তরে উপনীত হতে চাইছিলেন। তার প্রমাণ হল, লেনিনের "দার্শনিক নোটবই"। লেনিনের মৃত্যুর পর—১৯২৯-৩০ সালে—এটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর অন্তর্ভুক্ত প্রধানতম বিষয়বস্তু ১৯১৪-১৬ সালে লেখা। এবং সেই বিষয়বস্তু থেকে নাকি স্পষ্টই বোঝা যায় যে লেনিন নিজেই তাঁর পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করবার আয়োজন করেছিলেন। অর্থাৎ তরুণ লেনিনের আলোচ্য গ্রন্থটি বয়স্ক লেনিন নিজেই পরিহার করেছিলেন: অতএব লেনিনের নিজের বিচারেই তাঁর পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক গ্রন্থটি বরবাদ হয়ে গেছে। যেমন পেত্রোভিক্ নামের জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

" 'তরুণ' লেনিনের রচনায় আমরা যে প্রতিবিম্ববাদের (থিওরি অফ্ রিফ্লেকসন) পরিচয় পাই তা অ-ডায়লেকটিক বা ডায়লেকটিক-বিরুদ্ধ ; এই প্রতিবিম্ববাদের মূল কথা হল

বহির্জগতের সত্তা চেতনা-নিরপেক্ষ, আমাদের চেতনায় তা শুধু প্রতিবিম্বিত হয়। 'বয়স্ক' লেনিন তাঁর 'দার্শনিক নোটবই'-তে 'তরুণ' লেনিনের এই দোষও শুধরে নিয়েছিলেন: 'বহির্জগৎ মানব চেতনায় শুধু প্রতিবিম্বিতই হয় না, মানবচেতনা দ্বারা সৃষ্টও'।"[1]

এজাতীয় মন্তব্যের মূল কথা স্বীকার করলে মানতে হবে, ১৯০৯-এ তাঁর প্রধানতম দার্শনিক গ্রন্থ প্রকাশিত হবার বছর কয়েক পরেই—১৯১৪-১৬ সালে—লেনিন নিজে গ্রন্থটির অসারতা অনুভব করেছিলেন। অর্থাৎ লেনিনের নজির দেখিয়েই তাঁর প্রধান গ্রন্থটিকে নস্যাৎ করা সম্ভব।

উপরের মন্তব্যে 'প্রতিবিম্ব-বাদ' হিসাবে যে-মতটির উল্লেখ করা হয়েছে তার বিস্তৃত পরিচয় আমরা পরে দেখবো। এবং পরে আমরা "দার্শনিক নোটবই" পর্যালোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করবো, লেনিনের পক্ষে এই 'প্রতিবিম্ব-বাদ' বর্জন করার কথাটা কতোখানি কাল্পনিক। অবশ্য "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" এবং "দার্শনিক নোটবই"-এর তুলনামূলক আলোচনা স্বভাবতই সুদীর্ঘ হবে। কিন্তু তার আগে এখানে শুধুমাত্র একটি নজিরের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। লেনিন-বিরোধী প্রচারকদের মতে ১৯১৪-১৬ সালের মধ্যেই লেনিনের দার্শনিক বিশ্বাসে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিলো; তাই ১৯০৯ সালে প্রকাশিত তাঁর "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" লেনিনের দৃষ্টিকোণ থেকেই বরবাদ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, ১৯২০ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং তার জন্যে লেনিন একটি নতুন মুখবন্ধ রচনা করেন। এই মুখবন্ধ থেকে কিন্তু কোনোমতেই অনুমান করা যায় না যে লেনিন তাঁর দার্শনিক বিশ্বাসে কোনো রকম পরিবর্তনের কথা নিজে অনুভব করেছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন:

"মাত্র কয়েক জায়গায় ভাষার কিছু পরিবর্তন ছাড়া, গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণের সঙ্গে আগেকার সংস্করণের কোনো পার্থক্য নেই। আশা করি রুশ 'মাখ-পন্থী'দের সঙ্গে বিতর্কের দিক ছাড়াও বইটি মার্কসীয় দর্শন—অর্থাৎ ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের—পরিচিতি হিসাবে কাজে লাগবে এবং তাছাড়া বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের দার্শনিক তাৎপর্য বোঝবার কাজেও সহায়ক হবে।"[2]

১৯১৪-১৬ সালে লেনিনের দার্শনিক বিশ্বাসে সত্যিই যদি কোনো

গভীর পরিবর্তন ঘটে থাকে তাহলে ১৯২০ সালে প্রকাশিত বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের এই মুখবন্ধ কীভাবে সম্ভব হতে পারে?

লেনিনের দার্শনিক বিশ্বাসে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে থাকলে প্রতিক্রিয়ার শিবির কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করতো কিনা—এ প্রশ্ন অবশ্যই স্বতন্ত্র। লেনিনের মূল দার্শনিক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে অন্তত লেনিন নিজে এজাতীয় কোনো পরিবর্তনের কথা জানতেন না। তাঁর কাছে—অতএব আমাদের কাছেও—লেনিনের এই মূল দার্শনিক গ্রন্থের মূল্য সত্যিই বরবাদ হয়নি। অতএব আমাদের পক্ষে গ্রন্থটির বিস্তৃততর পরিচয় প্রয়োজন।

২। রচনা ও গবেষণা

প্রামাণিক ইংরেজী তর্জমায় প্রকাশিত গ্রন্থটির মূল অংশ ৩৫০ পৃষ্ঠা। ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে—অর্থাৎ প্রায় ন'মাস সময়ে—লেনিন এই গ্রন্থ রচনা করেন। বইটি উল্টে-পাল্টে দেখলেই বোঝা যায়, এটি লেখার জন্যে কী পরিমাণ গবেষণার প্রয়োজন হয়েছিল। মনে রাখতে হবে এই গবেষণার কাজও ওই ন'মাস সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রধানত জেনেভা শহরের গ্রন্থাগারে লেনিন এই গবেষণার কাজ সমাধা করেন, যদিও আরো কিছু গ্রন্থাদি পঠন-পাঠনের জন্যে ১৯০৮ সালের মে মাসে তিনি কিছুদিন লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে কাজ করতে যান।

গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত গবেষণার উপাদান প্রসঙ্গে এখানে দু-একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এ মোট দুশোর উপর গ্রন্থাদির উল্লেখ দেখা যায়। এই গ্রন্থাদি বলতে কঠিন দার্শনিক গ্রন্থ ছাড়াও আর একজাতীয় রচনার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা দরকার। তা হলো, বিজ্ঞান বিষয়ে রচনা—বিশেষ করে বিংশ শতকের প্রথম দশকে পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তকরী আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মহলে যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয় সে-বিষয়ে রচনা। লেনিনের মতো বিপ্লব-বিভোর রাজনৈতিক নেতার পক্ষে সমসাময়িক পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণায় অমন গভীর আগ্রহ যে-কোনো নিরপেক্ষ পাঠকের কাছে পরম বিস্ময় বলে প্রতীত হতে বাধ্য।

কিন্তু এ জাতীয় বিপুল সাহিত্য থেকে লেনিন শুধুমাত্র তথ্যাদি সংকলনই করেন নি। সংকলিত সমস্ত তথ্য নিপুণ দার্শনিক বিচারের কষ্টি-পাথরে যাচাই করেছেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁর পক্ষে প্রয়োজন হয়েছে তুমুল বিতর্কের অবতারণা—তাঁর সমসাময়িক এমন সব ডাকসাইটে দার্শনিকদের

সঙ্গে বিতর্ক যাঁদের নাম শুনলেই সেকালের দার্শনিক মহল যেন ভয়-ভক্তিতে জড়সড়ো হয়ে যেতো।

নিছক পাণ্ডিত্যের সীমিত মানদণ্ডেও লেনিনের "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" বিস্ময়কর অবদান। আরো বিস্ময়ের কথা এই যে মাত্র ন'মাসের মধ্যে তিনি এই গ্রন্থের যাবতীয় কাজ সমাধা করেন এবং এই ন'মাসের মধ্যে কখনোই তিনি দৈনন্দিন রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান নি।

এই কথাগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন আছে। লেনিনের ব্যক্তিত্বের একটি দিক—সংকীর্ণ অর্থে গবেষণা ও বিদ্যাচর্চায় তাঁর প্রায় অসীম ক্ষমতার কথা—অনেক সময়েই আমাদের মনে থাকে না। অর্থাৎ, বিপ্লবী লেনিনের ভাবমূর্তি আমাদের চোখে এমনই বিরাট যে অনেক সময় বিদ্যানুরাগী লেনিনের ভাবমূর্তিটি যেন তার পিছনে আড়াল পড়ে যায়। লেনিন তাঁর কর্মজীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত দৈনন্দিন রাজনীতির কাজে—বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজে— উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন তিনি দর্শনের বিচারে অগ্রসর হয়েছেন তখন তিনি অতিবড় পেশাদার দার্শনিকদের তুলনায় একটুও পিছু-পা নন। জে. ডি. বার্নেল-এর মতো একালের অগ্রণী বিজ্ঞানী স্বভাবতই লেনিনের ব্যক্তিত্বের এই দিকটির প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। তিনি মন্তব্য করেছেন,

"লেনিন যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অন্যতম নাও হতেন, তাহলেও নিছক অর্থনীতি ও দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর বুদ্ধিবিদ্যায় গৌরব অবশ্যই স্বীকৃত হতো।… 'বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ' গ্রন্থে মাখ-এর দৃষ্টবাদ ('পজিটিভিজম') প্রবণতা এবং এই প্রবণতার বশবর্তী হয়ে তাঁর অনুগামীরা রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে যে-বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছিলেন তা বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান যে বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সমস্ত দাবি সত্ত্বেও এঁরা সকলে যে-পথে এগোচ্ছিলেন তা বার্কলি ও প্লেটোর ভাববাদে প্রত্যাবর্তনের পথ ছাড়া আর কিছু নয়, অতএব এই মত প্রতিক্রিয়ারই সমর্থন করে।"[১]

৩। মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক পটভূমি

বার্নেলের উপরোদ্ধৃত উক্তি থেকেই গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্রান্ত কিছুটা আভাস পাওয়া গেল। এ-বিষয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনার আগে আর একটি কথা বলে নেওয়া বাঞ্ছনীয় হবে।

বিদ্যাবুদ্ধির ঐশ্বর্যে লেনিনের বইটি যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, তাঁর সম্বন্ধে আমরা সাধারণভাবে যেটুকু জানি তা থেকে একটি কথা বুঝতে কোনোই অসুবিধা হয় না। নিছক বিদ্যাভিমানের খাতিরে লেনিনের পক্ষে কোনো বিশেষজ্ঞসুলভ গ্রন্থ রচনার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর মতো একান্ত বিপ্লবনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে এমন কোনো বই-এর কাজে হাত দেওয়া কল্পনাতীত যে বই-এর সঙ্গে বিপ্লবের সম্পর্ক নেই। অতএব সহজেই অনুমান হয়, এ জাতীয় বিশেষজ্ঞসুলভ বইটি রচনার পিছনেও তিনি কোনো সুস্পষ্ট রাজনৈতিক তাগিদ বোধ করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে আমরা আজ জানি যে বইটির প্রকাশনা ত্বরান্বিত করার নির্দেশ পাঠাবার সময় তিনি বলেছিলেন, এই কাজ "গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্তব্যের"[4] পরিচায়ক।

অতএব প্রশ্ন হলো, এই রাজনৈতিক কর্তব্য বলতে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন?

প্রশ্নটির সংক্ষিপ্ত উত্তর দেখা যাক। বইটির আশু উদ্দেশ্য হলো, যে-দার্শনিক মত সে-সময়ের রুশ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুতর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছিলো তার প্রভাব থেকে রুশ সমাজতন্ত্রবাদীদের মুক্ত করা। এমন কি লেনিনের নিজের পার্টির কোনো কোনো বিশিষ্ট তাত্ত্বিক নেতা এই দার্শনিক মতটির প্রভাবে মার্কসবাদের মূল নীতি বিসর্জন দিতে বা এমন কি খণ্ডন করতে শুরু করেছিলেন।

এই দার্শনিক মত বলতে ঠিক কী?

৪। মাখ প্রভৃতির "প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"

লেনিনের সময় প্রায় সমগ্র ইওরোপ জুড়ে একটি দার্শনিক মতের প্রবল প্রতাপ দেখা দেয়। মতটি নানা নামে উল্লিখিত হতো, তার মধ্যে সবচেয়ে চালু নাম হলো "এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম"[5] বা প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ। এই মতের সমর্থকেরা দাবি করতেন যে বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষই হলো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রকৃত ভিত্তি, অতএব দর্শনের ক্ষেত্রেও ভুল-ভ্রান্তি এড়িয়ে সত্যানুসন্ধান করতে চাইলে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষর বিচারই বাঞ্ছনীয় হবে। মতটির বর্ণনামূলক নাম হিসেবে আরো রকমারি শব্দের প্রচলন ছিল। যেমন: পজিটিভিজম[6] বা

4 Lenin, MEC, p 351.
5 Empirio-Criticism
6 Positivism.

"দৃষ্টবাদ", এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম[7] বা "প্রত্যক্ষ-প্রতীকবাদ", এম্পিরিও-মনিজম[8] বা "প্রত্যক্ষ অদ্বৈতবাদ", ইত্যাদি।

মতটিকে লেনিন অনেক সময় মাখইজম[9] বা "মাখবাদ" নামেও উল্লেখ করেছেন, কেননা মতটির প্রধান প্রবক্তা ছিলেন অস্ট্রীয়ার পদার্থ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আর্নস্ট মাখ[10] (১৮৩৮-১৯১৬)। মাখ-এর প্রধান দার্শনিক সহ-যোগী ছিলেন এক জার্মান দার্শনিক; তাঁর নাম রিখার্ড আভেনারিউস[11] (১৮৪৩-১৮৯৬)। বিশেষ করে ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত রচনায় তিনি যেন বীরবিক্রমে মাখ-এর প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ সমর্থন করেছিলেন।

মতটি তখনকার ইওরোপে অমন প্রবল প্রতাপ কী করে বিস্তার করলো? তার একটা বড়ো কারণ হলো, এই দার্শনিক মতের প্রবক্তারা দাবি করতেন যে এর মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের—বিশেষত পদার্থ বিজ্ঞানের—সর্বাধুনিক গবেষণার নজির। লেনিন যেমন বলেছেন, "মাখপন্থীদের বা মাখবাদের এমন কোনো লেখা কেউ খুঁজে পাবেন না যেখানে কিনা নব্য পদার্থবিজ্ঞানের নজির দেখানোর ভান নেই।"[12]

সে-সময়ের পেশাদার পদার্থ বিজ্ঞানীদের মহলে মাখ-এর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং অনেক নামজাদা বিজ্ঞানীর উপর তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম, যদিও অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে বিজ্ঞানীরা সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন না। আলবার্ট আইনস্টাইন[13] (১৮৭৯-১৯৫৫) যেমন একবার মন্তব্য করেন, "এমন কি যাঁরা নিজেদের মাখ-বিরোধী বলে মনে করেন তাঁদেরও হুঁশ থাকে না যে মাতৃদুগ্ধ পানের মতোই তাঁরা নিজেরা মাখ-এর মত থেকে কতোটা পুষ্টি সংগ্রহ করেছেন।"[14]

স্বয়ং আইনস্টাইন তাঁর প্রথম জীবনে মাখ-এর প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিলেন এবং সে-প্রভাব কাটিয়ে ওঠবার জন্যে তাঁর পক্ষে অনেক বছর সময় লাগে।

মাখ-এর দার্শনিক মত থেকে আইনস্টাইনের এই মোহমুক্তির একটা বড়ো কারণ হলো, ১৯০৮-৯ সাল থেকে ম্যাকস প্লাংক[15] (১৮৫৮-১৯৪৭) মাখ-এর দার্শনিক মতের বিরুদ্ধে যেন এক জেহাদ ঘোষণা করেন। অর্থাৎ,

মোটামুটি বলা যায়, মাখ-এর বিরুদ্ধে প্লাংক-এর এই আক্রমণ শুরু হয় লেনিনের 'বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ' প্রকাশের সময় থেকেই, যদিও অবশ্য এমন কথা কল্পনা করার কোনো কারণ নেই যে স্বয়ং প্লাংক লেনিনের বইটি পড়েছিলেন বা এই বই দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আসলে প্লাংক তর্ক তুলেছিলেন বিজ্ঞানের—বিশেষত পদার্থ বিজ্ঞানের—দৃষ্টিকোণ থেকে : মাখ-এর দার্শনিক মত যদি মানতে হয় তাহলে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রকৃত ভিত্তিই যেন ধূলিসাৎ হয়ে যায়।[16] লেনিন অবশ্যই পদার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন না এবং "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" গ্রন্থে প্লাংক-এর নাম কোথাও উল্লিখিত হয় নি। অর্থাৎ, লেনিনের উপরও প্লাংক-এর প্রভাব অনুমান করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে পদার্থ বিজ্ঞানী না-হয়েও লেনিন এই নির্দিষ্ট কথাটিতে প্লাংক-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত : মাখ-এর দার্শনিক মতের সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রকৃত ভিত্তির ঐকান্তিক অসংগতি দেখা যায়।

পরে আমরা এই বিষয়ে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করবো। আপাতত যে কথা হচ্ছিলো তাতে ফেরা যাক—সেকালের বিজ্ঞানী মহলে মাখ-দর্শনের প্রভাবের কথা! এই প্রভাবেরই আর একটি চিত্তাকর্ষক নিদর্শন হলো স্বয়ং প্লাংক-এর প্রথম জীবন। কালক্রমে মাখ-এর প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে উঠলেও প্রথম জীবনে প্লাংক নিজেও ছিলেন মাখ-এর প্রভাবে আচ্ছন্ন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে "প্রায় বছর কুড়ি আগে প্লাংক-এর বিজ্ঞানী জীবনের যখন শুরু (অর্থাৎ প্লাংক-এর নিজের বয়স বিশের কোঠায় এবং মাখ-এর বয়স চল্লিশের কোঠার প্রায় শেষাশেষি) তখন তাঁকেও (প্লাংককেও) 'মাখ-দর্শনের বিশিষ্ট অনুগামীদের মধ্যে গণ্য করা হত' এবং এই বর্ণনার সত্যতা শক্তির সংরক্ষণ সংক্রান্ত তরুণ প্লাংক-এর রচনা থেকেও অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।"[17]

তখনকার বিজ্ঞানী মহল প্রসঙ্গে এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। বিশেষ করে ঊনিশ শতকের শেষ দশক থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞানের—বিশেষত পদার্থ বিজ্ঞানের—ক্ষেত্রে কয়েকটি যুগান্তকারী আবিষ্কার ঘটে। তার ফলে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির সংগঠন ও নিয়ম সংক্রান্ত যে মৌলিক ধারণাগুলি এতদিন পর্যন্ত ধ্রুবসত্য বলে বিবেচিত হতো সেগুলি অনেকাংশেই বর্জিত হয়। অতএব অনেকেই বলতে শুরু করেন, পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক গভীর "সংকট" দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানী-দের একটা বড়ো অংশও এই পরিস্থিতিতে বিহ্বল হয়ে কল্পনা করেন যে

দর্শনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে না পারলে প্রকৃতি বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলির সুসংগত ব্যাখ্যা করা যাবে না এবং এই নতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির নির্দেশ মাখ-এর কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানী মহলে মাখ-এর প্রবল প্রতাপের একটি প্রধান কারণ বলতে প্রকৃতি বিজ্ঞানের এই নব পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই মাখ ও তাঁর অনুগামীরা প্রতিপদেই বিশেষত পদার্থ বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের নজির দেখাতে চান।

৫। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে মতাদর্শগত বিভেদ

এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম (প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ) বা পজিটিভিজম (দৃষ্টবাদ) প্রভৃতি নামে প্রচারিত দার্শনিক মতটির প্রবল প্রভাবের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা গেল। কিন্তু লেনিনের পক্ষে এই মতটি সম্বন্ধে উদাসীন থাকা যে সম্ভব হয় নি তার একটি নির্দিষ্ট কারণের উল্লেখও এখানে করা দরকার। একদল রুশ বুদ্ধিজীবী মাখ-এর দার্শনিক মত দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের মার্কসবাদী বলে ঘোষণা করতেন এবং এমনকি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মতাদর্শগত প্রচারেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন।

এঁদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে অগ্রণী তাঁর নাম এ. বগদানভ[১৮] (১৮৭৩-১৯২৮)। বলশেভিক পার্টিতে ইনি এককালে লেনিনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দক্ষ ছাত্র হলেও তিনি রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯০৩ সালের রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির (বা সংক্ষেপে আর. এস. ডি. এল. পি) দ্বিতীয় সম্মেলনের পর বলশেভিকদের সংগে যোগ দেন এবং "অগ্রগামী"[১৯] ও "প্রলেতারীয় জনগণ"[২০] পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে কাজ করেন। তাছাড়া তিনি "নতুন জীবন"[২১] নামে প্রকাশিত বলশেভিকদের প্রথম আইনস্বীকৃত দৈনিক সংবাদপত্রের অন্যতম সম্পাদকও ছিলেন।

রুশ তাত্ত্বিক নেতাদের মধ্যে আরো অনেকে সোৎসাহে এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম দর্শনের প্রচার শুরু করেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলতে ভি. বাজারভ[22] (১৮৭৪-১৯৩৯), এ. ভি. লুনাচারস্কি[23] (১৮৭৫-১৯৩৩), জে. এ. বারমান[24] (১৮৬৮-১৯৩৩), ইত্যাদি।

১৮৯৬ সালে বাজারভ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে যোগ দেন এবং ১৯০৫-৭ সালে নানা বলশেভিক পত্রিকা প্রভৃতিতে তাঁর মতাদর্শগত বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

উনিশ শতকের শেষ দশকের প্রথম দিকেই লুনাচারস্কি বৈপ্লবিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ শুরু করেন এবং আর. এস. ডি. এল. পি-র দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর যোগ দেন বলশেভিক দলে।

বারমানও সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি নিজেকে মার্কসবাদের প্রচারক বলেই মনে করতেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে এঁদের মধ্যে একমাত্র বারমান ছাড়া বাকি সকলেই কালক্রমে বলশেভিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বারমান বলশেভিক পার্টিতে যোগ দেন এবং পার্টির শিক্ষাশিবিরে বিশিষ্ট কর্মীর কৃতিত্ব অর্জন করেন। কিন্তু অন্যদের কথা আলাদা। ১৯০৫-৭ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর ১৯০৭-১০ সালের প্রতিক্রিয়ার যুগটিতে এঁরা বলশেভিক আন্দোলন থেকে মোটের উপর সরে দাঁড়ান। বগদানভ ক্রমশ প্রকাশ্য বলশেভিক বিরোধিতায় অংশগ্রহণ করেন। বাজারভ ও লুনাচারস্কি "ঈশ্বরসৃষ্টি" নামে সম্পূর্ণ মার্কসবাদ-বিরোধী এক ধর্মীয় ও দার্শনিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন: এঁদের চেষ্টা হল "সমাজতান্ত্রিক ধর্ম"র প্রতিষ্ঠা এবং মার্কসবাদের সঙ্গে ধর্ম-বিশ্বাসের কোনো এক অত্যদ্ভূত সমন্বয়সাধন।

একদা বিপ্লবীদের এ জাতীয় পরিণতির কাহিনী অবশ্যই স্বতন্ত্র; আমাদের বর্তমান আলোচ্য তা নয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উপেক্ষা করা যায় না। মার্কসবাদে মৌখিক বিশ্বাস সত্ত্বেও এঁরা সকলেই মাখ-এর দার্শনিক মত দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন এবং আমরা অচিরেই দেখবো লেনিনের বিচারে মাখ-এর দর্শন কেন একান্তভাবেই মার্কসবাদ-বিরোধী বলে বিবেচিত হতে বাধ্য। অতএব প্রশ্ন ওঠে, মাখ-এর প্রতি অনুরাগ এই রুশ বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লব-বিরোধী পরিণতির জন্যে কতটা দায়ী? কিংবা,

মাখ-এর দার্শনিক মতকেই মার্কসবাদের নব-ভাষ্য বলে কল্পনা করার মধ্যেই কি তাঁদের বিপ্লব-বিরোধিতার অঙ্কুর নিহিত ছিল?

অন্তত একটি বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। রুশ বুদ্ধিজীবী-দের মধ্যে মাখ-এর এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম বা পজিটিভিজম-এর প্রতি গভীর অনুরাগ এবং বিশেষত এই দর্শনকেই মার্কসবাদের নবতম সৃজনী বিকাশ বলে প্রচার করার উৎসাহ সে সময়ের রুশ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে দারুণ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। লেনিনের পক্ষে তাই মাখ-বাদ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা সম্ভব হয় নি। দর্শনটির বিচার তাঁর কাছে নিছক বিদ্যানুরাগ নয়, তার রাজনৈতিক তাৎপর্যও অত্যন্ত গভীর। এই "নব্য" দার্শনিক মতটি সে-সময়ে রুশ বৈপ্লবিক আন্দোলনেও এমন মতাদর্শগত সংকট সৃষ্টি করেছিল যে লেনিনের নিজের পার্টিতেও এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যেই মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলিই পরিত্যক্ত হতে বসেছিলো। এই পরি-স্থিতিতে লেনিনের পক্ষে কতটা বিচলিত হবার কথা তার বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তাঁর স্থির বিশ্বাস মার্কসবাদই সমাজ বিপ্লবের অমোঘ তত্ত্বগত হাতিয়ার। এই মার্কসবাদ বিঘ্নিত বা পরিত্যক্ত হলে বিপ্লবীদের সঠিক পথে এগুবার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হবার আশঙ্কা। অথচ তাঁর নিজের কমরেডরাই মুখে মার্কসবাদের আনুগত্য মানলেও কাজে একরকম মার্কসবাদ-বিরোধিতায়—মার্কসবাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এক দার্শনিক মতের প্রচার-অভিযানে—প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

তাই লেনিনের "মেটিরিয়ালিজম এ্যাণ্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম"—বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ। বইটির অব্যবহিত উদ্দেশ্য হলো রুশ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে কিছু তথাকথিত মার্কসবাদী যে ভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিলেন তারই নিরসন। এই উদ্দেশ্যে অবশ্যই প্রয়োজন হয়েছিলো মাখ-এর এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম বা প্রত্যক্ষ-বিচার-বাদের চুলচেরা বিচার। মতটি সে-সময়ে যতো গুরুগম্ভীর নামে প্রচারিত হোক না কেন, এটির প্রকৃত দার্শনিক চরিত্র বলতে ঠিক কী? এবং এই মত জনসাধারণকে আসলে কোন পথে পরিচালিত করতে চায়? এ জাতীয় মৌলিক প্রশ্ন বিচার করে লেনিন মতটির মার্কসবাদ-বিরোধিতা—বিশেষ করে মার্কস-এঙ্গেলসের বস্তুবাদ-বিরোধিতা—অনাবৃত বা প্রকট করে দেন। ফলে লেনিনের বইটি সে-সময়ের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে এক কঠিন মতাদর্শগত সংকট থেকে মুক্ত করে।

বইটির প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা যাক, কেননা আমরা একটু পরেই দেখবো লেনিনের মন্তব্য আমাদের আজকের পরিস্থিতির পক্ষেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই মুখবন্ধে লেনিন বলছেন:

"এ বছর একদল লেখক—এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই হবু-মার্কসবাদী—মার্কসীয় দর্শনের বিরুদ্ধে রীতিমতো এক প্রচার-অভিযান শুরু করেছেন। মাত্র মাস ছয়েকের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে চার-চারখানা বই—প্রতিটিরই প্রধান বা একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের উপর আক্রমণ।...এঁদের কারুর পক্ষেই অজ্ঞ হবার কথা নয় যে মার্কস এবং এঙ্গেলস বহুবার তাঁদের দার্শনিক মতবাদকে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ আখ্যা দিয়েছেন। তবু এঁরা সকলেই—নিজেদের মধ্যে তীক্ষ্ম রাজনৈতিক বিভেদ সত্ত্বেও—ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের বিরুদ্ধতায় একতাবদ্ধ, যদিও অবশ্য সেই সঙ্গেই তাঁদের দাবি হলো যে দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁরা সকলেই মার্কসবাদী। বারমান বলছেন, এঙ্গেলসের ডায়লেকটিকস এক রকমের 'রহস্যবাদ' বা মিস্টিসিজম। বাজারভ খানিকটা ঘরোয়া কথার কথা হিসেবেই মন্তব্য করছেন, এঙ্গেলসের মতামত বাতিল হয়ে গিয়েছে—ব্যাপারটা যেন এক স্বতঃসিদ্ধ ঘটনামাত্র। আমাদের এই বীর যোদ্ধারা বস্তুবাদকে একেবারে বরবাদ করে দেবার ভান করছেন, এবং তাঁরা এর নজির হিসাবে সগর্বে উল্লেখ করছেন 'অতি-আধুনিক জ্ঞানতত্ত্ব', 'অতি-আধুনিক দর্শন' (বা 'অতি-আধুনিক পজিটিভিজম' বা দৃষ্টবাদ), 'আধুনিক প্রকৃতি বিজ্ঞানের দর্শন', বা এমন কি 'বিংশ শতকের প্রকৃতি বিজ্ঞানের দর্শন'। এই সব তথাকথিত সাম্প্রতিক মতামতের নজির দেখিয়ে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের বিলোপকারীরা বুক ফুলিয়ে একেবারে সরাসরি ফিডিজম বা বিশ্বাসবাদে উপনীত হতে চান।...কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রতি তাঁদের প্রকৃত মনোভাবটা ঠিক কী—এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রশ্নের মুখোমুখী হলে তাঁদের সবটুকু সাহস এবং সবটুকু আত্মপ্রত্যয় যেন উবে যায়। কার্যত—ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ বা মার্কসবাদের সম্পূর্ণ বিসর্জন; কিন্তু মুখে—অন্তহীন বাকছল, প্রশ্নের সারমর্ম এড়িয়ে যাবার চেষ্টা, সাধারণভাবে বস্তুবাদের বিরুদ্ধে কোনো না-কোনো বস্তুবাদীকে দাঁড় করাবার চেষ্টা, এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের অসংখ্য বস্তুবাদী উক্তির বিশ্লেষণ-বিমুখিতার দৃঢ় সংকল্প।...এই হলো দার্শনিক শোধনবাদের সার লক্ষণ, কেননা একমাত্র শোধনবাদীরাই মার্কসবাদের মূলসূত্র থেকে সরে গিয়ে এবং যে-মত তাঁরা আসলে বর্জন করেছেন তার সঙ্গে সরাসরি 'হিসাব চুকোবার' বা এই মতকে স্পষ্ট, পরিষ্কার, দৃঢ় ও সরলভাবে বর্জন করার ভয় বা অক্ষমতার ফলে এক করুণ কুখ্যাতিমাত্রর অধিকারী হয়েছেন।"[25]

১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লেনিন এই মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, তাঁর বর্ণিত পরিস্থিতির সঙ্গে আজকের দিনের পরিস্থিতিটির কী আশ্চর্য মিল! আমরা পরে কিছুটা বিস্তৃতভাবেই দেখবো যে আজকের দিনের একদল লেখক নিজেদের বিপ্লবী বলে ঘোষণা করার উৎসাহে মার্কসীয় দর্শনের প্রতি গভীর আনুগত্য দেখাতে চান। তবে

এই আনুগত্যের একটি নির্দিষ্ট শর্ত আছে। শর্তটা হলো, মার্কসীয় দর্শনের সংগে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের কোনো সম্পর্ক মানা চলবে না। এঁদের মতে প্রকৃত মার্কসীয় দর্শনের এক অতি স্থূল ও কদর্য ব্যাখ্যা বলতে এই ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ। কিন্তু, প্রশ্ন হলো, এই জাতীয় এক স্থূল ব্যাখ্যাই অনেক সময় মার্কসীয় দর্শনের মর্যাদা পায় কী করে? অতি-আধুনিক এই উগ্র বিপ্লবীদের মতে মার্কসীয় দর্শনের এ জাতীয় কদর্থের প্রধান দায়িত্ব এংগেলসের। অতএব, ১৯০৮ সালে লেনিন যে-সব তথাকথিত মার্কসবাদীদের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁদের সংগে সমসাময়িক এই উগ্র বিপ্লবীদের আর মাত্র একটি বিষয়ে তফাৎ দেখা যায়। যেহেতু লেনিন বারবার দাবি করেছেন যে মার্কসীয় দর্শন আসলে মার্কস ও এংগেলসের যৌথ অবদান—কিংবা, যা একই কথা, দার্শনিক মতের দিক থেকে মার্কস ও এংগেলসের মধ্যে কোনো রকম বিভেদ কল্পনার সামান্যতম কারণ আসলে অলীক—এবং যেহেতু মার্কসীয় দর্শনের সবচেয়ে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা হিসেবে লেনিন নিজে এংগেলসের রচনাকেই সবচেয়ে প্রামাণ্য বলে বিবেচনা করে-ছিলেন, সেইহেতু সম্প্রতিকালের হবু মার্কসবাদীরা আরো দাবি করেন, মার্কসীয় দর্শনের স্বরূপ বুঝতে হলে কোনো এক কাল্পনিক বিশুদ্ধ মার্কসের সংগে শুধু এংগেলস নয়, লেনিনের সম্পর্কও সম্পূর্ণভাবে বরবাদ করতে হবে।

এ কালের এ জাতীয় মার্কসবাদীদের নমুনা পরে দেখা যাবে। আপাতত মন্তব্য হলো, আজকের পরিস্থিতির সংগে লেনিন বর্ণিত পরি-স্থিতির যেহেতু বহুলাংশে মিল রয়েছে, সেইহেতু লেনিনের 'বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষবিচারবাদ' অনুসরণ করেই আমাদের পক্ষে বোঝার সুযোগ হবে এ কালের তথাকথিত বিশুদ্ধ মার্কসপন্থীদের পক্ষে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ নামে দর্শনটির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার অন্তরালে আসল উৎসাহটার স্বরূপ কী?

৬। এক "আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত আন্দোলন"

অতএব লেনিনের মূল দার্শনিক গ্রন্থের অব্যবহিত উদ্দেশ্য কিছু রুশ সমাজতন্ত্রবাদী বুদ্ধিজীবীদের মতিবিভ্রম সংশোধন। কিন্তু লেনিন স্বভাবতই বুঝতে পারেন যে এই উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র ওই রুশ লেখকদের গ্রন্থাবলী বিচার করাই পর্যাপ্ত হবে না। এই রুশ বুদ্ধিজীবীরা আসলে স্বাধীন কোনো চিন্তার সমর্থক নন; তাঁরা শুধু অপরের চিন্তার নকল বা অনু-করণ করছেন। এবং নিছক নকল হিসাবেও তাঁদের লেখা এমন কিছু চমকপ্রদ

নয়, বিদ্যাভিমানের বড়াই সত্ত্বেও এঁদের অনেকেই নেহাত মাঝারি ধরণের লেখক, রকমারি তালগোল পাকানো কথা দিয়ে নিজেদের দার্শনিক অজ্ঞতা ঢাকা দেবার প্রয়াস করেন। কিন্তু এঁরা যে-দর্শনটির অনুকরণ করেন সেটির প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব কোনো কাজের কথা নয়। কেননা, আগেই বলেছি, প্রায় সারা ইওরোপ জুড়ে—এবং এমন কি বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী মহলেও—তখন এই দার্শনিক মতটির প্রবল প্রতাপ। পরবর্তী গবেষণার ফলে আমরা আজ আরো স্পষ্টভাবে জানতে পেরেছি, শুধু ইওরোপ নয়, তখনকার দিনে আমেরিকাতেও মাখ-এর প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ অত্যন্ত প্রভাবশালী দর্শনে পরিণত হচ্ছিলো। মাখ প্রসঙ্গে সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিশদ গবেষণা-গ্রন্থ থেকে এখানে এ-বিষয়ে কিছু নজির উদ্ধৃত করা যায়। লেখক মন্তব্য করছেন :

"জার্মান ভাষা জানা কিছু ইংরেজ ও মার্কিন দার্শনিক এবং বিশেষ করে বিরাট একদল জার্মান দার্শনিক যাঁরা আমেরিকায় বসবাস শুরু করেন—এঁদের সকলের যত্ন প্রয়াসের ফলে দার্শনিক হিসাবে মাখ-এর যেন এক নতুন আস্তানা গড়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো, বিশেষত বিজ্ঞানের তাৎপর্য প্রসঙ্গে মাখ-এর মত ইয়োরোপের কোনো দেশের তুলনায় বরং আমেরিকাতেই অনেক ব্যাপক ও ঘরোয়া সমাদর লাভ করছে।"[26]

মাখ দর্শনের এই নতুন মার্কিন আস্তানার কথা অবশ্য লেনিনের সময়—বিশেষত ১৯০৮ সালে—তেমন পরিষ্কার হয় নি, যদিও আমরা পরে দেখবো মাখ-এর মার্কিন অনুগামীদের কথা লেনিনের কাছে একেবারে অজানা ছিলো না। কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের পক্ষে কোনো সন্দেহের অবকাশ সম্ভব নয়। লেনিন স্পষ্টই বুঝেছিলেন, মাখ-এর "এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম" বা "পজিটিভিজম" নামের মতবাদটির প্রভাব—বিশেষত আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক তাৎপর্য প্রসঙ্গে তাঁর দাবি—কোনো দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অতএব এই মতের উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করছেন :

"এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আজ আমরা এক আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত আন্দোলনের সম্মুখীন হয়েছি।"[27]

অতএব, লেনিনের গ্রন্থের বিশেষ উদ্দেশ্য হলো, ওই আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত আন্দোলনটির সঙ্গেই সরাসরি বোঝাপড়া করা। অর্থাৎ,

মাখ-এর মতের পূর্ণাঙ্গ বিচারমূলক খণ্ডন ছাড়া তাঁর সমসাময়িক রুশ চিন্তাশীলদের মোহমুক্তি সত্যিই সম্ভব নয়। এঁদের কাছে যে-মতটিই প্রকৃত আদর্শ—যে-মতের নকল করে এঁরা এমন কি মার্কসবাদেরই কোনো এক নব সংস্করণ রচনার দাবি করেন—সেই মতটির পূর্ণাঙ্গ বিচার। লেনিনের গ্রন্থের মুখ্য বিষয়বস্তু বলতে, মাখ ও তাঁর দার্শনিক সহচরদের মূল রচনাবলীরই বিচার ; এই রচনাবলীর অন্তঃসারশূন্যতা প্রদর্শন করেই দর্শনটির তুলনায় অক্ষম রুশ অনুকরণকারীদের দার্শনিক দেউলেপনা সম্পূর্ণ অর্থে প্রকট করা সম্ভব।

তাই লেনিনের গ্রন্থের আশু বা অব্যবহিত উদ্দেশ্যের তুলনায় গ্রন্থটির রচনায় লেনিনকে ঢের বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মাখ ও তাঁর অনুচরদের রচনা সহজপাঠ্য নয়। সহজ কথাটা সহজ ভাষায় বললে পাঠকদের পক্ষে তার গ্রহণ বা বর্জনও অনেকটা সহজ ব্যাপার হয়ে পড়ে। তাই এই দার্শনিকেরা প্রায়ই দুরূহ ও চমকপ্রদ রকমারি পরিভাষার জাল বুনতে ব্যস্ত ; সে-পরিভাষার জালে পড়ে পাঠক বিহ্বল বোধ করবেন এবং দার্শনিক মতটির প্রতি এক ভয়ভক্তি সম্বলিত মনোভাব গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। অতএব লেনিনের পক্ষে প্রয়োজন হল, কঠিন পরিভাষার এই কৃত্রিম জাল ছিন্নভিন্ন করে দেখানো, অশেষ বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও মাখ ও তাঁর দার্শনিক অনুচরদের আসল বক্তব্যটুকু ঠিক কী এবং প্রকৃত দার্শনিক বিচারে তা কতোটা স্বীকারযোগ্য ? তাছাড়া, কথায় কথায় এঁরা আধুনিক বিজ্ঞানের দোহাই দেখান। অতএব লেনিনের পক্ষে আর একটি প্রয়োজন হলো, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগান্তকারী নানা গবেষণার প্রকৃত তাৎপর্য বিচার করা। মাখ যাই দাবি করুন না কেন—এবং বিজ্ঞানী মহলে তাঁর প্রভাব যতোই ব্যাপক হোক না কেন—সাম্প্রতিক বিজ্ঞানে সত্যিই কি এমন কিছু ঘটেছে যার তাত্ত্বিক তাৎপর্য মানতে গেলে মার্কস-এঙ্গেলসের বস্তুবাদ জলাঞ্জলি দেওয়া দরকার ?

এ জাতীয় মূল প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ণয় করা বড়ো সহজ কথা নয়। কিন্তু লেনিনের মূল প্রত্যয় নিশ্চয়ই এই ছিলো যে দার্শনিক সংগ্রামের পক্ষেও কোনো সহজ পথে এগুনোর চেষ্টা আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই হবে না। কিংবা, আরো সংক্ষেপে, বিপ্লব ব্যাপারটা সহজসাধ্য নয়—রাজনৈতিক সংগ্রামের দিক থেকেও নয়, মতাদর্শগত সংগ্রামের দিক থেকেও নয়।

তাই লেনিনের "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" মেটিরিয়ালিজম এ্যান্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম এক যুগান্তকারী দার্শনিক সৃষ্টি বলে স্বীকৃত হতে বাধ্য—বিরোধী পক্ষের প্রচারকেরা এই সত্যটি গোপন করার আশায় যতো ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যতো সোরগোলই তুলুন না কেন। মাখ-এর

পজিটিভিজম বা দৃষ্টবাদ যে আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করছিলো লেনিনের পক্ষে তার খণ্ডন এক পাল্টা আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সূচনা করে। বইটির তাৎপর্য শুধুমাত্র বগদানভ প্রমুখ কিছু রুশ বুদ্ধিজীবীর মতিভ্রম নিরসন নয়। বইটির ঢের বড়ো ঐতিহাসিক তাৎপর্য বর্তমান। সমগ্র ইওরোপ ও আমেরিকা জুড়ে তখন মাখ দর্শনের দোর্দণ্ড প্রতাপ। সামগ্রিকভাবে এই দর্শনের অন্তঃসারশূন্যতা প্রদর্শনের সর্বপ্রথন নিদর্শন বলতে লেনিনের "মেটিরিয়ালিজম এ্যণ্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম"—বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভাববাদের পুনরুজ্জীবনে বিরাট বিপুল আয়োজন

১। প্রত্যক্ষ-বিচারবাদের উৎস ও সারমর্ম

একদিক থেকে বলা যায়, লেনিনের দার্শনিক গ্রন্থটির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় একটি সহজ প্রশ্নের সরল উত্তরের উপর নির্ভর করে। দার্শনিক মত হিসেবে প্রত্যক্ষ-বিচারবাদের মূল কথাটা ঠিক কী?

মাখ ও তাঁর দার্শনিক সহচরেরা অবশ্যই অক্লান্তভাবে দাবি করেন যে তাঁদের প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ বা দৃষ্টবাদ এক অতি-অভিনব বা সম্পূর্ণ নতুন দার্শনিক মতবাদ; সর্বাধুনিক জ্ঞানতত্ত্ব এবং সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সমৃদ্ধ এই মতবাদ দর্শনের ইতিহাসে যেন এক পরমাশ্চর্য নবযুগের সূচনা করেছে। কিন্তু লেনিন প্রশ্ন তোলেন : সত্যিই কি তাই? এম্পিরিও ক্রিটিসিজম বা পজিটিভিজম বা এই জাতীয় নানা অভিনব নামে প্রচারিত হলেও মতবাদটিকে কি সত্যিই অভিনব বলে মেনে নেবার পর্যাপ্ত কারণ আছে? কিংবা, যা একই কথা, প্রত্যক্ষ-বিচারবাদের উৎস বা সারমর্ম বলতে আসলে কী?

এই প্রশ্নর উত্তর সন্ধানে অগ্রসর হলে প্রথমেই একটি সূত্র আমাদের চোখে পড়ে। সূত্রটি হলো, আলোচ্য দর্শনের প্রবক্তাদের পক্ষ থেকে বস্তু-বাদের উপর অবিরাম আক্রমণ। লেনিনের সময়ে পেশাদার দার্শনিক মহলে এই দার্শনিক মতটির প্রবক্তাদেরই প্রাধান্য। এঁদের উল্লেখ করে লেনিন বলছেন,

"দার্শনিক সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর সামান্যতম পরিচয় আছে তিনিও জানেন যে দর্শনের (বা ধর্মতত্ত্বের) এমন কোনো সমসাময়িক অধ্যাপক খুঁজে পাওয়া কঠিন যিনি কিনা সরাসরি বা অন্তত পরোক্ষভাবে বস্তুবাদ খণ্ডনে আত্মনিয়োগ করেন নি।"[1]

বস্তুবাদের বিরুদ্ধে এ-হেন জেহাদ কেন? স্বভাবতই বস্তুবাদী লেনিনের পক্ষে প্রশ্নটি উপেক্ষণীয় হতে পারে না। মতটি কি তাহলে বস্তু-বাদের চিরশত্রু ভাববাদী দর্শন? লেনিন আসলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁর বিচারে ওই তথাকথিত অভিনব দর্শনটি সত্যি বলতে মোটেই অভিনব নয়। মতটির প্রচারকেরা যতো রকম নব্য পরিভাষাই ব্যবহার করুন না কেন—যতো চুলচেরা কূটকচালির নজির দেখিয়ে মতটি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করুন না কেন—দার্শনিক মত হিসেবে এটি অনেক-কালের পুরাণো এক মত ছাড়া কিছুই নয়, এবং সহজ কথায় তারই নাম ভাববাদ। এই মতেরই সেকালের এক প্রখ্যাত প্রবক্তার নাম বিশপ বার্কলি (১৬৮৫-১৭৫৩)[১]। কিন্তু বার্কলি নিজে নতুন কোনো গালভরা নামের বদলে মতটিকে সহজ সরল পরিভাষায় ভাববাদ বলেই উল্লেখ করেছেন, যদিও বার্কলির ভাববাদের বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্যে দর্শনের ইতিহাসে তাঁর মত "আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদ"[১] বলেও উল্লিখিত।

ভাববাদ সমর্থনের প্রধান শর্ত হলো বস্তুবাদ খণ্ডন। এই কথা বার্কলি অকপটে স্বীকার করেছেন এবং অকপটেই বস্তুবাদকে তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ বলে ঘোষণা করেছেন। লেনিনের সময় পেশাদার দার্শনিক মহলেও বস্তুবাদ খণ্ডনের উৎসাহটা অবশ্যই প্রকট। কেবল যে-কথাটি গোপন করার প্রয়াস তা হলো, এই উৎসাহের মূলে ভাববাদ সংরক্ষণেরই আগ্রহ। তফাতটা এই কারণে যে বার্কলি সরাসরি ভাববাদেরই সমর্থক, কিন্তু একালের তথাকথিত প্রত্যক্ষ-বিচারবাদী বা দৃষ্টবাদীরা প্রচ্ছন্ন ভাববাদী। তাঁদের পক্ষে সরাসরি স্বীকার করা সম্ভব নয় যে ওই পুরাণো মতটির পুনরুজ্জীবনই তাঁদের উদ্দেশ্য। তাই তাঁরা রকমারি পরিভাষার মুখোস পরে এক অভিনব দর্শনের প্রচারক সাজতে চান। অবশ্য মুখোস তৈরির বাহাদুরিটা মানতেই হবে। তা না হলে সারা ইওরোপ ও আমেরিকা জুড়ে নব্য দার্শনিক অমন নামডাক সম্ভব হত না। লেনিনের তীক্ষ্ণ দার্শনিক বিশ্লেষণের ফলে সে-মুখোশ অবশ্যই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশের বাইরে পেশাদার দার্শনিক মহলে লেনিনের দার্শনিক গ্রন্থটি হয় নিষিদ্ধ না-হয় অজ্ঞাত। আমাদের দেশের দর্শনের অধ্যাপকদের মধ্যেও কজনই বা গ্রন্থটির খবর রাখেন? তাই পেশাদার দার্শনিক মহলে পজিটিভিজম প্রভৃতির প্রতি এখনো অনেক মোহ। এই মোহ ভাঙতে দার্শনিক বিচার ছাড়াও রাজনৈতিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা লাগবে।

কিন্তু আপাতত লেনিনের কথাই আলোচনা করা যাক। একদিক থেকে

বলা যায়, তাঁর পুরো বইটির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় মাখ প্রমুখের প্রত্যক্ষ-বিচারবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু এই স্বরূপ উদ্ঘাটন বুঝতে হলে আমাদের পক্ষে বার্কলি-দর্শনের কিছুটা প্রাথমিক পরিচয় থেকে শুরু করাই সুবিধাজনক হবে।

বার্কলির মূল প্রতিপাদ্য হল, সাধারণ মানুষ যাকে বাস্তব বহির্জগৎ বলে মনে করে আসলে তা নেহাতই মন-গড়া। আমাদের মনের বাইরে বাস্তব বহির্জগৎ বলে সত্যিই কিছু থাকতে পারে না। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, বনজঙ্গল পাহাড়পর্বত বাড়িঘর প্রভৃতির এক বাস্তব জগৎ আমাদের মনের বাইরে বর্তমান : বিবিধ সংবেদন[4] মাধ্যমে আমরা এই বস্তুজগৎটির খবর পাই—চোখে দেখি, কানে শুনি, স্পর্শ করি, ইত্যাদি। কিন্তু বার্কলি দেখাতে চান, দার্শনিক বিচারে এই বিশ্বাস কিছুতেই গ্রাহ্য হতে পারে না, কেননা মনের বাইরে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব। যেমন ধরা যাক, আমি সাধারণত বলি আমার সামনে একটা কমলালেবু রয়েছে ; আমি শুধু সেটা জানছি ; কিন্তু আমার মনের উপরে বা আমার জানা-না-জানার উপর তার সত্তা নির্ভর করে না। কিন্তু বার্কলি প্রশ্ন করছেন, কোথায় ওই কমলালেবু ? এক্ষেত্রে আমি ঠিক কী জানছি ? কয়েকটি সংবেদন ছাড়া কিছু নয় : রঙ-এর সংবেদন, রূপ-এর সংবেদন, স্বাদ-এর সংবেদন, ইত্যাদি। কিংবা, আরো নির্ভুল ভাষায় বলা উচিত : রঙ-সংবেদন, রূপ-সংবেদন, স্বাদ-সংবেদন, ইত্যাদি। অর্থাৎ কিনা, কমলালেবুটির অস্তিত্ব হিসেবে আমি শুধুমাত্র কয়েকটি সংবেদনের নজির দেখাতে পারি ; কিন্তু নিছক সংবেদনের গণ্ডি পেরিয়ে সংবেদন-অতিরিক্ত কোনো বস্তুর নজির দেখানো অসম্ভব। অতএব মানতেই হবে, শুধুমাত্র এই জাতীয় সংবেদন বা সংবেদন-পুঞ্জেরই প্রমাণ আছে ; তা ছাড়া বস্তু বলে কোনো কিছুর কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু সংবেদন তো নেহাতই মানসিক, মনের বাইরে সংবেদনের কোনো রকম সত্তা থাকতে পারে না। যা মানসিক, তারই অপর নাম ধারণা বা আইডিয়া[5]। অতএব চলতি কথায় যাকে বলি কমলালেবু তা আসলে শুধু সংবেদন বা সংবেদন-পুঞ্জ, শুধু ধারণা বা ধারণা-পুঞ্জ। পাহাড়পর্বত, বনজঙ্গল, ঘরবাড়ি প্রভৃতি সবকিছু সম্বন্ধেও একই কথা। তাই দার্শনিক বিচারে বাস্তব বহির্জগতের অস্তিত্ব মানা যায় না। তার বদলে মানতে হবে তথাকথিত বহির্জগৎটি নেহাতই মন-গড়া—মানসিক সংবেদন বা মানসিক ধারণা ছাড়া কিছু নয়।

এই হল বার্কলির ভাববাদের মূল যুক্তি। এবং এই যুক্তি অনুসরণ

4. Sensation
5. Idea

করেই ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬)[6] এবং জে. জি. ফিকতে (১৭৬২-১৮১৪)[7] দেখাতে চান, ভাববাদের অনিবার্য পরিণতি হল একজ্ঞাতাবাদ[8]। এই মতে বহির্জগৎ তো দূরের কথা, আমার পক্ষে এমনকি অপর কোনো জ্ঞাতার বা অপর কোনো ব্যক্তির অস্তিত্বও মানা সম্ভব নয়। কেননা, আমার পক্ষে ব্যক্তিগত সংবেদন বা ধারণার গণ্ডি পেরিয়ে অপর কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব জানা অসম্ভব। অর্থাৎ, যে-যুক্তিতে বার্কলি বহির্বস্তুর অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন সেই যুক্তিতেই অপর ব্যক্তির অস্তিত্বও নিরসিত হয়। আমার কাছে আমার নিজের সংবেদন বা ধারণা ছাড়া আর কিছুরই প্রমাণ নেই।

লেনিন দেখালেন, যে-যুক্তি অনুসরণ করে বার্কলি যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, মাখও ঠিক সেই যুক্তি অনুসরণ করে ঠিক সেই সিদ্ধান্তেই পেঁছিতে চান। পার্থক্য বলতে, মাখ-এর ক্ষেত্রে রকমারি অভিনব পরিভাষা বিন্যাস। যেমন সহজ ভাষায় বার্কলি বলছেন "সংবেদন-পুঞ্জ"[9], কিছুটা বিজ্ঞান-ঘেঁষা শোনাবার আশায় মাখ তাকেই বলছেন "সংবেদন-যৌগ"[10]। পরিভাষা বিন্যাসের এজাতীয় আরো অনেক নমুনা আমরা পরে দেখবো। কিন্তু এই কৌশলটিতে বিভ্রান্ত না-হয়ে, বার্কলি ও মাখ-এর রচনা থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতির নজির দেখিয়ে লেনিন প্রমাণ করেন, দার্শনিক সারাংশর দিক থেকে মাখ-এর কথা বার্কলিরই পুনরুক্তি মাত্র। আমাদের বর্তমান আলোচনায় এই উদ্ধৃতিগুলির পুনরুল্লেখ করার সুযোগ নেই, কেননা তাহলে লেনিনের গ্রন্থের প্রথমাংশর অনেক পৃষ্ঠাই এখানে তুলে দেওয়ার প্রয়োজন হবে। কিন্তু মাখ-এর তথাকথিত অভিনব দর্শনটি যে বার্কলি-দর্শনেরই পুনরুক্তিমাত্র এবং তার চরম পরিণতি যে একজ্ঞাতাবাদ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, এ বিষয়ে লেনিনের মূল সিদ্ধান্তটি উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে। লেনিন বলছেন,

> "মাখ-এর মতেও বস্তুমাত্রই সংবেদন-পুঞ্জ। কোনো রকম বাক্‌ছল ও বিতণ্ডার সাহায্যে এই অবধারিত সত্য অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে আর্নস্ট মাখ-এর এই মতটি আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদ বা বার্কলিরই পুনরুক্তি মাত্র। মাখ বলেন বস্তুমাত্রই 'সংবেদন-যৌগ', বার্কলি বলেন তা শুধু 'সংবেদন-পুঞ্জ'। এই কথা মানলে স্বীকার করতেই হবে যে পুরো জগৎটাই আমার মনের ধারণা। ফলে ব্যক্তিগত জ্ঞাতা ছাড়া শেষ পর্যন্ত আর কারুর অস্তিত্বও স্বীকার করা অসম্ভব। এই হল বিশুদ্ধ একজ্ঞাতাবাদ। মাখ, আভেনারিউস,

পেটজোল্ট প্রভৃতির দল মুখে একজ্ঞাতাবাদের যতো নিন্দাই করুন না কেন, একেবারে অসম্ভব ও আজগুবি কথার গর্তে না-পড়ে তাঁদের পক্ষে একজ্ঞাতাবাদ থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো পথ নেই।"[11]

অন্যত্র বিদ্রূপ করে লেনিন বলছেন,

"আর্নস্ট মাখ-এর 'সাম্প্রতিক পজিটিভিজম' মাত্র শ'দুয়েক বছরের পুরাণো এক দর্শন। ইতিপূর্বে বার্কলি পর্যাপ্তভাবেই প্রমাণ করেছেন যে 'সংবেদন বা মানসিক উপাদান থেকে' একজ্ঞাতাবাদ ছাড়া আর কিছুই 'গড়া' সম্ভব নয়।"[12]

তথাকথিত নব্য দার্শনিক মতটির স্বরূপ উদ্ঘাটনে এই হলো লেনিনের মূল কথা। আলোচনায় আরো অগ্রসর হবার আগে এখানে অন্য একটি প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। পজিটিভিজম-এর এই সমালোচনা প্রসঙ্গে আজকের দার্শনিক সমাজের প্রতিক্রিয়া কী রকম?

উত্তরে প্রথমেই মনে রাখা দরকার, আজকের দিনে সামগ্রিক অর্থে দার্শনিক সমাজ বলতে সত্যিই কিছু নেই। সমাজতান্ত্রিক দেশের দার্শনিকেরা —এবং সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশান্তরের দার্শনিকেরাও—লেনিন প্রদর্শিত পথেই এই নব্য দর্শনটি বর্জন করেন। তার একটা বড়ো কারণও এখানে মনে রাখা দরকার। বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে প্রচারিত হলেও মাখ প্রমুখের মত একটা বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। আমরা পরে দেখবো, লেনিন কীভাবে আধুনিক পজিটিভজমের সামাজিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। আপাতত মন্তব্য হলো, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দার্শনিক-দের কাছে ওই সামাজিক উদ্দেশ্যটি একান্তই বর্জনীয়। অতএব তাঁদের পক্ষে পজিটিভজম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হওয়ায় বাধা নেই।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক—বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী—দেশের দার্শনিকদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এঁদের অনেকের সঙ্গেই লেনিনের রচনার কোনো সম্পর্ক নেই, এমনকি অনেকে জানেনই না যে পজিটিভজম খণ্ডনে লেনিন অতো বড়ো একটা বিশেষজ্ঞসুলভ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাছাড়া, ভাববাদের এই নব সংস্করণটি যে-উদ্দেশ্য সাধন করতে চায় সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী দেশের দার্শনিকদের উপর একটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপও আছে। ফলে লেনিন-প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা,

এই দার্শনিকেরা সচেতন বা অচেতনভাবে ওই নব্য ভাববাদের চর্চাতেই আত্মনিয়োগ করেন।[13]

আরো কথা আছে। একালের অনেক দার্শনিকের উপরে সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শগত চাহিদা মেটাবার তাগিদ রয়েছে। ফলে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে রকমারি প্রচারেরও প্রয়োজন। তবে এঁদের প্রধান আক্রোশ অবশ্যই লেনিনের বিরুদ্ধে। কেননা, লেনিন তো শুধু মার্কসীয় দর্শনকে তত্ত্বগত বিকৃতি থেকে রক্ষা করেই ক্ষান্ত হন নি ; এই দর্শনের সার্থক প্রয়োগ করে তিনি পৃথিবীতে বাস্তবিকই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতএব দার্শনিক লেনিন সাম্প্রতিক সাম্রাজ্যবাদের কাছে এক অতি-বড়ো আতঙ্কও। সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি প্রতিরোধে তাই লেনিনের বিরুদ্ধে রকমারি প্রচারের প্রয়োজন হয়।

অতএব, অনেকে মন্তব্য করছেন, দার্শনিক হিসেবে লেনিন ছিলেন নেহাতই আনাড়ি। মাখ-এর রচনা এমনই কঠিন যে তা বুঝতে গিয়ে পেশাদার দার্শনিকেরাই হিমসিম খেয়ে যান ; প্রকৃত দার্শনিক শিক্ষার অভাবে লেনিনের পক্ষে এই দর্শনের তাৎপর্য বোঝবার প্রশ্নই ওঠে না।[14] তাই মাখ-দর্শনকে বার্কলি-দর্শনেরই কোনো এক নব সংস্করণ বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টাটা তাঁর দার্শনিক অজ্ঞতারই পরিচায়ক।[15]

এই জাতীয় প্রচার প্রসঙ্গে বর্তমানে শুধুমাত্র একটি নজির উদ্ধৃত করতে চাই। মাখ-এর নিজের লেখা দুরূহ পরিভাষা কণ্টকিত বলেই তাঁর দর্শনের সারাংশের একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের প্রয়োজন অনুভূত হয়। মাখ-এরই এক বিশিষ্ট অনুগামী এই উদ্দেশ্যে একটি নিবন্ধ রচনা করেন। তাঁর নাম মরিট্স শিলক[16], নিবন্ধটির শিরোনাম "দার্শনিক মাখ"[17]। ১৯২৬ সালে ভিয়েনার এক বিদগ্ধ পত্রিকার[18] বিশেষ মাখ-সংখ্যায় নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। মাখ-এর অতি-বড়ো ভক্তের পক্ষেও এমন কথা কল্পনা করা অসম্ভব যে উক্ত নিবন্ধে মাখ-দর্শনের কোনো বিকৃত বা অতি-সরল পরিচয় থাকা সম্ভব। তাহলে তুলনায় সরল ভাষায় মাখ-এর আসল বক্তব্যটা কী, তা এই নিবন্ধটি থেকে দেখা যেতে পারে। লেখক বলছেন,

"যেহেতু তথাকথিত বহির্জগৎ সংক্রান্ত আমাদের সমস্ত প্রমাণের একমাত্র ভিত্তি বলতে সংবেদন, সেইহেতু মাখ দাবি করেন যে এই সংবেদন ও তার যোগই উক্ত প্রমাণের সার।

ফলে সংবেদন-অতিরিক্ত বা সংবেদনের অন্তরালে বর্তমান অজ্ঞাত কোনো বস্তুর অস্তিত্ব মানবার প্রশ্ন ওঠে না। এই যুক্তিতেই [দার্শনিক কাণ্ট-এর] বস্তু-স্বলক্ষণ[19] এক অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় তত্ত্ব হিসাবে পরিত্যক্ত হয়। কোনো বস্তু বা পার্থিব দ্রব্য বলতে আসলে বোঝায় সংবেদনগুলিরই তুলনায় কম-বেশি স্থিতিশীল (বা অপরিবর্তনীয়ও বলা যায়) নকশার মতো কিছু—রং, শব্দ, তাপ, চাপ প্রভৃতি সংবেদন।
"এই দুনিয়ায় নিছক সংবেদন-রাশি বা তারই যোগ ছাড়া কোথাও কিছু নেই। অবশ্য মাখ 'সংবেদন' শব্দের বদলে তুলনায় নিরপেক্ষ 'মৌল' বা এলিমেণ্ট[20] শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন।"[21]

বার্কলি-দর্শনের সঙ্গে সামান্য পরিচয় থাকলেও উপরে বর্ণিত মতটির সঙ্গে বার্কলির ভাববাদের কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিংবা, পার্থক্য বলতে আসলে যেটুকু সেটুকুর প্রতি লেনিনই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। লেনিন বলছেন,

"পরিভাষায় সামান্য রদবদল করলেই একটা দার্শনিক মত বদলে যায়—এমন বিশ্বাস নেহাতই শিশুসুলভ হবে। যেমন, কেউ যদি কল্পনা করেন যে 'সংবেদন' শব্দের বদলে 'মৌল' শব্দ ব্যবহার করলে সংবেদন আর সংবেদনই থাকে না।"[22]

অতএব লেনিন-বিরোধী প্রচারকেরা লেনিনের পেশাদারী দার্শনিক দক্ষতার অভাব নিয়ে যতই সোরগোল বাধান না কেন, আমাদের পক্ষে একটি কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রায় সমগ্র ইওরোপ ও আমেরিকার পেশাদার দার্শনিক মহল যখন পজিটিভিজম প্রভৃতি রকমারি গালভরা নামে প্রচারিত মাখ-এর দার্শনিক মতটির সামনে ভয়-ভক্তিতে প্রায় বিহ্বল, তখন লেনিনই এই মতটির প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। তিনি দেখান, নব্য পরিভাষার অজস্র মারপ্যাঁচ সত্ত্বেও মতটি আসলে বার্কলি প্রমুখের ভাববাদের এক নব সংস্করণ ছাড়া কিছুই নয়। অতএব পেশাদার অর্থে দার্শনিক না-হয়েও লেনিন সমগ্র পেশাদার দার্শনিক মহলের মোহমুক্তির আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু ইওরোপ ও আমেরিকার পেশাদার দার্শনিকেরা যদি আজো লেনিনের অবদান অগ্রাহ্য করে পজিটিভিজমের মোহেই আচ্ছন্ন থাকতে চান এবং তারই প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন, তাহলে অবশ্যই অনুমানের সুযোগ থাকে যে দার্শনিক বিচারের চাহিদা ছাড়াও এঁদের উপর

অন্য কোনো চাহিদা মেটাবার চাপ রয়েছে। কিন্তু সে আলোচনা পরে তোলা যাবে। আপাতত আর একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় দেখা যাক।

২। লেনিনের গ্রন্থ সম্পর্কে মাখ-এর প্রতিক্রিয়া

দার্শনিক মাখ-এর মৃত্যু হয় ১৯১৬ সালে। অর্থাৎ, লেনিনের গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর তিনি বেশ কয়েক বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবনী-কারদের কাছ থেকে আমরা জেনেছি যে শেষ বয়সে কিছু শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও দার্শনিক বিতর্কে তাঁর উদ্যম ও উৎসাহ অক্ষুণ্ণ ছিল। বিশেষত স্বীয় মতের কোনো বিরূপ সমালোচনা তিনি সহ্য করেন নি, জীবনের শেষ বছর পর্যন্ত স্বমত সংরক্ষণের প্রয়াস করেছিলেন।

অতএব আমাদের পক্ষে একটি বিষয়ে কৌতূহল না হয়ে পারে না। ১৯০৯ সালে লেনিনের গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর স্বয়ং মাখ-এর প্রতিক্রিয়া কী হলো? মাখ কি লেনিনের সমালোচনার কোনো উত্তর দেন? কিংবা, লেনিনের গ্রন্থটির উপর তিনি কি কোথাও কোনো মন্তব্য করেন?

আশ্চর্যের কথা এই যে এ-বিষয়ে মাখ সম্পূর্ণ নীরব। কোনো গ্রন্থে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায়—কোথায়ও তিনি লেনিনের বই সম্বন্ধে একটিও কথা বলেন নি।

কেন এই নীরবতা? তার কারণ কি এই যে মাখ-এর মতো প্রতিষ্ঠাপন্ন বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের কাছে লেনিনের বইটি একেবারে অজ্ঞাত ছিল? কিংবা, কোনো এক রাজনৈতিক নেতা তাঁর দর্শন প্রসঙ্গে কী বলতে চান বা না-চান, সেসব কথায় কান দেবার মতো সময়ই তাঁর ছিল না?

আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। মাখ-এর প্রামাণ্য জীবনী থেকে এখানে কিছুটা উদ্ধৃতি দেখা যাক:

"মাখ জানতেন যে তাঁর দার্শনিক মত অনেকদিন ধরেই রাশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করছিল এবং তা নিয়ে বিতর্কও চলছিল। কিন্তু মনে হয়, ফ্রিয়েডরিখ এ্যডলারই[23] প্রথম এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে তাঁর দার্শনিক মতের প্রভাবে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে বেশ কিছুটা ফাটল ধরতে শুরু করেছিল, এবং তাঁর মতের ব্যাপক প্রচারই ওই বিরুদ্ধ গ্রন্থটি রচনার আসল কারণ। জুলাই ২৩, ১৯১৯ সালে মাখকে লেখা চিঠিতেই এ্যডলার তাঁকে উপদেশ দেন যে এই রুশ আক্রমণ নিয়ে মাথাব্যথার কারণ নেই, কেননা বইটির লেখক নেহাতই অ-পেশাদার বা শখের দার্শনিক, কী নিয়ে আলোচনা করছেন তাইই বোঝেন না। মাখ এই উপদেশ গ্রহণ করেন, সমাজতন্ত্র সংক্রান্ত সমস্ত উৎসাহ বর্জন

করেন এবং ভি. আই. লেনিনের 'বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ' বইটিকে বিনা বিতর্কে প্রচারিত হতে দেন।"[24]

এইসব কথা সত্যি হলে স্বীকার করতে হবে যে লেনিনের বইটি মাখ-এর কাছে অজানা ছিল না। কিন্তু জনৈক বন্ধুর বিচারে বইটি নেহাতই আনাড়ির লেখা বলে, স্বয়ং মাখ এটিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করাই শ্রেয় মনে করেন। কিন্তু তাহলে নেহাৎ অবজ্ঞাসূচক কোনো মন্তব্যও নয় কেন? মাখ-এর পক্ষে লেনিনের বই সম্বন্ধে এমন সম্পূর্ণ নীরবতার কি আর কোনো কারণ থাকতে পারে?

মাখ সম্বন্ধে পরবর্তীকালের গবেষণা থেকে কিন্তু এখানে একটা সংশয় থেকেই যায়। সে-গবেষণার দুটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে। প্রথমত, মাখ-দর্শনের উপর বার্কলি প্রমুখ ভাববাদীদের গভীর প্রভাব আজ আর অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, একথাও অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না যে স্বয়ং মাখ সারা জীবন ধরে এবং সচেতনভাবেই এই কথাটি চেপে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। সম্প্রতিকালে ব্লাকমোর নামে জনৈক গবেষক মাখ-এর এক সুবৃহৎ ও প্রামাণ্য জীবনী রচনা করেছেন। সেই জীবনী থেকে দুটি উদ্ধৃতি আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে বিশেষ প্রাসঙ্গিক হবে।

মাখ ও তাঁর কিছু সহকর্মী প্রসঙ্গে ব্লাকমোর বলছেন,

"সংক্ষেপে বলা যায় যে 'ভাববাদ' লেবেলটির বিরুদ্ধে সাধারণের সংস্কারগত আপত্তি যাতে তাঁদের মতবাদ গ্রহণে বাধা না হয়, এই আশায় তাঁরা নিজেদের মতের সঙ্গে বার্কলি, হিউম ও কান্টের—অর্থাৎ পরবর্তীকালে সাধারণত যাঁরা ভাববাদী বলেই উল্লিখিত তাঁদের—মতের অতি-নিকট সাদৃশ্যের কথা ইচ্ছে করেই গোপন করার চেষ্টা করেন, যদিও এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না যে ঐতিহাসিক বিকাশ ও যুক্তিবিন্যাস উভয় দিক থেকেই এই সম্পর্ক অবশ্য-স্বীকার্য।"[25]

প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে এই লেখক লেনিনের বা মার্কসবাদের সমর্থক নন। উভয়ের বিরুদ্ধেই তিনি কঠোর ও বিরূপ মন্তব্য করেছেন।[26] অতএব উপরের উক্তিটিতে লেনিনের কোনো প্রভাব অনুমানের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। তবুও নেহাতই বাস্তব তথ্যের তাগিদে লেখক উপরোদ্ধৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছেন। এবং তার মূল কথা হল: ১) ঐতি-হাসিক বিকাশ ও যুক্তিবিন্যাস উভয় দিক থেকেই বার্কলি, হিউম ও কান্টের

ভাববাদের সঙ্গে মাখ প্রমুখের দার্শনিক মতের সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট, এবং ২) এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও মাখ ও তাঁর দার্শনিক সহচরেরা কথাটি চেপে যাবার সাধ্যমতো চেষ্টা করেন, কেননা সাধারণের মধ্যে ভাববাদ নামটির প্রতিই বিতৃষ্ণার ফলে এঁদের দার্শনিক মতের প্রকৃত ভাববাদী রূপটি প্রকাশিত হয়ে পড়লে নিজেদের জনপ্রিয়তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা।

অতএব লেনিনের গ্রন্থ প্রসঙ্গে মাখ-এর পূর্ণ নীরবতার অন্য একটি কারণ অনুমানের সুযোগ থাকে। আনাড়ির লেখা বলেই যে মাখ শুধু অবজ্ঞায় বইটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব তা নাও হতে পারে। অন্য এক সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চলতি কথায় যাকে বলে একেবারে হাটে-হাঁড়ি-ভেঙে-দেওয়া—মাখ-দর্শন প্রসঙ্গে লেনিন যেন ঠিক সেই কাণ্ডই করে-ছিলেন। মাখ ও তাঁর সহচরেরা যে-কথাটি গোপন করবার সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন ঠিক সেই কথাটিই লেনিন অত্যন্ত প্রকটভাবে ফাঁস করে দেন। এবং এই কারণেই মাখ-এর পক্ষে মনে করা অসম্ভব নয় যে ব্যাপারটাকে আর বেশি না-ঘাটানোই ভালো। বরং লেনিনের গ্রন্থটির প্রতি কোনো একরকম বিদগ্ধসুলভ অবজ্ঞার ভান দেখানোই নিরাপদ।

এ জাতীয় সম্ভাবনার পক্ষে এখানে আর মাত্র একটি নজির দেখাবার চেষ্টা করবো। যতই দিন যাচ্ছে ততই মার্কস-বিরোধী ও লেনিন-বিরোধী মহলেও একটি কথা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরভাবে স্বীকৃতি লাভ করছে। কথাটা হলো, বার্কলির উপর বস্তুতপক্ষে বিশেষ নির্ভরশীল হলেও মাখ এই কথাটি সাধ্যমতো গোপন করবার চেষ্টা করেছিলেন। ব্লাকমোর যেমন বলেছেন,

"১৯৫৩ সালে কার্ল পপার[27] একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করেন যে দুশো বছর আগে বার্কলি ঠিক যেভাবে দেশ ও কালের ধারণার সমালোচনা করেছিলেন ঠিক সেই বিচার অনুসরণ করেই মাখও নিউটনের দেশ ও কাল সংক্রান্ত ধারণার সমালোচনা করেন। ১৯৫৭ সালের একটি প্রবন্ধে জন মিহিল[28] এই কথাটিই পুনঃপ্রতিপন্ন করেন। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত মাখ-এর 'মেকানিকস্' গ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায় কার্ল মেনজার[29] মন্তব্য করেন যে, স্বীয় মতের উপর বার্কলির প্রভাব স্বীকার করার বিরুদ্ধে মাখ-এর আগ্রহের আসল কারণ খুব সম্ভব ভাববাদী হিসাবে পরিচিত হবার আশঙ্কা, কিংবা হয়তো বার্কলির সঙ্গে এই সাদৃশ্যের নজির থেকে স্বীয় মতের বিরূপ সমালোচনার ত্রাস।"[30]

অতএব, সংক্ষেপে, মাখ ছিলেন বার্কলির অনুগামী ভাববাদীই। তবে

তিনি এই কথাটি সাধ্যমতো গোপন রাখার চেষ্টা করেছিলেন। যদি তাই হয়, তাহলে লেনিনের প্রখর বিশ্লেষণের ফলে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর মাখ-এর পক্ষে লেনিনের বইটির প্রতি তাচ্ছিল্য দেখিয়ে নীরব থাকাই কিছুটা নিরাপদ নয় কি?

৩। ভাববাদের প্রবল জোয়ার

মাখ-দর্শনের এই স্বরূপ উদ্ঘাটন থেকেই লেনিনের সময়কার দার্শনিক আবহাওয়াটা বুঝতে পারা যাবে। আমরা আগেই দেখেছি, সে সময়ে মাখ-দর্শন এক আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছিল। এমনকি তখনকার নামকরা বিজ্ঞানীদের মধ্যেও অনেকেই মাখ-এর প্রভাবে আচ্ছন্ন। লেনিন দেখলেন, দর্শনটি কিন্তু পুরোনো কালের ভাববাদ ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব তাঁর সময়কার দার্শনিক আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য হল, পুরোনো ভাববাদ পুনরুজ্জীবনেরই এক বিরাট বিপুল আয়োজন। এমনকি সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নানা চিন্তাশীল ব্যক্তি এই ভাববাদকেই মার্কসবাদের অতি-আধুনিক এক সংস্করণ বলে কল্পনা করতে শুরু করেছেন। এই পরিস্থিতিতে লেনিনের পক্ষে মার্কসবাদের ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণে একটা নতুন পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হয়েছে। পরের পরিচ্ছেদে আমরা দেখবো, লেনিন নিজে কীভাবে এই পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নতুন পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের প্রতিরক্ষা

১। বস্তুবাদ সংরক্ষণ

তাহলে লেনিন দেখলেন, নানা দুরূহ ও অভিনব নামে প্রচারিত হলেও মাখ-পন্থীদের দার্শনিক মতটি অনেক কালের পুরোনো ভাববাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ তাঁর সময়ে এই প্রচ্ছন্ন ভাববাদের এমনই দোর্দণ্ড প্রতাপ যে সারা ইওরোপ ও আমেরিকার পেশাদার দার্শনিক মহল তারই প্রভাবে আচ্ছন্ন। পেশাদার দার্শনিক ছাড়াও বিজ্ঞানী এবং সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যেও এই ভাববাদের প্রতিই গভীর মোহ।

ভাববাদের এই পুনরুজ্জীবনের পিছনে অবশ্যই একটা সামাজিক কারণ অনুমেয়। আমরা পরে দেখবো, মার্কস ও এঙ্গেলসের বিশ্লেষণ অনুসরণ করেই লেনিন কীভাবে সেই কারণটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আপাতত লেনিনের বইটি বোঝবার জন্য একটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন।

বইটির আসল উদ্দেশ্য অবশ্যই মার্কসীয় দর্শনের ব্যাখ্যা ও প্রতিরক্ষা এবং মার্কসীয় দর্শন বলতে লেনিনের কাছে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদই। কিন্তু যে-বিশেষ পরিস্থিতিতে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের এই ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ, তার কথা বাদ দিয়ে বইটির পরিকল্পনা বোঝা সম্ভব নয়। পরিস্থিতিটির মূল কথা হলো, ভাববাদের এক প্রবল জোয়ার এবং তারই ফলে বস্তুবাদের উপর অবিরাম আক্রমণ।

মার্কস ও এঙ্গেলস যখন মার্কসবাদের মূলসূত্রে উপনীত হন তখনকার পরিস্থিতি কিন্তু মোটেই এই রকম নয়। দার্শনিক মহলে ভাববাদী দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রতি মোহ তখন মোটের উপর অস্তপ্রায়, এবং বস্তুবাদ-বিরোধিতাও অমন প্রবল নয়। ফয়েরবাখ প্রমুখ অনেকেই ভাববাদ বর্জন করে বস্তুবাদ গ্রহণ করেছেন। সাধারণভাবে বস্তুবাদের মূলসূত্র সমর্থন ও সংরক্ষণ তাই মার্কস-এঙ্গেলসের পক্ষে প্রধান সমস্যা নয়। বস্তুবাদের মূলসূত্র মোটের উপর বা অনেকাংশে মেনে নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তাঁদের প্রধান

প্রয়াস বলতে বস্তুবাদের এই সাধারণ সত্যকে অনেক উন্নত পর্যায়ে তুলে আনা এবং বস্তুবাদেরই স্থূল ব্যাখ্যার অপসারণ। বস্তুবাদের তাৎপর্যকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাবার বা সমৃদ্ধ করার এই কাজে মার্কস ও এঙ্গেলসের একটি বিশেষ সমস্যা ছিলো—হেগেল-দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় এবং সেই তাৎপর্যের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা। বিষয়টি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক।

হেগেল নিজের দার্শনিক মতকে ভাববাদী চিন্তার সাধারণ কাঠামোর মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে চান। অর্থাৎ তাঁর নিজের অভিপ্রায় অনুসারে তিনি ভাববাদেরই সমর্থক। হেগেলের স্বীয় ভাববাদী অভিপ্রায়টি মার্কস ও এঙ্গেলসের বিচারে স্বভাবতই সম্পূর্ণ বর্জনীয়। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলসের বিচার এখানেই শেষ নয়। তাঁদের বিচারে এই ভাববাদী অভিপ্রায় সত্ত্বেও আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে হেগেলের যুগান্তকারী অবদান বর্তমান। এই অবদানকে সাধারণত ডায়লেকটিকস আখ্যা দেওয়া হয়। ডায়লেকটিকস-এর তুলনায় কিছুটা বিস্তৃত পরিচয় আমরা পরে দেখবো, এবং আরো দেখবো যে এঙ্গেলসকে অনুসরণ করে লেনিন তাঁর "দার্শনিক নোটবই"-তে দেখাতে চেয়েছেন যে ডায়লেকটিকস-এর সারমর্মের সঙ্গে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সত্যিই সঙ্গতি হয় না; পক্ষান্তরে এই সারমর্মের তাৎপর্য অবধারিতভাবেই বস্তুবাদের আশ্রয় চায়। আপাতত বর্তমান আলোচনা বোঝবার জন্য হেগেলের ডায়লেকটিকস বলতে ঠিক কী বোঝায় সে বিষয়ে লেনিনেরই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উক্তি উদ্ধৃত করা যাক। এই উক্তি অনুসারে হেগেলের ডায়লেকটিকস বলতে বোঝায় "বিকাশের সবচেয়ে সর্বাঙ্গীণ, সবচেয়ে বিষয়সমৃদ্ধ ও সবচেয়ে সুগভীর তত্ত্ব"।[1] অর্থাৎ হেগেলের ডায়লেকটিকস-এর মূল কথা হলো, বিশ্বসংসারে সর্বত্র অনির্বাণ পরিবর্তন বা বিকাশ ঘটে চলেছে, অতএব কোনো কিছুই সনাতন বা ধ্রুব বা স্থির নয়; এই অনির্বাণ পরিবর্তনের সর্বব্যাপী নিয়মই হল ডায়লেকটিকসের মূল কথা।

মার্কস ও এঙ্গেলসের বিচারে হেগেলের নিজের দার্শনিক রচনা ভাববাদী চিন্তার দ্বারা পদে পদে বিড়ম্বিত হলেও তাঁর এই ডায়লেকটিকস চিরায়ত জার্মান দর্শনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এবং বস্তুবাদী দর্শনকে উন্নততর স্তরে উপনীত করার প্রধান সর্ত হলো, হেগেলীয় ভাববাদের ব্যর্থতা থেকে ডায়লেকটিকস-কে মুক্ত করে বস্তুবাদের ভিত্তিতেই তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। মার্কস-এঙ্গেলসের সময় সাধারণভাবে বস্তুবাদের প্রামাণ্য প্রসঙ্গে দার্শনিক মহলে

সংশয় তুলনায় কম। তাঁদের কাছে তাই প্রধান সমস্যা বলতে বস্তুবাদের সমর্থন নয়। পক্ষান্তরে তাঁদের মূল সমস্যা হলো, বস্তুবাদেরই নানা প্রবক্তা হেগেলের ডায়লেকটিকসকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করে বস্তুবাদেরই যে নিকৃষ্ট বা স্থূল ব্যাখ্যা দিতে চান তার অপসারণ। অতএব তাঁদের রচনায় বিশেষ ঝোঁক বলতে ডায়লেকটিকস-এর উপর, বস্তুবাদের মৌলিক সত্যের উপর নয়।

লেনিন[2] বলেছেন, ১৮৪৪-৪৫ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস পূর্ণাঙ্গ মার্কসবাদে উপনীত হন। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তাঁদের পক্ষে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের ব্যাখ্যায় ভাববাদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে বস্তু-বাদের পক্ষে সংগ্রামের প্রয়োজনটা তুলনায় গৌণ; মুখ্য প্রয়োজন বলতে বস্তুবাদের সমৃদ্ধি—বিশেষ করে হেগেলীয় ডায়লেকটিকস গ্রহণ করে বস্তু-বাদের প্রচলিত স্থূল ব্যাখ্যার অপসারণ।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে—অর্থাৎ লেনিনের রচনাকালে—পরিস্থিতিটি একেবারে অন্য রকম। বস্তুবাদের প্রাথমিক যাথার্থ্যের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন ভাববাদীদের তখন প্রবল অভিযান। এই পরিস্থিতিতে সাধারণভাবে বস্তুবাদের সংরক্ষণকে কোনো মতেই গৌণ দায়িত্ব বলা যায় না। কেননা, বস্তুবাদই যদি সুরক্ষিত না হয় তাহলে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের সমর্থন অবান্তর হবার আশংকা। এই কারণেই, লেনিন তাঁর প্রধান দার্শনিক গ্রন্থটিতে সাধারণভাবে বস্তুবাদের রক্ষায়—এবং সাধারণভাবে ভাববাদ খণ্ডনে—আত্ম-নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে তিনি উক্ত গ্রন্থে ডায়লেকটিকসের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছেন। বস্তুতপক্ষে, সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্য বিচারে লেনিনের মূল কথা বলতে এই যে, ডায়লেকটিকস সংক্রান্ত অজ্ঞতার ফলেই একদল আধুনিক বিজ্ঞানী পদার্থবিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারের তাৎপর্য বুঝতে গিয়ে যেন দিশেহারা হয়ে যান। আমরা পরে এই আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করবো। আপাতত দেখা যাক লেনিন নিজে কী ভাবে তাঁর সময়ে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের ব্যাখ্যা ও সমর্থন সংক্রান্ত বিশিষ্ট সমস্যাটি বোঝাতে চেয়েছেন। লেনিন বলছেন :

"যে সময়টিতে মার্কস ও এঙ্গেলস এবং তাছাড়া জে. দিৎসগেন[3] দর্শনের রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন সে-সময়ে সাধারণভাবে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এবং বিশেষ করে শ্রমিক মহলে বস্তুবাদেরই প্রাধান্য ছিলো। অতএব তাঁদের পক্ষে পুরোনো ধারণার পুনরুক্তির বদলে বস্তুবাদের তত্ত্বগত বিকাশের কাজে—ইতিহাসের ক্ষেত্রে বস্তুবাদের প্রয়োগে—

বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করাই স্বাভাবিক ; অর্থাৎ তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য বলতে দার্শনিক বস্তুবাদের উচ্চ-শিখর পর্যন্ত নিখুঁত করা। স্বভাবতই জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রেও তাঁরা নিম্নোক্ত কাজে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছিলেন : ফয়েরবাখ[1]-এর ত্রুটি সংশোধন, বস্তুবাদী ডুরিং[5]-এর গতানুগতিকতা নিয়ে পরিহাস—অর্থাৎ শ্রমিকদের মধ্যে এই সব বিখ্যাত ও জনপ্রিয় লেখকদের যে-নির্দিষ্ট বিষয়টির অভাব তারই উপর বা ডায়লেকটিকস-এর উপর গুরুত্ব আরোপ। বস্তুবাদের প্রাথমিক যাথার্থ্য নিয়ে মার্কস, এঙ্গেলস এবং জে. দিৎস্‌গেন-এর বিশেষ মাথা ব্যথা ছিলো না, কেননা তখন তা ডজন-ডজন ফেরি করা বইতেই হাঁকডাক করে বিক্রি করা হতো। তার বদলে তাঁরা যে-বিষয়ে একান্তভাবে মনোনিবেশ করেন তা হলো, এই প্রাথমিক সত্যের স্থূল ব্যাখ্যা চলবে না, তার অতি-সারল্য এড়িয়ে যেতে হবে, তা থেকে যেন চিন্তার ক্ষেত্রে স্থবিরতা সৃষ্টি না হয়···ভাববাদী সম্প্রদায়ের মূল্যবান অবদান—হেগেলের ডায়লেকটিকস—যেন ভুলে যাবার সম্ভাবনা না ঘটে। ব্যুখনার[6]-দের এবং ডুরিং-দের দল এই কথাটি ভুলে যায়,···গোবরগাদা থেকে খামারবাড়ির মুরগি যেমন মুক্তো খুঁটে তুলতে জানে না এঁরাও তেমনি সার্বভৌম ভাববাদ বা অ্যাবসলিউট আইডিয়ালিজম[7] থেকে মহামূল্য ডায়লেকটিকস বেছে নিতে জানতেন না।

"যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এঙ্গেলস এবং জে. দিৎস্‌গেন তাঁদের দার্শনিক রচনায় লিপ্ত সেই পরিস্থিতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে সহজেই বোঝা যাবে, কেন তাঁরা বস্তুবাদের প্রাথমিক যাথার্থ্য সংরক্ষণের চেয়ে বস্তুবাদের স্থূল ব্যাখ্যা পরিহার করতে বেশি ব্যস্ত। ঠিক একইভাবে, মার্কস ও এঙ্গেলস রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মৌলিক দাবি সংরক্ষণের চেয়ে এই দাবির স্থূল ব্যাখ্যা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে অনেক বেশি ব্যস্ত।"[১]

শেষ মন্তব্যটির তাৎপর্য দেখা যাক। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মৌলিক দাবিটির স্থূল ব্যাখ্যা অবশ্যই সম্ভব এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী অবশ্যই তার স্থূল ব্যাখ্যা করে থাকে। অতএব মার্কস-এঙ্গেলসের রচনায় সেই স্থূল ব্যাখ্যার কঠোর সমালোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে মার্কসবাদের বিচারে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের দাবিটিই মিথ্যা, কিংবা মার্কসবাদী কোনো কালে ও কোনো অবস্থাতেই এই দাবি তুলবেন না। পক্ষান্তরে আমরা জানি, দেশকাল বিশেষে গণতন্ত্র বিপন্ন হলে মার্কসবাদীর পক্ষেও গণতন্ত্রের সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুবাদের প্রাথমিক যাথার্থ্য প্রসঙ্গেও একই

কথা। ব্যুখনার প্রমুখ যখন বস্তুবাদের স্থূল ব্যাখ্যা প্রচার করছেন, তখন এঙ্গেলসের পক্ষে বস্তুবাদের প্রাথমিক যাথার্থ্য সংরক্ষণের তুলনায় বড়ো কাজ বলতে বস্তুবাদের স্থূল ব্যাখ্যাটির বর্জন। কিন্তু লেনিনের সময় যখন বস্তুবাদের প্রাথমিক সত্যের বিরুদ্ধেই বিরাট অভিযান তখন তাঁর পক্ষে বস্তুবাদের প্রাথমিক সত্যটি সংরক্ষণের কাজ গুরু দায়িত্ব বলেই বিবেচিত হতে বাধ্য।

প্রচ্ছন্ন ভাববাদীদের পক্ষ থেকে যখন বস্তুবাদের প্রাথমিক যাথার্থ্যের উপরই প্রবল আক্রমণ, রুশ মাখ-পন্থীরা তখন বস্তুবাদের এই প্রাথমিক যাথার্থ্যের কথা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে মুখে নিজেদের মার্কসবাদী বলেই ঘোষণা করতে চান। বিশেষত এঁদের উল্লেখ করে লেনিন মন্তব্য করেছেন :

"ফয়েরবাখ ছিলেন 'নিচের দিকে বস্তুবাদী, কিন্তু উপরদিকে ভাববাদী'। ব্যুখনার, ভগ্ট্[9], মলেশৎ[10] এবং ড্যুরিং প্রসঙ্গেও মোটের উপর একই কথা, তফাৎ বলতে ফয়েরবাখ-এর তুলনায় এই দার্শনিকেরা ছিলেন বামন ধরনের বাজে লেখক। ফয়েরবাখ থেকে শুরু করে এবং এজাতীয় বাজে লেখকদের বিরুদ্ধে দার্শনিক পরিণতি লাভ করে তাঁরা স্বভাবতই বস্তুবাদের মুকুটমণিকে নিখুঁত করার কাজে অনেক বেশি মনোযোগ দেন, অর্থাৎ বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের চেয়ে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার কাজে তাঁরা তুলনায় অনেক বেশি উৎসাহী: এই কারণেই মার্কস এবং এঙ্গেলসের রচনায় ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের বদলে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের উপর তুলনায় বেশি গুরুত্ব এবং তাঁদের ঝোঁকটা হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বদলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপর। আমাদের হবু মার্কসবাদী মাখ-পন্থীরা সম্পূর্ণ পৃথক এক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের চর্চা করতে চান ; এই পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া দার্শনিকেরা বিশেষত জ্ঞানতত্ত্বে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের দাবি করেন, এবং ডায়লেক-টিকস-এর কোনো কোনো তত্ত্ব (যথা, আপেক্ষিকতাবাদ বা রিলেটিভিজম[11]) গ্রহণ করে প্রধানত চেষ্টা করেন উপর দিকের বদলে নিচের দিকে ভাববাদের পুনরুজ্জীবন। অন্তত এই কথায় সন্দেহ নেই যে সাধারণভাবে পজিটিভিজম এবং বিশেষ করে মাখ-বাদ জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ভ্রান্তি রচনায় অনেক বেশি আগ্রহী ; বস্তুবাদের কিছুটা ভান দেখিয়ে এবং মেকী-বস্তুবাদী পরিভাষার আড়ালে ভাববাদ গোপন করে এজাতীয় মত ইতিহাসের দর্শনের প্রতি প্রায় কোনো মনোযোগই দেয় না। আমাদের মাখ-পন্থীরা মার্কসবাদ বোঝেন না, কেননা তাঁরা যেন **উল্টো দিক থেকে** তার প্রতি অগ্রসর হতে চান, এবং তাঁরা মার্কস-এর অর্থনীতি ও ইতিহাস সংক্রান্ত তত্ত্ব কিছুটা গ্রহণ করেন, বা প্রায়ই গ্রহণের বদলে পাখী-পড়ার মতো মুখস্থ করেন, যদিও তার (মার্কসবাদের) প্রকৃত

ভিত্তি—অর্থাৎ দার্শনিক বস্তুবাদ—সম্বন্ধে এ'দের কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই। ফলে বগদানভ প্রমুখের দলকে ব্যুখনার-ডুরিং প্রমুখের দলটির একরকম হেঁটমুণ্ড সংস্করণ বলা যায়। তাঁরা উপরের দিকে বস্তুবাদী হতে চান, কিন্তু নিচের দিকে তালগোল পাকানো ভাববাদ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেন না।"[12]

"বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বোঝবার জন্যে লেনিনের উপরোদ্ধৃত উক্তি দুটির তাৎপর্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটির একমাত্র উদ্দেশ্য অবশ্যই মার্কসবাদের ব্যাখ্যা ও সমর্থন ; কিন্তু যে-বিশেষ পরিবেশে বা যে-বিশেষ দার্শনিক পরিস্থিতিতে এই ব্যাখ্যা ও সমর্থন তার কথা মনে না রাখলে বইটির প্রধান বৈশিষ্ট্য বোঝা অসম্ভব। মার্কস-এঙ্গেলসের সময়ে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী মহলে সাধারণভাবে বস্তুবাদের যাথার্থ্য বহুলাংশেই স্বীকৃত এবং (শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও বস্তুবাদী দর্শনের প্রচারে লেখা বইয়ের অভাব ছিলো না) অতএব (সাধারণভাবে বস্তুবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রমাণ করার বিশেষ প্রয়াসের প্রয়োজন হয়নি।) মার্কস-এঙ্গেলসের প্রধান সমস্যা বস্তুবাদের স্থূল ব্যাখ্যা অপসারণ এবং বিশেষত হেগেলের ডায়লেকটিকস-এর সাহায্যে বস্তুবাদের সমৃদ্ধি সাধন। কিন্তু লেনিনের সময় পরিস্থিতিটা একেবারে অন্য রকম। বস্তুবাদের মূল প্রতিপাদ্যের উপরই তখন প্রবল আক্রমণ, এবং নব্য ভাববাদের প্রবল জোয়ারে ভেসে অনেক তথাকথিত মার্কসবাদীও ভুলে গেছেন যে বস্তুবাদের মূল ভিত্তি সংরক্ষিত না-হলে মার্কসবাদের বা ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের সমর্থনই অবান্তর হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে লেনিনের পক্ষে তাই প্রয়োজন হল ভাববাদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদের মূল বা প্রাথমিক প্রতিপাদ্যের নতুন সমর্থন। আমরা একটু পরেই দেখবো, লেনিনের সময়কার এই বিশেষ সমস্যার কথা সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করে কোনো কোনো আধুনিক ও অতি-বিপ্লবী লেখক প্রমাণ করতে চাইছেন যে লেনিনের বইটিতে মার্কসবাদ থেকে পিছু হটে পুরোনো কালের বাতিল হয়ে যাওয়া বস্তুবাদে প্রত্যাবর্তনের পরিচয়। কিন্তু তার আগে লেনিনের বক্তব্য আরো একটু বিশদভাবে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

২। বস্তুবাদ বনাম ভাববাদ

লেনিনের পক্ষে বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের পুরোনো দার্শনিক বিতর্ক নতুন করে তোলবার প্রয়োজন হয়েছে। সংক্ষেপে তার কারণ এই যে লেনিনের বিচারে (বস্তুবাদের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত না-হলে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের বা মার্কসীয় দর্শনের সমর্থনই সম্ভব নয়।) অথচ সেকালের পেশাদার দার্শনিক

মহলে রব উঠেছে যে দার্শনিক মত হিসেবে বস্তুবাদমাত্রই বা সাধারণভাবে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটাই একেবারে বাতিল হয়ে গিয়েছে। এমন কি, মুখে মার্কসবাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও অনেকেই এই প্রচারে একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

অতএব, স্বয়ং মার্কস-এঙ্গেলসের পক্ষে বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের পুরোনো সমস্যাটি নিয়ে নতুন করে দার্শনিক বিতর্কে প্রবেশ করার প্রয়োজন না থাকলেও, লেনিনের পক্ষে সেই প্রয়োজন অপরিহার্য হয়েছে। মার্কস-এঙ্গেলস বস্তুবাদের সমৃদ্ধি সাধনে ব্যস্ত; কিন্তু বস্তুবাদের মূল ভিত্তিটি সংরক্ষিত না-হলে এই সমৃদ্ধি সাধনের প্রসঙ্গই অবান্তর হবার আশঙ্কা। অতএব লেনিনকে প্রশ্ন তুলতে হয়েছে: সত্যিই কি বস্তুবাদমাত্রই—বা সাধারণভাবে বস্তুবাদী দর্শনই—অচল হয়ে গিয়েছে? কিংবা, সত্যিই কি শেষ পর্যন্ত ভাববাদেরই জয় হয়েছে?

অবশ্যই লেনিনের সময়কার নব্য ভাববাদীরা সহজ সরল ভাষায় নিজেদের মতকে ভাববাদ বলে ঘোষণা করেননি। আমরা আগেই দেখেছি, স্বয়ং মাখ সযত্নে এবং সচেতনভাবেই ভাববাদ আখ্যাটি কীভাবে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। অতএব তাঁরা রকমারি দুরূহ পরিভাষা রচনা করে এবং তারই অন্তরালে ভাববাদের নবরূপটিকে কোনো-এক অতি-অভিনব দার্শনিক মত হিসাবেই পেশ করবার এক কায়দা উদ্ভাবন করেছিলেন। অন্যেরা এই কায়দায় প্রতারিত হলেও লেনিন তাতে প্রতারিত হননি। ভাববাদের নব-সংস্করণ যতোই আপাত অভিনব হোক না কেন এবং যতো রকম দুরূহ পরিভাষা দিয়েই তাকে নতুন করে সাজাবার চেষ্টা হোক না কেন, বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তা মূলত ভাববাদ ছাড়া কিছুই নয়। অতএব লেনিন মন্তব্য করছেন,

"দার্শনিক ভাববাদের ব্যাখ্যায় হাজার রকম আলোছায়ার তফাত দেখানো সম্ভব, এবং তারপরও অবশ্যই সম্ভব আরো একরকম নতুন পোঁচ দিয়ে ভাববাদের হাজার-এক নম্বরের সংস্করণ উদ্ভাবন। এবং হাজার-এক নম্বরের এই তুচ্ছ সম্প্রদায়ের রচয়িতার কাছে··· ভাববাদের অন্যান্য সংস্করণের সঙ্গে তার তফাতটুকুই এক বিরাট ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এইসব পার্থক্য নেহাতই গৌণ। মুখ্য বিষয় বলতে [বস্তুবাদ থেকে] পার্থক্যের নির্দিষ্ট লক্ষণটি।"[13]

অন্যত্র নব্য ভাববাদীদের নব্য পরিভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন,

"১৭১০ সালে বার্কলি, ১৮০১ সালে ফিকতে এবং ১৮৯১-৯৪ সালে আভেনারিউস প্রকাশভঙ্গির যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তার ফলে প্রকৃত বিষয়বস্তুর—অর্থাৎ আত্ম-কেন্দ্রিক ভাববাদের) মূল দার্শনিক তত্ত্বর—একেবারে কোনরকমই পরিবর্তন হয় না। [বার্কলির পরিভাষায়] দুনিয়াটা আমার সংবেদনমাত্র, [ফিকতের পরিভাষায়] আত্মা থেকেই অনাত্মার 'উপপত্তি' (অর্থাৎ উৎপত্তি বা সৃষ্টি), বস্তুমাত্রই চেতনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ [অর্থাৎ চেতনার উপর নির্ভরশীল], [আভেনারিউস-এর পরিভাষায়] আত্মার সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের অবিচ্ছেদ্য সহযোগিতা বা 'ইন্‌ডিভিজলিউবল কো-অর্ডি-নেশন'[14] হল অভিজ্ঞতা-বিচারের মধ্যে সহযোগিতা বা 'এম্পিরিও-ক্রিটিকাল প্রিন্সিপাল কো-অর্ডিনেশন'[15]—এসব আসলে একই কথা, একই পুরোনো আবর্জনার কিছুটা মেরামত করা নতুন রং চড়ানো সাইনবোর্ড মাত্র।"[16]

সংক্ষেপে ভাববাদের বিবিধ সংস্করণের মধ্যে আপাত-বৈচিত্র্য যতই হোক না কেন, লেনিনের বিচারে ভাববাদ হিসেবে সবেরই মূল কথা একই। অতএব এইসব মতবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে অবান্তর পার্থক্যের সুদীর্ঘ তালিকা সত্ত্বেও, একটি বিষয়ে তাঁদের সকলের মধ্যে আশ্চর্য মিল। বিষয়টি হলো, বস্তুবাদ খণ্ডনের উৎসাহ। লেনিন যেমন বলেছেন,

"এঁরা ঘোষণা করেন যে ইতিপূর্বে হাজার বার বস্তুবাদের খণ্ডন সমাধা হয়েছে; তবুও কিন্তু এঁরা হাজার-এক দফায় বস্তুবাদ খণ্ডন চালিয়ে যেতে চান।"[17]

মার্কস-এঙ্গেলসের সময়কার পরিস্থিতির সঙ্গে লেনিনের সময়কার এই পরিস্থিতির সত্যিই কতো তফাত। তঁদের সময়ে, লেনিন যেমন বলেছেন, সাধারণভাবে বস্তুবাদের মূল প্রতিপাদ্যের সমর্থনে লেখা ডজন ডজন বই ফেরি করে বিক্রি হতো।[18] অথচ, লেনিনের সময় বিশেষত পেশাদার দার্শনিক মহলে বস্তুবাদের উপর ক্রমাগত একটানা আক্রমণ।[19]

দার্শনিক আবহাওয়ায় এমন পরিবর্তন কেন? প্রশ্নটির বিচার অবশ্যই কিছুটা জটিল হবে। কেননা তার আগে অপর দুটি প্রশ্নের বিচার প্রয়োজন। প্রথমত, দার্শনিক ভাববাদ কোন্ ধরনের সামাজিক চাহিদা মেটাতে চায়? দ্বিতীয়ত, পরবর্তীকালের মুমূর্ষু বুর্জোয়াশ্রেণী তারই পূর্বানুগামীদের—

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নায়কদের—দার্শনিক কীর্তির প্রতি কোন্ মনোভাব অবলম্বন করতে বাধ্য? মার্কস-এঙ্গেলসকে অনুসরণ করে লেনিন এই দুটি প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন তার আলোচনায় আমরা পরে প্রত্যাবর্তন করবো। আপাতত দার্শনিক বিচার-বিতর্কের দিক থেকে লেনিনের গ্রন্থটির মূল পরিকল্পনাটা বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

দার্শনিক আবহাওয়ায় যে-পরিবর্তনের পরিচয় দেখা গেল তা থেকেই বোঝা যায় লেনিনের সময় মার্কসবাদেরই সমর্থনে মার্কস-এঙ্গেলসের বক্তব্যের পুনরুক্তিমাত্রই পর্যাপ্ত হতে পারে না। মার্কস-এঙ্গেলসের সময় সাধারণভাবে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক যাথার্থ্য নিয়ে সংশয় তুলনায় কম, কেননা তাঁদের পূর্বানুগামীদের মধ্যে ফয়েরবাখ প্রমুখ দার্শনিকেরা ভাববাদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদেরই সমর্থন সমাধা করেছেন। কিন্তু লেনিনের সময় সাধারণ-ভাবে বস্তুবাদের যাথার্থ্য নিয়েই পেশাদার দার্শনিক মহলে প্রবল প্রচার চলেছে। ভাববাদেরই কোনো-না-কোনো নব্য সংস্করণের সমর্থনে এই দার্শনিকেরা রব তুলেছেন যে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটিই মূলত বরবাদ হয়ে গিয়েছে। অতএব স্বয়ং মার্কস-এঙ্গেলসের কাছে ভাববাদ-বনাম-বস্তুবাদের মূল বিতর্কটি অনে-কাংশে যেন চুকে গিয়েছিল, ভাববাদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মোটের উপর স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তাঁদের প্রধান সমস্যা তাই মূল বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটিরই সমৃদ্ধিসাধন, বিশেষত হেগেলের ডায়লেক-টিকস গ্রহণ করে বস্তুবাদেরই তুলনায় স্থূল ও অপরিণত ব্যাখ্যার সংস্কার। লেনিনের সময় কিন্তু নব্য ভাববাদের এমনই প্রবল জোয়ার যে নানা প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও এমনকি সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নানা কর্মীও তাতে ভেসে যাবার যোগাড়!

লেনিনের পক্ষে তাই ভাববাদ-বনাম-বস্তুবাদের মৌলিক সমস্যাটি নিয়ে নতুন করে বিচার তুলতে হয়েছে। নব্য দার্শনিকেরা রকমারি কঠিন পরিভাষার অন্তরালে যে-তথাকথিত অভিনব দর্শনটি প্রচার করতে চান তা মূলতই সাবেক কালের ভাববাদ ছাড়া আর কিছুই নয়—এই বিচার সমাধা করে লেনিন প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণভাবে ভাববাদী দর্শনের মূল্য আসলে ঠিক কতটুকু? কিংবা, এই নব্য ভাববাদীরা বস্তুবাদমাত্রের বিরুদ্ধে যত সোরগোলই তুলুন না কেন, সাধারণভাবে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই কি বাতিল হয়ে গিয়েছে?

প্রশ্নগুলির বিচারে লেনিন যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, অত্যন্ত সংক্ষেপে তার পরিচয় দেখা যাক।

প্রথমত লেনিন দেখাচ্ছেন, বিজ্ঞানের অত্যন্ত প্রাথমিক কয়েকটি সিদ্ধান্তের নজির থেকেই ভাববাদের দেউলেপনা এবং বস্তুবাদের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। কীভাবে তাই দেখা যাক।

দার্শনিক ভাববাদকে যতো রকম অভিনব কৌশলেই পেশ করবার চেষ্টা চলুক না কেন, তার মূল কথা হল চেতন-কারণবাদ। আত্মা, মন, ধারণা, সংবেদন, 'এলিমেণ্ট' প্রভৃতি নানা নামে প্রচারিত চৈতন্যমাত্রই ভাববাদীর মতে পরম সত্য। সাধারণ মানুষ যাকে বস্তুজগৎ বা প্রকৃতি বলে মনে করে আসলে তা চৈতন্য-নির্ভর। চৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে প্রকৃতির বা বস্তুজগতের সত্তা অসম্ভব। এই হলো ভাববাদী জ্ঞানতত্ত্বের মূল কথা। পক্ষান্তরে বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের মূল কথা হলো, চেতনা-নিরপেক্ষ বাস্তব বহির্জগতের সত্তা অবশ্য-স্বীকার্য; আমাদের চৈতন্যে তা শুধু প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিতই হয়, কিন্তু আমাদের চৈতন্যর উপর তার সত্তা নির্ভর করে না।

কোন মতটা ঠিক? এই প্রশ্নের বিচারে লেনিন প্রথমত দুটি অত্যন্ত সহজ ও সরল প্রশ্ন তুলেছেন। এক: মানুষের আগে প্রকৃতি বলে কি কিছু ছিল?[20] দুই: মানুষ কি মস্তিষ্কের সাহায্যে চিন্তা করে?[21]

প্রশ্ন দুটির উত্তর কঠিন নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সামান্যতম পরিচয় থেকেই আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে ক্রমবিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব তুলনায় সাম্প্রতিক ঘটনা, তার আগে সুদীর্ঘ যুগ ধরে—অনেক কোটি বছর ধরে—পৃথিবী বর্তমান ছিল। সেই নিষ্প্রাণ পৃথিবীতে কোথাওই কোনো রকম চেতন-পদার্থর পরিচয় অসম্ভব। অতএব এই অত্যন্ত প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকেই আমরা মানতে বাধ্য যে "চৈতন্য আগে ও পৃথিবী পরে, বা পুরো পৃথিবীটাই চৈতন্য-নির্ভর"—ভাববাদের এই মূল দাবি স্বীকৃত হতে পারে না। লেনিন যেমন বলছেন,

"প্রকৃতিবিজ্ঞান অবশ্যই দাবি করে যে এককালে পৃথিবীর অবস্থা এমন ছিল যে সেখানে মানুষ বা অন্য কোনো রকম জীবের অস্তিত্বই অসম্ভব। সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশের পরিণাম হিসেবে অনেক পরবর্তীকালে জৈব বস্তুর উদ্ভব। তা থেকেই প্রমাণ হয় যে কোন চেতন-পদার্থ বা 'সংবেদন যৌগ'[22] বা আভেনারিউস-এর মত অনুসারে কোনো আত্মা পারি-পার্শ্বিকের সঙ্গে 'অবিচ্ছেদ্য' সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে বাধ্য নয়। বস্তুই প্রাথমিক, এবং চিন্তা চেতনা বা সংবেদন আসলে অনেক উন্নত পর্যায়ের পরিণাম মাত্র। এই হলো বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের কথা, এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানে এই কথারই সহজাত সমর্থন।"[23]

কথাটা মোটেই কঠিন নয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রাথমিক ছাত্রের কাছেও এই সহজ সরল তথ্যটি সর্ববিদিত। অথচ এই সহজ সরল তথ্যের সঙ্গে ভাববাদের সঙ্গতি সাধনের প্রয়াস কতই না দুরূহ! 'প্রত্যক্ষ-বিচারবাদের' পক্ষ থেকে এই প্রয়াসের কয়েকটি নমুনা লেনিন উদ্ধৃত করেছেন। নব্য ভাববাদীদের প্রধান সম্বল অবশ্যই অতি জটিল ও কঠিন পরিভাষা বিন্যাস, সে-সব পরিভাষার অনুবাদ এখানে সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও হবে না। তাঁদের মোদ্দা কথাগুলি তুলনায় সহজবোধ্য ভাষায় দেখবার চেষ্টা করা যাক।

আভেনারিউস-এর প্রধান প্রতিপাদ্য হল আত্মার সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক; অতএব সহজ কথায় আত্মা-নিরপেক্ষভাবে পারিপার্শ্বিকের বা বস্তুজগতের সত্তাই অসম্ভব। কিন্তু পৃথিবীতে যখন মানুষেরই পরিচয় নেই—যে-অবস্থায় চৈতন্যবিশিষ্ট কোনো রকম জীবের প্রশ্নই ওঠে না—তখন এই পৃথিবী কোন্ আত্মার বা কার চৈতন্যর উপর ঐকান্তিক অর্থে নির্ভরশীল? আভেনারিউস বলছেন, সে-অবস্থায় মানুষ না থাকলেও মানুষের "সম্ভাবনা-সূচক" বা পোটেনসিয়াল[24] অস্তিত্ব স্বীকার্য এবং সেই "সম্ভাবনা-সূচক" মানুষের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক অনুমেয়! বিদ্রূপ করে লেনিন বলছেন, "যে-দার্শনিক এরকম যুক্তির অবতারণা করেন তাঁর কথাতেও গুরুত্ব দিতে রাজি আছেন এমন লোকের কথা ভাবতেও অবাক লাগে!"[25] বিশ্বাস-মার্গী দার্শনিকদের অনেক কথায় সহিষ্ণুতার পরিচয় দিলেও এমনকি ভুণ্ড-এর[26] মতো চিন্তাশীল এই যুক্তিকে রহস্যবাদ হিসাবেই পরিহার করেছেন।[27]

চৈতন্যবিশিষ্ট জীবের আবির্ভাবের আগেও পৃথিবী কেন চৈতন্য বা মন বা সংবেদনের উপর নির্ভর করতে বাধ্য, তার প্রমাণে অন্যান্য মাখপন্থীরাও যেসব যুক্তি দেখিয়েছেন সেগুলিও কম উদ্ভট নয়। লেনিন দেখাচ্ছেন, তাঁদের প্রতিপাদ্য বিষয়টি একান্তই অসম্ভব বলে তাঁরা শুধু বাক্জাল বিস্তার করে লোকবঞ্চনার চেষ্টা করেন। অতএব বোঝা যায় ভাববাদের মূল কথাটা অতি সহজ ও সরল বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গেও সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে না। বিজ্ঞান সহজাতভাবেই বস্তুবাদ গ্রহণ করে।

এই জাতীয় আর একটি অতি সহজ ও সরল বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিচারেও একই কথা প্রমাণ হয়। ধ্যানধারণা, চিন্তাচেতনা, সংবেদন প্রভৃতি সবই মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মস্তিষ্ক তো নেহাতই ভূতপদার্থ। অতএব ভূতপদার্থ চেতনার উপর নির্ভরশীল নয়; চেতনাই ভূতপদার্থের

উপর নির্ভরশীল। প্রাথমিক বিজ্ঞানের এই সহজ সত্যটির সংগে ভাববাদের সংগতি সাধনের আশায় নব্য ভাববাদীরা যত রকম যুক্তির মারপ্যাঁচই দেখান না কেন, লেনিন বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছেন যে তা সবই বাক্ছল মাত্র। আমাদের পক্ষে এখানে লেনিনের এই আলোচনাটি উদ্ধৃত করার অবকাশ নেই, কেননা তাহলে মাখপন্থীদের অবান্তর কিন্তু জটিল ও দুরূহ পরিভাষার ব্যাখ্যাতেই অনেকটা জায়গা যাবে।

অবশ্যই দর্শনের ইতিহাসে এসব তর্ক নতুন নয়। স্বয়ং মার্কস-এঙ্গেলসের পক্ষে এসব তর্ক তোলবার তেমন তাগিদ ছিল না। কেননা তাঁদের পূর্বগামী বস্তুবাদীরা এজাতীয় তর্কের মীমাংসা করেছিলেন। ভাববাদী দর্শনের প্রকট অসম্ভাবনা মার্কস-এঙ্গেলসের সময় বহুলাংশেই সুবিদিত। কিন্তু লেনিনের পক্ষে এজাতীয় পুরোনো তর্কই আবার নতুন করে তোলবার দরকার হয়েছে। কেননা রকমারি নব্য পরিভাষার ছদ্মবেশে তাঁর সময়ের দার্শনিকেরা পুরোনো ভাববাদেরই পুনঃপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাই লেনিনের পক্ষে প্রয়োজন হয়েছে ভাববাদমাত্রেরই অসম্ভাবনা প্রদর্শন এবং সাধারণভাবে বস্তুবাদী দর্শনের প্রাথমিক সত্যটির সংরক্ষণ। আমরা একটু পরেই দেখবো, কোনো কোনো অত্যাধুনিক "সমালোচক" এই বিষয়টি উপেক্ষা করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে মার্কসীয় দর্শনের উন্নত রূপটি পরিত্যাগ করে লেনিন মার্কস-পূর্ব স্থূল বস্তুবাদীদের বক্তব্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন। (তাঁরা ভুলে যান যে দেশকাল নিরপেক্ষভাবে বিশুদ্ধ দার্শনিক চর্চা লেনিনের উদ্দেশ্য নয়।) পক্ষান্তরে, তাঁর সময়ে মার্কসীয় দর্শনের সমর্থনে যে-বিশিষ্ট সমস্যা দেখা দিয়েছিল, লেনিন নিজেই তা প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

৩। লেনিনের গ্রন্থটির পরিকল্পনা

উপরের আলোচনা মনে রেখে "মেটিরিয়ালিজম এ্যাণ্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম"-এর মূল পরিকল্পনাটি বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

লেনিনের সময় মার্কসবাদ বা ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ সমর্থনের প্রথম শর্ত হলো ভাববাদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে বস্তুবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংরক্ষণ ও সমর্থন। **অতএব ডায়লেকটিকস-এর আলোচনায় অগ্রসর হবার আগে** লেনিন তাঁর গ্রন্থে বস্তুবাদের মূল সূত্রগুলি রক্ষার আয়োজন করেছেন। মোটের উপর বলা যায়, গ্রন্থটির দ্বিতীয়ার্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল প্রকৃতি-বিজ্ঞানে—বিশেষত পদার্থবিজ্ঞানে—সাম্প্রতিক আবিষ্কারের তত্ত্বগত বা দার্শনিক

তাৎপর্য। আমরা পরে দেখবো, এই আলোচনায় লেনিন প্রধানতই ডায়লেকটিকস-এর উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন: পদার্থবিজ্ঞানে সদ্য যুগান্তকারী আবিষ্কারের প্রকৃত তাৎপর্য প্রসঙ্গে তখন এমনকি বিজ্ঞানী মহলেও যে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি, লেনিনের বিচারে তার প্রধান কারণ হলো ডায়লেকটিকস সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব। কিন্তু লেনিনের কাছে এই ডায়লেকটিকস মানে একান্তভাবেই বস্তুবাদী ডায়লেকটিকস; প্রকৃতপক্ষে লেনিনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভাববাদের ভ্রান্তি বর্জন করে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত না-হলে ডায়লেকটিকস-এর আসল তাৎপর্যই থাকে না। অতএব, শুরুতেই ভাববাদ বর্জন করে বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা না করলে ডায়লেকটিকস-এর আলোচনাই অনেকাংশে অবান্তর হবার আশঙ্কা।

"বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" গ্রন্থটি ছটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। তার প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে লেনিন প্রধানতই ভাববাদ-বনাম-বস্তুবাদের মূল দার্শনিক বিতর্কের পুনর্বিচার করেছেন। কেবলমাত্র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পঞ্চম অনুচ্ছেদ এই কথার কিছুটা ব্যতিক্রম, কেননা তার আলোচ্য বিষয় হলো "আপেক্ষিক ও পারমার্থিক সত্য": আমরা পরে দেখবো এই বিষয়টি আসলে ডায়লেকটিকস-এরই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু প্রথম তিন পরিচ্ছেদে সাধারণভাবে বস্তুবাদের যে-সমর্থন তাবও বিশেষ ঝোঁক হলো বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের উপর। কেন এই ঝোঁক? কেননা, লেনিনের সময়ে নব্য ও ছদ্মবেশী ভাববাদীরা জ্ঞানতত্ত্ব প্রসঙ্গেই বিশেষজ্ঞতার দাবি করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের দাবি হলো, বিশেষ করে জ্ঞানতত্ত্ব বা "থিওরি অফ নলেজ" বিচার করেই তাঁরা নিজেদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যুত্তরে লেনিনের পক্ষ থেকেও—বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও—জ্ঞানতত্ত্বের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হয়েছে। অতএব তিনি স্বীয় গ্রন্থের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদের সাধারণ শিরোনাম দিয়েছেন: "প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ ও বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্ব"।[29] চতুর্থ পরিচ্ছেদটির শিরোনাম: "প্রত্যক্ষ-বিচারবাদের সহযোদ্ধা ও উত্তরাধিকারী দার্শনিক ভাববাদীর দল";[30] পঞ্চম পরিচ্ছেদের শিরোনাম: "প্রকৃতিবিজ্ঞান সাম্প্রতিক বিপ্লব ও দার্শনিক ভাববাদী",[31] ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শিরোনাম: "প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।"[32]

---

29. Theory of Knowledge of Empirio-criticism and Materialism. I-III.
30. Philosophical Idealists as Comrades-in-Arms and Successors of Empirio-criticism.
31. The Recent Revolution in Natural Science, and Philosophical Idealism.
32. Empirio-criticism and Historical Materialism.

৪। জ্ঞানতত্ত্ব ও প্রত্যক্ষ

জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে ভাববাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে মূল পার্থক্য বলতে কী?

"প্রত্যক্ষ-বিচারবাদী" নামের নব্য ভাববাদীদের দাবি হলো, বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষর বিচারই তাঁদের দার্শনিক মতের প্রকৃত ভিত্তি। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ বা সংবেদনই একমাত্র প্রমাণ। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা অবশ্যই বিজ্ঞান-সম্মত মনে হবে, কেননা সংবেদন বা প্রত্যক্ষ ছাড়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এই বিজ্ঞান-সম্মত দাবি থেকে শুরু করলেও তাঁরা এক নেহাতই বিকৃত ও ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান, এবং সেই কারণেই তাঁদের দার্শনিক মত গ্রাহ্য হতে পারে না। সিদ্ধান্তটা হলো, প্রত্যক্ষ-মাত্রই বা সংবেদন-মাত্রই একমাত্র সত্য—সংবেদন মানে বস্তুজগতের সংবেদন নয়, বস্তুনিরপেক্ষভাবে সংবেদন-মাত্রতা বলে কিছু মানতে হবে এবং শুধুমাত্র তারই সত্তা স্বীকার্য। এই দার্শনিক ভ্রান্তির ব্যাখ্যায় লেনিন বলেছেন:

"পেশাদার দার্শনিকদের কৃপায় বিভ্রান্ত নন এ-হেন যে-কোনো বিজ্ঞানী এবং অবশ্যই যে-কোনো বস্তুবাদী স্বীকার করবেন যে সংবেদন বলতে বোঝায় চেতনার সঙ্গে বহির্জগতের প্রত্যক্ষ সম্পর্কই; বাহ্য উদ্দীপকের শক্তির চেতনায় রূপান্তরকেই সংবেদন বলে। আমরা সকলেই প্রতি পদে এই রূপান্তরের লক্ষ লক্ষ নজির দেখে থাকি। কিন্তু ভাববাদী দর্শনের বাক্‌ছল হলো, সংবেদনকে চেতনা ও বহির্জগতের মধ্যে সম্পর্ক হিসাবে স্বীকার না করে এই সংবেদনকেই চেতনা ও বহির্জগতের মধ্যে পার্থক্যসূচক একরকমের বেড়া বা প্রাচীর বলে প্রতিপন্ন করা—বাহবস্তুর কোনো একরকম প্রতিবিম্ব বলে না-মেনে প্রমাণের চেষ্টা যে সংবেদনই 'একমাত্র সত্য'।"[33]

অন্যত্র জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে ভাববাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে মূল পার্থক্য নির্ণয় করবার উদ্দেশ্যে লেনিন বলেছেন:

"আভেনারিউস ও মাখ সংবেদনকেই জ্ঞানের উৎস বলে মানছেন। অতএব তাঁরা কেবল-প্রত্যক্ষবাদ বা এম্পিরিসিজম[34]-এর (জ্ঞানমাত্রই প্রত্যক্ষমূলক) বা কেবল-সংবেদনবাদ বা সেনসেসনালিজম[35]-এর (জ্ঞানমাত্রই সংবেদনমূলক) দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দর্শনের ক্ষেত্রে দুটি মূল ও বিরুদ্ধ চিন্তাধারার—ভাববাদ ও বস্তুবাদের—উদ্ভব হয়। জ্ঞাতামাত্রবাদী অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদী এবং বস্তুবাদী—উভয় সংবেদনকেই

---

33. Lenin, MEC, p. 38.
34. Empiricism.
35. Sensationalism.

জ্ঞানের উৎস বলে বিবেচনা করতে পারেন। বার্কলি এবং দিদেরো[36] উভয়েই শুরু করেন লক[37] থেকেই। জ্ঞানতত্ত্বের প্রথম সূত্র অবশ্যই এই যে সংবেদনই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। এই প্রথম সূত্রটি স্বীকার করার পর মাখ ভ্রান্তি সৃষ্টি করেন দ্বিতীয় সূত্র প্রসঙ্গে, অর্থাৎ সংবেদন মারফৎ মানুষ যে বাহ্য বস্তুর পরিচয় পায় সেই প্রসঙ্গে, বা সংক্ষেপে সংবেদনের উৎস প্রসঙ্গে। সংবেদন থেকে শুরু করেও কেউ অধ্যাত্মবাদ বা সাবজেকটিভিজম[38]-এর পথ ধরে উপনীত হতে পারেন একজ্ঞাতাবাদ বা সলিপসিজম-এ ('বস্তু বলতে শুধু সংবেদন-পুঞ্জ বা সংবেদন-যোগ'), আবার বাহ্যবাদ বা অবজেকটিভিজম[39]-এর পথ ধরে কেউ বা উপনীত হতে পারেন বস্তুবাদে (সংবেদন বহির্বস্তুর বা বহির্জগতের প্রতিবিম্ব মাত্র)। প্রথম দৃষ্টিকোণ থেকে···বিষয়গত সত্য বা অবজেকটিভ ট্রুথ[40] সম্ভব নয়। দ্বিতীয়—অর্থাৎ বস্তুবাদী—দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গত সত্যের স্বীকৃতি একান্তই প্রয়োজন।"[41]

অন্যত্র লেনিন বলেছেন :

"অভিজ্ঞতা বা সংবেদন বা প্রত্যক্ষই সমস্ত জ্ঞানের উৎস। কথাটা ঠিকই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রত্যক্ষের মধ্যে কি বাহ্য সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, অর্থাৎ বাহ্য সত্তাই কি প্রত্যক্ষের উৎস? উত্তরে আপনি যদি বলেন 'হাঁ', তাহলে আপনি হলেন বস্তুবাদী। উত্তরে যদি আপনি বলেন 'না', তাহলে আপনি অসংলগ্নতার দোষে দুষ্ট হবেন এবং শেষ পর্যন্ত উপনীত হবেন অধ্যাত্মবাদে (ভাববাদে)। আপনার প্রত্যক্ষবাদের বা প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের অসংলগ্নতার কারণ হবে এই যে আপনি অভিজ্ঞতার বিষয়গত তাৎপর্যটিই অস্বীকার করে বসবেন, অস্বীকার করে বসবেন অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব সত্যের জ্ঞানটিই।"[42]

তাহলে আসল বিতর্কটা কী নিয়ে? প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতাই যে জ্ঞানের প্রকৃত উৎস, এই কথায় বিতর্ক নেই। আসল বিতর্ক হলো প্রত্যক্ষের স্বরূপ নিয়ে, প্রত্যক্ষের উৎস নিয়ে। নব্য ভাববাদীরা প্রত্যক্ষ-স্বলক্ষণ জাতীয় কিছুর কল্পনা করেন—প্রত্যক্ষেরই বা সংবেদনেরই বুঝি কোনো একরকম স্বাধীন বা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা আছে এবং তাছাড়া দুনিয়া বলে কোথাও কিছু নেই, কিংবা দুনিয়া বলতে আমরা যা বুঝি তার একমাত্র উপাদান যেন ওই সংবেদন-মাত্রই। বস্তুবাদীর মতে কিন্তু প্রত্যক্ষ মানেই কোনো-কিছুর প্রত্যক্ষ,

সংবেদন বলতে বাহ্যবস্তুরই সংবেদন। সংবেদন আছে, কিন্তু তা নিছক সংবেদন ; তাকে কোনো-কিছুর সংবেদন বলা যাবে না, কোনো বাহ্যবস্তুর সংবেদন বলা যাবে না, সে-সংবেদন থেকে কোনো বহির্বস্তুরই নির্দেশ পাওয়া যাবে না—এজাতীয় কথা বস্তুবাদীর দৃষ্টিতে নেহাতই অসংলগ্ন। অতএব, বস্তুবাদীর জ্ঞানতত্ত্বের প্রথম কথা হলো, সংবেদন বা প্রত্যক্ষকে বহির্বস্তুরই কোনো রকম প্রতিবিম্ব বা প্রতিফলন বলে স্বীকার করতেই হবে। অতএব লেনিন বলেছেন :

"সংবেদনকে বহির্জগতের প্রতিবিম্ব বলে স্বীকার করা, বিষয়গত সত্যের স্বীকৃতি, বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্ব গ্রহণ—এ সবই হলো এক কথা।"[43]

অর্থাৎ লেনিনের বিচারে বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের সারমর্ম বলতে 'প্রতিবিম্ববাদ'—সংবেদন ও প্রত্যক্ষ বহির্জগতের প্রতিবিম্ব মাত্র। এই মত নিয়ে অতি-আধুনিক কালে লেনিনের নানা "সমালোচক" নানা বিতর্ক তুলেছেন। তাঁদের দাবি অনুসারে এই প্রতিবিম্ববাদ সমর্থন করতে গিয়ে লেনিন আসলে মার্কসবাদ থেকে যেন পিছু হঠে পুরোনো কালের বস্তুবাদে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছেন, যদিও মার্কসের দৃষ্টিতে সে-বস্তুবাদ ঢের আগেই বাতিল হয়ে গিয়েছে। এমনকি অনেকে দাবি করেছেন, প্রতিবিম্ববাদ সমর্থন করতে গিয়ে লেনিন প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব-বিরোধী এক প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনেরই ফাঁদে পা দিয়েছেন। এজাতীয় সমালোচনার একান্তই কোনো গুরুত্ব আছে কিনা আমরা অচিরেই তা আলোচনা করবো। কিন্তু তার আগে বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্ব প্রসঙ্গে লেনিনের আর একটি কথা বোঝা দরকার।

৫। বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্ব ও প্রয়োগ বা প্র্যাকটিস[44]

লেনিন-প্রতিপাদ্য জ্ঞানতত্ত্বের বিরুদ্ধে ভাববাদীরা অবশ্যই প্রবল আপত্তি তুলবেন। তাঁরা বলবেন, ভাববাদের মূল যুক্তিটি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে না-গিয়ে বা অবজ্ঞা না-করে মানবচেতনায় বহির্বস্তুর প্রতিফলনের কথাই ওঠে না' আসলে বহির্বস্তুর তো কোনো প্রমাণ নেই। চলতি কথায় যাকে বহির্বস্তু বলি তা বিচার করলে সংবেদন বা সংবেদন-পুঞ্জ ছাড়া আর কিছুরই তো পরিচয় পাওয়া যায় না। বার্কলি যেমন সহজ ভাষায় বলতে চেয়েছেন, কমলা-লেবু বলতে রং-সংবেদন, রূপ-সংবেদন বা এই জাতীয় আরো কোনো সংবেদন ছাড়া কিছুরই নজির নেই। সংবেদনের গণ্ডি ছেড়ে আমরা তো

বেরুতেই পারি না। এই গণ্ডির বাইরে—অর্থাৎ সংবেদন-অতিরিক্ত—কোনো বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ হলে পর না হয় বলা যেতো, আমাদের চৈতন্যয় বস্তুটির প্রতিবিম্ব বা প্রতিফলন হলো সংবেদন। লেনিন তো নির্বিচারে শুধু ধরেই নিচ্ছেন যে বহির্বস্তু সত্যিই বিদ্যমান, সংবেদন বলতে তারই সংবেদন বা চেতনায় তারই প্রতিফলন। প্রথমে বহির্বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারলে এজাতীয় দাবি প্রাসঙ্গিক হতে পারতো। কিন্তু লেনিনের পক্ষে—তথা কোনো দার্শনিকের পক্ষেই—সে প্রমাণ সম্ভব নয়, কেননা সংবেদনের সীমারেখা পার হবার প্রশ্নই ওঠে না। তাই লেনিনের জ্ঞানতত্ত্ব দার্শনিক বিচারের পরিচায়ক নয় ; বরং যেন নেহাতই গায়ের জোরের কথা।

উত্তরে লেনিনের বক্তব্যটি প্রথমে সহজ সাদামাটা ভাষায় বোঝবার চেষ্টা করা যাক। লেনিন বলেছেন, বহির্বস্তুর প্রমাণ আছে। কী প্রমাণ ? ব্যবহার বা প্রয়োগ বা প্র্যাকটিসের প্রমাণ। ধরা যাক, সামনে একটা সাপ দেখা গেলো। অতি-বড়ো ভাববাদী দার্শনিকও কি এই পরিস্থিতিতে নিশ্চিন্ত থাকবেন যে আমাদের মনের বাইরে সাপ বলে কোনো বাস্তব জিনিস থাকতে পারে না, ওখানে আমার মনেরই ধারণা বা সংবেদন বা সংবেদন-পুঞ্জ ছাড়া আর কিছু নেই ? এজাতীয় সিদ্ধান্ত অবশ্যই নিরাপদ হবে না, কেননা তাহলে বাস্তব জীবনে সাপের ছোবলে মারা পড়বার ভয়। অতি-বড়ো ভাববাদীও তাই সাপটার ভয়ে দৌড় দেবেন, বা লাঠি পিটে সাপটা মারবার চেষ্টা করবেন, বা এমন কোনো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেবেন যা থেকে প্রমাণ হবে যে মানসিক সংবেদনের গণ্ডির বাইরে ওখানে সাপ বলে একটা কোনো বস্তু আছে। অর্থাৎ, দার্শনিকটির কার্যকলাপ বা ব্যবহার থেকেই প্রমাণ হবে নেহাত সংবেদন-পুঞ্জ ছাড়াও বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব আছে। কিংবা ধরা যাক, সাধারণ জীবনের খাওয়া-পরার কথা। সংবেদন ছাড়াও বস্ত্র বলে যে সত্যিই কোনো বস্তু আছে তার প্রমাণ হলো লজ্জা নিবারণের জন্যে সেই বস্তুটি ব্যবহার করতে হয় ; সংবেদন ছাড়াও অন্ন বলে যে সত্যিই কোনো বস্তু আছে তার প্রমাণ এই যে, তা ছাড়া আমাদের পেট ভরে না। ধারণামাত্রর বা সংবেদন-মাত্রর সাহায্যে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না, তার জন্যে যে-বহির্বস্তুর প্রয়োজন তাকেই বলি জল। এইভাবে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বা প্রয়োগ জীবনে প্রতি পদেই আমরা বহির্বস্তুর অস্তিত্ব মানতে বাধ্য। বাহ্যবস্তুর এই প্রমাণ না-মানলে যথার্থ প্রত্যক্ষ এবং ভ্রম প্রত্যক্ষের মধ্যে কোনো তফাৎ করা যায় না। জলাশয়ে জল-প্রত্যক্ষ যথার্থ, মরীচিকায় জল-প্রত্যক্ষ ভ্রম। কিন্তু প্রথমটি কেন যথার্থ এবং দ্বিতীয়টি কেন ভ্রম ? কেননা, জলাশয়ে যে-জল দেখি তা পান করে তৃষ্ণা নিবারণ সম্ভব হয়, মরীচিকায় জলের যে সংবেদন তা থেকে কখনোই তৃষ্ণা নিবারণ সম্ভব নয়। প্রয়োগজীবনের বা ব্যবহারিক জীবনের এই প্রমাণ স্বীকার না করলে প্রত্যক্ষ ও ভ্রমের পার্থক্য নির্ণয় সম্ভব নয়।

লেনিন দেখাচ্ছেন, এমন কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে ভাববাদীদের কাছে এজাতীয় সহজ সরল কথাগুলি একেবারে অজ্ঞাত ছিলো। পক্ষান্তরে তাঁদের মধ্যে অনেকেই এবিষয়ে সচেতন যে ভাববাদী দার্শনিকের স্বীয় ব্যবহার বা প্রয়োগজীবনের সাক্ষ্য থেকেই ভাববাদের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন হবার আশংকা। অতএব ভাববাদ সংরক্ষণে তাঁদের চরম যুক্তি এই যে, বিশুদ্ধ দার্শনিক বিচার এক কথা, ব্যবহারিক জীবনের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। অর্থাৎ দার্শনিক তত্ত্ব বলতে নিছক বা বিশুদ্ধ তত্ত্ব : শুধুমাত্র চিন্তাচেতনা ও যুক্তিতর্কের বিচারই তার পক্ষে প্রাসঙ্গিক। প্রয়োগজীবনের বা বাস্তব ব্যবহারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব দর্শনের বিচারে প্রয়োগজীবনের সাক্ষ্য একান্তই অপ্রাসঙ্গিক। তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে এই ঐকান্তিক বিভেদই ভাববাদের চরমভিত্তি। এই কারণেই, লেনিন দেখাচ্ছেন, বস্তুবাদের সমর্থনে মার্কস-এঙ্গেলসের একটি প্রধান প্রতিপাদ্য হলো, তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয়। প্রয়োগ বা প্র্যাকটিস্ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হলে দার্শনিক তত্ত্ব অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। মার্কস-এঙ্গেলসের এই কথা অনুসরণ করে লেনিন দেখাচ্ছেন যে বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের প্রকৃত ভিত্তি বলতে প্রয়োগের বা প্র্যাকটিসের সাক্ষ্য। "জ্ঞানতত্ত্বে প্রয়োগের মান বা নীতি,"[45] শীর্ষক লেনিনের গ্রন্থের অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করতে পারলে ভালো হোতো। কিন্তু আমাদের পক্ষে এখানে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করার সুযোগ আছে। লেনিন বলেছেন :

"আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, ১৮৪৫ সালে মার্কস এবং ১৮৮৮ এবং ১৮৯২ সালে এঙ্গেলস বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রয়োগের মান বা নীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফয়েরবাখ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় থিসিস-এ মার্কস বলেছেন, 'প্রয়োগ-বিচ্ছিন্ন চিন্তার যাথার্থ্য বা অযাথার্থ্য নিয়ে তর্ক নেহাতই বৃথাতর্কের ব্যাপার।'[46] পুনরাবৃত্তি করে এঙ্গেলস বলছেন, কান্ট ও হিউমের অজ্ঞেয়বাদের এবং অন্যান্য দার্শনিক খাম-খেয়ালের শ্রেষ্ঠ খণ্ডন বলতে প্রয়োগ। অজ্ঞেয়বাদীদের প্রত্যুত্তরে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'সার্থক প্রয়োগ থেকেই প্রমাণ হয় যে আমাদের প্রত্যক্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষগত বহির্বস্তুর মিল আছে'।

"এর সঙ্গে প্রয়োগের নীতি প্রসঙ্গে মাখ-এর যুক্তিটির তুলনা করুন। [মাখ বলছেন,] 'প্রচলিত চিন্তা ও কথাবার্তার ক্ষেত্রে বাস্তব সত্য বা রিয়্যালিটি[47]-র সঙ্গে প্রতিভাস ও

ভ্রমপ্রত্যক্ষের পার্থক্য করা হয়। পেনসিলটাকে চোখের সামনে হাওয়ায় ধরলে দেখি সেটা ঋজু, একটু বাঁকা করে জলে ডোবালে সেটা বাঁকা দেখায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত বলি, পেনসিলটা বাস্তবে ঋজু হলেও বাঁকা বলে প্রতিভাসিত হচ্ছে। কিন্তু একটি ঘটনাকে যথার্থ এবং অপরটিকে প্রতিভাস কিসের জোরে বলতে পারি? অবশ্যই অ-সাধারণ দৃষ্টান্তের বেলায় বলা যায় যে প্রথাগতভাবে আমরা যাতে অভ্যস্ত তারই প্রত্যাশায় বিফল হওয়ায় আমরা সাধারণ ভ্রান্তিতে পড়তে পারি। কিন্তু তার জন্যে তো কোনো ঘটনাকে দায়ী করা যায় না। এজাতীয় ক্ষেত্রে প্রতিভাসের কথা বলার একটা ব্যবহারিক তাৎপর্য থাকতে পারে, কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য নেই। তেমনি অনেক সময় যে-প্রশ্ন তোলা হয়, পৃথিবীটা সত্যিই আছে না তা স্বপ্ন-দর্শনের মতোই—এই প্রশ্নেরও কোনো রকম বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য নেই। ঘটনা হিসাবে উদ্ভটতম স্বপ্নও অন্যান্য ঘটনার সমগোত্রীয়'।

"[লেনিন মন্তব্য করছেন] একথা ঠিক যে শুধু উদ্ভটতম স্বপ্ন নয়, উদ্ভটতম দর্শনও একরকম ঘটনা হিসাবে স্বীকার্য। আর্নস্ট মাখ-এর দর্শনের সঙ্গে পরিচয়ের পর এই কথায় সংশয় অসম্ভব। অতি আধুনিক বিতণ্ডাবাদী হিসাবে তিনি সত্য ও 'উদ্ভটের' পার্থক্য সংক্রান্ত জ্ঞানতত্ত্বের সমস্যাটির সঙ্গে বিজ্ঞান, ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বে আলোচিত মানুষের ভ্রান্তি, ভূত-প্রেত প্রভৃতিতে বিশ্বাস জাতীয় মানবজাতির 'উদ্ভট স্বপ্ন' প্রভৃতি সমস্যার তালগোল পাকাতে চান।...

"আমাদের প্রত্যেকের কাছেই ভ্রম ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের নীতি বা মান বলতে প্রয়োগই। মাখ যখন বিজ্ঞান থেকে, জ্ঞানতত্ত্ব থেকে, এই নীতিটি বর্জন করতে চান তখন তাঁর দার্শনিক মত নেহাতই একরকম বিকৃত পেশাদারী ভাববাদমাত্রেই পরিণত হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন, মানুষের প্রয়োগ বা প্র্যাকটিসই বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের প্রমাণ; প্রয়োগের নীতি পরিহার করে জ্ঞানতত্ত্বের মূল সমস্যা সমাধানের চেষ্টাকে তাঁরা 'বৃথাতর্ক' বা স্কলাস্টিসিজম[48] ও 'দার্শনিক খামখেয়াল' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু মাখ-এর কাছে প্রয়োগ বলতে এক কথা, জ্ঞানতত্ত্ব সম্পূর্ণ আলাদা কথা; দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির উপর প্রতিষ্ঠা না-করে দুটিরই যেন একত্র সহাবস্থান সম্ভব।...

"চিরায়ত জার্মান দর্শনের নিম্নোক্ত নজির থেকেই বোঝা যাবে, অজ্ঞেয়বাদ ও বস্তুবাদের সমর্থনে জ্ঞানতত্ত্ব-বহির্ভূত বিষয় হিসাবে প্রয়োগকে বাদ দেবার প্রয়াসে অভিনবত্বের পরিচয় সত্যিই কতোটুকু! কান্ট এবং ফিকতের মধ্যবর্তী দার্শনিক হলেন জি. ই. শুলজে[49]...। দর্শনের ক্ষেত্রে সংশয়বাদ বা স্কেপটিসিজম[50] সরাসরি সমর্থন করে তিনি নিজেকে হিউম-এর অনুগামী বলেই ঘোষণা করেন।...বস্তু-স্বলক্ষণের কথা এবং বাস্তব জ্ঞানের সম্ভাবনা তিনি সোৎসাহে বর্জন করেন এবং সোৎসাহে দাবি করেন যে আমাদের

পক্ষে 'অভিজ্ঞতার' গণ্ডি, সংবেদনের গণ্ডি পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বিপক্ষ শিবির থেকে নিম্নোক্ত পূর্বপক্ষ উত্থাপন করেছেন : 'সংশয়বাদীও যেহেতু ব্যবহারিক জীবনে অংশগ্রহণের সময় বহির্বস্তুর অবধারিত সত্তা স্বীকার করে নেন এবং সেই অনুসারেই কাজকর্ম করেন—এবং অতএব যাথার্থ্য নির্ণয়ের একটা নীতি মেনে নেন—সেইহেতু তাঁর নিজের আচরণই সংশয়বাদের শ্রেষ্ঠ ও সুস্পষ্ট খণ্ডন হিসাবে স্বীকৃত হবে'। উত্তরে শুলজে ঘৃণাভরে মন্তব্য করেন, 'ইতর জনসাধারণের কাছেই এ জাতীয় প্রমাণের প্রামাণ্য আছে', কিন্তু 'আমার সংশয়বাদের সঙ্গে প্রয়োগের কোন সম্পর্ক নেই, তা দর্শনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ'।...

"শুলজে, ফিকতে এবং মাখ-এর দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতো ফয়েরবাখ-ও জ্ঞানতত্ত্বের মৌলিক প্রশ্নে অযৌক্তিকভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'উপনীত' হতে চান। ভাববাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে মতটির মূল তাৎপর্য হিসেবে তিনি ফিক্তের নিম্নোক্ত অসাধারণ উক্তিটি উদ্ধৃত করেন, যে-উক্তি থেকে মাখ-বাদও একেবারে নস্যাৎ হয়ে যায়। ফিক্তে বলেছেন, 'আপনি ধরে নেন যে নানা বস্তুর বাস্তব সত্তা আছে, এগুলি আপনার (চেতনার) বাইরে বহির্জগতে সত্যিই বিদ্যমান, এবং এ বিষয়ে আপনার একমাত্র যুক্তি এই যে আপনি সেগুলি চোখে দেখেন, কানে শোনেন, স্পর্শ করেন। কিন্তু দর্শন, স্পর্শ, শ্রবণ তো সংবেদনমাত্র।...প্রকৃতপক্ষে কোনো বস্তুই আপনার প্রত্যক্ষগোচর হয় না, সংবেদনমাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয়।' উত্তরে ফয়েরবাখ বলেন, মানুষ বলতে কোনো অমূর্ত অহংমাত্র নয়, তার বদলে কোনো বাস্তব পুরুষ বা নারীকেই বোঝায়, এবং জগৎটাই আমার সংবেদন কিনা এই প্রশ্নের সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন তুলনীয় : অপর ব্যক্তিও কি আমার সংবেদন, নাকি ব্যবহার জীবনের সম্পর্ক থেকে তার বিপরীতই প্রমাণ হয়? [ফয়েরবাখ বলছেন,] 'ভাববাদের মূল দোষ বলতে নির্দিষ্টভাবেই বলা যায় যে এই মতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র প্রশ্ন—জগতের যাথার্থ্য ও মিথ্যাত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন—বিশুদ্ধ তত্ত্বের দিক থেকেই বিচারের আয়োজন'। ফয়েরবাখ নিজে সামগ্রিকভাবে মানুষের প্রয়োগ বা ব্যবহারকেই জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে চান। তিনি বলেন, ভাববাদীও অবশ্য ব্যবহার জীবনে আমি ও তুমি-র মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করেন। কিন্তু ভাববাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে 'শুধুমাত্র ব্যবহার জীবনের ক্ষেত্রেই এই পার্থক্য স্বীকার্য, চিন্তাক্ষেত্রে স্বীকার্য নয়। কিন্তু যে চিন্তার সঙ্গে জীবনের বিরোধ—যে চিন্তা মৃত্যুর দৃষ্টিকোণকে, দেহবিচ্ছিন্ন আত্মার দৃষ্টিকোণকে—সত্যের দৃষ্টিকোণ হিসেবে গ্রহণ করতে চায়, সে-চিন্তা মৃত ও ভ্রান্ত চিন্তা হতে বাধ্য।' শ্বাসপ্রশ্বাস বিনা প্রত্যক্ষই সম্ভব নয় : বায়ু অন্ন, জল ছাড়া আমরা বাঁচতেই পারি না।

"[ফয়েরবাখ বলছেন] 'ভাববাদী দার্শনিক ঘৃণাভরে বলবেন, কিন্তু তার মানে কি এই যে জগতের সত্যাসত্য বিচারে আমরা খাদ্য ও পানীয়র প্রশ্নই আলোচনা করবো? কী রকম ইতরের মতো কথা! ভদ্রজনোচিত আদবকায়দার বিরুদ্ধে কী বিশ্রী অপমান—(কননা এই ভদ্রজনোচিত আদবকায়দা অনুসারে) দর্শন-অধ্যাপনার চেয়ার ও ধর্মদেশনার গদি থেকে বৈজ্ঞানিক অর্থে বস্তুবাদের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করে হোটেলের টেবিলে

বসে মনেপ্রাণে বস্তুবাদেরই প্রয়োগ করতে হবে'। এবং ফয়েরবাখ ঘোষণা করেন, বাস্তব বহির্জগতের সঙ্গে সংবেদনমাত্রর তাদাত্ম্য ঘোষণা করাও যা 'সন্তান-জননের সঙ্গে স্বপ্নদোষের তাদাত্ম্য ঘোষণা করাও তাইই'।

"মন্তব্যটি অবশ্য খুব বিনয়সুলভ নয়। কিন্তু যে-দার্শনিকেরা বলেন বহির্বস্তু বলতে আমাদের সংবেদনমাত্রই,—এই মন্তব্য তাঁদের একেবারে আঁতে ঘা দেবে।

"জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে জীবনের দৃষ্টিকোণের, প্রয়োগের দৃষ্টিকোণের, প্রাধান্য ও মৌলিক গুরুত্ব মানতে হবে। এবং তা মানলে পেশাদারী বৃথাতর্কের অনন্ত জঞ্জাল সাফ করে বস্তুবাদেই পেঁছিুতে হবে। অবশ্যই ভুললে চলবে না যে শুধুমাত্র প্রয়োগেব নীতি থেকেই কোনো মানবধারণার সম্পূর্ণ চরম সমর্থন বা খণ্ডন অসম্ভব। মানব জ্ঞানের পক্ষে 'পরম তত্ত্বে' পেঁছানোর পক্ষে এই নীতিরও 'অসম্পূর্ণতা' আছে। কিন্তু ভাববাদ ও অজ্ঞেয়বাদের সমস্ত সংস্করণের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালাবার পক্ষে এই নীতিই পর্যাপ্ত। শুধু প্রয়োগ প্রতিপাদিত বস্তুই চরম বাস্তব সত্য বলে স্বীকৃত হলে মানতেই হবে যে বিজ্ঞানের পথ ছাড়া সত্যানুসন্ধানের আর কোনো পথ নেই এবং বিজ্ঞানে বস্তুবাদেরই সমর্থন।"[51]

৬। প্রতিফলন বা রিফ্লেকসন এবং সাধারণভাবে বস্তুবাদ

তাহলে লেনিন-প্রতিপাদ্য জ্ঞানতত্ত্বের প্রধান কথা এই যে বিশ্বজগৎ চৈতন্য-সৃষ্ট বা চৈতন্য-নির্ভর নয়। পক্ষান্তরে বাস্তব বহির্জগৎ আমাদের চৈতন্যে প্রতিফলিত হয় এবং এই প্রতিফলনের যাথার্থ্য-নির্ণয়ের নীতি বলতে প্রয়োগ বা ব্যবহার। লেনিনের জ্ঞানতত্ত্ব তাই প্রতিফলনবাদ বা "থিওরি অফ রিফ্লেকসন"[52] নামে প্রায়ই উল্লিখিত হয়।

সম্প্রতিকালের তথাকথিত মার্কসবাদীদের মধ্যে অনেকে বিশেষ করে লেনিনের এই নির্দিষ্ট মতটির বিরুদ্ধে নানা রকম আপত্তি তুলেছেন।[53] কেউ বলছেন, এই মতের সমর্থন করতে গিয়ে লেনিন মার্কসবাদের এমনই স্থূল অপব্যাখ্যা করেছেন যে তার ফলে মার্কসবাদের সঙ্গে 'নাইভ রিয়ালিজম'[54] বা গেঁয়ো বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদের কোনো পার্থক্য থাকে না। কেউ বলেন, লেনিন আসলে মার্কস-পূর্ব মামুলি বস্তুবাদেই প্রত্যাবর্তন করেছেন, যদিও

এই মামুলি বস্তুবাদের স্থূলতা বর্জন করেই স্বয়ং মার্কস তাঁর দর্শনের মূল-সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু এই জাতীয় সমালোচনার একান্তই কোনো রকম প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা, তা বিচারের আগে আমাদের পক্ষে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার।

বহির্জগতের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণে লেনিন অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তার কারণ এই নয় যে লেনিনের ধারণায় এইটুকু প্রমাণ হলেই মার্কসীয় বস্তুবাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে তার আসল কারণ হলো, প্রথমে এইটুকু কথা প্রমাণিত না-হলে মার্কসীয় বস্তুবাদের প্রতি অগ্রসর হওয়াই অসম্ভব হয়। মনে রাখতে হবে, তাঁর সময়ে পেশাদার দার্শনিক মহলে ভাববাদকে পুনরুজ্জীবিত করার এক বিরাট বিপুল আয়োজন। এই পরিস্থিতিতে সাধারণভাবে বস্তুবাদের মূল কথাটুকু সংরক্ষিত না হলে বস্তুবাদী দৃষ্টিমাত্রই বর্জিত হবার আশঙ্কা। তাই উন্নততর বস্তুবাদী দর্শনের সমর্থনেও প্রথম প্রয়োজন হলো, সাধারণভাবে বস্তুবাদের ন্যূনতম দাবিটুকুর প্রমাণ, যেটুকু না-হলে কোনো রকম বস্তুবাদই স্বীকৃত হতে পারে না—মামুলি বস্তুবাদও নয়, উন্নত বস্তুবাদও নয়। বস্তুবাদের এই ন্যূনতম দাবি বলতে, বহির্জগতের যাথার্থ্য। অতএব বহির্জগতের যাথার্থ্য প্রমাণে লেনিনের উদ্যমকে মার্কসীয় বস্তুবাদের বৈশিষ্ট্য প্রমাণের উদ্যম না বলে **মার্কসীয় বস্তুবাদের প্রধান ও প্রাথমিক শর্তটির সংরক্ষণ** হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে।

লেনিন নিজে এই কথাটি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এবং বারবার ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের সাধারণ বিতর্ক প্রসঙ্গে বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের প্রথম কথা হিসাবে তিনি যা প্রতিষ্ঠা করতে চান তা বস্তুবাদী দর্শনের কোনো বিশেষ সংস্করণের বৈশিষ্ট্য নয়; আসলে তা বস্তুবাদ-মাত্রের বা সাধারণভাবে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মূল প্রতিপাদ্য। এই প্রতিপাদ্যটুকু বাদ দিলে বস্তুবাদই অসম্ভব হয়, অতএব ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের প্রসঙ্গও বর্জিত হয়।

অতএব একথা কল্পনা করার কোনো কারণ নেই যে মার্কস-এঙ্গেলসের বস্তুবাদের সঙ্গে পুরানো বস্তুবাদের প্রকৃত পার্থক্য লেনিনের জানা ছিল না। পক্ষান্তরে এই পার্থক্য প্রসঙ্গে তিনি কোনো রকমই সন্দেহের অবকাশ রাখতে একেবারে নারাজ। কিন্তু তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, এই পার্থক্যকে বস্তুবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের পার্থক্য বলে কল্পনা করলে প্রকাণ্ড ভুল হবে। **মার্কসীয় বস্তুবাদের প্রাথমিক সর্ত হিসেবে বস্তুবাদমাত্রর সমর্থন** প্রসঙ্গে লেনিন বারবার আমাদের এই কথাটি মনে করিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান আলোচনায় এ বিষয়ে তাঁর মাত্র কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করার অবকাশ হবে।

লেনিন বলছেন,

"প্রশ্নটা এখানে বস্তুবাদের এই বা ওই সংস্করণ সংক্রান্ত প্রশ্নই নয়; প্রশ্নটা হলো বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের প্রশ্ন—দর্শনের ক্ষেত্রে দুটি মূল মতবাদ সংক্রান্ত প্রশ্ন। আমরা কি বস্তু থেকে সংবেদন ও চিন্তার দিকে অগ্রসর হবো? নাকি, আমরা চিন্তা ও সংবেদন থেকে বস্তুর দিকে অগ্রসর হবো? এঙ্গেলস গ্রহণ করেছেন প্রথম মতবাদ, অর্থাৎ বস্তুবাদী মতবাদ। মাখ গ্রহণ করেছেন দ্বিতীয় মতবাদ, অর্থাৎ ভাববাদী মতবাদ।"[55]

ভাববাদ-বনাম-বস্তুবাদের বিতর্কে প্রথমে সাধারণভাবে বস্তুবাদের ন্যূনতম প্রতিপাদ্য সমর্থন করতে চেয়েছেন বলেই লেনিন এই প্রসঙ্গে দিদেরো (১৭১৩-৮৪), ফয়েরবাখ (১৮০৪-৭২) প্রমুখ মার্কস-পূর্ব বস্তুবাদী-দের মন্তব্যও অবজ্ঞা করেননি এবং অনেক সময় এঁদের যুক্তিরও নজির দেখিয়েছেন। যেমন লেনিন বলছেন,

"আমরা ইতিপূর্বেই বস্তুবাদ প্রসঙ্গে দিদেরোর মন্তব্য থেকে দেখেছি, বস্তুবাদীর মত বলতে আসলে কী।...এই নির্দিষ্ট প্রশ্নে এঙ্গেলস দিদেরোর সঙ্গে একমত।... কিন্তু প্রতি পদে স্বীয় মতের সঙ্গে বস্তুবাদের পার্থক্য দেখাতে চাইলেও মাখ অবশ্যই সব মহান বস্তুবাদীদের—দিদেরো, ফয়েরবাখ, মার্কস এবং এঙ্গেলস সকলকেই—অবজ্ঞা করেছেন, পদাধিকারী দর্শনের সমস্ত পদাধিকারী প্রচারকেরা ঠিক যেমনটি করে থাকেন।"[56]।

অন্যত্র লেনিন এমনকি সপ্তদশ শতকের যে-বস্তুবাদীদের বিরুদ্ধে বার্কলির সংগ্রাম সেই বস্তুবাদীদের উল্লেখ করে বলছেন,

"পাঠক দেখবেন,...শুধু মার্কসীয় বস্তুবাদ নয়, সমস্ত বস্তুবাদের—এমনকি 'সমস্ত পুরোনোকালের বস্তুবাদেরও'—মূলকথা হলো আমাদের (চেতনার) বাইরে বাস্তব জিনিসের স্বীকৃতি এবং আমাদের ধারণার সঙ্গে সেই বস্তুর 'সাদৃশ্য'।"[57]

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, সাধারণভাবে বস্তুবাদের ন্যূনতম প্রতিপাদ্যর এই বিচারের ফলে লেনিনের রচনা থেকে নানা বিষয়ে আমরা অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা পেয়েছি। এ জাতীয় একটি বিষয় বলতে বস্তু বা ম্যাটার[58] সংক্রান্ত

ধারণা। লেনিন দেখাচ্ছেন, সুদীর্ঘ যুগ ধরে বস্তুবাদী দার্শনিকেরা বস্তুকেই বিশ্বের মূল উপাদান বলে বিবেচনা করেছেন ; কিন্তু বস্তু বলতে ঠিক কী বোঝায় এ বিষয়ে সকলের মতামত এক নয়। যেমন ধরা যাক, ইয়োরোপের আদি-দার্শনিক থ্যালিস[59]-এর মতে বিশ্বের মূল উপাদান যে-বস্তু তার স্বরূপ হলো জল, পরবর্তী দার্শনিকদের মধ্যে অনেকে বস্তুর স্বরূপ বলতে প্রচলিত চতুর্ভূতের উল্লেখ করেছেন, অন্যেরা বলেছেন পরমাণুর কথা, এবং অতি আধুনিক বিজ্ঞানে পরমাণুর মধ্যে মৌলকণার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ মার্কস-এঙ্গেলসের অনেক আগে থাকতেই বস্তুর স্বরূপ প্রসঙ্গে বস্তুবাদী দার্শনিকদের মধ্যেই নানা মতভেদ দেখা গিয়েছে এবং মার্কস-এঙ্গেলসের পরেও বস্তুর স্বরূপ সন্ধানের গবেষণা এগিয়ে চলেছে এবং আমরা বস্তুর স্বরূপ সংক্রান্ত নতুন থেকে আরো নতুন মতবাদে উপনীত হচ্ছি। কিন্তু এই সব মতবাদের সঙ্গে বস্তুবাদের ন্যূনতম দাবিটিকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। অর্থাৎ (সাধারণভাবে বস্তুবাদী দর্শনে যখন দাবি করা হয় যে বস্তুই প্রাথমিক তখন বস্তু বলতে এ জাতীয় কোনো মতবাদের একটি মতবাদের বদলে বস্তু সংক্রান্ত মূল দার্শনিক প্রত্যয়টিরই উল্লেখ করা হয়। এবং এই প্রত্যয় বা কনসেপ্টটির[60] সংজ্ঞা হলো, আমাদের চেতনায় যে-বাহ্য বিষয়টির প্রতিবিম্ব তাই।) বস্তুবাদী মাত্রই এই বাহ্য বিষয় মানতে বাধ্য, কিন্তু এই বাহ্য বিষয়টির স্বরূপ নির্ণয়ে বিভিন্ন বস্তুবাদী বিভিন্ন মতামতে উপনীত হতে চান। নব্য ভাববাদীদের একটি কৌশল হলো আধুনিক বিজ্ঞানের নজির দেখিয়ে বস্তুবাদ খণ্ডনের প্রয়াস। পুরোনো কালের বস্তুবাদীরা বস্তুর স্বরূপ হিসাবে যে বিশিষ্ট মত পোষণ করতেন, বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণার ফলে তা অবশ্যই বাতিল হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনার নজির দেখিয়ে নব্য ভাববাদীরা দাবি করেন যে অতএব বস্তুমাত্রই বাতিল হয়ে গিয়েছে ; বস্তুবাদ তাই আজ এক অচল দার্শনিক মতবাদ। এ জাতীয় দাবির বিরুদ্ধে লেনিন মন্তব্য করছেন,

"আমাদের প্রশ্ন হলো : মানুষ যখন কোনো কিছুকে লাল বা কোনো কিছুকে কঠিন বলে প্রত্যক্ষ করে তখন কি তার কাছে বাহ্যবস্তু হিসাবে কিছু উপস্থিত থাকে, না থাকে-না ?…আপনি যদি দাবি করেন যে এ জাতীয় কোনো বস্তুই উপস্থিত নেই, তহালে মাখ-এর সঙ্গে আপনিও ভাববাদে নিমজ্জিত হতে বাধ্য।…আপনি যদি মনে করেন যে এ জাতীয় কিছু উপস্থিত আছে, তাহলে সেই বাহ্য সত্তাটি উল্লেখ করার জন্য কোনো একটা প্রত্যয় বা কনসেপ্ট দরকার হবে। দীর্ঘ সুদীর্ঘ যুগ আগেই এই

59. Thales.
60. Concept.

প্রত্যয় নির্দিষ্ট হয়েছে। সেই প্রত্যয় বলতে বস্তু বা ম্যাটার। বস্তু হলো এক দার্শনিক পদার্থ বা ক্যাটিগরি,[61] অর্থাৎ কিনা সংবেদনের ক্ষেত্রে মানুষ যে-বাহ্য সত্যকে জানে তাইই ; এই বাহ্য সত্যই জ্ঞাতা নিরপেক্ষভাবে বিদ্যমান থেকেও মানুষের সংবেদনে কপি বা ফটোগ্রাফের মতোই প্রতিবিম্বিত হয়।"[62]

আমরা পরে দেখবো, বিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্যের আলোচনায় লেনিনের এই বিশ্লেষণের গুরুত্ব কতোখানি। কিন্তু শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়। ভাববাদ-বনাম-বস্তুবাদের মূল বিতর্ক পুনর্বিচার করে এবং এই প্রসঙ্গে সাধারণভাবে বস্তুবাদের ন্যূনতম প্রতিপাদ্যর প্রতি সুস্পষ্টভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, লেনিন দেখান এই বিতর্ক নিছক বিদ্যাভিমানের ব্যাপার নয় ; এরই সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের প্রত্যক্ষ যোগাযোগও বর্তমান। পরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবো। আপাতত অত্যন্ত সংক্ষেপে লেনিনের বক্তব্য উল্লেখ করা যাক।

লেনিনের বিচারে বাস্তব শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে ভাববাদের বিশেষ ভূমিকা আছে। বাস্তব বহির্জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করে ভাববাদী দর্শন শেষ পর্যন্ত ধর্মবিশ্বাসেরই কোনো-একরকম সমর্থন জোগায় এবং যুগের পর যুগ ধরে মেহনতী মানুষকে দাবিয়ে রাখার কাজে ধর্মবিশ্বাসের বিশেষ উপ-যোগিতা দেখা গিয়েছে। সাধারণের মধ্যে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস প্রবল হলে তাদের তাঁবে রাখার কাজটা তুলনায় সহজ হয় এবং অন্ধ ধর্মবিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখার প্রধান সর্ত হলো অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব জগতের অস্তিত্ব বিলোপ। পক্ষান্তরে বস্তুবাদের ন্যূনতম দাবি হলো বহির্জগতের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ। এই কারণে যুগের পর যুগ ধরে কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে বস্তুবাদী দর্শনমাত্রের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান। অতএব, সাধারণভাবে বস্তুবাদী দর্শনের ন্যূনতম প্রতিপাদ্যেরও বৈপ্লবিক তাৎপর্য বর্তমান। এই প্রসঙ্গে লেনিন আর্নস্ট হেকেল-এর "রিড্ল্ অফ্ দি ইউনিভার্স"[63] বইটির কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন। মার্কস-এঙ্গেলস সমর্থিত উন্নততর বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে হেকেল-এর বস্তুবাদ অবশ্যই দুর্বল ও অনুন্নত। তার কারণও লেনিন বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করেছেন। তবুও বইটিতে বস্তুবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের বলিষ্ঠ সমর্থন। এই কারণে হেকেল-এর বহু দুর্বলতা সত্ত্বেও বইটির উল্লেখ করে লেনিন বলেছেন :

"এই সাধারণ পাঠ্য ছোটো বইটি শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার-হয়ে ওঠে।...অসংখ্য ধর্মযাজক

হেকেল-এর বিরুদ্ধে অভিযানে যোগ দেন। তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রাধিকারী দর্শনের অধ্যাপকরা যতো গালিগালাজ করেছেন তার বেশি গালিগালাজের কথা ভাবাই যায় না।"[৩৮]

কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভাববাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের সম্পর্ক আলোচনায় পরে প্রত্যাবর্তন করা যাবে।

৭। সাধারণভাবে বস্তুবাদ এবং মার্কসীয় বস্তুবাদ

কিন্তু, প্রশ্ন উঠবে, মার্কস এবং এঙ্গেলস নিজেরাই কি তাঁদের পূর্ববর্তী বস্তুবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেন নি? অবশ্যই করেছিলেন। কিন্তু তার আসল কারণটির অপব্যাখ্যা করা চলবে না। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর বিচারে তাঁদের পূর্ববর্তী বস্তুবাদীদের আসল দুর্বলতার কারণ এঁদের বস্তুবাদ নয়, বস্তুবাদেরই অসম্পূর্ণতা। সেই অসম্পূর্ণতা দূর করে মার্কস-এঙ্গেলস বস্তুবাদকেই সমৃদ্ধ করার আয়োজন করেছিলেন এবং ওই সমৃদ্ধি-সাধনের প্রধান সর্ত ছিলো বস্তুবাদে দৃঢ় প্রত্যয়।

এ বিষয়ে লেনিনের মন্তব্য কিছুটা বিস্তৃতভাবেই উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। তাঁর সময়কার যে-দার্শনিকেরা মুখে মার্কসবাদ সমর্থনের কথা বলে কার্যত মাখ-এর প্রভাবে ভাববাদের প্রচারেই প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাঁদের উল্লেখ করে লেনিন বলছেন,

"মার্কস ও এঙ্গেলস সব সময়েই নিকৃষ্ট সমাজতন্ত্রবাদীদের বিরুদ্ধে 'ঘৃণা' প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তা থেকে শুধু এই কথাই প্রমাণ হয় যে তাঁরা নির্ভুল সমাজতন্ত্রবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ দাবি করেছিলেন; একথা কিছুতেই প্রমাণ হয়না যে তাঁরা সমাজতন্ত্রবাদই পরিত্যাগ করে বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মার্কস ও এঙ্গেলস নিকৃষ্ট (বিশেষত ডায়লেকটিকস-বিরোধী) বস্তুবাদের নিন্দা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা এই নিন্দা করেছিলেন উন্নততর বা উচ্চাঙ্গের ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদেরই দৃষ্টিকোণ থেকে—বার্কলি-দর্শন বা হিউম-দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। মার্কস-এঙ্গেলস এবং দিৎসগেন নিকৃষ্ট বস্তুবাদীদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে সম্মত ছিলেন, এঁদের ভুলভ্রান্তি সংশোধনের জন্যে এঁদের সঙ্গে তর্ক করতে রাজি ছিলেন। কিন্তু তাঁরা মাখ ও আভেনারিউস-এর মতো হিউম-পন্থী ও বার্কলি-পন্থীদের সঙ্গে আলোচনাতেও রাজি ছিলেন না, সামগ্রিকভাবে এঁদের দার্শনিক ধারাটিই এক কথায় ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান

করতেন। অতএব আমাদের মাখ-পন্থীরা হলবাক[65] প্রমুখ এবং ব্যুখনার প্রমুখের বিরুদ্ধে যে-অশেষ ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেন তা সাধারণের চোখে ধুলো দেবার এক ' কায়দা ছাড়া আর কিছুই নয় ; সেই কায়দার আড়ালে মাখ-পন্থীদের পক্ষে সাধারণভাবে বস্তুবাদের মূল ভিত্তি থেকে হঠে যাবার প্রয়াস এবং এঙ্গেলস সম্বন্ধে একটা সরাসরি ও সুস্পষ্ট দৃষ্টি-ভঙ্গিতে উপনীত হওয়ার ভীতি ছাড়া আর কোনো তাৎপর্য নেই।

"এবং, 'ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ' গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এঙ্গেলস যে-ভাবে অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বস্তুবাদ প্রসঙ্গে এবং ব্যুখনার, ভগট ও মোলেশৎ[66] প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট উক্তি করেছেন তার চেয়ে স্পষ্ট কোনো উক্তি অবশ্যই সুকঠিন। স্বেচ্ছায় এঙ্গেলস-এর বক্তব্য বিকৃত করার ইচ্ছা ছাড়া তাঁর কথা বুঝতে না পারা একান্তই অসম্ভব। এই পরিচ্ছেদে এঙ্গেলস বলছেন মার্কস এবং আমি বস্তুবাদের সমর্থক ; এই প্রসঙ্গে সমস্ত বস্তুবাদী সম্প্রদায়ের সঙ্গে পুরো ভাববাদী শিবিরটির—সাধারণভাবে কাণ্ট-পন্থীদের এবং হিউম-পন্থীদের—মৌলিক পার্থক্য ঠিক কী তা ব্যাখ্যা করেছেন। ফয়েরবাখ-এর একরকম দুর্বলচিত্ত ভাবের সমালোচনা করে তিনি বলছেন, কোনো কোনো বস্তুবাদী সম্প্রদায়ের দুর্বলতার দরুন কখনো কখনো ফয়েরবাখ যে-ভাবে বস্তুবাদমাত্রই পরিত্যাগ করতে চেয়েছেন তা চিন্তার একরকমের খামখেয়াল মাত্র।"[67]

এই আলোচনারই জের টেনে লেনিন অন্যত্র বলছেন,

"এঙ্গেলস অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে ব্যুখনার প্রমুখ দার্শনিকেরা তাঁদের গুরুদেবদের, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বস্তুবাদীদের 'সংকীর্ণতা' কোনো ভাবেই উত্তীর্ণ হতে পারেন নি, এঁদের ছেড়ে একপাও এগুতে পারেন নি। এবং এই কারণে, এই নির্দিষ্ট কারণেই, এঙ্গেলস ব্যুখনার প্রমুখের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, অজ্ঞ ব্যক্তি যদিও মনে করতে পারেন যে [ব্যুখনার প্রমুখের] বস্তুবাদই এই সমালোচনার কারণ, [তবুও এঙ্গেলস মোটেই] এঁদের বস্তুবাদের সমালোচনা করেন নি।...এবং পর পর এঙ্গেলস অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বস্তুবাদের একএক করে তিনটি মূল সংকীর্ণতার তালিকা দিয়েছেন—যে-সংকীর্ণতা মার্কস-এঙ্গেলস উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু ব্যুখনার প্রমুখ উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। প্রথম সংকীর্ণতা হলো, পুরোনো বস্তুবাদীরা ছিলেন 'যান্ত্রিক', এই অর্থে যে 'রাসায়নিক ও জৈব প্রকৃতির ক্ষেত্রেও তাঁরা শুধুমাত্র যন্ত্রের নীতি প্রয়োগে বিশ্বাসী ছিলেন'।...দ্বিতীয় সংকীর্ণতা হলো, পুরোনো বস্তুবাদীদের মত ছিলো অধিবিদ্যামূলক বা মেটাফিজিকাল[68], অর্থাৎ 'তাঁদের দর্শনের চরিত্র ছিলো ডায়লেকটিকস-বিরোধী'।...তৃতীয় সংকীর্ণতা হলো, 'উপরের দিকে', সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, ভাববাদেরই

সংরক্ষণ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বোঝবার অক্ষমতা।…শুধুমাত্র এই তিনটি বিষয়ে, এবং শুধুমাত্র এই তিনটি বিষয়ের সীমার মধ্যেই, এঙ্গেলস ব্যুখনার প্রভৃতির এবং অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদের সমালোচনা করেছেন। বস্তুবাদ প্রসঙ্গে বাকি সব তুলনায় প্রাথমিক প্রশ্নে একদিকে মার্কস ও এঙ্গেলস এবং অপরদিকে পুরোনো বস্তুবাদীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং তা থাকতে পারে না।”৬৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিপ্লবের ছদ্মবেশে প্রতিক্রিয়া

১। 'প্রাকসিস' সম্প্রদায়

ইতিপূর্বে লেনিনের যে উক্তিগুলি উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে অন্তত একটি বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। মার্কস-পূর্ব বস্তুবাদের সঙ্গে মার্কসীয় বস্তুবাদের পার্থক্য তাঁর কাছে অজানা ছিল না। অতএব একথা কল্পনা করা কঠিন যে লেনিন মার্কসীয় বস্তুবাদ থেকে পিছু হঠে বস্তুবাদের কোনো পুরনো সংস্করণের দিকে ফিরে যাবার আয়োজন করেছিলেন। তবুও আশ্চর্যের কথা এই যে অতি-আধুনিককালের কিছু চিন্তাশীল এই কথাই প্রমাণ করতে চান ; তাঁরা এমনকি দাবি করেন যে দর্শনের ক্ষেত্রে এজাতীয় পিছু হঠার ফলে লেনিনের মত আজ প্রকৃত বিপ্লবের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হফমান-এর[1] বই থেকে এ জাতীয় সমালোচনার কিছু নমুনা দেখা যাক। হফমান বলছেন,

"শ্লোমো আভিনেরি-র[2] মতে লেনিন ও প্লেখানভ[3] মোটেই ডায়লেকটিকাল চিন্তাশীল ছিলেন না ; তাঁদের চিন্তা ছিল যান্ত্রিক বা মেকানিকাল[4]।... গালিগালাজের বিশেষ লক্ষ হিসাবে লুসিয়েন গোল্ডমান[5] লেনিনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'মেটিরিয়ালিজম এ্যান্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম'-ই বেছে নিয়েছেন ; তাঁর বিচারে 'যান্ত্রিক ও ডায়লেকটিকস-বিরোধী গ্রন্থের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন' বলতে এই বইটিই। আলফ্রেড স্মিড্[6]-এর মতে লেনিনের দর্শন মার্কস-এর তুলনায় ফয়েরবাখ-এর কাছেই ঢের বেশি ঋণী। সার্ত[7] তো এই দর্শনকে সরাসরি 'ভাববাদ' আখ্যাই দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর বিশ দশকের জনৈক বিরোধী লেখক

1. Hoffman
2. Shlomo Avineri
3. Plekhanov
4. mechanical
5. Lucien Goldmann
6. Alfred Schmidt
7. Sartre

ছিলেন কার্ল কর্শ[8] ; আজকের দিনে ব্রিটেনে তাঁর লেখা বেশ কিছুটা জনপ্রিয় হয়েছে। তাঁর মতে বিপ্লবের পর রাশিয়ায় মার্কসবাদ একরকম 'বলশেভিক-সংস্করণে'[9] পরিণত হয়েছে, এবং এই 'অধঃপাতের' জন্যে প্রধান দায়ী অবশ্যই লেনিন।"[10]

আমাদের পক্ষে এখানে এ জাতীয় সমালোচনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের প্রয়োজন নেই। হফমান তাঁর "মার্কসিজম এ্যান্ড দি থিয়োরি এ্যান্ড প্র্যাকসিস" নামে সাম্প্রতিক গ্রন্থটিতে অত্যন্ত নিপুণভাবেই সে বিচার করেছেন! আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য হল লেনিনের গ্রন্থটির সাধারণ পাঠ্য ভূমিকা রচনার চেষ্টা। তাই স্বেচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে যেভাবেই হোক না কেন, এই গ্রন্থটির যে বৈশিষ্ট্য একেবারে অবজ্ঞা না করলে উপরোক্ত সমালোচনাগুলি সম্ভবই নয়, এখানে আমরা শুধুমাত্র সেগুলির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস করবো।

এ জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলতে প্রধানত দুটি। প্রথমত, বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো যে লেনিনের উপরোক্ত "সমালোচকেরা" ঠিক যে-বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে নড়াই করেন, লেনিনের গ্রন্থে সমর্থিত মূল দার্শনিক মতটি বাদ দিলে বা উপেক্ষা করলে তার সম্ভাবনাই বিনষ্ট হয়! দ্বিতীয়ত, আমরা পরে দেখাবার চেষ্টা করবো, লেনিনের গ্রন্থের দ্বিতীয়ার্ধে —বিশেষত প্রকৃতি বিজ্ঞানেব তত্ত্বগত তাৎপর্য বিচারে—বস্তুবাদী ডায়লেকটিকস-এর উপর লেনিন বাস্তবিকই কতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

প্রথমে দেখা যাক, লেনিনের উপরোক্ত "সমালোচকেরা" ঠিক কী নিয়ে বড়াই করেন। তাঁদের পরিভাষায় তা হল "প্র্যাকসিস"-এর[11] দৃষ্টিকোণ। প্র্যাকসিস মানে কী? গ্রীক ও জার্মান ভাষায় শব্দটির সরল অর্থ হল প্র্যাকটিস[12] বা প্রয়োগ। অবশ্যই এই লেখকদের কাছে প্র্যাকসিস বলতে সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োগ বা প্র্যাকটিস নয়[13]; তার চেয়ে ঢের বেশি কিছু। সাম্প্রতিক প্র্যাকসিস-বাদের জনৈক প্রবক্তা যেমন বলছেন,

"সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োগ বা প্র্যাকটিসের তুলনায় প্র্যাকসিস-এর রূপটাই হল বিপ্লবী। সাধারণ দৈনন্দিন প্রয়োগ-জীবনে তো মানুষ বর্তমান সমাজব্যবস্থা মেনে নেয়। ...কিন্তু প্র্যাকসিস থেকে শিক্ষাগ্রহণের তাৎপর্য হল এক বৈপ্লবিক মত গড়ে তোলা—যে-

মতের সাহায্যে ইতিহাসের কর্মশক্তিটি ঠিকমতো বুঝে নিজেদের জীবনকে স্বায়ত্তাধীন করার জন্যে বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব।”[14]

অর্থাৎ, এই লেখকেরা আসলে বিপ্লবের কথাই বলছেন—কিংবা, যাতে ব্যাপারটা লঘু না শোনায় সেইজন্যে হয়তো বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বড় হরফে **বিপ্লব**!

আন্তরিকভাবে যাঁরা লেনিনের চিন্তা ও কর্মজীবনের সঙ্গে পরিচিত, তাঁদের কাছে অবশ্যই পুরো ব্যাপারটা নেহাতই গোলমেলে লাগবার কথা। বিপ্লব নিয়ে যাঁদের পরম উৎসাহ তারাই কিনা লেনিনের বিরুদ্ধে অমন বিষোদ্গার করছেন। দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে লেনিন যদি সত্যিই বিপ্লবের পথ থেকে বিচ্যুত হতেন তাহলে তো কায়েমী স্বার্থের পক্ষেই সবচেয়ে বেশি উল্লাস করবার কথা, কেননা কায়েমী স্বার্থের প্রধান দুর্ভাবনা বলতে সাধারণ মেহনতী মানুষের পক্ষে লেনিনের মতাদর্শেরই অনুপ্রেরণা। তাহলে কি এমন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে যে লেনিনের ওই সমালোচকদের বিপ্লবী বোলচালের পিছনে অন্য কোনো উৎসাহ গোপন করার চেষ্টা আছে? অন্তত সহজ বিচারের দিক থেকে এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে প্রকৃত বিপ্লবের আদর্শে লেনিন এমন অবিচল ছিলেন যে বিপ্লব শব্দটি নিয়ে কোনোরকম ছেলেখেলা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব, এবং সেই কারণেই তিনি (“ইতিহাসের সবচেয়ে বিপ্লবীশ্রেণীর বৈপ্লবিক কর্মপন্থা নিরূপণে আপাত-অমূর্ত দার্শনিক সমস্যার সঙ্গে এই কর্মপন্থার প্রকৃত সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবেই নির্ণয় করেছিলেন”।[15]) পক্ষান্তরে লেনিনের অতি-আধুনিক কিছু “সমালোচক” বিপ্লব শব্দটি নিয়ে প্রচণ্ড সোরগোল তুলে সাধারণ মানুষের কাছে এই সহজ সত্যটিই কার্যত গোপন করতে চান। লেনিনের প্রধান দার্শনিক গ্রন্থটির প্রকৃত ভূমিকা বোঝবার পক্ষে এই আলোচনা যতটুকু না-তুললেই নয়, আমরা এখানে অন্তত সেটুকু আলোচনা তুলতে বাধ্য।

প্রথমে দেখা যাক, প্র্যাক্সিস সম্প্রদায়ের লেখকরা লেনিনের গ্রন্থে আলোচিত ঠিক কোন কথাটিকে সবচেয়ে বিপ্লব-বিরোধী অ্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে তা হল লেনিনের “প্রতিবিম্ববাদ”। অর্থাৎ লেনিন তাঁর গ্রন্থে অক্লান্তভাবেই দাবি করেছেন যে আমাদের চেতনার বাইরে বাস্তব বহির্জগতের সত্তা আছে; এই বহির্জগৎ আমাদের চেতনায় প্রতিবিম্বিত হয়। প্র্যাক্সিসপন্থীদের কাছে এমনতরো মত নেহাতই প্রতিবিপ্লবী চিন্তার পরিচায়ক।

কিন্তু লেনিনের মতটি নিয়ে অমন আপত্তির কারণ ঠিক কী? প্র্যাক-সিসপন্থীদের কাছে আপত্তির আসল কারণ বলতে প্রধানত দুটি। এক: এই মত (অধিবিদ্যাগত দ্বৈতবাদ বা মেটাফিজিকাল ডুয়ালিজম-এর পরিচায়ক। দুই: এই মত ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তার—প্যাসিভিটির—পরিচায়ক)। বিপ্লবের পক্ষে উভয়ই মারাত্মক। অতএব দার্শনিক লেনিনের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি।

আমাদের প্রশ্ন হল, এই দুটি অভিযোগের সত্যিই কি কোনো মূল্য আছে? না কি, দ্বিবিধ অভিযোগই লেনিনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের অজুহাত মাত্র?

২। অধিবিদ্যাগত দ্বৈতবাদের অভিযোগ

দ্বৈতবাদের অভিযোগটা ঠিক কেন, প্রথমে তাই বোঝবার চেষ্টা করা যাক। অভিযোগটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় হিসেবে হফমান বলছেন,

"কর্শ-এর বিচারে বাস্তব বহির্জগৎ ও ভাবজগতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টামাত্রই অধিবিদ্যাগত দ্বৈতবাদে পর্যবসিত হতে বাধ্য; এবং তার ফলে তত্ত্ব ও প্রয়োগ এবং চেতনা ও সত্তার ডায়লেকটিক ঐক্য বিপর্যস্ত না-হয়ে পারে না। এ বিষয়ে লুকাচ-ও[16] সম্পূর্ণ একমত: [তাঁর মন্তব্য] 'প্রতিবিম্ববাদের ক্ষেত্রে চিন্তা ও সত্তার দ্বৈতবাদের যে-পরিচয় তা মূর্ত চৈতন্যর কাছে কিছুতেই বশ্যতা মানে না'।··· লেফাবুর্ভ[17] এবং পেত্রোভিক্-ও[18] একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন।"[19]

একই যুক্তি অনুসরণ করে কর্শ মন্তব্য করেছেন যে প্রতিবিম্ববাদের সমর্থনে লেনিন চিন্তা ও সত্তার বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদে প্রত্যাবর্তন করেছেন[20], যদিও হেগেল ঢের আগেই সেই দ্বৈতবাদ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।[21]

এই অভিযোগের তাৎপর্য ঠিক কী? উত্তরে আমরা দুটি কথা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে। প্রথমত, লেনিন তাঁর দার্শনিক গ্রন্থটিতে চিন্তা ও সত্তার কোনরকম সাবেকী ও বাতিল-হয়ে-যাওয়া দ্বৈতবাদে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস করেছিলেন—এ জাতীয় কথা নির্ভেজাল মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। দ্বিতীয়ত, অতি-বিপ্লবী আস্ফালন সত্ত্বেও লেনিনের বিরুদ্ধে এই সমালোচনার পিছনে

দার্শনিক ভাববাদ—অতএব প্রতিবিপ্লবী মতাদর্শই—পুনরুজ্জীবন করার প্রয়াস বর্তমান।

লেনিনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেই আলোচনা শুরু করা যাক। মাখপন্থীদের পক্ষে বিশ্বজগৎকে সংবেদন বা সংবেদন-পুঞ্জে পরিণত করার চেষ্টার সমালোচনায় লেনিন বলছেন;

"সংবেদন নির্ভর করে মস্তিষ্ক, স্নায়ু, রেটিনা প্রভৃতির উপরই, অর্থাৎ ভূতপদার্থেরই কোনরকম নির্দিষ্ট সংগঠনের উপর। ভূতপদার্থ সংবেদনের উপর নির্ভর করে না। ভূতপদার্থই প্রাথমিক। ভূতপদার্থের কোনো বিশেষ সংগঠন থেকে উৎপন্ন সর্বোচ্চ ফলকেই সংবেদন, চিন্তা, চেতনা প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। সাধারণভাবে বস্তুবাদী মত বলতে এবং বিশেষ করে মার্কস ও এঙ্গেলসের মত বলতে এই কথাই।"[22]

কথাটা কঠিন নয়, প্রাথমিক বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীর কাছে তা অবিদিতও নয়। কিন্তু দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, কথাটা কি দ্বৈতবাদ সম্মত? এই উক্তির পিছনে কি অধিবিদ্যামূলক কোনো নিছক দ্বৈতবাদে প্রত্যাবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়, নাকি চিন্তা ও সত্তার দ্বৈতবাদকে উত্তীর্ণ হবারই পরিচয় পাওয়া যায়? নিরপেক্ষ পাঠকের কাছে প্রশ্নটির একমাত্র উত্তর হল, লেনিনের আলোচ্য উক্তি দ্বৈতবাদ পরিহারেরই পরিচায়ক। অবশ্যই নব্য ভাববাদীদের পক্ষে বস্তুজগৎকে সংবেদনমাত্রে পরিণত করার প্রস্তাবটিও দ্বৈতবাদ উত্তীর্ণ হবার পরিচায়ক। তাহলে, এইদিক থেকে, লেনিনের সঙ্গে তাঁদের আসল পার্থক্যটা কোথায়? আসলে, দ্বৈতবাদ উত্তীর্ণ হবার পক্ষে দুটি পথ আছে। এক হল, ভাববাদের পথ—মাখপন্থীরা যে পথে অগ্রসর হন। দ্বিতীয় হলো, বস্তুবাদীর পথ—লেনিন যে পথে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বৈতবাদ উত্তীর্ণ হবার দার্শনিক পথ বলতে যে আসলে দুটি, সেকথা স্বয়ং লেনিনই স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। দেহ-মনের সম্পর্ক সংক্রান্ত পুরনো দার্শনিক সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন,

"দেহ ও মনের দ্বৈতবাদ নিরাকরণে বস্তুবাদীর কথা (অর্থাৎ বস্তুবাদী অদ্বৈতবাদের কথা) এই যে দেহাতিরিক্ত মনের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই; মনই গৌণ—তা মস্তিষ্কের বৃত্তি-মাত্রই, বহির্জগতের প্রতিবিম্বমাত্রই। দেহ ও মনের দ্বৈতবাদ নিরাকরণে ভাববাদীর কথা (অর্থাৎ ভাববাদী অদ্বৈতবাদের কথা) এই যে, মনকে দেহেরই বৃত্তি বলা যাবে না; অতএব মনই মুখ্য বা প্রাথমিক, বা একই 'মৌল যৌগর' [মাখপন্থীদের পরিভাষায়

সংবেদনপুঞ্জকেই 'মৌলর যোগ' বা কমপ্লেকস অফ এলিমেণ্ট[23] বলে] সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে স্থিত 'পারিপার্শ্বিক' বা 'আত্মা'।"[24]

উপরের উদ্ধৃতিটিতে মাখপন্থীদের দুরূহ পরিভাষা বিন্যাসের সুপরিচিত কৌশলটি অবশ্যই প্রকট। কিন্তু প্রকৃত দার্শনিক বিচারে তা অবান্তর। এই বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করে ভাববাদী অদ্বৈতবাদের—বা ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বৈত নিরাকরণের—মূল কথাটি বোঝবার জন্যে আগেকার কালের স্পষ্টবক্তা ভাববাদীদের বক্তব্য দেখা যাক। প্লেটোর[25] মতে তথাকথিত বস্তুজগৎটি এক ভাবজগতের ছায়ামাত্র ; বার্কলির মতে তথাকথিত বাহ্য বস্তুগুলি আমাদের মানসিক সংবেদন ছাড়া কিছুই নয়। অর্থাৎ, সত্তা ও চেতনার দ্বৈত খণ্ডন করে চেতনাকেই একমাত্র সত্তা বলে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস। হেগেলের ভাববাদের বেলাতেও একই কথা : আত্মা বা চিন্তা বা পরব্রহ্মর স্বেচ্ছাকৃত আত্মবিরোধ বা আত্মবিচ্ছেদের পরিণাম এই বস্তুজগৎ, এবং শেষ পর্যন্ত এই আত্মবিচ্ছেদ উত্তীর্ণ হয়ে পরব্রহ্ম তার বিশুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপেই প্রত্যাবর্তন করে। অর্থাৎ শুরুতেও চৈতন্যমাত্র, শেষেও চৈতন্যমাত্র ; শুধুমাত্র মাঝখানে কিছুটা যেন লীলাখেলার মতো সাময়িকভাবে বস্তুজগৎ হিসেবে তার আত্মবিকাশ। অথচ, আমরা একটু আগেই দেখেছি, কর্ণ-এর মতো অতি-বিপ্লবী লেখক হেগেলের এই দ্বৈতবাদ নিরাকরণের কৌশলটির মহিমায় মুগ্ধ ! অতিবিপ্লবের নামে ভাববাদেরই স্তুতি ছাড়া একে আর কী বলা যায় ?

হেগেল-দর্শনের এই ভাববাদী অভিপ্রায়টির প্রতি লেনিনের কোনো মোহ থাকবার কথা নয় এবং কোনোকালেই তা ছিল না। আমরা পরে দেখবে, "দার্শনিক নোটবুক"-এ হেগেলের ডায়লেকটিকস প্রসঙ্গে লেনিনের উৎসাহ যেমন প্রবল হেগেলের ভাববাদের বিরুদ্ধে লেনিনের মন্তব্য তেমনই কঠোর। আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল কথা হল, দর্শনের ইতিহাসে দ্বৈতবাদ নিরাকরণের মূলত দু'রকম প্রয়াস দেখা যায়। এক হলো, চেতনাকে মুখ্য এবং বস্তুজগৎকে গৌণ প্রতিপন্ন করার প্রস্তাব। আর এক হল, বস্তুজগৎকে মুখ্য এবং চেতনাকে গৌণ প্রতিপন্ন করার প্রস্তাব। প্রথমটি ভাববাদের বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয়টি বস্তুবাদের। লেনিনের মতো প্রখর বস্তুবাদীর পক্ষে প্রথম প্রস্তাবটি সমর্থনের প্রশ্নই ওঠে না। লেনিন স্বভাবতই দ্বিতীয় প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। অতএব, তিনি দ্বৈতবাদ উত্তীর্ণ হবার প্রয়াসই করেন নি —এই কথাটা নিছক মিথ্যেকথা। তবে তিনি হেগেলের মতো ভাববাদীর পথে

এগিয়ে দ্বৈতবাদ উত্তীর্ণ হবার প্রস্তাব করলে একালের অতি-বিপ্লবীরা যদি সত্যিই খুশী হন, তাহলে তা এই অতি-বিপ্লবেরই প্রকৃত তাৎপর্যটি ফাঁস করে দেয়।

অবশ্যই দ্বৈতবাদ নিরাকরণ প্রসঙ্গে লেনিনের বিচার এখানেই শেষ নয়। এই নিরাকরণের মূল পথ বলতে যদিও দুটি—অর্থাৎ ভাববাদীর পথ এবং বস্তুবাদীর পথ—তবুও লেনিনের বিচারে বস্তুবাদ-সম্মত দ্বৈত নিরাকরণও দুভাবে সম্ভব। প্রথমটা ভুল, দ্বিতীয়টা ঠিক ; বা লেনিনের বিচার অনুসারে প্রথমটা স্থূল ও যান্ত্রিক বস্তুবাদের পরিচায়ক, দ্বিতীয়টা উন্নত বা ডায়লেক-টিকাল বস্তুবাদের পরিচায়ক। মার্কস-এঙ্গেলস-এর আগে 'স্থূল' বস্তুবাদীরা কীভাবে দ্বৈতবাদ নিরাকরণ করেন ? তারই দৃষ্টান্ত হিসাবে লেনিন বলছেন,

"ভগট্, ব্যুখনার, মোলেশৎ প্রমুখ 'স্থূল' বস্তুবাদীদের সঙ্গে এঙ্গেলস নিজেকে পৃথক করেছেন। অন্যান্য কারণের মধ্যে তার একটি প্রধান কারণ এই যে এঁদের ভ্রান্ত বিশ্বাস অনুসারে যকৃৎ থেকে যে-ভাবে পিত্তির ক্ষরণ হয় ঠিক সেইভাবেই মস্তিস্ক থেকে ক্ষরণ হয় চিন্তার।"[26]

অর্থাৎ মস্তিষ্কই চিন্তার ভিত্তি হলেও ঠিক কীভাবে মস্তিষ্ক থেকে চিন্তার উৎপত্তি হয় সে-সমস্যাটা আসলে অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। সেই জটিলতার কথা না-বুঝে সমস্যাটির কোনো এক সহজ-সরল ও যান্ত্রিক সমাধানকে চরম সত্য বলে ঘোষণার উৎসাহটা ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিকোণ থেকে একান্তই বর্জনীয়। কেননা, আমরা পরে দেখবো, ডায়লেকটিকস-এর একটি মূল কথা হলো, চরম বা পরম সত্যে উপনীত হবার অভিমান বর্জন করতে হবে : প্রকৃতি বিজ্ঞানের গবেষণায় মানুষের জ্ঞান ক্রমশই উন্নততর স্তরে উপনীত হলেও—অর্থাৎ ক্রমশই পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হলেও—প্রতিটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের জ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের আদর্শটির তুলনায় আপেক্ষিক বা রিলেটিভ[27] আখ্যা দিতে হবে। কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলসের পূর্বগামী বস্তুবাদীরা একথা ভুলে যেন একেবারে একলাফে চরম সত্যে উপনীত হতে চান এবং চেতনার সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক প্রসঙ্গে এক অতি-সরল ও যান্ত্রিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই এইভাবে দ্বৈতবাদ নিরসনের প্রয়াসটা তাই ভ্রান্ত ও পরিত্যজ্য। ডায়লেকটিকাল পদ্ধতি অনুসরণ করে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই তাই আলোচ্য সমস্যা প্রসঙ্গে লেনিন মন্তব্য করেছেন :

"পরমাণু (বা ইলেকট্রন) সংগঠিত ভূত পদার্থ বা বস্তুর আপাত দৃষ্টিতে সংবেদনের কোনো পরিচয় না থাকলেও ওই একই ভূতবস্তু কী করে সুস্পষ্টভাবেই সংবেদন বিশিষ্ট হয়—এ বিষয়ে গবেষণা এবং আরো অনেক গভীরতর গবেষণার প্রয়োজন আছে। বস্তুবাদ [অর্থাৎ ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ] এখনো যে-সমস্যার সমাধান হয় নি সে-সমস্যার সুস্পষ্ট রূপ নির্ণয় করে এবং এইভাবেই তা সমাধানের উৎসাহ যোগায়, উৎসাহ যোগায় পরীক্ষামূলক গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করতে।"[28]

সংক্ষেপে : অতি-বিপ্লবী প্র্যাক্সিস সম্প্রদায়ের প্রবক্তারা লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন যে তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব অধিবিদ্যাগত দ্বৈতবাদের দোষে দুষ্ট। অভিযোগটি নির্ভেজাল মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়। পক্ষান্তরে লেনিন দেখাচ্ছেন, দ্বৈতবাদ উত্তীর্ণ হবার আসলে দুটি প্রধান পথ—ভাববাদীর পথ এবং বস্তুবাদীর পথ। বস্তুবাদীর পথও আবার বিকৃত সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে পারে—মার্কস-এঙ্গেলস-এর পূর্ববর্তী "স্থূল" বস্তুবাদীদের যেভাবে নিয়ে গিয়েছিলো। এই বিকৃতি বর্জন করেই মার্কস-এঙ্গেলস দ্বৈতবাদ উত্তীর্ণ হবার ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের পথটির নির্দেশ দিয়েছেন।

৩। নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ

লেনিনের বিরুদ্ধে প্র্যাক্সিস সম্প্রদায়ের আর একটি বড়ো আপত্তি এই যে তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব আমাদের একরকম নিষ্ক্রিয়তাবাদেব দিকে ঠেলে দেয়, অতএব তা সক্রিয় বৈপ্লবিক কর্মসূচীর অন্তরায়। আমাদের চেতনায় যদি শুধু বহির্জগতের প্রতিফলনই হয়, তাহলে চেতনার ভূমিকা একান্তই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। ফলে সচেতনভাবে বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ করার কথাই উঠবে না।

প্র্যাক্সিস-পন্থীরা কীভাবে এই আপত্তি ব্যক্ত করেন? হফমান-এর রচনা থেকে এবিষয়ে কিছুটা স্বাধীন তর্জমা দেখা যাক :

"কর্শ বলেন, জ্ঞানকে আমাদের মানসিক চেতনায় বহির্বাস্তবের প্রতিবিম্বমাত্র বিবেচনা করে লেনিন ও তাঁর অনুগামীরা জ্ঞানকে আয়নার প্রতিবিম্বর মতো নিছক নিষ্ক্রিয় বলে প্রতিপন্ন করতে চান। সার্তও একই রকমের আপত্তি তুলেছেন। কুলটিয়ের[29] তীব্র ভাষায় প্রতিবিম্ববাদের সমালোচনায় বলেছেন, এই মতে জ্ঞান যেন ফটো তোলা ছবির মতো নিশ্চল। স্মিড্‌ট[30] বলেছেন, চেতনা যদি জগতের শুধু দর্পণ-বিম্বই হয় তাহলে

পৃথিবীকে বদলাবার উপায় কী হবে? লুকাচ[31]-এর বিচারে প্রতিবিম্ববাদের বাহ্যবস্তু-পরায়ণতা ধনতান্ত্রিক অবস্থার মেকি চেতনা বা 'ফলস কনসাসনেস'[32]-এরই পরিচায়ক: এই দৃষ্টিভঙ্গি বহির্জগতকে অপরিবর্তনীয় রেডিমেড[33] ধরনের জিনিস বলেই ধরে নেয়। তাঁর মতে বাস্তবের মানেই অবশ্য চিন্তার বিচার হবে; কিন্তু বাস্তব তো নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং চিন্তার সহযোগিতা ছাড়া পরিবর্তন সম্ভব নয়। এইটুকু হৃদয়ঙ্গম করলে চিন্তাকে প্রতিবিম্ব বলা অর্থহীন হয়ে যায়।"[34]

অভিযোগটির প্রকৃত গুরুত্ব বিচারের আগে মনে রাখা দরকার কোন্ পরিস্থিতিতে এবং ঠিক কোন্ অর্থে লেনিন তাঁর প্রতিবিম্ববাদ প্রস্তাব করেন। পরিস্থিতিটির কথা আমরা ইতিপূর্বে বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করেছি: তখন ভাববাদেরই এক প্রবল জোয়ার এবং নব্য ভাববাদীরা জ্ঞানতত্ত্বের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চান। এই জ্ঞানতত্ত্বের মূল কথা হলো, তথাকথিত বহির্জগৎ আসলে চৈতন্য-নির্ভর। এই পরিস্থিতিতে বস্তুবাদ সংরক্ষণের প্রধান শর্ত হলো, চৈতন্য-নিরপেক্ষ বহির্জগতের অস্তিত্ব প্রতিপাদন। দর্শনের সাবেকী বইতে বাহ্যবস্তুবাদকে সাধারণত রিয়ালিজম[35] আখ্যা দেওয়া হয়; কিন্তু আধুনিক 'পজিটিভিস্ট'রা রিয়ালিজম শব্দটির এতো অপব্যবহার করেছেন যে লেনিন এই শব্দ পরিহার করতে চেয়েছেন। তিনি যেমন একজনের মত আলোচনায় মন্তব্য করেছেন:

"এখানে দেখা যাচ্ছে, ভাববাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রিয়ালিজম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এঙ্গেলসকে অনুসরণ করে আমি এই অর্থে শুধুমাত্র বস্তুবাদ (বা মেটিরিয়ালিজম) শব্দ ব্যবহার করতে চাই, এবং আমার মতে একমাত্র নির্ভুল পরিভাষা বলতেও তাই, বিশেষত যখন বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে দোদুল্যমান পজিটিভিস্ট এবং তালগোল পাকানো মতের নানা প্রবক্তা রিয়ালিজম শব্দটিকেই একরকম যেন কাদা-মোছার ন্যাতায় পরিণত করেছেন।"[36]

লেনিনের বিচারে চেতনা-নিরপেক্ষ বাহ্যবস্তুর সত্তা স্বীকার না করলে বস্তুবাদ সংরক্ষণের সম্ভাবনাই থাকে না। জগতটাকে চৈতন্য-নির্ভর বলে মেনে নিলে জগৎ হিসেবে তার কোনো সত্তাই থাকে না। অর্থাৎ জগতটাই যেন অলীক হয়ে যায়। লেনিন তাই বলেছেন:

"বস্তু সংবেদন-পুঞ্জ মাত্র—এই মত চূড়ান্ত অলীকবাদই ; অর্থাৎ তা জ্ঞাতামাত্র-বাদ (বা সলিপসিজম), কেননা এই মতে জগতটা আমার ভ্রমমাত্র।"[37]

পৃথিবীটা যদি নেহাতই "মন-গড়া" বা অলীক হয়, তাহলে পৃথিবীকে বদল করার কথাটাই অবান্তর হবে। ভাববাদের বিরুদ্ধে বহির্জগতের যাথার্থ্য প্রমাণ না-হলে বিপ্লবের কথাই ওঠে না। বাস্তব পৃথিবীর বাস্তব নর-নারীকে বাস্তব শোষণ থেকে বাস্তবিকই মুক্ত করার কৌশল ছাড়া বিপ্লবের অর্থ কী ? কিন্তু বহির্জগতের যাথার্থ্য মানতে হলে একথাও মানতে হবে যে সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান হয়, কেননা অজানা কিছুর সত্যাসত্য বিচার বা অজানা কিছুকে বদল করার প্রসংগ অবশ্যই অর্থহীন। এই কারণেই লেনিন অতো জোর দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বহির্জগতের বাস্তব অস্তিত্ব মানতেই হবে এবং মানতেই হবে যে সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান হয়। পৃথিবী সংক্রান্ত আমাদের জ্ঞানকে ভ্রম বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, আমাদের জ্ঞানের সংগে বাস্তব পৃথিবীর মিল আছে, বাস্তব পৃথিবীই আমাদের চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হয়।

কিন্তু প্র্যাক্সিস-পন্থীরা আপত্তি তুলে বলছেন, বৈপ্লবিক সংগ্রাম তো অচেতন হতে পারে না ; সচেতন সংগ্রাম ছাড়া বিপ্লবই অর্থহীন। কিন্তু চেতনাই যদি দর্পণ-প্রতিবিম্বের মতো একান্ত নিষ্ক্রিয় হয়—তার যদি সক্রিয় ভূমিকা বলতে কিছুই না থাকে—তাহলে সচেতন সংগ্রামের তো কথাই উঠবে না। পৃথিবীকে বদল করার কাজে চেতনার একটা সক্রিয় ভূমিকা মানতেই হবে ; কিন্তু তা মানতে গেলে লেনিনের প্রতিবিম্ববাদ কী করে মানা যাবে ?

এই আপত্তি বিচারের আগে আমাদের পক্ষে একটি কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার। কথাটি আগে কিছুটা বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করা হয়েছে ; অতএব এখানে খুবই সংক্ষেপে সেটির শুধু পুনরুক্তি করবো। নব্য ভাববাদের প্রবল জোয়ারে পেশাদার দার্শনিক মহল যখন ভেসে যাবার জোগাড়, লেনিনের পক্ষে তখন প্রথম প্রয়োজন হয়েছিলো ভাববাদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদের ন্যূনতম প্রতিপাদ্যের—বস্তুবাদের অ-আ-ক-খ-র—সমর্থন। তা না হলে মার্কসীয় বস্তুবাদের সংরক্ষণই অসম্ভব : বস্তুবাদই হলো ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের ভিত্তি ; বস্তুবাদমাত্রই বিপন্ন হলে মার্কসবাদ বা ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের প্রশ্নই ওঠে না। তাই ভাববাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রয়োজন বস্তুবাদের অ-আ-ক-খ-র সমর্থন। এবং এই অ-আ-ক-খ বলতে বহির্জগতের যাথার্থ্য ও জ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদন—অর্থাৎ, বহির্জগৎ সত্যিই আছে এবং আমাদের চেতনায় তাই-ই প্রতিবিম্বিত হয়।

কিন্তু বস্তুবাদের এই ন্যূনতম প্রতিপাদ্য সংরক্ষণ করেই লেনিন ক্ষান্ত নন। ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ সমর্থনের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে বস্তুবাদ-মাত্রেরই মূল প্রতিপাদ্য প্রমাণ করার পর লেনিন উন্নততর বস্তুবাদের বা মার্কসীয় বস্তুবাদের দিকেই অগ্রসর হয়েছেন। জ্ঞানতত্ত্বের বিচারেও তাই। অতএব, দার্শনিক লেনিনের সামগ্রিক পরিচিতি পেতে হলে এখানে আমাদের পক্ষে আর একটি প্রশ্ন থেকে শুরু করতে হবে। প্রশ্নটি হলো, প্রতিবিম্ব-বাদেরই প্রকৃত তাৎপর্য বিচারে অ-ডায়লেকটিকাল বা ডায়লেকটিক-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির কি কোনো পার্থক্য আছে? এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই এই যে দুই-এর মধ্যে আসলে যেন আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মার্কস-পূর্ব বস্তুবাদীরা শুধু এটুকু প্রমাণ করেই সন্তুষ্ট যে আমাদের চেতনার বাইরে বহির্জগতের সত্তা সত্যিই আছে এবং আমাদের চেতনায় তা প্রতিফলিত হয়। ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের তাৎপর্য শুধু এটুকুই নয়; আরো তাৎপর্য এই যে **আমাদের চেতনায় বহির্বাস্তবের প্রতিফল যতো নির্ভুল ও গভীর হবে ততোই বেড়ে যাবে এই বহির্জগতটির উপর আমাদের ক্ষমতা বিস্তারের সম্ভাবনা, বা, যা একই কথা, বহির্জগতটির বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা।** অতএব বহির্জগতের প্রতিবিম্ব হলেও চেতনাই বহির্জগৎ পরিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

অতএব ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিকোণ থেকে চেতনার সক্রিয় ভূমিকা অস্বীকারের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ভাববাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সক্রিয় ভূমিকার ব্যাখ্যা একরকম; ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম। ভাববাদীর মতে চেতনার সক্রিয়তা একেবারে চরম অর্থে বা সম্পূর্ণ বিনা-শর্তে বুঝতে হবে: চেতনা যেন কোনো-একরকম সর্বশক্তিমান স্রষ্টার মতো, পুরো দুনিয়ার অস্তিত্বই বুঝি তার উপর নির্ভর করছে। বস্তুবাদী ডায়লেকটিকস-এর দৃষ্টিকোণ থেকে মোটেই তা নয়। চেতনার সক্রিয়তা বস্তুজগতের জ্ঞান-সাপেক্ষ: বস্তুজগতের নির্ভুল জ্ঞান দিতে পারে বলেই চেতনা সক্রিয়ভাবে বহির্জগৎ পরিবর্তনে সমর্থ হয়। অর্থাৎ যতো নির্ভুলভাবে, যতো নিশ্চিতভাবে আমাদের চেতনায় বহির্জগৎ প্রতি-বিম্বিত হয় ততোই সার্থকভাবে আমাদের চেতনা বহির্জগৎ পরিবর্তনের সামর্থ্য অর্জন করে। মার্কস-পূর্ব বস্তুবাদীরা এই কথাটি একেবারেই বোঝেন নি; তাঁদের আলোচনায় তাই চেতনার কোনো অর্থে কোনোরকম সক্রিয় ভূমিকার কথাই ওঠে না। এবং চেতনার সক্রিয় ভূমিকার এই একান্ত অস্বীকৃতির জন্যেই মার্কস তাঁর "থিসিস অন ফয়েরবাখ"[38]-এ সাবেকী বস্তুবাদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয়

38. **Theses on Feuerbach**

যে মার্কস চেতনার সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত ভাববাদী কল্পনায় প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য বস্তুবাদ বর্জন নয়, বস্তুবাদেরই সমৃদ্ধিসাধন। কিন্তু প্র্যাকসিস-পন্থীদের উদ্দেশ্য তা নয়। চেতনার সক্রিয় ভূমিকা সমর্থনের অজুহাতে তাঁরা চেতনার এই সক্রিয় ভূমিকা সঠিকভাবে বোঝবার মূল বস্তুবাদী শর্তটিই বরবাদ করে দিতে চান, লেনিনের বিরুদ্ধে তর্ক তুলে বলেন যে তাঁর প্রতিবিম্ববাদ নিষ্ফল নিষ্ক্রিয়তারই সমর্থন করে বিপ্লব বানচাল করবার আয়োজন করে।

এই প্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিনের প্রকৃত বক্তব্য বোঝার জন্যে মুক্তি ও নিয়মশৃঙ্খল প্রসঙ্গে তাঁদের আলোচনা বিশেষ প্রাসঙ্গিক হবে।

৪। মুক্তি ও নিয়মশৃঙ্খল

মুক্তি ও নিয়মশৃঙ্খল—বা 'ফ্রিডম অ্যান্ড নেসেসিটি'[39]—প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের প্রামাণ্য ও প্রাঞ্জল আলোচনা অনুসরণ করেই লেনিন সমস্যাটির নতুন করে বিচার তুলেছেন। অতএব লেনিনের বিচার আলোচনার আগে আমাদের পক্ষে এঙ্গেলসের মন্তব্য মনে রাখা দরকার। এঙ্গেলস বলেছেন :

"মুক্তি ও নিয়মশৃঙ্খলার সম্পর্ক সর্বপ্রথম হেগেল সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, নিয়মশৃঙ্খলার যথাযথ উপলব্ধিই হলো মুক্তি। 'যে-পর্যন্ত নিয়মশৃঙ্খলার বোধের অভাব সেই পর্যন্তই তা অন্ধ'। মুক্তি বলতে প্রকৃতির নিয়ম থেকে কোনোরকম কাল্পনিক স্বাধীনতা বোঝায় না ; তার বদলে এই নিয়মগুলি সংক্রান্ত জ্ঞান এবং তারই ভিত্তিতে সেগুলিকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগানোই বোঝায়। কথাটা বাহ্য প্রকৃতির নিয়মাবলির ক্ষেত্রে যেরকম সত্যি, সেই রকমই সত্যি আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার নিয়ামক নিয়মের ক্ষেত্রেও—ওই দুই শ্রেণীর নিয়মকে বড়ো জোর আমরা আমাদের চিন্তায় পৃথক করতে পারি, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা করা যায় না। অতএব সংকল্পের স্বাধীনতা (ফ্রিডম অফ উইল)[40] বলতে বিষয়ের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে মীমাংসায় উপনীত হওয়া ছাড়া কিছুই বোঝায় না। অতএব, কোনো সিদ্ধান্তের মূলে যতো বেশি নিয়মশৃঙ্খলার সারমর্ম, মানুষের সিদ্ধান্তটিও ততোই মুক্ত।…তাহলে মুক্তি বলতে বোঝায় আমাদের নিজেদের উপর এবং বাহ্য প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব—যে-কর্তৃত্ব প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।"[41]

এঙ্গেলসের উপরোদ্ধৃত মন্তব্য লেনিন বিস্তৃতভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে লেনিনের বিশ্লেষণও বিস্তৃতভাবেই উদ্ধৃত করা প্রয়োজন, কেননা তা থেকেই বোঝা যাবে জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে লেনিনের প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার না করলে মুক্তির প্রসঙ্গ, বিপ্লবের প্রসঙ্গ, পৃথিবীকে বদলানোর প্রসঙ্গ—সবই অর্থহীন হয়ে যায়। প্রাক্সিস-পন্থীরা বিপ্লব নিয়ে যতো বড়াই করুন না কেন, লেনিনের জ্ঞানতত্ত্বের প্রাথমিক কথাটি উড়িয়ে দিতে গিয়ে তাঁরা আসলে বিপ্লবের প্রসঙ্গই অবান্তর করে ফেলেন।

জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে এঙ্গেলসের উপরোদ্ধৃত মন্তব্যর প্রকৃত তাৎপর্য কী? লেনিন বলছেন,

"জ্ঞানতত্ত্বের যে-সূত্রগুলির উপর উপরোক্ত যুক্তি নির্ভর করে, সেগুলির বিচার করা যাক।

"প্রথমত, যুক্তিটির শুরুতেই এঙ্গেলস প্রকৃতির নিয়মকে—বাহ্য প্রকৃতির নিয়মকে, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতাকে—সত্য বলে গ্রহণ করেছেন,…[এবং তা থেকেই দেখিয়েছেন] বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে ভাববাদী ও অজ্ঞেয়বাদী জ্ঞানতত্ত্বের মৌলিক পার্থক্য, [কেননা ভাববাদী ও অজ্ঞেয়বাদী জ্ঞানতত্ত্ব] প্রকৃতির নিয়মই অস্বীকার করে।…

"দ্বিতীয়ত, এঙ্গেলস একদিকে মানুষের জ্ঞান ও সংকল্প এবং অপরদিকে প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খল উল্লেখ করেছেন, এবং কোনোরকম সংজ্ঞা নির্ণয়ের বদলে শুধু এই কথাই বলেছেন যে প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলই হলো মুখ্য বা প্রাথমিক, এবং মানুষের সংকল্প ও মন তুলনায় গৌণ। দ্বিতীয়টির পক্ষে প্রথমটির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার অনিবার্য প্রয়োজন।

"তৃতীয়ত, 'অন্ধ নিয়মশৃঙ্খলের' অস্তিত্বে এঙ্গেলস অবিশ্বাস করেন না।… [কিন্তু তিনি দেখাচ্ছেন] প্রতিটি ব্যক্তির চৈতন্যের বিকাশের ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিকভাবে মানবজাতির যৌথ জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রেও প্রতি পদে নজির দেখা যায় যে 'বস্তু-স্বলক্ষণ' পরিণত হয় 'আমাদের-বস্তুতে'—অন্ধ, অজানা নিয়মশৃঙ্খল বা 'নিয়মশৃঙ্খল-স্বলক্ষণ'[42] পরিণত হয় জানা 'আমাদের-নিয়মশৃঙ্খলে'[43]। জ্ঞানতত্ত্বের বিচারে এই দ্বিবিধ পরিণতির মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই, কেননা উভয় ক্ষেত্রেই এক—অর্থাৎ বস্তুবাদী-দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়, অর্থাৎ বহির্জগতের বাস্তব অস্তিত্বের স্বীকৃতি, বাহ্য প্রকৃতির নিয়মের স্বীকৃতি, এবং ওই বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে চরম জ্ঞান কখনো সম্ভব না-হলেও জ্ঞান অর্থে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানই হয়, এই কথার স্বীকৃতি।

"চতুর্থত, উপরোদ্ধৃত যুক্তিতে এঙ্গেলস স্পষ্টই দর্শনের ক্ষেত্রে একরকমের

'আকস্মিক পদক্ষেপের'[44] পদ্ধতি অনুসরণ করছেন, অর্থাৎ কিনা তত্ত্ব থেকে প্রয়োগে লাফিয়ে যাচ্ছেন।...কেননা এঙ্গেলসের কাছে সমগ্র জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রই প্রয়োগের দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং এই প্রয়োগ থেকেই সত্য নির্ণয়ের বাস্তব নীতি পাওয়া সম্ভব। কারণ প্রকৃতির নিয়মাবলী যে-পর্যন্ত আমাদের কাছে অজানা সেই পর্যন্ত প্রকৃতি আমাদের মনের বাইরে তার নিজস্ব সত্তা নিয়ে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং আমাদের 'অন্ধ নিয়মশৃঙ্খলের' দাস করে রাখে। কিন্তু আমরা এই নিয়ম জানতে পারলেই... সে-নিয়ম আমাদের সংকল্প ও মন-নিরপেক্ষভাবে কাজ করলেও—আমরা প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করি। মানব প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রকৃতির উপর যে-প্রভুত্ব দেখা যায় তার মূল কারণ হলো আমাদের মস্তিষ্কে প্রাকৃতিক ঘটনা ও প্রাকৃতিক পরিবর্তনের নির্ভুল প্রতিবিম্ব ; এবং ওই প্রভুত্ব থেকেই প্রমাণ হয় (প্রয়োগ উদ্ঘাটিত সীমার মধ্যে) এই প্রতিবিম্ব বাস্তব ও পরম সত্যের পরিচায়ক।

"এই আলোচনার পরিণাম বলতে কী ? এঙ্গেলসের যুক্তি প্রতি পদেই, এমন কি আসলে তাঁর প্রতিটি বাগ্‌বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিটি উক্তিই সম্পূর্ণভাবে এবং শুদ্ধমাত্র ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত।"[45]

তাহলে লেনিনের জ্ঞানতত্ত্বের মূল কথা উড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীকে বদলানোর—বিপ্লবের—প্রসঙ্গেই—অবান্তর হয়ে যায় : পৃথিবীকে না-জেনে পৃথিবীকে বদলাবার কথাটা হাস্যকর ; এবং পৃথিবীকে জানা মানেই স্বীকার করা যে আমাদের চেতনায় বাহ্য পৃথিবী প্রতিবিম্বিত হয়। অথচ সম্প্রতি-কালের প্র্যাকসিস-পন্থীরা বিপ্লব নিয়ে রকমারি লম্বা-চওড়া কথা বললেও লেনিনের বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের মূল কথাটিই নস্যাৎ করতে চান।

৫। বিপ্লবের ছদ্মবেশে প্রতিক্রিয়া

লেনিনের বিরুদ্ধে সম্প্রতিকালের অতি-বিপ্লবী প্র্যাকসিস-পন্থীদের জেহাদটার আসল তাৎপর্য বিচারের চেষ্টা করা যাক।

লেনিনের জ্ঞানতত্ত্বর বিরুদ্ধে এঁরা প্রধানত দুটি আপত্তি তুলেছেন। প্রথমত, এই জ্ঞানতত্ত্ব জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র মধ্যে—বা চেতনা ও বহির্জগতের মধ্যে—অধিবিদ্যামূলক দ্বৈতবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করে। দ্বিতীয়ত, এই জ্ঞানতত্ত্ব অনুসারে চেতনার ভূমিকা একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, ফলে বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতিই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা দুটি আপত্তিই বিচারের প্রয়াস করেছি এবং উভয়ক্ষেত্রেই আমরা

একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। লেনিনের দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় সমস্যারই দ্বিবিধ সমাধান সম্ভব। এক রকম সিদ্ধান্ত ভাববাদীর, অপর সিদ্ধান্ত ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদীর। প্রথম সমস্যা প্রসঙ্গে ভাববাদীর সিদ্ধান্ত এই যে চেতনা ও জগতের মধ্যে দ্বৈতবাদ নিরাকরণের জন্যে চেতনাকেই মুখ্য এবং জগৎকে চেতন-নির্ভর অর্থে গৌণ বলতে হবে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে বস্তুবাদের বক্তব্য হল, মানবচেতনা মস্তিষ্ক বলে ভূতপদার্থের উপরই নির্ভর করে, অতএব চেতনাকেই মুখ্য বা প্রাথমিক বলে ঘোষণা করার কোনো যুক্তি নেই। অবশ্যই বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকেও চেতনা ও বস্তুজগতের দ্বৈত নিরাকরণের দুটো পথ আছে। পুরাণো বস্তুবাদীরা ভুল পথে অগ্রসর হয়ে মস্তিষ্ক থেকে চৈতন্য-উৎপত্তির অতি-সরল এক যান্ত্রিক ব্যাখ্যাকেই চরম সত্যের মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন : যকৃৎ থেকে যে-ভাবে পিত্তির ক্ষরণ হয় মস্তিষ্ক থেকেও বুঝি সেইভাবেই চৈতন্যর ক্ষরণ হয়। এই স্থূল ব্যাখ্যা বর্জন করে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেনিন দেখাচ্ছেন, মস্তিষ্ক থেকেই চৈতন্যর উৎপত্তি—বিজ্ঞানের এই সহজ-সরল সত্যটি স্বীকার করতে আমরা বাধ্য হলেও ঠিক কীভাবে ভূতপদার্থেরই কোনো বিশেষ পরিণাম ওই মস্তিষ্ক থেকে চৈতন্য উৎপন্ন হয় সে-বিষয়ে আমাদের বর্তমান জ্ঞান নেহাতই প্রাথমিক এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার ফলে যে-উন্নততর জ্ঞান পাওয়া যাবে তার তুলনায় একান্তই আপেক্ষিক। ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিকোণ অনুসারে এজাতীয় আপেক্ষিক জ্ঞানের সোপান উত্তীর্ণ হয়েই মানবজ্ঞান পূর্ণাঙ্গ সত্যের দিকে ক্রমশই অগ্রসর হবে, যদিও কোনো কালে ওই সত্যকে চরম অর্থে আয়ত্বে আনবার প্রশ্ন উঠবে না। প্রাকসিস-পন্থীদের পক্ষে অবশ্য লেনিনের এই বিচারের দিকে দৃষ্টি দেবার সুযোগ নেই। লেনিনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারে তাঁরা যেন একান্তই অধীর। অতএব তাঁরা শুধু ঘোষণাই করছেন যে লেনিনের জ্ঞানতত্ত্বে চৈতন্য ও সত্তার মধ্যে দ্বৈত-নিরসনের কোন প্রয়াসই দেখা যায় না। কিন্তু কোথায় তা দেখা যায় ? কর্শ প্রমুখ প্র্যাকসিসপন্থীদের মতে তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন হেগেলের দর্শনে। কিন্তু হেগেল-দর্শনে উক্ত দ্বৈত-নিরসনের আয়োজন বলতে ঠিক কী ? আসলে তা ভাববাদ বা চেতন-কারণবাদেরই সমর্থন মাত্র। কেননা হেগেলের মতে চৈতন্য-ময় পরব্রহ্মরই কোনো একরকম সাময়িক আত্ম-বিচ্যুতি বা আত্ম-বিচ্ছেদ বলতে এই বস্তুজগৎ, যদিও আত্ম-বিচ্ছেদের এই লীলা উত্তীর্ণ হয়ে পরব্রহ্ম তাঁর চেতন-স্বভাবেই প্রত্যাবর্তনে উন্মুখ। তাহলে হেগেল-দর্শন নিয়ে প্র্যাকসিস-পন্থীদের অতো উৎসাহের পিছনে আসল কথাটা কী ? তাঁরা কি ভাববাদেই ফিরে যেতে চান না ? অন্তত লেনিন-প্রদর্শিত বস্তুবাদী পথে দ্বৈত-নিরসনের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তাঁরা যে ভাববাদেরই কোনো এক নব সংস্করণের পুনরুজ্জীবন চান, এ জাতীয় সন্দেহ কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

লেনিনের বিরুদ্ধে তাঁদের অপর আপত্তি বিচার করলেও ঠিক একই সন্দেহ অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাঁদের আপত্তি হল, চেতনার সক্রিয় ভূমিকাটি লেনিন একেবারে অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু মুক্তি ও নিয়মশৃঙ্খল সংক্রান্ত সমস্যার মার্কসীয় বিচার থেকে আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে চেতনার সক্রিয় ভূমিকা ঠিকমতো বোঝবার মূল শর্ত হল বহির্জগতের বাস্তব নিয়মানুবর্তিতার জ্ঞান, বা লেনিনের পরিভাষায় আমাদের চেতনায় বহির্বাস্তবের সঠিক প্রতিবিম্ব। এই জ্ঞান যত নির্ভুল ও গভীর শুধু ততটুকু পর্যন্তই আমরা বহির্জগৎকে সক্রিয়ভাবে আয়ত্তে আনতে পারি। এঙ্গেলস যেমন বলেছিলেন,

"অতএব প্রতি পদেই আমাদের স্মরণ হয় যে প্রকৃতির উপর আমাদের প্রভুত্ব কোন পরাজিত জাতির উপর বিজয়ীর প্রভুত্বের মতো নয়। এই প্রভুত্ব বলতে প্রকৃতির বাইরে থেকে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করা নয়। তার বদলে রক্ত-মাংস-মস্তিষ্ক বিশিষ্ট আমরা প্রকৃতিরই অন্তর্ভুক্ত, তারই মধ্যে অবস্থিত। এবং প্রকৃতির উপর আমাদের সমস্ত প্রভুত্বর তাৎপর্য বলতে শুধু এই যে অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় আমাদের পক্ষে প্রকৃতির নিয়মকে ঠিকমতো জেনে তা প্রয়োগ করবার সুবিধা আছে।"[46]

তাহলে চেতনার সক্রিয় ভূমিকা ঠিকমতো বোঝবার মূল শর্ত হল বহির্জগতের জ্ঞান ; এই জ্ঞান যত নির্ভুল হবে চেতনার সক্রিয় ভূমিকাও ততই সার্থক হবে। অর্থাৎ, চেতনায় বহির্জগতের প্রতিফলনকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে চেতনার সক্রিয় ভূমিকা বোঝবার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু লেনিনের প্র্যাকসিস-পন্থী সমালোচকদের কথাটা একেবারে আলাদা। তাঁরা আসলে বহির্জগতের কথা এবং চেতনায় তার প্রতিফলনের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চেতনার সক্রিয় ভূমিকার মহিমা প্রচার করতে চান। এইভাবে বহির্জগতের জ্ঞান সংক্রান্ত শর্তটি বাদ দিলে চেতনাকে যেন এক স্বাধিকার প্রমত্ত সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত করবার দার্শনিক আয়োজন করা হয়। এবং সেই আয়োজন ভাববাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব, লেনিনের বিরুদ্ধে প্র্যাকসিস-পন্থীদের দ্বিতীয় অভিযোগটির পিছনেও একই উৎসাহ অনুমান করার কারণ থাকে। এই উৎসাহ বলতে ভাববাদেরই পুনরুজ্জীবন।

তাহলে মার্কসবাদ নিয়ে প্র্যাকসিস-পন্থীরা মুখে যত আস্ফালনই করুন না কেন, লেনিনের বিরুদ্ধে তাঁদের সমালোচনার মূল কথা হলো বস্তুবাদ পরিহার করে ভাববাদের দিকেই পিছু হঠবার প্রস্তাব। এদিক থেকে বলা যায়, লেনিনের নিজের সময়কার দার্শনিক পরিস্থিতির সঙ্গে আজকের দিনের

দার্শনিক পরিস্থিতিটির একটা মিল আছে। তাঁর সময়েও অনেকে মার্কসবাদের নামে একরকম প্রচ্ছন্ন ভাববাদই প্রচার করার চেষ্টা করেছিলেন ; আজকের দিনেও দেখা যায় অতি-বিপ্লবী সেজে এবং মার্কসবাদেরই প্রকৃত ব্যাখ্যা উদ্ধারের দাবি করে অনেকেই আসলে ভাববাদে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস করেছেন ; অতএব তাঁদের পক্ষ থেকে লেনিনের বিরুদ্ধে রকমারি অভিযান।

ডেভিড হিল্লেল রুবেন তাঁর "মার্কসবাদ ও বস্তুবাদ" নামের সাম্প্রতিক গ্রন্থের শুরুতেই একটি মন্তব্য করেছেন ; আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে তার সারমর্ম বিশেষ প্রাসঙ্গিক হবে। তাঁর বক্তব্য হলো :

"এ যেন ইতিহাসের এক অদ্ভুত পরিহাস। হেগেলের পরব্রহ্মবাদের পতন এবং জার্মান ভাববাদের নাভিশ্বাস থেকে মার্কসবাদের জন্ম ; তার অভিপ্রায় হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে বস্তুবাদী হাতিয়ার হওয়া। অথচ মার্কসবাদের উৎপত্তির সময় যে-মতবাদ [অর্থাৎ ভাববাদ] বর্জনের সুযোগ হয়েছিল, পরবর্তীকালে মার্কসবাদ থেকে তারই বর্জনের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। মার্কসবাদের প্রথম পঞ্চাশ বছর তার উপর পজিটিভিজমের বিকার আরোপিত হয়েছে, পরবর্তী পঞ্চাশ বছর ধরে আরোপিত হয়েছে ভাববাদের বিকাব।"[47]

মার্কসবাদের উপর প্রচ্ছন্ন বা প্রকট ভাববাদ আরোপের বারবার এই রকম আয়োজন কেন ? কেননা, ভাববাদের একটা বিশিষ্ট সামাজিক ভূমিকা আছে। মুমূর্ষু বুর্জোয়াশ্রেণী ভাববাদের আশ্রয়েই মতাদর্শগত নিরাপত্তা খুঁজতে বাধ্য। ফলে বুর্জোয়াশ্রেণীর দাক্ষিণ্যলালিত দার্শনিকেরাও ভাববাদের প্রচারেই প্রবৃত্ত। মার্কসবাদের উৎপত্তির পর শ্রমিকশ্রেণী যখন মার্কসবাদের প্রভাবে ভাববাদের ঘোর কাটিয়ে উঠছে, তখন মার্কসবাদের নামেই ভাববাদের পুনরুজ্জীবন প্রয়াসকে অকারণ বলা যায় না।

আমরা পরে কিছুটা বিশদভাবেই এই আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করব। লেনিনের অতি-বিপ্লবী আধুনিক সমালোচকদের বিপক্ষে এখানে শুধু আর একটি নজির উদ্ধৃত করতে চাই। তাঁদের অনেকেরই বক্তব্য হলো, বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের বিতর্কের উপর ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে লেনিন মার্কসবাদ থেকে পিছু হঠে পুরনো বস্তুবাদেই ফেরবার উপক্রম করে-ছিলেন, হেগেল-দর্শনের উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বয়ং মার্কস দার্শনিক মতকে যে-উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, সে-বিষয়ে লেনিনের যেন হুঁশ ছিল না।

লেনিনের বিরুদ্ধে এ জাতীয় সমালোচনার গুরুত্ব সত্যিই কতটুকু তা লেনিনের মন্তব্য থেকেই বোঝার চেষ্টা করা যাক। লেনিন বলেছেন

"ইতিপূর্বের আলোচনাতে আগাগোড়াই··· আমরা **বস্তুবাদ** ও **ভাববাদের** সংগ্রামটা দেখাবার চেষ্টা করেছি।··· প্রকৃতি, বাহ্যবস্তু, ভূতপদার্থ বা বহির্জগৎকেই কি প্রধান বলে স্বীকার করা হবে, এবং চেতনা, মন, সংবেদন (বা, আজকের দিনের খুব চালু শব্দ, অভিজ্ঞতা) বা অধ্যাত্ম পদার্থকে কি গৌণ বলে বিবেচনা করা হবে ?—**বস্তুতপক্ষে** এই প্রশ্নটি নিয়েই দার্শনিকেরা দুটি প্রধান শিবিরে বিভক্ত।··· মার্কস ও এঙ্গেলসের আসল প্রতিভা বলতে এই যে দীর্ঘ সময় ধরে—প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে—তাঁরা বস্তুবাদের উন্নতি সাধন করেছিলেন, দর্শনের ক্ষেত্রে একটি প্রবণতাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, জ্ঞানতত্ত্বের যে-সমস্যার সমাধান ইতিপূর্বেই হয়ে গিয়েছে শুধু তারই পুনরাবৃত্তি করে নিশ্চিন্ত থাকেন নি, তার বদলে **এই একই** বস্তুবাদ সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন এবং **কীভাবে** তা প্রয়োগ করতে হবে তার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

"আমরা বললাম, 'প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে'। এবং বস্তুত ১৮৪৩ সালে, মার্কস যখন প্রকৃত মার্কস-এ পরিণত হচ্ছেন, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করছেন, সমস্ত রকম পূর্ববর্তী বস্তুবাদের তুলনায় অতি বিশাল তাৎপর্য-সমৃদ্ধ এবং আত্ম-সংগতিতে অতুলনীয় **আধুনিক বস্তুবাদ** স্থাপন করছেন,—এমনকি সেই সময়েও মার্কস অত্যাশ্চর্য স্পষ্টভাবেই দর্শনের দুটি মূল ভাবধারার বিশ্লেষণ করেছিলেন।··· তিরিশ বছর পরে, ক্যাপিটাল[48] গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় সমান স্বচ্ছ ও নিশ্চিতভাবেই তিনি **তাঁর বস্তুবাদের** সঙ্গে হেগেলের ভাববাদের পার্থক্য নির্ণয় করেছিলেন, যদিও এই ভাববাদই ছিল সবচেয়ে সুসংলগ্ন ও উন্নত। তিনি কোঁৎ-এর[49] 'পজিটিভিজম' অবজ্ঞাভরে বর্জন করেছিলেন, এবং যেসব দার্শনিকেরা মুখে হেগেল-বিধ্বংসনের কথা বলে কাজে হেগেল-পূর্ব কাণ্ট ও হিউমের মতে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিলেন তাঁদের সস্তা অনুকরণকারী বলেই আখ্যা দেন। ২৭শে জুন ১৮৭০ সালে কুগেলমানকে[50] লেখা চিঠিতে মার্কস সমান অবজ্ঞাভরে 'বুখনার, লাংগে[51], ডুরিং, ফেকনার[52] প্রমুখের' কথা উল্লেখ করেন, কেননা এঁরা হেগেলের 'ডায়লেকটিকস' বুঝতে পারেন নি এবং অতএব হেগেলের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেছিলেন।··· হুবহু মার্কসের মতোই এবং তাঁরই ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে এঙ্গেলসও তাঁর সমস্ত দার্শনিক গ্রন্থে প্রতিটি সমস্যা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে ও সুস্পষ্টভাবে বস্তুবাদী ও ভাববাদী চিন্তার পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন।"[53]

অতএব মার্কসীয় বস্তুবাদের সঙ্গে মার্কস-পূর্ব বস্তুবাদের পার্থক্যটা লেনিন অবশ্যই জানতেন। কিন্তু তিনি আরো জানতেন যে সাধারণভাবে

বস্তুবাদ ও ভাববাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট না-হলে মার্কসীয় বস্তুবাদের বৈশিষ্ট্যও বোঝা যাবে না। অবশ্য লেনিনের বিরুদ্ধে প্রচারই যাঁদের একমাত্র উৎসাহ, তাঁদের পক্ষে এই কথাটি বোঝবার ফুরসুৎ নেই। এমনকি মিথ্যার আবর্জনা জমিয়েও লেনিনের দার্শনিক মতটি ঢাকা দেবার কৌশলেও তাঁদের আপত্তি নেই। এ জাতীয় ডাহা মিথ্যার আবর্জনাকে লেনিন-দর্শনের সমালোচনা বলে চালাবার আর একটি নিদর্শন দেখা যাক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"বুর্জোয়া লেনিন"বাদ

১। দার্শনিক সমালোচনার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

সম্প্রতিকালে দার্শনিক লেনিনের • "সমালোচনায়" যে আবর্জনারাশি রচিত হয়েছে তার মধ্যে অত্যাশ্চর্য আবর্জনার গৌরব বোধহয় "বুর্জোয়া লেনিন" সংক্রান্ত মতটির। এই মতে দার্শনিক হিসেবে লেনিন ছিলেন আসলে বুর্জোয়াশ্রেণীরই—বা আধুনিককালের এক নব্য ধনতান্ত্রিক শ্রেণীরই—প্রবক্তা। মতটি রচনা করেন আন্তন পান্নেকোয়েক[1] (১৮৭৩-১৯৬০) নামে জনৈক ওলন্দাজ লেখক। এককালে কমিউনিস্ট আন্দোলনে—এমনকি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কাজেও—তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন, যদিও অতি-উগ্র বামপন্থী হিসাবে তিনি ক্রমশই আন্দোলন থেকে সরে যান। ১৯২১ সালে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেন, কিন্তু প্রচারের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন নি। ১৯৩৮ সালে "লেনিন অ্যাজ ফিলজফার"[2] বা দার্শনিক লেনিন নামে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থেরই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, মুখে লেনিন যাই বলুন না কেন, দার্শনিক হিসেবে তিনি যে-মত প্রচার করেছেন তা আসলে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থই সংরক্ষণ করে। ১৯৪৮ সালে পান্নেকোয়েক নিজেই তাঁর বইটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন এবং তা আমেরিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫ সালে বইটির ইংরেজী সংস্করণ ইংলণ্ডেও প্রকাশিত হয়েছে। কার্ল কর্শ[3] ও পল ম্যাট্টিকের[4] মতো প্রসিদ্ধ লেনিন-বিদ্বেষীরা বইটির দারুন তারিফ করেছেন। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী মহলের অন্তত একাংশ এই বইটি দ্বারা রীতিমতো প্রভাবিত। কিন্তু শুধু সেই কারণেই এখানে বইটির বিচার তুলতে চাইছি না। অন্যান্য কারণও আছে। তার মধ্যে প্রধান কারণটি উল্লেখ করা যাক।

দর্শন ও ইতিহাস উভয় বিষয়েই আজগুবি ভুলভ্রান্তির তালগোল হলেও বইটি বিচার করার একটা সুবিধাও আছে। সুবিধাটা এই যে লেনিনের বস্তুবাদ নিয়ে সমালোচনার পিছনে আসল উৎসাহটা কী—অন্তত সে বিষয়ে বইটি থেকে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। লেনিনের বস্তুবাদ আসলে যদি নিছক বুর্জোয়া মতাদর্শেরই পরিচায়ক হয়, তা হলে মানতে হবে যে দার্শনিক হিসেবে লেনিন বস্তুতপক্ষে বুর্জোয়ারই শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণ করেছেন। তাহলে যে-বলশেভিক বিপ্লবের তাত্ত্বিক নেতা এই লেনিন সে-বিপ্লব একরকমের বুর্জোয়া বিপ্লব বা ধনতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া আর কিছুই নয়, যদিও অবশ্য দলীয় প্রোপাগাণ্ডার সাহায্যে এই বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক আখ্যা দেবার অক্লান্ত প্রয়াস দেখা যায়। আসলে এ জাতীয় আখ্যা "অলীক" "উপকথা" ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বিষয়ে পান্নেকোয়েক-এর কয়েকটি মন্তব্যের সারাংশ দেখা যাক। তিনি মন্তব্য করছেন,

"ইতিপূর্বে পশ্চিম ইয়োরোপের বুর্জোয়াশ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রামের মতোই রাশিয়াতেও সংগ্রামটা ছিল স্বৈরতন্ত্র এবং ভূস্বামী ও ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে। ফলে লেনিনের চিন্তা ও মূল ধ্যানধারণা মধ্যবিত্তশ্রেণীর বস্তুবাদের সমতুল্য হতে বাধ্য, এবং তারই প্রবক্তাদের প্রতি ছিল তাঁর অনুরাগ। কিন্তু রাশিয়ায় আসল লড়াইটা শ্রমিকশ্রেণীকেই করতে হয়েছে ; ফলে লড়াই-এর সংগঠনটিকেও সমাজতান্ত্রিক পার্টি বলে ঘোষণা করতে হয়েছে, ঘোষণা করতে হয়েছে মার্কসবাদই তার তত্ত্ব।··· ফলে লেনিন তাঁর বস্তুবাদকে মার্কসবাদের নাম ও ছদ্মবেশ দিয়েছেন এবং ধরে নিয়েছেন, এই হল প্রকৃত মার্কসবাদ—অর্থাৎ মধ্যবিত্তশ্রেণীর বদলে প্রকৃত শ্রমিকশ্রেণীর মতবাদ।"[5]

তাহলে এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় যে-নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল তার স্বরূপটা কীরকম? উত্তরটা পান্নেকোয়েক-এর কাছে এতটুকুও কঠিন নয়। তিনি বলছেন,

"রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা হল স্টেট ক্যাপিটালিজম[6] বা রাষ্ট্রায়ত্ত ধনতন্ত্র। ওখানে একেই রাষ্ট্রায়ত্ত সমাজতন্ত্রবাদ বা এমনকি কমিউনিজম আখ্যা দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাষ্ট্রের আমলারা উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন। উৎপন্ন সামগ্রীর বিলি-ব্যবস্থাটা নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের উপর, অতএব উদ্বৃত্ত মূল্য বা সারপ্লাস ভ্যালুও[7] তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। পক্ষান্তরে শ্রমিকেরা পায় শুধু মজুরি, তাই তারা শোষিত শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত।"[8]

স্বভাবতই এই মতে শ্রমিকদের ঘাড়ে শোষণের এই নবরূপটি চাপিয়ে দেবার ব্যাপারে প্রধান অপরাধী অবশ্যই লেনিন। এবং সেই উদ্দেশ্যে যে-মতাদর্শগত হাতিয়ারের ব্যবহার তারই নাম লেনিনবাদ। মার্কসবাদের মুখোশ সত্ত্বেও তার প্রকৃত রূপ হল বুর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শ। পান্নেকোয়েক নির্বি-বাদে বলে চলেন,

"প্রকৃত মার্কসবাদ লেনিন কখনোই শেখেন নি। কোথা থেকে শিখবেন? ধনতন্ত্র বলতেও তাঁর ধারণা শুধু ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্র। সমাজ বিপ্লব বলতে তাঁর ধারণা শুধু বড় ভূস্বামী ও জার-এর স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস। রুশ বলশেভিজম মার্কসবাদ পরিত্যাগ করেছে—একথা বলা ভুল। কেননা, কোনোকালেই তা সে-পথে এগোয় নি। লেনিনের দার্শনিক রচনার প্রতি পৃষ্ঠাতেই একথার প্রমাণ আছে! এছাড়া আর কিছুই যে হতে পারতো না, মার্কসবাদ থেকেই তার কারণটা বোঝা যায়, কেননা মার্কসবাদ অনুসারে সামাজিক সম্পর্ক ও তাগিদই তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। আবার মার্কসবাদ থেকেই উপকথা বা 'লেজেণ্ড'[9]-এর তাগিদটাও বোঝা যায় : শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকদের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে বাধ্য বলেই মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিপ্লবের জন্যে এই অলীক বিশ্বাসটিরও দরকার যে বিপ্লবটা আসলে ঢের বড়, ঢের ব্যাপক অন্য কিছু। এক্ষেত্রে অলীক ধারণা বলতে, রুশ বিপ্লবই বুঝি আন্তর্জাতিক বিপ্লবের দিকে প্রথম পদক্ষেপ এবং সেই আন্তর্জাতিক বিপ্লব ধনতন্ত্র থেকে সমগ্র প্রলেতারীয় শ্রেণীকে মুক্তি দেবে। এই সবেরই তত্ত্বগত উপকথা হল মার্কসবাদ নামের ব্যবহার।"[10]

ওইসব 'অলীক' 'উপকথা' বাদ দিলে লেনিনের শিক্ষা বলতে কী দাঁড়ায়? লেখকের মতে আসলে তা রুশ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের একেবারে মনের মতো কথা—বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলের উন্নতির ফলে আজ উৎপাদন ব্যবস্থায় অসীম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং ওই উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করে এই শ্রেণীটি এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসকশ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়।[11]

তাহলে লেনিনের "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" বইটির প্রতি শ্রমিক-শ্রেণীর ঠিক কোন মনোভাব হওয়া উচিত? লেখক বলছেন,

"অতএব মার্কসবাদ অবলম্বন করে শ্রমিকশ্রেণী তার সংগ্রামের ক্ষেত্রে লেনিনের দার্শনিক গ্রন্থটি প্রকাণ্ড বাধা বিশেষ বলে স্বীকার করতে বাধ্য ; এতে যে-মতের প্রচার তা আসলে শ্রমিকশ্রেণীর দাসত্বই চিরস্থায়ী করতে চায়।"[12]

পান্নেকোয়েক-এর এই উদ্ধৃতিগুলির প্রকৃত গুরুত্ব যাই হোক না কেন, অন্তত একটি বিষয় বোঝার পক্ষে এগুলি সত্যিই মূল্যবান। বিষয়টি হল, দার্শনিক লেনিনের সমালোচনার পিছনে আসল উৎসাহটি কী, তা এগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। দুটি সহজ সরল উক্তি হিসেবে এই উৎসাহটার বর্ণনা সম্ভব। লেখক বলতে চান :

দুনিয়ার শ্রমিক, রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে সাবধান হও।

দুনিয়ার শ্রমিক, লেনিন ও তাঁর দর্শন সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকো।

এ জাতীয় উক্তি অবশ্যই নতুন নয়। কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে রুশ বিপ্লব এবং লেনিন সম্বন্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে অনেকভাবেই আতঙ্কিত করার চেষ্টা হয়েছে এবং তা হবারই কথা। পান্নেকোয়েকের রচনায় কিন্তু সরাসরি কায়েমী স্বার্থের সমর্থনে এই হুঁশিয়ারি জারি করা হয় নি। তার বদলে তিনি প্রকৃত মার্কসবাদের নামে—বিপ্লবের নামে, শ্রমিক-স্বার্থের নামে—মূলত একই হুঁশিয়ারি জারি করছেন। এবং এই হল লেনিন-বিরোধী অভিযানের সর্বাধুনিক কায়দা। সরাসরি কায়েমী স্বার্থের সমর্থনে লেনিনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে আজকের দিনে সুফলের আশা অল্পই। তাই লেনিনের শিক্ষা থেকে, রুশ বিপ্লবের আদর্শ থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে হঠিয়ে রাখবার কৌশলটা পালটাতে হয়।

অবশ্যই আমাদের বর্তমান আলোচনায় রুশ বিপ্লবের প্রকৃত রূপ নিয়ে বিস্তৃত বিচারের সুযোগ নেই। এ বিষয়ে লেনিনেরই বহু নিবন্ধ, গ্রন্থ, বক্তৃতা থেকে অনায়াসেই বোঝা যায়, ইতিহাস সৃষ্টির কাজে তিনি কত গভীর ভাবে ইতিহাস বিচার করেছিলেন। এবং একথা আজ আর অস্বীকার করবার সুযোগ নেই যে তাঁর এই বিচার অবলম্বন করে তাঁরই নেতৃত্বে রাশিয়ার জনগণ তিনটি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে : ১৯০৫-৭ সালের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসের সমাজতান্ত্রিক মহা-বিপ্লব। এ বিষয়ে লেনিনের রচনাবলীর তালিকাও সুদীর্ঘ হবে।[13] এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় একদল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী নব্য পুঁজিপতি হিসেবে শ্রমিকদের নতুনভাবে শোষণ শুরু করেছে—এ জাতীয় কথা এমনই নির্লজ্জ মিথ্যা যে তার উত্তর দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য হল সীমিত অর্থে লেনিনের দার্শনিক অবদান—বিশেষত তাঁর প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"

13. লেনিনের এই জাতীয় রচনার নির্বাচিত অংশের একটি মূল্যবান সংকলন বাংলা তর্জমায় পাওয়া যায় : "ভি. আই. লেনিন : প্রলেতারীয় পার্টির সাংগঠনিক নীতিসমূহ সম্পর্কে", নভোস্তি প্রেস এজেন্সি।

—বোঝবার চেষ্টা। অতএব, পান্নেকোয়েক এই নির্দিষ্ট বিষয়ে যে-বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চান, আমরা বর্তমানে আলোচনা তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবো। তাই আমাদের কাছে এখানে প্রধান প্রশ্ন হলো : লেখক কীভাবে প্রমাণ করতে চান যে লেনিনের দার্শনিক মত প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া-শ্রেণীরই স্বার্থ প্রণোদিত ? কীভাবে তিনি দেখাতে চান যে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে এই মত সম্পূর্ণ বর্জনীয় ?

২। "মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর বস্তুবাদ"

পান্নেকোয়েকের প্রতিপাদ্যর প্রথম কথা হল, একটি নতুন পরিভাষা। মার্কস-এঙ্গেলস—এবং তাঁদের অনুসরণ করে লেনিন—বারবার বলেছেন, প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত সমগ্র দর্শনের ইতিহাসে দুটি মূল পক্ষের—দুটি পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার—পরিচয় পাওয়া যায়। একটির নাম বস্তুবাদ, অপরটির নাম ভাববাদ। অবশ্যই মার্কস-এঙ্গেলসের বিচারে পুরনোকালের বস্তুবাদকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাবারও বিশেষ তাগিদ ছিল। এইসব কথা আমরা ইতিপূর্বে বারবার আলোচনা করেছি ; তাই এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু পান্নেকোয়েক এইসব কথার পাশ কাটিয়ে একটি নতুন পরিভাষা রচনা করেছেন। সেটা হল, "মধ্যবিত্তশ্রেণীর বস্তুবাদ" —অর্থাৎ বস্তুবাদের এমন এক বিশিষ্ট সংস্করণ যা কিনা অনিবার্যভাবে শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া বা পুঁজিপতির শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণ করে ; এবং এই অর্থে সে-বস্তুবাদ শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ-বিরোধী। পান্নেকোয়েকের অভিযোগের মূল কথা হল, লেনিন এই নির্দিষ্ট অর্থেই বস্তুবাদ গ্রহণ ও সংরক্ষণ করেছিলেন এবং তা থেকেই নাকি লেনিন-দর্শনের বাস্তব শ্রেণীচরিত্র বোঝা যায়। অর্থাৎ, লেনিনের বস্তুবাদ বুর্জোয়াশ্রেণীর—এবং শুধুমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণীর—স্বার্থ রক্ষা করে। লেখকের মতে, প্রকৃত মার্কসীয় বস্তু-বাদের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে-বস্তুবাদ শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে অনুপ্রাণিত। তাহলে, লেনিনের বস্তুবাদের সঙ্গে মার্কসীয় বস্তুবাদের আসল তফাৎ কী ? লেখকের মতে, লেনিনের বস্তুবাদ "মধ্যবিত্তশ্রেণীর বস্তুবাদ" ; পক্ষান্তরে মার্কসীয় বস্তুবাদের মূল কথা হল "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ"।[14] কিন্তু ঐতি-হাসিক বস্তুবাদ বলতে বস্তুবাদেরই মূলসূত্র হেগেলের ডায়লেকটিকস দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত—এ-ধরনের কথা কল্পনা করা ভুল হবে। লেখকের মতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে

সংগ্রামে উদীয়মান মধ্যবিত্তশ্রেণী যে-বস্তুবাদী দর্শনের উপর নির্ভর করেছিলেন তার প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যর বর্জন। এই অর্থে সাচ্চা মার্কসীয় বস্তুবাদ —বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ—মানবার প্রথম শর্ত হল, লেনিনের "মধ্যবিত্তশ্রেণীর বস্তুবাদ" প্রত্যাখ্যান।

স্বভাবতই, পান্নেকোয়েকের পুরো যুক্তিবিন্যাস কতটা স্বীকার্য তা নির্ভর করছে একটি প্রশ্নের উত্তরের উপর। তাঁর অর্থে "মধ্যবিত্তশ্রেণীর বস্তুবাদ" বলে কোনোরকম বস্তুবাদ কি সত্যিই মানা যায়? অর্থাৎ, বস্তুবাদের কি সত্যিই এমন কোনো সংস্করণ সম্ভব যা দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে নিছক বুর্জোয়াশ্রেণীরই স্বার্থ রক্ষা করে? লেখকের মতে, এ জাতীয় বস্তুবাদ সত্যিই সম্ভব এবং লেনিন এ জাতীয় বস্তুবাদই সমর্থন করেছেন।

কিন্তু তাত্ত্বিক বিচারে এ-হেন বস্তুবাদের লক্ষণ কী? উত্তরে পান্নেকোয়েক প্রধানত তিনটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। যথা,

প্রথমত, "মধ্যবিত্তশ্রেণীর বস্তুবাদ প্রকৃতিবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত"[15]; অতএব নামান্তরে তা "প্রকৃতিবিজ্ঞানের বস্তুবাদ"[16] বলেও উল্লিখিত।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রসূত বলেই এই বস্তুবাদ বহির্জগৎ এবং ভূত-পদার্থ বা "ফিজিকাল ম্যাটার"[17]-এর মধ্যে তাদাত্ম্য কল্পনা করে[18] এবং দাবি করে যে সমস্ত ঘটনাই প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[19]

তৃতীয়ত, এই বস্তুবাদের প্রধান ঝোঁক বা আগ্রহ হল ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।[20]

এই হল পান্নেকোয়েকের পরমাশ্চর্য আবিষ্কার—"মধ্যবিত্তশ্রেণীর বস্তুবাদ"। প্রথমে দেখা যাক, কীভাবে কিছুটা মামুলি কথা, ঐতিহাসিক তথ্য এবং অর্ধসত্যের খিচুড়ি পাকিয়ে লেখক তাঁর এই আবিষ্কারটি সমর্থন করতে চান। তারপর আমরা দেখবো, মার্কসীয় বস্তুবাদী ডায়লেকটিকস—এবং বিশেষ করে মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (যা নিয়ে লেখকের অতো আস্ফালন)—কতখানি বিকৃত করতে পারলে এ-হেন আবিষ্কারটির তারিফ করা সম্ভব।

"মধ্যবিত্তশ্রেণীর বস্তুবাদের" বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় লেখক বলছেন:

"ধনতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি বলতে প্রকৃতিবিজ্ঞান। কলাকৌশলের যে প্রগতি ধনতন্ত্রকে

---

15. Pannekoek, op. cit., p. 28.
16. Ibid 26
17. physical matter
18. Pannekoek, op. cit., p. 82.
19. Ibid 24
20. Ibid 23

এগিয়ে নিয়ে যায় তা এই বিজ্ঞানের উন্নতির উপরই নির্ভর করে। অতএব উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর গভীর আস্থা বিজ্ঞানের উপরই।…

"[বুর্জোয়াশ্রেণীর] তত্ত্বগত সংগ্রামটা প্রধানত ধর্মের বিরুদ্ধে। ধর্মবিশ্বাস ছিল অতীত অবস্থার মতাদর্শ। তারই রেশ জনসাধারণকে পুরনো আমলের শক্তির সামনে অবনত করে রেখেছিল এবং [বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে] ওই পুরনো আমলের শক্তির শৃঙ্খল ভাঙার প্রয়োজন ছিল।…

"প্রকৃতিবিজ্ঞানের সারকথা হল, প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার।…

"বিজ্ঞান আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে পুরনোকালের ধর্মবিশ্বাসের প্রত্যক্ষ বিরোধ, কেননা ধর্মবিশ্বাসের মূল কথা হল ঈশ্বরই সার্বভৌম এবং স্বৈরাচারী শাসক।…

"উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বভাববাদী দর্শন অনুসারে সমস্ত ঘটনাই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন ; অতএব তা সমাজ ও রাষ্ট্রের নতুন অবস্থার সঙ্গেই খাপ খায়, কেননা এই নতুন অবস্থায় স্বৈরাচারীর খামখেয়ালী শাসনের বদলে সর্বসাধারণের পক্ষে একই নিয়ম স্বীকৃত।…

"বিজ্ঞানের এইসব আবিষ্কার থেকে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বস্তুবাদ তখন নানান বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। অধ্যাত্ম বিষয়মাত্রই বস্তুজগতের পরিবর্তনের পরিণাম। যকৃৎ থেকে যেমন পিত্তির ক্ষরণ, মস্তিষ্ক থেকেও তেমনি ধারণার ক্ষরণ।"…[21]

এমন কিছু চমকপ্রদ আবিষ্কার নয়। মার্কসবাদের ছাত্রমাত্রের কাছেই এইসবের অনেকটাই নেহাত মামুলি কথা, অনেকটাই বহু আলোচিত ঐতিহাসিক তথ্য—যদিও অবশ্য লেখকের প্রকাশভঙ্গিতে অতি-সারল্য এবং অনাবশ্যক আড়ষ্টতার দোষ না-থাকলে পাঠকদের পক্ষে কথাগুলো বোঝবার সুবিধা হতো। আসলে মার্কস-এঙ্গেলস রচিত "হোলি ফ্যামিলি"[22] থেকে শুরু করে এঙ্গেলসের "ডায়লেকটিকস অব নেচার"[23] পর্যন্ত গ্রন্থাবলীতে বুর্জোয়া বিপ্লবের মতাদর্শগত বৈশিষ্ট্যের বিস্তৃত বিশ্লেষণ বর্তমান এবং মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাবলীর উপর নির্ভর করেই[24] লেনিনও উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর বিজ্ঞাননিষ্ঠ, ধর্ম-বিরোধী বস্তুবাদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমরা কিছু পরেই লেনিনের রচনা থেকে তার পরিচয় দেখবো। অতএব, এই দর্শনের ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং প্রকৃত সংকীর্ণতার কথাও আমরা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের রচনা থেকেই অনেক স্পষ্টভাবে

বোঝবার সুযোগ পাই। আপাতত লেনিন-বিরোধী প্রচারের আয়োজনটা ভালো করে দেখা যাক।

৩। লেনিন-দর্শন ও "মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর বস্তুবাদ"

বুর্জোয়া বিপ্লবের মতাদর্শগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আপাতত না-হয় পান্নেকোয়েকের সঙ্গে তর্ক নাই তোলা গেল। আপাতত না-হয় ধরেই নেওয়া যাক, উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর বস্তুবাদের বৈশিষ্ট্য বলতে এই যে তার উৎসে প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রেরণা, প্রকৃতিবিজ্ঞান অনুসারেই তা বহির্জগতের মূলে ভূতপদার্থ স্বীকার করে এবং সমস্ত জাগতিক ঘটনাকেই প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে বিবেচনা করে, আর এই বস্তুবাদের সঙ্গে ধর্ম-বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। কিন্তু এই কথাগুলি প্রতিপন্ন করে পান্নেকোয়েক কীভাবে সরাসরি সিদ্ধান্ত করছেন যে লেনিনের বস্তুবাদ "মধ্যবিত্তশ্রেণীর বস্তুবাদ" ছাড়া কিছুই নয়?

এ বিষয়ে লেখকের যুক্তি এমনই সরল যে বুদ্ধিমান পাঠকের কাছে তা কিছুটা অস্বস্তিকর মনে হওয়া অসম্ভব নয়। প্রথমত, তিনি দেখাচ্ছেন যে "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" গ্রন্থে লেনিন প্রকৃতিবিজ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, প্রকৃতিবিজ্ঞান অনুসারেই বহির্জগতের মূলে ভূত-বস্তু বা ভূতপদার্থই স্বীকার করেছেন ও সমস্ত জাগতিক ঘটনাকে প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে বিবেচনা করেছেন, এবং সর্বোপরি এই বস্তুবাদের সমর্থনে ধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। দ্বিতীয়ত, উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি যেহেতু "মধ্যবিত্তশ্রেণীর বস্তুবাদেরই" লক্ষণ, সেইহেতু লেখক সিদ্ধান্ত করছেন, লেনিনের বস্তুবাদ "মধ্যবিত্তশ্রেণীর বস্তুবাদ" ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। অর্থাৎ, সংক্ষেপে তাঁর যুক্তি হল:

বুর্জোয়া দর্শন বিজ্ঞান-নির্ভর, ইত্যাদি।
লেনিনের দর্শন বিজ্ঞান-নির্ভর, ইত্যাদি।
অতএব, লেনিনের দর্শন বুর্জোয়া দর্শন।

এমনকি আজকালকার স্কুলপাঠ্য তর্কবিদ্যার বিচারেও এই যুক্তি যে হাস্যকর, সে-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এখানে আসল আলোচ্য বিষয়টা স্কুলপাঠ্য তর্কবিদ্যার সংগতি বা অসংগতির ব্যাপারই নয়। আমাদের বর্তমান আলোচনায় তার চেয়ে অনেক বড়ো একটা প্রশ্ন না তুলে উপায় নেই। মৌলিক মার্কসবাদের দিক থেকে—বিশেষত ইতিহাসের মার্কস-বাদী বিচারের দিক থেকে—এই জাতীয় যুক্তির আসল তাৎপর্য কী? আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, ইতিহাস বিচারে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে যেটা সবচেয়ে মারাত্মক ভ্রান্তি, উপরের যুক্তিটি আসলে তারই এক প্রকৃষ্ট

নিদর্শন। মার্কসীয় পরিভাষায়, এই ভ্রান্তিকে "মেটাফিজিকাল"[25] বা অধিবিদ্যামূলক চিন্তা পদ্ধতি বলা হয়। বস্তুতপক্ষে, এদিক থেকে পায়েকোয়েকের বইটি পাঠকদের কাছে একেবারে মূল্যহীন নয়। চিন্তাশীল ও বিপ্লবী উভয় অর্থেই লেখক যতোই খর্বাকৃতি হোন না কেন, তিনি যান্ত্রিক ও মেটাফিজিকাল চিন্তা পদ্ধতির এমন এক নিখুঁত দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন যে আধুনিক কালে তার তুলনা অত্যন্ত বিরল। এবং এই চিন্তা পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত আমাদের যে-সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে চায় তা সত্যিই কী অসম্ভব ও উদ্ভট—পায়েকোয়েকের বিচার থেকেই তার চমৎকার নজির পাওয়া যায়। এই কারণেই বইটি নিয়ে আমরা কিছুটা আলোচনা করছি। অর্থাৎ, "মার্কসবাদ আসলে কী", তা বোঝবার জন্যে "মার্কসবাদ আসলে কী নয় এবং কেন নয়", সে-বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় বিষয়টি বোঝবার ব্যাপারে পায়েকোয়েকের বই আমাদের যথেষ্ট উপকারে লাগে।

৪। ইতিহাস বিচার : মেটাফিজিকাল বনাম ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি

মার্কসবাদে যে-দৃষ্টিভঙ্গি মেটাফিজিকাল নামে বর্ণিত ও বর্জিত, তার মূল কথা হলো শাশ্বত বা সনাতন সত্যে বিশ্বাস। এই বিশ্বাস বর্জন করেই ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গিতে নিয়ত-পরিণাম বা নিয়ত-পরিবর্তনের উপর প্রধান ঝোঁক বা গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে—অর্থাৎ বুর্জোয়া-দর্শন এবং বুর্জোয়া শ্রেণী-স্বার্থের আলোচনা প্রসঙ্গে—মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথাটা কী? উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর কীর্তি চিরকাল এবং অনিবার্যভাবেই শুধুমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করতে বাধ্য। পক্ষান্তরে ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথাটা কী? সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর বৈপ্লবিক কীর্তি চিরকালই শুধু বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে নিযুক্ত থাকে না। পক্ষান্তরে ইতিহাসের পালা বদলের ফলে শ্রেণী-স্বার্থের দিক থেকে এই কীর্তি বিপরীতে পর্যবসিত বা পরিণত হয়, অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীরই ধ্বংসের আয়োজন করে। "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো"[26] বা কমিউনিস্ট ইস্তেহারেই মার্কস-এঙ্গেলস যেমন বলেছেন :

"যে-অস্ত্রের সাহায্যে বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্ততন্ত্রকে ধূলিসাৎ করেছিলো, এখন সেই অস্ত্রই বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে ঘুরে আসছে।"[27]

এই অস্ত্র বলতে মতাদর্শগত অস্ত্রও, দার্শনিক অস্ত্রও। অর্থাৎ, সামন্ততন্ত্রকে ধূলিসাৎ করবার জন্যে বুর্জোয়াশ্রেণী যে-দার্শনিক মতবাদ গড়ে তুলেছিলো, কালক্রমে তা আর শুধু বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণে নিযুক্ত থাকছে না ; পক্ষান্তরে তা বুর্জোয়াশ্রেণীরই ধ্বংস সাধনে সহায়ক হয়ে ওঠে। এবিষয়ে এঙ্গেলসের বিস্তৃত বিশ্লেষণ আমরা পরে উদ্ধৃত করবো এবং তা অনুসরণ করে দেখবো, পরবর্তীকালের বুর্জোয়াশ্রেণী উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর দার্শনিক কীর্তিতে আতঙ্কিত হয়ে কোন পথ অবলম্বন করতে চায় : সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদপর্বে তখনকার বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণী যে-দর্শনের ও সাধারণভাবে যে-মতাদর্শের বিরুদ্ধে দুর্বার সংগ্রামে অবতীর্ণ, পরবর্তীকালের বুর্জোয়াশ্রেণী দারুণ সংকটে পড়ে এবং এই সংকটত্রাণের আশায় ঠিক সেই পুরোনো দার্শনিক মত এবং পুরোনো মতাদর্শের পুনরুজ্জীবন প্রয়াসে নিযুক্ত। কেন এই প্রয়াস? কেননা, এঙ্গেলস দেখাচ্ছেন উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর দার্শনিক কীর্তি ঐতিহাসিক বিকাশের ফলে কালক্রমে আরো উন্নত এবং অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শগত হাতিয়ারে—শ্রমিকশ্রেণীর দর্শনে—পরিণত হয়, এবং তখন সেই হাতিয়ার বুর্জোয়াশ্রেণীর ধ্বংসেই প্রযুক্ত। অতএব, সংক্ষেপে, উদীয়মান ও বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর দার্শনিক উত্তরাধিকারী বলতে পরবর্তীকালের ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়াশ্রেণী নয়। তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হলো আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী। অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এই উত্তরাধিকারের কথাটাও সাবেকী অর্থে উত্তরাধিকার নয়। অথাৎ, নিছক নিষ্ক্রিয় উত্তরাধিকার নয় : উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর দার্শনিক কীর্তির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী তা থেকে বুর্জোয়াসুলভ সংকীর্ণতা দূর করে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির অভিজ্ঞতা ও শ্রেণীসংগ্রামের অভিজ্ঞতা দিয়ে ওই দার্শনিক কীর্তিকে অনেক উন্নত পর্যায়ে তুলে আনে। এইভাবেই উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর বস্তুবাদ আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদে রূপান্তরিত হয়। এবং এই রূপান্তরের একটি দিক হলো, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এঙ্গেলস যেমন বলছেন :

"ভাববাদ এখন তার শেষ আশ্রয়—ইতিহাসবোধ—থেকেও বিতাড়িত হলো। এখন প্রস্তাবিত হলো ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা এবং মানুষের চেতনাকে তার বাস্তব সত্তা থেকে ব্যাখ্যা

করবার একটা পথ পাওয়া গেলো—আগেকার মতো আর মানুষের চেতনা থেকে তার বাস্তব সত্তার ব্যাখ্যা নয়।"[28]

কিন্তু বস্তুবাদের পক্ষে আলোচ্য সমৃদ্ধির প্রকৃত কারণ অবশ্যই এই নয় যে তা সাধারণভাবে বস্তুবাদের মূলসূত্রগুলিই বিসর্জন দিয়ে এগুতে চেয়েছে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের অনুপ্রেরণা পরিহার করে, প্রাকৃতিক নিয়মকে অবজ্ঞা করে এবং ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মূল বিরোধটা ভুলে গিয়ে সেকালের বস্তুবাদ একালের ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদে পরিণত হয়েছে—এজাতীয় উদ্ভট কল্পনা মার্কস-এঙ্গেলস বা লেনিনের মাথায় আসবার একেবারে কোনোরকম সম্ভাবনাই ভাবা যায় না। কিন্তু মামুলি মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গিতে অবিচল আস্থা বলেই লেনিনের অতি-বিপ্লবী সমালোচক পান্নেকোয়েক দাবি করছেন, বিশুদ্ধ মার্কসীয় দর্শনের স্বরূপ বুঝতে হলে উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর দার্শনিক মতের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে হবে—বাদ দিতে হবে সাধারণভাবে বস্তুবাদের মূলসূত্র, চেতনা নিরপেক্ষ বহির্জগতের কথা, বিজ্ঞানের কথা, প্রাকৃতিক নিয়মের কথা এবং অবশ্যই ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথাও। এইভাবে বুর্জোয়া চিন্তার সমস্ত ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে মার্কসীয় দর্শনের যে-বিশুদ্ধ পরিচয়টি বাকি থাকবে, পান্নেকোয়েকের মতে তার নাম "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ" : কিন্তু অবশ্যই তা এঙ্গেলসের অর্থে নয়, কেননা আমরা এইমাত্র দেখলাম ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলতে এঙ্গেলস ইতিহাসের ব্যাখ্যায় বস্তুবাদের মূলসূত্রের প্রবর্তনই বুঝেছিলেন।

বস্তুবাদের মূলসূত্র জলাঞ্জলি দিয়ে ভদ্রলোক কী রকম "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ" প্রচার করতে চান, তার পরিচয় আমরা একটু পরেই দেখবো। আপাতত মার্কস-এঙ্গেলস সম্মত মার্কসবাদ বোঝবার জন্যে এখানে যে-কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, সংক্ষেপে তার পুনরুল্লেখ করা যাক। কথাটা হলো, উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর তত্ত্বগত কীর্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কথা। মার্কস-এঙ্গেলস বারবার এবিষয়ে আমাদের সচেতন করতে চেয়েছেন। তাঁদের বিচারে এই উত্তরাধিকার বাদ দিয়ে মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিই সম্ভব নয়। এবং মার্কস-এঙ্গেলসের নির্দেশ অনুসারে অগ্রসর হয়েছেন বলেই লেনিনও বারবার এই কথাটি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। এই বিষয়ে মার্কস-এঙ্গেলস এবং লেনিনের নানা উক্তি আমরা একটু পরেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবো। আপাতত দেখা যাক এই কথাটি সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা

করে মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভাঙগতে অবিচল আস্থা স্থাপনের পরিণাম কীরকম উদ্ভট সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়।

৫। বিজ্ঞান ও মার্কসবাদ

প্রথমত, প্রকৃতিবিজ্ঞানের কথাটা ধরা যাক। পান্নেকোয়েক বলছেন, আধুনিক বুর্জোয়াশ্রেণী নিজের শ্রেণী-স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই আধুনিক প্রকৃতি বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছিলো। অতএব আধুনিক প্রকৃতি বিজ্ঞান বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং চিরকালই তা শুধুমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণীরই হাতিয়ার হয়ে থাকতে বাধ্য। অথচ এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে লেনিনের দার্শনিক গ্রন্থে আগাগোড়াই প্রকৃতি বিজ্ঞানের দৃঢ় সমর্থন চোখে পড়ে। তা থেকে কী প্রমাণ হয়? পান্নেকোয়েকের যুক্তি অনুসারে উত্তরটা নেহাতই সহজ: দার্শনিক লেনিন আসলে বুর্জোয়াশ্রেণীরই প্রচ্ছন্ন প্রতিনিধি। তাহলে প্রকৃত প্রলেতারীয়শ্রেণীর পক্ষ থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রতি ঠিক কী মনোভাব প্রকাশ করতে হবে? আমাদের বীর বিপ্লবীটি সদর্পে ঘোষণা করেন:

"শ্রমিকশ্রেণীর নিজের সংগ্রামে প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা এই প্রকৃতি-বিজ্ঞান নেহাতই তার শ্রেণী-শত্রুরই অস্ত্র।"[29]

লেখকের বুকের পাটা দেখে সত্যিই তাক্ লেগে যায়। অবশ্যই লেখকের দাবি হলো, কথাটা আসলে শ্রমিকশ্রেণী সম্মত প্রকৃত মার্কসবাদের কথাই। অতএব এখানে আমাদের পক্ষে একটি প্রশ্ন না-তুলে উপায় নেই। এ-জাতীয় মন্তব্য শুনলে স্বয়ং মার্কস ও এঙ্গেলস কী মন্তব্য করতেন, বা কোন ধরনের মন্তব্য তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক হতো? মার্কস-এঙ্গেলস সম্বন্ধে সাধারণভাবে আমরা যেটুকু জানি তা থেকে এই প্রশ্নের মাত্র একটি উত্তরই সম্ভব। তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘোষণা শুধুমাত্র প্রলাপবাক্যই নয়, শ্রমিকশ্রেণীর বাস্তব সংগ্রামের পক্ষেও অত্যন্ত মারাত্মক। কেননা, নিজেদের দার্শনিক রচনায় প্রায় আগাগোড়াই তাঁরা প্রকৃতি বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে চেয়েছেন।

স্বয়ং মার্কস যে কতোখানি বিজ্ঞান-নিষ্ঠ ছিলেন তা তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি থেকেই অনুমান করা যায়। মার্কস বলছেন:

"One basis for life and another for science is a **priori** a lie."[30]

অর্থাৎ জীবনের ভিত্তি বলতে এক এবং বিজ্ঞানের ভিত্তি বলতে অন্য কিছু—এহেন কথা স্বতঃসিদ্ধ মিথ্যামাত্র। জীবনের ভিত্তি ও বিজ্ঞানের ভিত্তির মধ্যে কোনো পার্থক্যই কল্পনা করা চলবে না।

তাহলে বিজ্ঞানকে বর্জন করার বা উপেক্ষা করবার প্রশ্নই ওঠে না—অন্তত মার্কসের পক্ষে নিশ্চয়ই নয়। এঙ্গেলসের পক্ষেও নয়। বস্তুতপক্ষে প্রকৃতি বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে মার্কসীয় বস্তুবাদের বা ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের সম্পর্কের কথা এঙ্গেলস বারবার আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে প্রকৃতি বিজ্ঞানের অগ্রগতি দিনের পর দিন (বস্তুবাদ-সম্মত) ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির স্বীকৃতি অনিবার্য করে তুলেছে এবং এই পরিস্থিতিতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অতিরিক্ত কোনো স্বতন্ত্র দার্শনিক মতের প্রয়োজনই অবান্তর হয়ে যাচ্ছে। এঙ্গেলসের আলোচনা মার্কসীয় সাহিত্যের পাঠকদের কাছে সুবিদিত হলেও এখানে তার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। এঙ্গেলস বলছেন :

"আধুনিক বস্তুবাদ প্রকৃতি বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতর অগ্রগতি সাগ্রহে গ্রহণ করে।···উভয় ক্ষেত্রেই আধুনিক বস্তুবাদ মূলতই ডায়লেকটিকাল রূপ গ্রহণ করে এবং নানা বিজ্ঞান অতিরিক্ত কোনো দার্শনিক মতের প্রয়োজন মানে না। জাগতিক বস্তুর মহাব্যাপী সামগ্রিকতা এবং সে-বিষয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রতিটি স্বতন্ত্র শাখা স্বীয় অবস্থান প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট হবার তাগিদ যখনই বোধ করে, তখনই এই সামগ্রিকতা সংক্রান্ত আর কোনো স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ অবান্তর হয়ে যায়। আগেকার কালের দর্শন থেকে এর পরও যেটুকু স্বাধীনভাবে টিঁকে থাকে তা হলো চিন্তা-বিষয়ক বিজ্ঞান ও তার নিয়মাবলী—ফর্মাল লজিক[31] (সাবেকী তর্কবিদ্যা) এবং ডায়লেকটিক্স। [দর্শন বলতেও] বাকি সবটুকুই প্রকৃতি ও ইতিহাস সংক্রান্ত সুনিশ্চিত বিজ্ঞানে বিলীন হয়ে যায়।"[32]

আমরা পরে দেখবো, বস্তুবাদের অন্যতম উপাদান হিসেবে প্রকৃতি বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে গ্রহণ করার ফলে মার্কসীয় বস্তুবাদ থেকে চিরন্তন বা সনাতন সত্যের সম্ভাবনামাত্রই অবান্তর হয়ে যায়। কেননা, বিজ্ঞানের গবেষণার কোনো শেষ নেই, এবং এঙ্গেলস দেখাচ্ছেন প্রতিটি

যুগান্তকারী গবেষণার ফলেই বহির্বাস্তব বা ভূতপদার্থ প্রসঙ্গে আমাদের ধ্যানধারণায় গভীর পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। অতএব ম্যাটার[33] বা বস্তু বা ভূতপদার্থ সংক্রান্ত মৌলিক তত্ত্বটির রূপান্তর ঘটে। কিন্তু ম্যাটার বা বস্তু সংক্রান্ত আমাদের জ্ঞানের রূপান্তরের কথাটা আলাদা। তার সঙ্গে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব সংক্রান্ত বস্তুবাদমাত্রের মূল প্রতিপাদ্যর পার্থক্য ভুলে গেলে মারাত্মক ভ্রমের আশঙ্কা ঘটে। অতএব বস্তুবাদের মূল প্রতিপাদ্য অক্ষুণ্ণ থাকলেও বস্তুর স্বরূপ প্রসঙ্গে আমাদের জ্ঞান যুগের পর যুগ ধরে নিত্যনতুন পর্যায়ে উপনীত হবে। আমরা আরো দেখবো, এঙ্গেলসের এই বিচার অনুসরণ করে লেনিন কীভাবে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তত্ত্বগত তাৎপর্য সংক্রান্ত রকমারি দার্শনিক ভ্রান্তি নিরসনের পথ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু আপাতত যে-কথা হচ্ছিল তাতেই আসা যাক।

প্রকৃতি বিজ্ঞানকে বর্জন বা অবজ্ঞা করা তো দূরের কথা, মার্কস-এঙ্গেলস প্রকৃতি বিজ্ঞানের উপর প্রায় অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করেই শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শগত হাতিয়ার মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কি জানতেন না যে সামন্ততন্ত্রর বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী নিজের শ্রেণী-স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই আধুনিক প্রকৃতি বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলো? বলাই বাহুল্য, এটুকু ঐতিহাসিক তথ্য মার্কস-এঙ্গেলসের অজানা ছিল না। এ-বিষয়ে রাশি রাশি নজির রয়েছে। তার মধ্যে এঙ্গেলসের একটি উক্তি উদ্ধৃত করাই আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে পর্যাপ্ত হবে। এঙ্গেলস বলছেন :

"তাছাড়া, মধ্যবিত্তশ্রেণীর উত্থানের পাশাপাশিই ঘটে চললো বিজ্ঞানের বিপুল পুনরভ্যুদয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান, বলবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, শারীরস্থান, শারীরবৃত্তর চর্চা আবার শুরু হলো। নিজের শিল্প উৎপাদনের উন্নতিকল্পে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রয়োজন হলো এমন বিজ্ঞানের যার সাহায্যে প্রাকৃতিক বস্তুর পদার্থগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এবং প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ সম্ভব। এ পর্যন্ত বিজ্ঞান ছিলো চার্চ-এর[34] ইতর পরিচারিকামাত্র; ধর্মবিশ্বাসের গণ্ডি পেরুবার কোনো অধিকার তার ছিলো না, এবং সেই কারণেই তা মোটেই বিজ্ঞান নয়। চার্চ-এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞান বিদ্রোহ ঘোষণা করলো; বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে বিজ্ঞানের প্রয়োজন অনিবার্য. অতএব বুর্জোয়াশ্রেণীকেও সেই বিদ্রোহে যোগ দিতে হলো।"[35]

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীর এই সম্পর্কের কথা জেনেও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণে মার্কস-এঙ্গেলস কিনা বিজ্ঞান-নিষ্ঠ একটি দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করলেন! আমাদের বীর বিপ্লবী পান্নেকোয়েকের মতো ঘোষণা করলেন না যে বিজ্ঞানটা শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তার "শত্রুরই অস্ত্রবিশেষ"! কী করে এজাতীয় ঘটনা সম্ভব হতে পারে? প্রশ্নটির উত্তর কঠিন নয়। পান্নেকোয়েকের মতো যান্ত্রিক ও মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গির বদলে মার্কস-এঙ্গেলস ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গিতে আস্থা স্থাপন করেছিলেন। তাই উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক তাঁদের বিচারে বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো-এক-রকম সনাতন সম্পর্ক নয়। পক্ষান্তরে বুর্জোয়াশ্রেণীব অন্যান্য বৈপ্লবিক কীর্তির মতোই আধুনিক বিজ্ঞানও শেষ পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীরই স্বার্থে প্রযুক্ত হয়। এঙ্গেলস এমন কি নিম্নোক্ত মন্তব্য করতেও কুণ্ঠিত নন:

"বিজ্ঞান যতো নির্মম ও নিস্পৃহভাবে অগ্রসর হয়, শ্রমিকের স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার সঙ্গতি ততোই সুস্পষ্ট হয়।"[৩৬]

এই কারণেই, এঙ্গেলস আরো দেখিয়েছেন, বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে বিজ্ঞান প্রসঙ্গে নির্মম ও নিস্পৃহ উৎসাহটির পরমায়ু নেহাতই কম। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠার পর দারুণ সংকটের মুখে পড়ে বুর্জোয়াশ্রেণী বিজ্ঞান-বিরোধী মতাদর্শ প্রচারেই বাধ্য হয়। আমাদের পক্ষে এই আলোচনা পরে কিছুটা বিস্তৃতভাবেই প্রয়োজন হবে, কেননা লেনিনের সময় ভাববাদের পুনরুজ্জীবনে যে বিরাট বিপুল আয়োজন—অর্থাৎ যে-দর্শনের বিরুদ্ধে লেনিনের প্রধান সংগ্রাম—তা বোঝবার পক্ষে এঙ্গেলসের এই বিচারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আপাতত বিজ্ঞান প্রসঙ্গে পরবর্তী কালের বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রকৃত মনোভাব সংক্রান্ত শুধু একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করবো। একালের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জে. ডি. বার্নাল মন্তব্য করেছেন যে বিজ্ঞান প্রয়োগের ফলে একালের শিল্প উৎপাদনে বিশাল সম্পদ সৃষ্টি হলেও এবং এই ক্ষেত্রে আরো অনেক অগ্রগতির সম্ভাবনা দেখা দিলেও সমাজের উপর চাপটা কমার বদলে বেড়েই চলেছে; অতএব বুর্জোয়া দর্শনের প্রবক্তারা বিজ্ঞানের উপর আরোপিত অবাঞ্ছিত ধ্যানধারণার জঞ্জাল সাফ করবার নামে বস্তুতপক্ষে বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক ধারাটিই ভোঁতা করে দিতে চান এবং বিজ্ঞানের পক্ষে মানুষের প্রকৃত উন্নতি সাধনের সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিয়ে বিজ্ঞানকে

কোনোমতে সংগঠিত ধর্মবিশ্বাসের এবং রাষ্ট্রশক্তির চাহিদা মেটাবার কাজে নিযুক্ত করতে চান।[37] এই জাতীয় পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানের পক্ষে নির্মম ও আপসহীন সংগ্রামটি পরিচালনার দায়িত্ব শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিই গ্রহণ করতে পারেন—যে-ভাবে লেনিন বাস্তবিকই তা গ্রহণ করেছিলেন।

৬। বস্তুবাদ বাদ দিয়ে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'?

আশাকরি পাঠকেরা একটি কথা স্বীকার করবেন। "বুর্জোয়া লেনিন"বাদটি যতোই অন্তঃসারশূন্য হোক না কেন, তারই সমর্থনে পান্নেকোয়েক যে-সব নজির দেখাবার চেষ্টা করেছেন সেগুলির বিচার আমাদের পক্ষে নিষ্ফল নয়, কেননা মার্কসবাদ প্রকৃতপক্ষে কী নয় এই নজিরগুলি তারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন, এবং 'মার্কসবাদ কী নয়' তার আলোচনা থেকে 'মার্কসবাদ আসলে কী' তা বোঝবার সুযোগ হয়। পান্নেকোয়েক প্রস্তাবিত এজাতীয় আর একটি নজির দেখা যাক।

তাঁর মতে মার্কসবাদের সারমর্ম বলতে "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ"। অবশ্যই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বাদ দিয়ে মার্কসবাদ বোঝবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মার্কসবাদী মাত্রই এই কথা মানবেন। এঙ্গেলস যেমন দেখিয়েছেন, ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের একটি প্রধান অবদান হলো, ইতিহাসের ক্ষেত্রে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের প্রয়োগ। কিন্তু পান্নেকোয়েকের কথাটা মোটেই এরকম কোনো কথা নয়। তাঁর মূল দাবি হলো, "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ" বা মার্কসবাদের এই সারমর্মটি বুঝতে হলে সাধারণভাবে স্বীকৃত বস্তুবাদের মূলসূত্রগুলি সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। কেননা, বস্তুবাদের এই মূলসূত্রগুলি আসলে বুর্জোয়া দর্শনের—বা "মধ্যবিত্তশ্রেণীর বস্তুবাদের"—পরিচায়ক। অর্থাৎ, সহজ কথায়, বস্তুবাদ বাদ দিয়ে কোনো এক অর্থে "ঐতিহাসিক বস্তুবাদই" মার্কসীয় দর্শনের সারমর্ম। পান্নেকোয়েকের "মধ্যবিত্তশ্রেণীর বস্তুবাদের" সঙ্গে "ঐতিহাসিক বস্তুবাদের" পার্থক্যটা তাঁরই উক্তি থেকে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

এই প্রসঙ্গে পান্নেকোয়েক মন্তব্য করছেন :

"উভয়ের মধ্যে বিরোধ বর্তমান, কেননা মধ্যবিত্তশ্রেণীর বস্তুবাদের ভিত্তি হলো প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মূলতই সমাজ বিজ্ঞান। বুর্জোয়া বিজ্ঞানীরা মানুষকে প্রাকৃতিক বস্তু হিসেবেই দেখতে চান—এই দৃষ্টিতে মানুষ হলো প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রাণীজগতের সর্বোন্নত জীব। মানুষের জীবন ও কাজকর্মের ব্যাখ্যায় তাঁরা

নিছক জীববিদ্যার নিয়মগুলির উপরই নির্ভর করেন, এবং আরো একটু ব্যাপক অর্থে, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান এবং বলবিজ্ঞানের নিয়মের উপরও। এই পদ্ধতিতে সামাজিক ঘটনা এবং ধ্যানধারণার ব্যাখ্যায় বিশেষ কোনো সুফল পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মানব সমাজের বিবর্তনের নিয়মগুলি প্রকাশ করে এবং সমাজের সঙ্গে ধ্যানধারণার সম্পর্ক প্রদর্শন করে।"[৩৪]

সবটাই বাজে কথা বলে উড়িয়ে দেবার কারণ নেই। উপরের মন্তব্যে কিছু কথা অবশ্যই স্বীকারযোগ্য। মার্কসপূর্ব বস্তুবাদে সমাজ বিবর্তনের নিয়ম অবশ্যই জানা ছিলো না, জানা ছিলো না মানব-চেতনা কীভাবে সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ, সহজ কথায়, মার্কসপূর্ব বস্তুবাদের সঙ্গে মার্কসীয় বস্তুবাদকে অভিন্ন মনে করার প্রশ্নই ওঠে না কিংবা ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে মার্কসীয় বস্তুবাদের এক বিশিষ্ট অবদান বলে স্বীকাব না-করার। কিন্তু এসব কথা তো লেনিন নিজেই যথেষ্ট জোর দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর উক্তি আমরা ইতিপূর্বেই উদ্ধৃত করেছি[৩৫]। লেনিন বলেছেন, মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রকৃত প্রতিভা বলতে এই যে তাঁরা বস্তুবাদকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, জ্ঞানতত্ত্বের যে-সব সমস্যার সমাধান ইতিপূর্বেই হয়ে গিয়েছে শুধু তারই পুনরুক্তি করে সন্তুষ্ট থাকেন নি, সমাজ বিজ্ঞানের উপর ওই একই বস্তুবাদের সুসংগত প্রয়োগ করেছিলেন এবং কীভাবে এই প্রয়োগ করতে হবে তারও পথনির্দেশ করেছিলেন।

কিন্তু লেনিনের এই উক্তির সঙ্গে পান্নেকোয়েকের উপরোদ্ধৃত মন্তব্যটির মৌলিক পার্থক্য আছে এবং তারই উপর নির্ভর করছে পান্নেকোয়েকেব মার্কসবাদ-বিকৃতি। তফাতটা কী? পান্নেকোয়েকের মতে মার্কস-পূর্ব বস্তুবাদের ভিত্তিতে ছিল প্রকৃতিবিজ্ঞান, এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের উপর নির্ভরতা নিছক বুর্জোয়াশ্রেণীর বৈশিষ্ট্য বলেই সেই বস্তুবাদকে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর বস্তুবাদ বলতে হবে। এই বস্তুবাদকে সম্পূর্ণ বর্জন করে শ্রমিক-শ্রেণীর ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে বুঝতে হবে। সহজ কথায়, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মধ্যে প্রকৃতি বিজ্ঞানের বস্তুবাদের কোনো প্রভাব থাকবে না। কিন্তু লেনিনের আলোচনায় প্রকৃতি বিজ্ঞানের বস্তুবাদ আগাগোড়াই প্রাধান্য পেয়েছে। তাই লেনিনের বস্তুবাদের শ্রেণী-চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা—শ্রমিক-শ্রেণীর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা প্রকৃত মার্কসবাদ নয়।

অতএব এখানে আমরা একটি প্রশ্ন তুলতে বাধ্য। মার্কস-এঙ্গেলস কি প্রকৃতি বিজ্ঞানের বস্তুবাদ সম্পূর্ণ বর্জন করে তাঁদের বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করতে

চেয়েছিলেন? বিশেষত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যায় তাঁরা কি প্রকৃতি বিজ্ঞানের সাক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন? তাঁরা কি জীববিজ্ঞানের সমস্ত সাক্ষ্য বর্জন করে শুধু সমাজ বিবর্তনেরই আলোচনা করেছিলেন?

মার্কস-এঙ্গেলসের রচনার সঙ্গে সামান্য পরিচয় থাকলেও প্রশ্নগুলির উত্তর পেতে কোনোই অসুবিধা হয় না। জীবজগতে ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত ডারউইনের[40] আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক সারাংশ প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রবল উৎসাহের কথা অবশ্যই সুবিদিত।[41] বস্তুতপক্ষে এঙ্গেলসের বিচারে প্রকৃতি বিজ্ঞানের তিনটি যুগান্তকারী আবিষ্কার অবলম্বন করেই তাঁরা ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই তিনটি আবিষ্কার হলো: (১। জীবকোষ, ২। শক্তির রূপান্তর[42] এবং ৩। জীবজগতে ক্রমবিকাশ।[43]) অতএব প্রকৃতি বিজ্ঞানের আবিষ্কার বাদ দিয়ে মার্কসীয় বস্তু-বাদের ভিত্তিই ভাবা যায় না।

মার্কস-এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রসঙ্গেও একই কথা। এখানে এই বিষয়ে শুধু একটি নজিরই পর্যাপ্ত হবে। মার্কস-এঙ্গেলস "জার্মান আইডিওলজি"[44] গ্রন্থেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ পরিচয় রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁরা বলছেন:

> "সমস্ত মানব ইতিহাসের প্রথম সূত্র অবশ্যই জীবন্ত ব্যক্তি হিসেবে মানুষের বাস্তব অস্তিত্ব। অতএব সর্বপ্রথম যে তথ্যটির প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন তা হলো এই ব্যক্তি মানুষদের শারীরিক সংগঠন এবং তারই ফলে প্রকৃতিজগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক।"[45]

একথা অবশ্য কেউই বলবেন না যে ওই প্রাথমিক সূত্রটি প্রতিষ্ঠা হলেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পরিসমাপ্তি হবে। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় আসল কথাটা তা নয়। কথাটা হলো, এই প্রাথমিক সূত্র প্রতিষ্ঠিত না-হলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দিকে এগুনোই অসম্ভব। অর্থাৎ ঐতিহাসিক বস্তু-বাদের প্রথম শর্ত হলো মানুষের শরীর-সংগঠনের বৈশিষ্ট্য বোঝা এবং এই বৈশিষ্ট্যের ফলে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা।

বলাই বাহুল্য, বিজ্ঞানের আবিষ্কার অবজ্ঞা করে তা বোঝা সম্ভব নয়। অতএব, প্রকৃতি বিজ্ঞানের বস্তুবাদ বাদ দিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রসঙ্গই অবান্তর হয়ে যায়।

৭। মস্তিষ্ক ও চেতনা

মস্তিষ্ক ও চেতনা প্রসঙ্গে পান্নেকোয়েকের অতি-বিপ্লবী মন্তব্য প্রসঙ্গেও একই কথা। তাঁর মতে বুর্জোয়া বস্তুবাদ অনুসারে মস্তিষ্কই চেতনার ভিত্তি, চেতনা মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কথাটা মোটেই তা নয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে মানব চেতনার প্রকৃত ভিত্তি বলতে মানুষের সমাজ সংগঠন, সমাজ সংগঠনের বৈশিষ্ট্যের উপরই চেতনার বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। অথচ, বুর্জোয়া বস্তুবাদ অনুসরণ করে লেনিন মস্তিষ্ককে চেতনার ভিত্তি বলে ঘোষণা করেছেন। বুর্জোয়া বস্তুবাদের সঙ্গে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পার্থক্য আরো সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে পান্নেকোয়েক মন্তব্য করছেন :

"আধ্যাত্মিক সব কিছুই বস্তুজগতের উপর নির্ভরশীল—বস্তুবাদের এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটির তাৎপর্য কিন্তু দুটি মতবাদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মধ্যবিত্তশ্রেণীর বস্তুবাদের ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য হলো, মস্তিষ্ক থেকেই ধ্যানধারণার উৎপত্তি ; অতএব মস্তিষ্কের গঠন ও অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন এবং শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্ক-পরমাণুর গতি থেকেই ধ্যানধারণার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য হলো, মানুষের ধ্যানধারণা তার সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে ; তার পারিপার্শ্বিক বলতে সমাজ এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই সমাজই তার উপর সক্রিয় হয়।"[46]

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যা হিসেবে মানুষের ওপর ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সমাজের সক্রিয়তার কথা অবশ্যই কিছুটা আজগুবী শোনায়। কিন্তু আপাতত না-হয় সেকথা বাদই দেওয়া যাক। তার বদলে, উপরের মন্তব্যটি যে-মূল ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তারই আলোচনা আমাদের পক্ষে এখানে বিশেষ প্রাসঙ্গিক। মধ্যবিত্তশ্রেণীর বস্তুবাদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর বস্তুবাদের মৌলিক পার্থক্য প্রমাণ করার উৎসাহে লেখক এখানে মূলত একই যুক্তির অবতারণা করছেন : বস্তুবাদের ক্ষেত্রে বুর্জোয়াশ্রেণীর সমস্ত অবদানটুকু একেবারে সম্পূর্ণভাবে বর্জন না-করে মার্কসীয় বস্তুবাদে উপনীত হওয়া অসম্ভব। অতএব, মার্কসীয় মতে একথা স্বীকার করা যাবে না যে মস্তিষ্কই চেতনার

বাস্তব ভিত্তি বা মস্তিষ্ক থেকেই ধ্যানধারণার উৎপত্তি। মার্কস-এঙ্গেলসের নিজেদের কথা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। বুর্জোয়া বিপ্লবের দার্শনিকেরা বস্তুবাদের যে-মূলসূত্র সংরক্ষণ করেছেন মার্কসবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তা বর্জনের প্রশ্ন ওঠে না, যদিও তাঁদের বস্তুবাদের সংকীর্ণতা বা অসম্পূর্ণতা অতিক্রম না-করে মার্কসীয় বস্তুবাদে উপনীত হওয়া যায় না। তাই মস্তিষ্কই চেতনার ভিত্তি—এই বৈজ্ঞানিক সত্য এবং বস্তুবাদমাত্রেরই ন্যূনতম দাবিকে নিছক বুর্জোয়া মত বলে উড়িয়ে দেওয়া মার্কসীয় বস্তুবাদের বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু আগেকার বস্তুবাদীরা যে-রকম সহজসরল ভাবে কল্পনা করতেন যে যকৃৎ থেকে পিত্তির ক্ষরণের মতোই মস্তিষ্ক থেকে চিন্তার ক্ষরণ হয়—মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে।

অবশ্যই, লেনিন যেমন বলেছেন, মার্কস-এঙ্গেলসের পূর্ববর্তী বস্তুবাদীরা যে-সব সমস্যার বিস্তৃত সমাধান দিয়ে গিয়েছেন, মার্কস-এঙ্গেলসের পক্ষে সেগুলি নিয়ে নতুন করে আলোচনার দরকার ছিলো না। তাই মস্তিষ্কই যে চেতনার বাস্তব ভিত্তি—বস্তুবাদের সমর্থনে এই সহজ সত্যের নজির দেখাবার বিশেষ উৎসাহ মার্কস-এঙ্গেলসের রচনায় প্রত্যাশা করার কারণ নেই। তাঁরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েই বস্তুবাদের উন্নততর পর্যায়ে উপনীত হতে চেয়েছেন। এ-বিষয়ে এঙ্গেলসের রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি দেখা যাক। মানব চিন্তার সঙ্গে বাস্তব প্রকৃতির—চিন্তার নিয়মের সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মের—নিকট সাদৃশ্য কী করে সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের আলোচনায় এঙ্গেলস বলছেন :

"কিন্তু এর পরও যখন প্রশ্ন তোলা হবে : চিন্তা ও চেতনা বলতে কী বোঝায় বা কোথা থেকে তার উৎপত্তি—তখন অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে প্রতীত হবে যে এগুলি মানব-মস্তিষ্কের উৎপাদন মাত্র, এবং মানুষ নিজেও প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন।...ফলে একথা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে পড়ে যে মানব-মস্তিষ্কের উৎপাদন যেহেতু শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিরই উৎপাদন সেইহেতু তা প্রাকৃতিক পরস্পর-সম্বন্ধের বিরুদ্ধে যায় না, বরং উভয়ের মধ্যে নিকট সাদৃশ্যই স্বাভাবিক।"[৫]

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য কী—শুধুমাত্র এই উক্তি থেকেই তার সম্পূর্ণ উত্তর প্রত্যাশা করা অবাস্তব হবে। কিন্তু এই উক্তি থেকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ন্যূনতম শর্তটি অবশ্যই বোঝা যায়। এই ন্যূনতম শর্তকে নিছক বুর্জোয়া মত বলে উড়িয়ে দিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের

কোনো কাল্পনিক সংস্করণের কথা বলা মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বাতুলতা মাত্র।

৮। ফরাসী বস্তুবাদ ও সাম্যবাদ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস

উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর বৈপ্লবিক কীর্তি বলতে প্রধানতই ফরাসী বস্তুবাদ।[49] এই বস্তুবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের প্রকৃত সম্পর্ক কী? কিংবা, এই বস্তুবাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলতে কোন্ শ্রেণী? মার্কস-এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের বা সাম্যবাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? পরিণত মার্কসবাদের মূল নীতি নির্ণয় করার জন্যে মার্কস-এঙ্গেলসকে এই জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৮৪৪ সালে তাঁরা যুক্তভাবে "দি হোলি ফ্যামিলি"[49] নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন; এই গ্রন্থের যে-অংশ মার্কসের নিজের রচনা, সেই অংশে ফরাসী বস্তুবাদের সঙ্গে সাম্যবাদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে আলোচনা দেখা যায়। মার্কস বলছেন,

অষ্টাদশ শতকের ফরাসী নবজাগরণ[50] এবং বিশেষত ফরাসী বস্তুবাদ সে-সময়কার শুধু রাজনৈতিক সংগঠন এবং তখনকার ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম নয়; সপ্তদশ শতকের অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিক্স[51] এবং সাধারণভাবে সমস্ত অধিবিদ্যার বিরুদ্ধেই ছিল এই সংগ্রাম।...

অষ্টাদশ শতকের ফরাসী নবজাগরণ এবং বিশেষত ফরাসী বস্তুবাদ দ্বারা বিতাড়িত হয়ে সপ্তদশ শতকের অধিবিদ্যা জার্মান দর্শনে—বিশেষত ঊনবিংশ শতকের চিন্তাবিহ্বল[52] দর্শনে—বেশ একরকম মোটামুটিভাবে সগর্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো।... বস্তুবাদের দ্বারাই তা এবার চিরকালের জন্যেই পরাজিত হবে—যে বস্তুবাদ ইতিমধ্যে চিন্তা-বিহ্বলতা দ্বারাই নিখুঁত হয়েছে এবং মানবতাবাদের[53] সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কিন্তু তত্ত্বের ক্ষেত্রে যেমন বস্তুবাদ ও মানবতাবাদের সমন্বয় ফয়েরবাখ-এর মধ্যে দেখা যায়, তেমনি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বস্তুবাদ ও মানবতাবাদের সমন্বয় ঘটেছে ফরাসী ও ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের ক্ষেত্রে।...

ফরাসী বস্তুবাদের দুটি ধারা আছে, একটির উৎসে দেকার্থ[54], অপরটির উৎসে লক[55]!

দ্বিতীয়টি প্রধানতই ফরাসী অবদান এবং তা সরাসরি সমাজতন্ত্রে উপনীত হয়। প্রথমটির স্বরূপ যান্ত্রিক বস্তুবাদ এবং তা আসলে ফরাসী প্রকৃতিবিজ্ঞানে বিলীন হয়।...

দেকার্ত-এর বস্তুবাদ যেমন আসলে প্রকৃতিবিজ্ঞানে পরিণত হয়, ফরাসী বস্তুবাদের অন্য ধারাটি তেমনি সরাসরি সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদে উপনীত হয়।

বস্তুবাদ যে অনিবার্যভাবেই সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদে পরিণত হতে বাধ্য, এই বিষয়টি বোঝবার জন্যে খুব গভীর বিচার নিষ্প্রয়োজন : কেননা [ফরাসী] বস্তুবাদ অনুসারে মানুষ আদিতে শুভ ও সমান বুদ্ধির অধিকারী ; অভিজ্ঞতা অভ্যাস এবং শিক্ষার শক্তিতে মানুষ সর্বশক্তিমান ; মানুষের উপর পারিপার্শ্বিকের প্রভাব এবং শিল্প উৎপাদনের বিরাট তাৎপর্য বর্তমান। মানুষ যদি ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ ও জাগতিক অভিজ্ঞতা থেকেই তার সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত সংবেদন সংগ্রহ করে, তাহলে তার কর্তব্য বলতে এই ইন্দ্রিয়গোচর জগৎকেই এমনভাবে পরিবর্তন করা যাতে এই জগতে মানুষের অভিজ্ঞতা প্রভৃতিও সত্যিই মানবতা-সম্মত হতে পারে এবং নিজেকেও সে প্রকৃত মানুষ হিসেবেই জানতে পারে। যদি স্বার্থ সংক্রান্ত নির্ভুল জ্ঞানই নীতিবিদ্যার মূলসূত্র হয়, তাহলে মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থকে সামগ্রিকভাবে মানবস্বার্থের সংগে মেলানো দরকার। বস্তুবাদী অর্থে মানুষ যদি স্বাধীন না হয়—অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করার নেতি-বাচক অর্থে স্বাধীন না-হয়ে মানুষ যদি তার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষমতার দিক থেকে বাস্তব অর্থে স্বাধীন হয়—তাহলে অপরাধের জন্যে ব্যক্তিবিশেষকে শাস্তি দেবার বদলে অপরাধের অসামাজিক উৎসকেই ধ্বংস করার প্রয়োজন এবং প্রত্যেক মানুষের প্রকৃত সত্তার বিকাশের জন্যে সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। মানুষ যদি তার পারিপার্শ্বিকের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে তার পারিপার্শ্বিককে প্রকৃত মানবতাসম্মত করতে হবে; মানুষের প্রকৃতিই যদি সামাজিক হয়, তাহলে সমাজের ক্ষেত্রেই তার প্রকৃত সত্তা বিকশিত হতে পারে ; এবং মানুষের প্রকৃত শক্তিকে বিভিন্ন ব্যক্তির শক্তির মাপে না মেপে সমাজের শক্তির মাপেই মাপতে হবে।

ফরাসী বস্তুবাদীদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে প্রাচীন তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই এইসব এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রায় হুবহু একই কথা শুনতে পাওয়া যায়।...

ফুরিয়ের[56] সরাসরি ফরাসী বস্তুবাদীদের কথা থেকেই শুরু করেন। বাবুফ্-পন্থীরা[57] অবশ্যই স্থূল এবং বর্বর বস্তুবাদী ছিলেন ; কিন্তু উন্নত সাম্যবাদও ফরাসী বস্তুবাদেরই সাক্ষাৎ পরিণাম। হেলভেসিয়াস[58] ফরাসী বস্তুবাদের যে-রূপ দিয়েছিলেন সেই রূপেই বস্তুবাদ তার জন্মভূমি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করলো : হেলভেসিয়াস-এর নীতি-বিদ্যা অনুসারেই স্বার্থের সঠিক বোধকেই বেনথাম[59] তাঁর নীতিবিদ্যার মূলসূত্র হিসেবে

গ্রহণ করেন এবং বেনথামের মূলসূত্র অনুসারেই ওয়েন[60] ইংলণ্ডে সাম্যবাদের গোড়াপত্তন করেন। ফরাসী দেশের মানুষ ক্যাবে[61] ইংলণ্ডে নির্বাসিত হন, এবং সেখানে সাম্যবাদী ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করে সাম্যবাদের সবচেয়ে জনপ্রিয়—যদিও হয়তো সবচেয়ে পল্লবগ্রাহী—প্রচারকে পরিণত হন। ওয়েন-এর মতো তুলনায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ফরাসী প্রতিনিধি দেজামি[62], গে[63], প্রভৃতিও বস্তুবাদের শিক্ষাকেই প্রকৃত মানবতার শিক্ষা এবং সাম্যবাদের যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি হিসেবে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যান।...ফরাসী দর্শনের অতি-আধুনিক ইতিহাসে ফরাসী বস্তুবাদের সঙ্গে দেকার্ত এবং লক-এর সম্পর্ক এবং সপ্তদশ শতকের অধিবিদ্যার প্রতি অষ্টাদশ শতকের দর্শনের বিরোধিতা খুঁটিয়ে আলোচনা করা হয়।... কিন্তু অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদের সঙ্গে উনবিংশ শতকের ইংরেজী ও ফরাসী সাম্যবাদের বিশদ আলোচনা এখনো বাকি আছে।[64]

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ১৮৪৪ সাল থেকেই মার্কস একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়া-শ্রেণীর মতাদর্শগত হাতিয়ার হিসেবে রচিত হলেও, ফরাসী বস্তুবাদের বৈপ্লবিক প্রতিশ্রুতি নিছক বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণেই পরিসমাপ্ত নয়; এই প্রতিশ্রুতির অনিবার্য পরিণতি হলো সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদ। অতএব উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর বৈপ্লবিক কীর্তিটি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে মার্কস-বাদে উপনীত হবার প্রশ্ন ওঠে না। বুর্জোয়াশ্রেণী এককালে যে-বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছে এবং তারই অঙ্গ হিসেবে যে-মতাদর্শ গড়ে তুলেছে তারই প্রকৃত উত্তরাধিকারের কথা বাদ দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন বুঝতে যাওয়া মারাত্মক ভুল ছাড়া কিছু নয়। আমরা কিছু পরে এই বিষয়টির আরো বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করবো। আপাতত লেনিনের প্রকৃত শিক্ষা বোঝবার জন্যে মার্কস-এঙ্গেলস সম্মত মার্কসবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাক।

শুধু অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বস্তুবাদ প্রসঙ্গে নয়, শুধু ফয়েরবাখ প্রমুখ মার্কস-এঙ্গেলসের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বস্তুবাদীদের প্রসঙ্গেও নয়—এমনকি সুপ্রাচীনকালের বস্তুবাদের প্রতিও মার্কস-এঙ্গেলস নিছক নেতি-বাচক মনোভাব গ্রহণ করেন নি। সুপ্রাচীনকালের বস্তুবাদ অবশ্যই দার্শনিক মত হিসাবে নেহাতই দুর্বল, কেননা মানুষের জ্ঞানের সম্বল বলতে তখন যৎসামান্যই। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য এই দৈন্য সত্ত্বেও প্রাচীন গ্রীসের বস্তুবাদী দর্শন মার্কস-এঙ্গেলসের কাছে উপেক্ষণীয় নয়, কেননা এই

দর্শনই বস্তুবাদের স্থায়ী ভিত্তি স্থাপন করে এবং সেই ভিত্তির উপরই গড়ে ওঠে পরবর্তীকালের উন্নত বস্তুবাদী দর্শন। তাই এঙ্গেলসের রচনায় প্রাচীন গ্রীক বস্তুবাদ প্রসঙ্গেও উৎসাহের অভাব নেই, যদিও অবশ্যই তিনি সেই বস্তুবাদের দৈন্য ও দুর্বলতার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভোলেন নি। এখানে এই বিষয়ে তাঁর শুধুমাত্র একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করবো, কেননা এই মন্তব্য অনুসরণ করে আধুনিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন বস্তুবাদের তাৎপর্য বোঝা সহজ হবে। প্রাচীন গ্রীক দর্শন প্রসঙ্গে এঙ্গেলস বলছেন।

"সুপ্রাচীনকালের দর্শন ছিল আদিম ও স্বাভাবিক বস্তুবাদ। ফলে তার পক্ষে চিন্তা ও ভূতপদার্থের প্রকৃত সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু এই প্রশ্নের স্পষ্টতর উত্তর পাবার তাগিদ থেকে দেহাতিরিক্ত আত্মা সংক্রান্ত মতের উদ্ভব হয়, তারপর ওই আত্মার অমরত্ব সংক্রান্ত মতের এবং শেষ পর্যন্ত একেশ্বরবাদের উদ্ভব হয়। অতএব ভাববাদের মধ্যে প্রাচীন বস্তুবাদের অভাব বা নেতিকরণ[65] ঘটে। কিন্তু দর্শনের আরো উন্নতির ফলে ভাববাদও আর গ্রাহ্য হতে পারে না, ফলে আধুনিক বস্তুবাদের মধ্যে তার অভাব বা নেতিকরণ হয়।··· অভাবের অভাব বা নেতিকরণের নেতিকরণ হিসাবে এই আধুনিক বস্তুবাদ কিন্তু পুরানো বস্তুবাদেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়, তার বদলে ওই পুরানো বস্তুবাদের স্থায়ী ভিত্তিতে যোগ দেয় দু-হাজার বছরের দর্শন ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিকাশ থেকে পাওয়া চিন্তার বিষয়বস্তু এবং এই দুহাজার বছরের ঐতিহাসিক বিকাশের অভিজ্ঞতাও।"[66]

এখানে শুধু একটি ছোট প্রশ্ন তোলা দরকার। "পুরানো বস্তুবাদের স্থায়ী ভিত্তি" বলতে এঙ্গেলস কী বোঝাতে চেয়েছেন? এমনকি সুপ্রাচীনকালের বস্তুবাদকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে যাঁরা আধুনিক বস্তুবাদের—মার্কসীয় বস্তুবাদের—কোন সংস্করণ রচনা করতে চান, তাঁদের কাছে এঙ্গেলসের বক্তব্যটা প্রায় অর্থহীন শোনাবে। কিন্তু প্রকৃত মার্কসবাদীর কাছে তা নয়। কেননা, বস্তুবাদ বাদ দিয়ে মার্কসীয় বস্তুবাদের কথা—ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের কথা—অবান্তর হতে বাধ্য। তাই সমগ্র দর্শনের ইতিহাসে যেখানেই বস্তুবাদের সমর্থন, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা কখনোই অবজ্ঞার বিষয় হতে পারে না। কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে পুরানো কালের বস্তুবাদের দ্বিধা-দুর্বলতা বা জ্ঞানের দৈন্য সম্বন্ধে মার্কসবাদী উদাসীন থাকবেন! পক্ষান্তরে, মার্কসবাদীর উদ্দেশ্য হলো বস্তুবাদকে অনেক উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু বস্তুবাদ মাত্রকেই অবজ্ঞা করে বস্তুবাদকে উন্নত স্তরে নিয়ে

যাবার প্রশ্ন ওঠে না। এঙ্গেলস তাই এমনকি সুপ্রাচীনকালের বস্তুবাদকেও সম্পূর্ণভাবে বর্জন করার কথা বলছেন না। পক্ষান্তরে তাঁর বিচারে বস্তুবাদের স্থায়ী ভিত্তি স্থাপনে এই বস্তুবাদের অবদানও অবশ্য স্বীকার্য। সুপ্রাচীন গ্রীক বস্তুবাদের বেলায় যদি এই কথা হয় তাহলে তুলনায় ঢের বেশি উন্নত অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বস্তুবাদকে একেবারে উড়িয়ে দেবার প্রস্তাবটা আর যাই হোক মার্কসবাদ নয়—শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন নয়। পক্ষান্তরে, আমরা একটু আগেই দেখলাম, মার্কসের নিজের বিচারে এই বস্তুবাদের অনিবার্য পরিণতি হলো আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদ।

৯। সাধারণভাবে মানব-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্ন ও লেনিন

"বুর্জোয়া লেনিন"বাদটি যতই আজগুবী হোক না কেন, তারই আলোচনায় আমরা একটি বিষয়ে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ধারণার দিকে অগ্রসর হতে পারি। বিষয়টি হল : মার্কসবাদ কী এবং কী নয়? কেননা, "মার্কসবাদ কী নয়"—এই কথাটি ভালো করে বুঝতে পারলে, "মার্কসবাদ সত্যিই কী"—এই বিষয়েও ধারণা সুস্পষ্ট হয়।

"মার্কসবাদ কী নয়"—তারই একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন হলো, অতি-বিপ্লবী আস্ফালন। এই জাতীয় আস্ফালনের ফলে শ্রমিকশ্রেণীকে মানব-সংস্কৃতির অতীত কীর্তি প্রসঙ্গে একটা নিছক নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে বলা হয়। অতি-আধুনিককালেও এ জাতীয় প্রস্তাবের নমুনা দেখা যায়, এবং যেটা খুবই আশ্চর্যের কথা, এ জাতীয় প্রস্তাবকে এমনকি লেনিনের প্রকৃত শিক্ষা বলে ঘোষণা করার দাবিও শোনা গিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত বিপ্লবী ছিলেন বলেই লেনিনের পক্ষে অতি-বিপ্লবী আস্ফালনের প্রতি কোন মোহ ছিল না ; শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় অবিচল ছিলেন বলেই শ্রমিকশ্রেণীকে মানব-সংস্কৃতির কোনো সুস্থ কীর্তি থেকে বঞ্চিত করার প্রস্তাব তাঁর পক্ষে অসম্ভব। পক্ষান্তরে তাঁর বিচারে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীই সমগ্র মানব-সংস্কৃতির প্রকৃত সুস্থ কীর্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। অতএব তাঁর কাছে মার্কসবাদ কোনো একরকম আকস্মিক আবিষ্কার নয়, পূর্বগামী চিন্তানায়কদের মূল প্রয়াসের যুক্তিসঙ্গত ও ভ্রান্তিবর্জিত পরিণতি। কিংবা যা একই কথা, পূর্ববর্তী চিন্তানায়কদের সুস্থ কীর্তি একেবারে নাকচ করে মার্কস-এঙ্গেলস মার্কসবাদের মূলসূত্র রচনা করেন নি। এই কীর্তিকেই আরো উন্নত, আরো মার্জিত, আরো সুসম্পূর্ণ রূপ দেবার প্রয়াস থেকেই তাঁরা মার্কসবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এ বিষয়ে আমরা লেনিনের কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করবো।

১৯১৩ সালে "মার্কসবাদের তিনটি উৎস ও তিনটি অঙ্গ" শীর্ষক নিবন্ধে লেনিন বলছেন,

"দর্শনের ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবেই দেখা যায় যে গোঁড়া ও শিলীভূত অর্থে—এবং বিশ্ব সভ্যতা বিকাশের রাজপথ থেকে বাইরে কোথাও উদ্ভূত অর্থে—মার্কসবাদের মধ্যে 'সাম্প্রদায়িক-সংকীর্ণতা'[67] সূচক কিছুই নেই। পক্ষান্তরে, মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী চিন্তাশীলেরা যে-সব প্রশ্ন ইতিপূর্বেই উত্থাপন করেছিলেন সেইগুলিরই প্রকৃত উত্তর নির্ণয়ে মার্কসের প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয়। দর্শন, অর্থশাস্ত্র ও সমাজতন্ত্রবাদের মহাচার্যদের শিক্ষার সরাসরি এবং ধারাবাহিক প্রসার হিসাবেই তাঁর মতবাদ রূপায়িত হয়েছিল।"[68]

১৯২০ সালে তরুণ রুশ কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্যে একটি বক্তৃতায়[69] মানব-সংস্কৃতির প্রকৃত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নটি লেনিন বিস্তৃতভাবেই বিচার করেছিলেন। অবশ্যই এই সংস্কৃতির স্বরূপ আগাগোড়াই একরকমের নয়। তার অনেক উপাদানই সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী, পরশ্রমজীবীদের স্বার্থ সংরক্ষণে রচিত। মানব-সংস্কৃতির এই জাতীয় উপাদানের প্রতি লেনিনের মনোভাব স্বভাবতই কঠিন ও নির্মম। কঠোর ভাষাতেই তিনি এগুলি বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি দেখাচ্ছেন যে শুধু কমিউনিস্ট বুলি কপচে সাধারণভাবে মানব-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার অগ্রাহ্য করে ভুঁইফোড় বিপ্লবী সাজবার প্রয়াসটাও কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে যেখানে যেটুকু সুস্থ অবদান তা সংরক্ষণের প্রয়াস ছাড়া প্রকৃত কমিউনিজম গড়ে তোলা অসম্ভব। তাই, এই সুস্থ উপাদানগুলির কথা যাঁরা ভুলে যান, বা এগুলির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে যাঁরা নিছক কমিউনিস্ট সিদ্ধান্ত নিয়ে বড়াই করেন—তাঁদের বিরুদ্ধেও লেনিনের মন্তব্য কম কঠোর নয়। সংক্ষেপে, সমগ্র মানব-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে-উপাদানগুলি শ্রেণী-শোষণের সহায়ক সেগুলিকে যেমন নির্মমভাবে বর্জন করতে হবে, তেমনি নির্ভীকভাবে রক্ষা করতে হবে সংস্কৃতি-ইতিহাসের মধ্যে যেটুকু সুস্থ, যেটুকু সত্য, যেটুকু সাধারণভাবে মানব-সংস্কৃতির প্রকৃত সম্পদ।

মানব-সংস্কৃতির প্রকৃত উত্তরাধিকার নিয়ে আজকের দিনে আমাদের দেশের মার্কসবাদী মহলেও নানা বিতর্ক শোনা যায়। এই প্রসঙ্গে লেনিনের আলোচ্য বক্তৃতার পুরোটাই প্রত্যেক মার্কসবাদীর পক্ষে অবশ্য পাঠ্য। দুঃখের বিষয়, এখানে বক্তৃতাটির অংশমাত্র উদ্ধৃত করার সুযোগ হবে। লেনিন বলছেন,

"কাজ বাদ দিয়ে এবং সংগ্রাম বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কমিউনিস্ট প্রচারপুস্তিকা এবং গ্রন্থাদি থেকে সংগৃহীত নিছক পুঁথিগত জ্ঞানটা একেবারেই অকেজো, কেননা তার ফলে তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে পুরানো ব্যবধানটাই টিকে থাকবে—এই পুরানো ব্যবধানটাই পুরানো বুর্জোয়া সমাজের ক্ষতিকর দিক।

"কিন্তু তার চেয়ে বড় বিপদ বলতে নিছক কমিউনিস্ট স্লোগান আয়ত্তের চেষ্টা। এই বিপদের কথা আমরা যদি সময়ে না বুঝে থাকি এবং এই বিপদ এড়াবার জন্যে আমরা যদি সমস্ত চেষ্টার প্রয়োগ না করি, তাহলে শুধু এইভাবে কমিউনিজম শিখে পাঁচ লাখ বা দশ লাখ তরুণ তরুণী কমিউনিজমের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুবই ক্ষুন্ন করবে।

"প্রশ্ন উঠবে : কমিউনিজম শিক্ষার সঙ্গে এইসব কথা কীভাবে মেলানো হবে? সাবেক স্কুল ও সাবেক ধরনের বিজ্ঞান থেকে আমরা কী গ্রহণ করবো? সাবেক ধরনের স্কুলের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল সামগ্রিক অর্থে শিক্ষা দিয়ে মানুষ তৈরি করা, সাধারণভাবে বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া। আমরা জানি, এটা একেবারে বাজে কথা, কেননা পুরো সমাজটাই মানুষের শ্রেণীবিভাগের উপর—নির্যাতক ও নির্যাতিতর মধ্যে বিভাগের উপর—প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রেণীবিভাগ সংরক্ষণেরই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। শ্রেণীস্বার্থ প্রণোদিত বলেই সাবেক স্কুল শুধু বুর্জোয়াশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিত।... এবং তাদের এমন শিক্ষা দিত যার ফলে তারা বুর্জোয়াশ্রেণীরই গোলাম হয়ে থাকে—এই শ্রেণীটির শান্তি ও অবসরভোগ বিঘ্নিত না করে তার মুনাফা সৃষ্টি করতে পারে। এই কারণেই সাবেক ধরনের স্কুল বর্জন করে আমরা তা থেকে শুধুমাত্র সেইটুকুই গ্রহণ করতে চেয়েছি যেটুকু প্রকৃত কমিউনিস্ট শিক্ষার পক্ষে প্রয়োজন।

"এই থেকে আর একটি বিষয়ে অগ্রসর হওয়া যাক : সাবেক স্কুলের বিরুদ্ধে আমরা সারাক্ষণ যে-নিন্দা ও অপবাদ শুনছি তা কিন্তু আমাদের একেবারে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে চায়। অনেকে বলেন, সাবেক স্কুল শুধু পুঁথিগত বিদ্যার স্কুল—সেখানে শুধু অবিরাম অনুশীলন ও অবিরাম উৎপীড়ন। কথাটা ঠিক ; তবুও সাবেক স্কুলের সত্যিই যেটা মন্দ তার সঙ্গে সত্যিই যেটা উপকারী—দুই-এর মধ্যে পার্থক্য করতে হবে, এবং তা থেকেই বেছে নিতে হবে কমিউনিজমের পক্ষে সত্যিই কী প্রয়োজন।

"সাবেক স্কুলে শুধু পুঁথিগত বিদ্যার আয়োজন ; সেখানে ছাত্রদের একগাদা অকেজো, অবান্তর ও বন্ধ্যা জ্ঞান গেলানো হয়, ফলে তাদের মাথায় হট্টগোলের ভিড় জমিয়ে তরুণদের শুধু আমলাতন্ত্রের ছাঁচে ঢালবার আয়োজন করা হয়। কিন্তু তাই বলে তোমরা যদি সিদ্ধান্ত করতে চাও যে মানবজাতি যে-জ্ঞানের ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছে তা আয়ত্ত না-করেও কেউ কমিউনিস্ট হতে পারে, তাহলে তোমরা একটা দারুণ ভুল করে

বসবে। কমিউনিজম আসলে যে সামগ্রিক জ্ঞানের পরিণাম তা আয়ত্ত না-করে শুধু কমিউনিস্ট স্লোগান এবং কমিউনিস্ট বিজ্ঞানের শুধু সিদ্ধান্তগুলি শেখাই যথেষ্ট—একথা ভাবা ভুল; কমিউনিজম যে সামগ্রিক অর্থে মানবজ্ঞান থেকে উৎপন্ন তারই নিদর্শন হল মার্কসবাদ।

"তোমরা পড়েছো এবং শুনেছো যে কমিউনিস্ট মতবাদ—অর্থাৎ, প্রধানতই মার্কসের সৃষ্টি কমিউনিজম বিজ্ঞান বা মার্কসবাদ—এখন আর ঊনবিংশ শতকের শুধু একজন সমাজতন্ত্রবাদীর কাজ হয়ে নেই, যদিও তাঁর প্রতিভা ছিলো অসামান্যই; এই কমিউনিস্ট মতবাদ আজ সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ কোটি প্রলেতারীয়র মতবাদে পরিণত হয়েছে এবং ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা এই মতবাদ প্রয়োগ করছে। তোমরা যদি প্রশ্ন তোলো, মার্কসের শিক্ষা কী করে সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণীর লক্ষ কোটি মানুষের হৃদয় জয় করলো, তাহলে তোমাদের পক্ষে শুধু একটি উত্তর পাওয়াই সম্ভব: তার কারণ হলো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্জিত জ্ঞানের মজবুত ভিত্তির উপরই মার্কস তাঁর মতবাদ গড়েছিলেন। সমাজ বিবর্তনের নিয়ম অধ্যয়ন করে মার্কস দেখলেন, ধনতন্ত্র থেকে কমিউনিজম-এর উদ্ভব অনিবার্যই। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, ধনতান্ত্রিক সমাজের নিখুঁত, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও গভীর বিচার থেকেই এবং পূর্ববর্তী বিজ্ঞানের সমস্ত অবদান সম্পূর্ণ-হৃদয়ঙ্গম করেই মার্কস এই বিষয়টি প্রমাণ করেন। মানুষের সমাজ ইতিপূর্বে যা-কিছু সৃষ্টি করেছে তার কোনো ক্ষুদ্র অংশও বাদ না-দিয়ে তিনি ঐ সৃষ্টির পুরোটিকেই বিচারমূলকভাবে নবরূপ দান করেন। মানুষের চিন্তা ইতিপূর্বে যা কিছু সৃষ্টি করেছে তার সবটাই তিনি পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিচার করেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যাচিয়ে দেখেন। অতএব তা থেকেই তিনি এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হন যাতে বুর্জোয়া সংকীর্ণতা ও বুর্জোয়া সংস্কারের প্রভাবে আগে কেউই উপনীত হতে পারেন নি।

"প্রলেতারীয় সংস্কৃতি প্রভৃতির কথা যখন বলি তখন আমাদের পক্ষে এই সব কথা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। এই সমস্যার কোনো সমাধানই আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, যদি না আমরা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করি যে সমগ্র মানবজাতির বিকাশের ফলে যে-সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে তারই নির্ভুল জ্ঞান ও পরিণাম থেকে আমাদের পক্ষে প্রলেতারীয় সংস্কৃতি সৃষ্টি করা সম্ভব। ফাঁকা হাওয়ায় তা দিয়ে প্রলেতারীয় সংস্কৃতি ফোটানো যায় না; যাঁরা প্রলেতারীয় সংস্কৃতিতে বিশেষজ্ঞ বলে নিজেদের জাহির করেন এই সংস্কৃতি তাঁদের আবিষ্কার নয়। ওই সব একেবারে বাজে কথা। ধনতান্ত্রিক, ভূস্বামীভিত্তিক এবং আমলাতান্ত্রিক সমাজের জোয়ালে আবদ্ধ অবস্থাতেও মানবজাতি যে-জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তুলেছে তারই যথার্থ পরিণাম হলো প্রলেতারীয় সংস্কৃতি। মার্কস যেমন অর্থশাস্ত্রকে ঢেলে সাজিয়ে আমাদের দেখিয়েছেন মানবসমাজ কোথায় যেতে বাধ্য, শ্রেণী-সংগ্রামের পথটা আসলে কী এবং প্রলেতারীয় বিপ্লবের সূচনা কোথায়, ঠিক তেমনিভাবেই [সাধারণভাবে মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডারের] ওই সমস্ত পথই আমাদের প্রলেতারীয় সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং এগিয়ে নিয়ে যাবে।"70

তাহলে সমস্ত অতীত সংস্কৃতি এবং অতীত দর্শনকে একেবারে বরবাদ করে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতি এবং শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন নিয়ে লম্বা চওড়া কথা বলাটা যতো সহজ, প্রকৃত শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতি ও প্রকৃত শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন গড়ে তোলবার আসল কাজটা তত সহজ নয়। এই কাজের জন্যে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, এবং সে-দায়িত্ব বড়ো কম নয়। এই দায়িত্ব বলতে প্রথমত বিচার করতে হবে অতীতের দর্শনে—তথা সাধারণভাবে অতীত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে—কোথায় কতোটুকু সত্যের পরিচয় এবং কোথায় কীভাবে প্রতারণার বা বঞ্চনার আয়োজন। দ্বিতীয়ত, যেখানে যেটুকু প্রতারণার আয়োজন তার বিরুদ্ধে যেমন দুর্বার সংগ্রাম তেমনি যেখানে যেটুকু সত্যের ইঙ্গিত তারই সংরক্ষণে অবিচল প্রতিজ্ঞা। অবশ্য শুধু সংরক্ষণই নয়, অতীতের ইতিহাসে সত্যের সমস্ত ইঙ্গিতকে পূর্ণতর বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই হলো লেনিনের শিক্ষা : বিপ্লবের একদিকে যেমন ধ্বংস অপরদিকে তেমনি সৃষ্টি, এবং অতীত মানবকীর্তির মধ্যে যেখানে যেটুকু সুস্থ তারই সংরক্ষণ ও সৃজনশীল বিকাশ বাদ দিয়ে এই সৃষ্টির দিকটি বোঝা সম্ভব নয়।

সীমিত অর্থে দর্শনের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। লেনিনের "দার্শনিক নোটবই" থেকে অনুমান হয়, প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ইয়োরোপীয় দর্শনের ইতিহাসটি তিনি কীভাবে পর্যালোচনার আয়োজন করছিলেন। "দার্শনিক নোটবই"-এর আগাগোড়া যে-সব সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে ভরা তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, তাঁর পরিচিত প্রতিটি দার্শনিক মতবাদের কতোটুকু গ্রহণযোগ্য এবং কতোটুকু বর্জনীয়—এবিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছিলেন। এইভাবে সমগ্র ইয়োরোপীয় দর্শনের মূল্যায়ন করে তিনি যে-নতুন দার্শনিক গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্যে এই নোটবইগুলিতে তথ্যাদি সংকলন ও তার উপর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করছিলেন সেটির কাজ অসমাপ্ত রেখেই তিনি মারা যান। কিন্তু তাঁর মন্তব্যগুলি থেকে তাঁর চিন্তার প্রবণতাটি অনুমান করা কঠিন নয়। এবং আমাদের বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রবণতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, তুলনায় বিভিন্ন অনুন্নত সমাজব্যবস্থাতে অতীত কালে দার্শনিকেরা বাস্তব সত্যের সন্ধানে যতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছিলেন সেটুকুর প্রতি কোনো রকম তাচ্ছিল্য বা ঔদাসীন্যের পরিবর্তে সুস্পষ্ট উৎসাহই।

এই অসমাপ্ত গ্রন্থটির সাক্ষ্য ছাড়াও আমাদের সামনে রয়েছে লেনিনের পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক গ্রন্থ "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" ; ১৯২০ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বোঝা যায় মৃত্যুর চার বছর আগেও লেনিন এই গ্রন্থে অভিব্যক্ত মতামতের কোনো মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেননি। তাছাড়াও আমাদের সামনে রয়েছে ১৯২২ সালে লেখা তাঁর শেষ পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক নিবন্ধ—"সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য"।

লেনিনের এই দুই রচনা থেকে সাধারণভাবে অতীতকালের দর্শনের প্রতি এবং বিশেষ করে উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর বৈপ্লবিক দার্শনিক কীর্তির প্রতি তাঁর প্রকৃত মনোভাব বোঝবার জন্য মাত্র দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে বর্তমান আলোচনা শেষ করবো।

"বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এ লেনিন বলছেন :

"বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে যে-সংঘর্ষ, দর্শনের ক্ষেত্রে প্লেটো এবং ডেমোক্রাইটাসের[71] মধ্যে যে-সংঘর্ষ, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে-সংঘর্ষ, অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে বিশ্বাসী এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে যে-সংঘর্ষ—তা কি দর্শনের বিকাশের দু-হাজার বছরে সত্যিই প্রাচীনতার নিদর্শনমাত্রে পরিণত হয়েছে?"[72]

লেনিনের বিচারে অবশ্যই তা হয়নি এবং হওয়া সম্ভবও নয়। কেননা সমগ্র দর্শনের ইতিহাসে সবচেয়ে মূল মতদ্বন্দ্ব বলতে এই সংঘর্ষই। অতএব এই সংঘর্ষের ক্ষেত্রে বস্তুবাদের সমর্থনে এমনকি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রাইটাসের অবদানটুকু আধুনিক বস্তুবাদীর কাছে উপেক্ষণীয় হতে পারে না ; বস্তুবাদের স্থায়ী ভিত্তি রচনার ব্যাপারে এজাতীয় অবদানের গুরুত্বও অবশ্য-স্বীকার্য।

"সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে" নিবন্ধটিতে লেনিন বলছেন :

"অষ্টাদশ শতকের বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে—অর্থাৎ যে-যুগে এই শ্রেণী বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছে তার সঙ্গে—মৈত্রীবন্ধন পরিহার করা মার্কসবাদ এবং বস্তুবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক হবে।"[73]

অবশ্যই পরবর্তীকালের বুর্জোয়াশ্রেণী ওই উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর বৈপ্লবিক দার্শনিক কীর্তির সামনেই আতঙ্কিত। অতএব ওই কীর্তিকে প্রতিরোধ করাই পরবর্তীকালের ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রধান প্রয়োজন। এই প্রয়োজনেই রকমারি নব্য পরিভাষার আড়ালে পুরোনো ভাববাদেরই পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস। অতএব লেনিনের পক্ষ থেকেও ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া-শ্রেণীর এজাতীয় মতাদর্শগত কৌশলটিকে ছিন্নভিন্ন করার আয়োজন। অন্যান্য হাতিয়ারের মধ্যে তারই একটি হাতিয়ার হলো উদীয়মান বুর্জোয়া-শ্রেণীরই বৈপ্লবিক দার্শনিক কীর্তি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বুর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শগত ভূমিকা : ডায়লেকটিকস

১। দর্শন ও ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়াশ্রেণী

লেনিনের প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এর প্রকৃত সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য স্পষ্টভাবে বোঝবার জন্যে গত পরিচ্ছেদের শেষ কথাটি আরো একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা দরকার।

উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর বৈপ্লবিক দার্শনিক অবদানটি অবজ্ঞা করা লেনিনের বিচারে অবশ্যই মারাত্মক ভুল ; কিন্তু তাঁর প্রধান দার্শনিক গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু হলো পরবর্তীকালের ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়াশ্রেণীরই দার্শনিক কলা-কৌশলের বিরুদ্ধে একেবারে সম্মুখ সমর। তার কারণ, ইতিমধ্যে বুর্জোয়া-শ্রেণীর দার্শনিক প্রয়োজনটিই বিপরীতে পর্যবসিত হয়েছে ; কেননা এই বুর্জোয়াশ্রেণীর আর কোনো বৈপ্লবিক ভূমিকা তো দূরের কথা, পরবর্তীকালের ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়াশ্রেণীই বা তার শ্রেণীস্বার্থই মানব-অগ্রগতির চরম প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এককালে--বিশেষত অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বুর্জোয়া দার্শনিকেরা—বিজ্ঞান ও বস্তুবাদের সমর্থনে নির্ভীক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কেননা সে-সময়ে বুর্জোয়া বিপ্লবের মতাদর্শগত চাহিদা হিসেবে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ ছিল অপরিহার্য। কিন্তু, পরবর্তীকালে এই মতাদর্শের উত্তরাধিকারী বলতে আর বুর্জোয়াশ্রেণী নয়। পক্ষান্তরে শ্রমিকশ্রেণী বস্তুবাদী দর্শনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসেবে দর্শনটিকে অনেক উন্নত পর্যায়ে উপনীত করে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে তার সংগ্রামের প্রধান মতাদর্শগত হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার আশায় বুর্জোয়াশ্রেণী বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিরোধে ধর্মবিশ্বাসের পুনরুজ্জীবনে ব্যস্ত—যদিও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামে বুর্জোয়াশ্রেণীই ওই ধর্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করতে বাধ্য হয়েছিলো, কেননা, এঙ্গেলস্ যেমন বলছেন, সামন্ততন্ত্রের

প্রধান আন্তর্জাতিক ঘাঁটি তখন রোমান ক্যাথলিক চার্চ (বা রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টধর্মের সংগঠন)। কিন্তু ধর্মসংস্কারমুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত সংগ্রাম যতই দুর্বার হয়ে উঠেছে, বুর্জোয়াশ্রেণী ততই আগেকার বেপরোয়া ধর্মবিধ্বংসনের পরিণাম দেখে আতঙ্কে যেন দিশেহারা বোধ করেছে। এই অবস্থায় মতাদর্শের দিক থেকে তার পক্ষে বাঁচবার প্রধান আশা বলতে কোনো রকম নতুন কৌশলে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসেরই পুনঃপ্রচার, কেননা যুগের পর যুগ ধরে দেখা গিয়েছে যে জনসাধারণকে তাঁবে রাখার এক চমৎকার কৌশল বলতে ধর্মবিশ্বাস। তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে পাইক-পেয়াদা সেপাই-সান্ত্রীর প্রয়োজন নেই ; কিন্তু এদের কাজ অনেক সুগম ও সহজসাধ্য হয় পাদ্রি-পুরোহিতের প্রচারে মানুষ যদি ইহকালের দাবি ভুলে পরকালের ও পরলোকের স্বপ্নে আপনিই মাথা নোয়াতে শেখে। তাই পরবর্তীকালের ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে সংস্কারমুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম প্রতিরোধে ধর্মবিশ্বাসের পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে ধর্মবিশ্বাসের পুরোনো বা মামুলী সংস্করণটিই পর্যাপ্ত হতে পারে না, কেননা উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীই তাকে বহুলাংশে নস্যাৎ করেছে। অতএব আধুনিক কালের নতুন পরিস্থিতিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর দাক্ষিণ্য-নির্ভর বা বুর্জোয়া দার্শনিকদের পক্ষে প্রয়োজন হয়েছে কোনো এক অভিনব রূপে এবং সংগোপনে ধর্মবিশ্বাসের ন্যূনতম শর্তটির সংরক্ষণ। লেনিনের বিচারে ভাববাদী দর্শনের নব্য সংস্করণটি এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এবং এই কারণেই তাঁর "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো নব্য ভাববাদের মুখোশটা খুলে দিয়ে তার প্রকৃত সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকাটি অনাবৃত করা (এবং অবশ্যই ভাববাদী দর্শনের অন্তঃশূন্যতা প্রদর্শন করা)।

অর্থাৎ, সংক্ষেপে, পজিটিভিজম প্রভৃতি রকমারি অভিনব পরিভাষায় প্রচারিত হলেও লেনিন দেখান এই তথাকথিত মতটির দার্শনিক সারাংশ বলতে পুরোনো ভাববাদ ছাড়া আর কিছু নয়। দ্বিতীয়ত তিনি দেখান, পুরানো ভাববাদ প্রচারের এই নতুন উদ্যমটির পিছনে আসল চেষ্টাটা হলো শ্রমিক অভ্যুত্থানের প্রতিরোধে ধর্মবিশ্বাসেরই পুনরুজ্জীবন। অতএব "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" গ্রন্থে লেনিন প্রচ্ছন্ন ধর্মবিশ্বাসের সহায়ক আধুনিক-কালের প্রচ্ছন্ন ভাববাদী দর্শনটি খণ্ডন করেছেন এবং এই খণ্ডনের কাজে উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর দার্শনিক কীর্তিটিকেও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। লেনিনের গ্রন্থটি বোঝবার পক্ষে তাই বুর্জোয়াশ্রেণীরই দার্শনিক প্রয়োজনের রদবদলটা ভালো করে দেখা দরকার।

২। ভাববাদের অন্তরালে ধর্মবিশ্বাস

"বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এর উপসংহারে লেনিন বলছেন :

"প্রত্যক্ষ-বিচারবাদের জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে কূটকচালের পিছনে [দুটি] দার্শনিক শিবিরের মধ্যে সংগ্রামটা অবশ্যই নজর করতে হবে ; এই সংগ্রামের মধ্যেই প্রতিফলিত হয় আধুনিক সমাজের দুটি বিরুদ্ধ শ্রেণীর প্রয়াস ও মতাদর্শ। দুহাজার বছর আগেকার দর্শনের মতোই সাম্প্রতিক দর্শনও সমান শ্রেণীস্বার্থ-প্রণোদিত[2]। দুটি শিবির বলতে মূলতই বস্তুবাদ ও ভাববাদ—এই কথাটা পণ্ডিতম্মন্য নব্য পরিভাষার হাতুড়েপনা বা দুর্বলচিত্ত নৈর্ব্যক্তিকতার ভান দেখিয়ে গোপন করবার চেষ্টা সত্ত্বেও তাই। দ্বিতীয়টি [অর্থাৎ ভাববাদ] ফিডিজম[3] বা বিশ্বাসবাদেরই এক সূক্ষ্ম ও সংস্কৃত রূপ ছাড়া আর কিছু নয় ; এই বিশ্বাসবাদ আজ পূর্ণ সমরসজ্জায় সজ্জিত, তার আয়ত্তে আছে বিরাট বিরাট সংগঠন, এবং দার্শনিক চিন্তার সামান্যতম দুর্বলতাকেও নিজের কাজে লাগিয়ে তা জনগণের উপর অবিচল প্রভাব বিস্তারের আয়োজন করে। প্রত্যক্ষ-বিচারবাদের বাস্তব শ্রেণীগত ভূমিকা বলতে বিশ্বাসবাদীদেরই সাধারণভাবে বস্তুবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং বিশেষ করে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশ্বস্ত সেবা ছাড়া আর কিছু নয়।"[4]

মন্তব্যটি বোঝার জন্যে প্রথমে "ফিডিস্ট" বা বিশ্বাসবাদী শব্দটির তাৎপর্য দেখা যাক। লেনিন বলছেন, "বুদ্ধির চেয়ে যাঁরা বিশ্বাসকে বড়ো করেন ফরাসী দেশে তাঁদের বিশ্বাসবাদী বলে।"[5] "যে-মতে জ্ঞানের প্রতিকল্প বলতে বিশ্বাস, বা যে-মতে সাধারণভাবে বিশ্বাসের তাৎপর্যটা দেখানো হয় তাই-ই হলো বিশ্বাসবাদ।"[6] রাশিয়ায় যখন "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" বইটি ছাপা হয়, লেনিন তখন নির্বাসনে ; তাঁর বোন বইটির মুদ্রণকাজ দেখছিলেন। নির্বাসন থেকে বইটির প্রকাশনা প্রসঙ্গে লেনিন তাঁর বোনের কাছে যে-নির্দেশ পাঠাতেন তা থেকে আমরা জেনেছি, লেনিনের পক্ষে রাষ্ট্র-সম্মত ধর্মবিশ্বাস শব্দের বদলে এই শব্দটি ব্যবহারের একটা উদ্দেশ্য ছিল জার সরকারের নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে যাওয়া।[7] অবশ্য আমরা পরে দেখবো, বিশ্বাসবাদ শব্দটি ব্যবহারের পিছনে একটা দার্শনিক যুক্তি থাকাও সম্ভব। মোটের উপর মনে রাখা দরকার, প্রধানত সংগঠিত ধর্মবিশ্বাস অর্থেই লেনিন এখানে

বিশ্বাসবাদ শব্দ ব্যবহার করেছেন। একই অর্থে লেনিন অনেক সময় ক্লেরিক্যালিজম[৪] বা যাজকবাদ শব্দও ব্যবহার করছেন।

তাহলে, লেনিনের উপরোদ্ধৃত মন্তব্যের তাৎপর্য এই যে দার্শনিক ভাববাদ আসলে ধর্মবিশ্বাসেরই একরকম কৈফিয়ৎ বা ধর্মবিশ্বাসেরই কোনো একরকম পাণ্ডিত্যাভিলাষী প্রচ্ছন্ন রূপ। পজিটিভিজম প্রভৃতি নানা নব্য পরিভাষায় পরিবেশিত অতি-আধুনিক দার্শনিক মতটিও আসলে ভাববাদ ছাড়া আর কিছু নয়; তার পিছনে ধর্মবিশ্বাস পুনরুজ্জীবনেরই প্রয়াস লুকানো রয়েছে। এবং ধর্মবিশ্বাসের এই পুনরুজ্জীবন প্রয়াসের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, সাধারণভাবে বস্তুবাদ এবং বিশেষত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রতিরোধ, অর্থাৎ মতাদর্শের দিক থেকে সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা। এই ভাববাদের খণ্ডনে এবং বস্তুবাদের সংরক্ষণে লেনিনের যে-সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত তা প্রচ্ছন্ন ধর্মবিশ্বাসের—বা তার কৈফিয়তের—বিরুদ্ধে সংগ্রাম। লেনিনের বিচারে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে একালের ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়াশ্রেণীর সংগ্রামে ওই প্রচ্ছন্ন ধর্মবিশ্বাসই হলো প্রধানতম মতাদর্শগত হাতিয়ার। অতএব তার বিরুদ্ধে লেনিনের "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" একালের শ্রেণীসংগ্রামেরই একটি বিশিষ্ট অস্ত্র।

কথাগুলোর বেশ কিছুটা ব্যাখ্যা দরকার। প্রথমত, দার্শনিক ভাববাদ যে প্রচ্ছন্ন ধর্মবিশ্বাসই বা তার কৈফিয়ৎ মাত্র—লেনিনের এই দাবি অনেকেই মানবেন না। এমনকি সাম্প্রতিক মার্কসবাদীদের মধ্যেও—জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে লেনিনের "প্রতিবিম্ববাদের" বলিষ্ঠ সমর্থকদের মধ্যেও—ধর্ম ও ভাববাদ সংক্রান্ত লেনিনের মতটির বিরুদ্ধে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া, মাখ প্রমুখের তথাকথিত পজিটিভিজমকে প্রচ্ছন্ন ভাববাদ বলে স্বীকার করলেও এই ভাববাদের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক মেনে নেওয়া সহজ নয়, কেননা স্বীয় অভিপ্রায় হিসেবে স্বয়ং মাখ অন্তত মুখে নিরীশ্বরবাদ সমর্থন করেছেন এবং ধর্মতত্ত্বে অনাস্থা ঘোষণা করেছেন। মাখ-এর প্রধান রুশ অনুরাগী বগদানভ-এর বেলাতেও একই কথা। লেনিনের কোনো কোনো "সমালোচক" এমনকি দাবি করেন, লেনিন নিজেই পরবর্তী কালে বুঝেছিলেন যে, ভাববাদের এ-জাতীয় ব্যাখ্যা অতি-সারল্য দোষ-দুষ্ট; অতএব তিনি কালক্রমে এই ভ্রান্তি সংশোধনের আয়োজন করেছিলেন। তাছাড়া, আমরা দেখেছি, পান্নেকোয়েক-এর মতে লেনিনের ওই ধর্মবিদ্বেষ থেকেই প্রমাণ হয় যে আসলে তিনি বুর্জোয়া দর্শনেরই প্রচারক ছিলেন।

ধর্ম ও ভাববাদ সংক্রান্ত লেনিনের মতের বিরুদ্ধে এ-জাতীয় নানা আপত্তি আমরা পরে বিচার করবো এবং ধর্ম প্রসঙ্গে তাঁর মত ও বিশেষত

কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে-নীতির নির্দেশ তিনি দিয়েছেন তার পরিচয় আমরা পরে বিস্তৃতভাবেই উদ্ধৃত করবো। কিন্তু তার আগে দেখা দরকার মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা বুর্জোয়া-শ্রেণীর সঙ্গে বস্তুবাদ, বিজ্ঞান ও ধর্মের সম্পর্কটা কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

বলাই বাহুল্য, মার্কস-এঙ্গেলসের দৃষ্টিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকার সাধারণ পটভূমিকাতেই এই শ্রেণীর সঙ্গে বস্তুবাদ, বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রকৃত সম্পর্ক বোঝা সম্ভব। অতএব প্রথমে তাঁদের রচনা থেকে আমরা বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সংক্রান্ত কিছুটা সাধারণ মন্তব্য উদ্ধৃত করবো। "কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার" থেকেই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাবে। বস্তুবাদ, বিজ্ঞান ও ধর্ম প্রসঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শে পালা বদলের প্রাঞ্জল আলোচনা এঙ্গেলস রচিত "ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র"-র ১৮৯২ সালে রচিত ইংরেজী সংস্করণের বিশেষ ভূমিকায় পাওয়া যায় ; বর্তমান আলোচনায় তার সংক্ষিপ্তসার অত্যাবশ্যক হবে।

৩। কমিউনিস্ট ইশতেহার : বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা

কমিউনিস্ট ইশতেহারের মন্তব্যগুলি অনেক পাঠকের কাছেই অবশ্য সুবিদিত। তবুও এখানে সেগুলির পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর বৈপ্লবিক কীর্তির বর্ণনায় মার্কস-এঙ্গেলস উচ্ছ্বসিত ভাষা ব্যবহার করেছেন :

"ইতিহাসের দিক থেকে বুর্জোয়াশ্রেণী প্রচণ্ড বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছে।

"বুর্জোয়াশ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি-শোভন সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। যেসব বিচিত্র সামন্ত বাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল তার 'স্বভাবসিদ্ধ উর্ধ্বতন'দের কাছে, তা এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে। মানুষের অনাবৃত স্বার্থের সম্বন্ধ, নির্বিকার 'নগদ টাকার' বাঁধন ছাড়া আর কিছুই এরা বাকি রাখে নি। আত্মসর্বস্ব হিসাব নিকাশের বরফজলে এরা ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্ম-উন্মাদনার ভাবোচ্ছ্বাস, শৌর্যবৃত্তির উৎসাহ ও কূপমণ্ডূক ভাবালুতা। লোকের ব্যক্তি-মূল্যকে এরা পরিণত করেছে বিনিময় মূল্যে, অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থানে এরা এনে খাড়া করল ওই একটিমাত্র নির্বিচার স্বাধীনতা—অবাধ বাণিজ্য। এক কথায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভ্রমে যে শোষণ এতদিন ঢাকা ছিল, তার বদলে এরা এনেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, সাক্ষাৎ, পাশবিক শোষণ।...

"এরাই প্রথম দেখিয়ে দিল মানুষের উদ্যমে কী হতে পারে। এদের আশ্চর্য কীর্তি মিশরের পিরামিড, রোমের পয়ঃপ্রণালী এবং গথিক গির্জাকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে।

এদের পরিচালিত অভিযান অতীতের সকল জাতির দেশান্তর যাত্রা ও ধর্মযুদ্ধকে ম্লান করে দিয়েছে।

"উৎপাদনের উপকরণে অবিরাম বিপ্লবী বদল না এনে, এবং তাতে করে উৎপাদন-সম্পর্কে বিপ্লবী বদল না ঘটিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী বাঁচতে পারে না।··· আগেকার সকল যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্যই হল উৎপাদনে অবিরাম বিপ্লবী পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং উত্তেজনা। অনড় জমাট সব সম্পর্ক ও তার আনুষঙ্গিক সমস্ত সনাতন শ্রদ্ধাভাজন কুসংস্কার ও মতামতকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়।···

"সকল উৎপাদন-যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে যোগাযোগের অতি সুবিধাজনক উপায় মারফৎ বুর্জোয়ারা সভ্যতায় টেনে আনছে সমস্ত, এমনকি অসভ্যতম জাতিকেও।···

"গ্রামাঞ্চলকে বুর্জোয়াশ্রেণী শহরের পদানত করেছে। সৃষ্টি করেছে বিরাট বিরাট শহর, গ্রামের তুলনায় শহরের জনসংখ্যা বাড়িয়েছে প্রচুর, এবং এইভাবে জনগণের এক বিশাল অংশকে বাঁচিয়েছে গ্রামজীবনের মূঢ়তা থেকে।···

"আধিপত্যের এক শতাব্দী পূর্ণ হতে না হতে, বুর্জোয়াশ্রেণী যে উৎপাদনশক্তির সৃষ্টি করেছে তা অতীতের সকল যুগের সমষ্টিগত উৎপাদন-শক্তির চেয়েও বিশাল ও অতিকায়। প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের কর্তৃত্বাধীন করা, যন্ত্রের ব্যবহার, শিল্প ও কৃষিতে রসায়নের প্রয়োগ, বাষ্পশক্তির সাহায্যে জলযাত্রা, রেলপথ, ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ, চাষবাসের জন্য গোটা মহাদেশ সাফ করে ফেলা, জলযাত্রার জন্য নদীর খাল কাটা, ভেলকিবাজির মতো যেন মাটি ফুঁড়ে জনসমষ্টির আবির্ভাব—সামাজিক শ্রমের কোলে যে এতখানি শক্তি সুপ্ত ছিল, আগেকার কোন শতক তার কল্পনাটুকুও করতে পেরেছিল?"[৭]

কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণীর এই অত্যাশ্চর্য বৈপ্লবিক কীর্তি কালক্রমে বুর্জোয়াশ্রেণীটিরই ধ্বংসের আয়োজন করে। কমিউনিস্ট ইশতেহারে মার্কস-এঙ্গেলস যেমন দেখাচ্ছেন,

"নিজের উৎপাদন-সম্পর্ক, বিনিময়-সম্পর্ক ও সম্পত্তি-সম্পর্ক সহ আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ—ভেলকিবাজির মতো উৎপাদনের এবং বিনিময়ের এমন বিশাল উপায় গড়ে তুলেছে যে-সমাজ, তার অবস্থা আজ সেই যাদুকরের মতো যে মন্ত্রবলে পাতালপুরীর শক্তিসমূহকে জাগিয়ে তুলে আর সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। গত বহু দশক ধরে শিল্প বাণিজ্যের ইতিহাস হল শুধু বর্তমান উৎপাদন-সম্পর্কের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্তিত্ব ও আধিপত্যের যা মূলশর্ত সেই মালিকানা সম্পর্কের বিরুদ্ধে, আধুনিক উৎপাদন-শক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস।···

"যে অস্ত্রে বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করেছিল সেই অস্ত্র আজ তাদের বিরুদ্ধে উদ্যত।

"যে অস্ত্রে তাদের মৃত্যু বুর্জোয়াশ্রেণী শুধু সে অস্ত্রটুকুই গড়ে নি ; এমন লোকও তারা সৃষ্টি করেছে যারা সে অস্ত্র ধারণ করবে, সৃষ্টি করেছে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীকে, প্রলেতারিয়েতকে।

"যে পরিমাণে বুর্জোয়াশ্রেণী অর্থাৎ পুঁজি বেড়ে চলে ঠিক সেই অনুপাতে বিকাশ পায় প্রলেতারিয়েত অর্থাৎ আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী।...

"বিকাশের নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে প্রলেতারিয়েতকে যেতে হয়। বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে এর সংগ্রাম শুরু হয় জন্ম মুহূর্ত থেকে।...

"কিন্তু যন্ত্রশিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী কেবল সংখ্যায় বাড়ে না ; তারা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে বৃহত্তর সমষ্টিতে, তাদের শক্তি বাড়তে থাকে, আপন শক্তি তারা বেশি করে উপলব্ধি করে।...

"বুর্জোয়াশ্রেণীকে লিপ্ত থাকতে হয় অবিরাম সংগ্রামে। প্রথমে লড়াই হয় অভিজাত-দের সঙ্গে ; পরে বুর্জোয়াশ্রেণীরই যে যে অংশের স্বার্থ যন্ত্রশিল্প বিস্তারের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় তাদের বিরুদ্ধে ; আর সর্বদাই বিদেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে। এইসব সংগ্রামেই বুর্জোয়াদের বাধ্য হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আবেদন করতে হয়, সাহায্য চাইতে হয় তাদেরই কাছে, তাদের টেনে আনতে হয় রাজনীতির প্রাঙ্গণে। সুতরাং বুর্জোয়ারা নিজেরাই প্রলেতারিয়েতকে তাদের রাজনৈতিক ও সাধারণ শিক্ষার কিছুটা জোগাতে থাকে ; অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়বার অস্ত্র প্রলেতারিয়েতকে তারাই জোগায়।...

"তাই বুর্জোয়াশ্রেণী সৃষ্টি করছে সর্বোপরি তারই সমাধি খনকদের। বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ, দুইই সমান অনিবার্য।"[10]

বস্তুজগতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে-কথা, চিন্তাজগতে উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে একই কথা। বুর্জোয়াশ্রেণীর কীর্তিই শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া-শ্রেণীরই ধ্বংসে নিযুক্ত হয়। বৈপ্লবিক অবদানের যুগটিতে বুর্জোয়াশ্রেণী বিজ্ঞান ও বস্তুবাদের নির্ভীক সমর্থনে ধর্মবিশ্বাসের মূল উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। চিন্তাজগতের এই বৈপ্লবিক কীর্তি কিন্তু পরবর্তীকালে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয়, কেননা ইতিমধ্যে শ্রমিকশ্রেণীই এই কীর্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়ে বিজ্ঞান-নিষ্ঠ বস্তুবাদকেই আরো উন্নত পর্যায়ে উপনীত করে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধেই অমোঘ মতাদর্শগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে উদ্যত।

৪। ধর্ম ও বুর্জোয়াশ্রেণী প্রসঙ্গে এঙ্গেলস

যে-দার্শনিক আবহাওয়ায় লেনিন "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" রচনা করেন সেই আবহাওয়া সংক্রান্ত স্পষ্টতর ধারণার জন্যে এখানে আর একটি প্রশ্ন তোলা দরকার। বুর্জোয়াশ্রেণীর পতন ও প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য হলেও, একথা কল্পনা করার কোনো কারণ নেই যে বুর্জোয়াশ্রেণী সহজে বা সবিনয়ে প্রলেতারিয়েতের কাছে পরাজয় স্বীকার করবে। অর্থাৎ, ঐতিহাসিকভাবে তার অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক না কেন, বুর্জোয়াশ্রেণী আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নিত্য-নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে বাধ্য। অতএব প্রশ্ন ওঠে : বুর্জোয়াশ্রেণীরই মতাদর্শগত কীর্তির বৈপ্লবিক রূপটি যখন বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধেই উদ্যত হয়, তখন ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া-শ্রেণী আত্মরক্ষার আশায় মতাদর্শগত কোন কৌশল অবলম্বন করে? সামন্ত-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়াশ্রেণী যে বিজ্ঞাননিষ্ঠ বস্তুবাদ সৃষ্টি করেছিল, তারই উন্নততর রূপটি যখন প্রলেতারিয়েতের হাতে মতাদর্শগত হাতিয়ারে পরিণত হয়, মতাদর্শের দিক থেকে তখন বুর্জোয়াশ্রেণী কীভাবে নিজের নিরাপত্তার আশা করতে পারে? এঙ্গেলসের প্রাঞ্জল আলোচনা থেকে প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়। সংক্ষেপে উত্তরটি হলো : ধর্মবিশ্বাসের পুনরুজ্জীবন। বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যুগে যে-ধর্মবিশ্বাস ধ্বংস করতে বাধ্য হয়েছিল, কোনোমতে তাকেই আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারলে এবং শ্রমিক-সাধারণের মধ্যে এই ধর্মবিশ্বাস নতুন করে প্রচার করতে পারলেই বুর্জোয়াশ্রেণী কিছুটা নিরাপদ বোধ করতে পারে। অবশ্য বুর্জোয়াশ্রেণীই একদা ধর্মবিশ্বাসের মামুলী রূপটির অন্তঃসারশূন্যতা নির্মমভাবে প্রকাশ করেছিল, তাই শুধুমাত্র তারই পুনঃপ্রচার একালের জনসাধারণের মধ্যে স্বীকৃত হবার সম্ভাবনা কম। অতএব আধুনিককালে তাছাড়াও নানান কৌশল প্রয়োজন। একরকম কৌশল হলো নতুন অঙ্গসজ্জায় পুরানো ধর্ম-বিশ্বাসেরই কোনো অভিনব রূপ উদ্ভাবন। এজাতীয় একটি নবরূপ হলো নব্য ভাববাদী দর্শনের নিরাপদ বহিরঙ্গের আড়ালে বিশ্বাসবাদ। সেই মতাদর্শের খণ্ডনেই লেনিনের "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"।

তাহলে লেনিনের সময়ে দার্শনিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যটি অকারণ নয়। অজস্র অভিনব পরিভাষার আড়ালে, জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে প্রায় অন্তহীন কূট-কচালের আবরণে এমনকি সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের নজির দেখিয়ে যে-মতবাদ প্রচারের আয়োজন তা পুরানো ভাববাদ ছাড়া আর কিছু নয় এবং এই ভাববাদ আসলে বিশ্বাসবাদেরই অজুহাত মাত্র। ধর্মবিশ্বাসেরই এজাতীয় আপাত-চমকপ্রদ রূপকে "এক আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত আন্দোলনে" পরিণত করার আয়োজনের পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক কারণও বর্তমান। মুমূর্ষু বুর্জোয়া-

শ্রেণী ধর্মবিশ্বাসের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই মতাদর্শগত নিরাপত্তা আশা করতে পারে।

অতএব লেনিনের সময়ের দার্শনিক পরিস্থিতিটি বোঝবার জন্যে ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীর সম্পর্ক প্রথমে দেখা দরকার। এঙ্গেলসের "ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র"র ১৮৯২ সালে রচিত ইংরেজী সংস্করণের বিশেষ ভূমিকায় এই সম্পর্কের প্রাঞ্জল আলোচনা পাওয়া যায়।

এঙ্গেলসের বিশ্লেষণের মূল কথা হলো, শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত অভ্যুত্থানে আতঙ্কিত বুর্জোয়াশ্রেণী ধর্মবিশ্বাসের পুনরুজ্জীবনেই নিরাপত্তা খোঁজে, যদিও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় বুর্জোয়াশ্রেণীই পরবর্তী সম্ভাবনার কথা না-ভেবেই বিজ্ঞান ও বস্তুবাদের সমর্থনে ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বেপরোয়া সংগ্রাম চালিয়েছিল। অবশ্যই এঙ্গেলস দেখাচ্ছেন, বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক সংক্রান্ত অতি-সরল ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তও কোনো কাজের কথা নয়।

প্রথমত মনে রাখতে হবে, এ বিষয়ে ইংরেজ বুর্জোয়াশ্রেণী এবং ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল : ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণী যে-রকম নিঃসংকোচ ও বেপরোয়া বুর্জোয়া-বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়েছিল, ইংরেজ বুর্জোয়াশ্রেণী তা হয় নি। বুর্জোয়া-বিপ্লবের কিছুটা প্রাথমিক বাড়াবাড়ির পর—কৃষককুল ও শহরের প্লেবিয়ানদের[11] দলে ভিড়ে ১৬৪৯ সালে এমনকি সম্রাট প্রথম চার্লস-এর প্রাণদণ্ড দেবার পর— ইংলণ্ডের উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী ভূতপূর্ব সামন্ত জমিদারদের সঙ্গে একরকমের আপস করে নেয়। বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা তারই নাম দিয়েছেন "গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লব"[12] অর্থাৎ ১৬৮৮ সালে অভিজাত ভূস্বামী এবং বড় বুর্জোয়ার মধ্যে আপসের ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এই আপসের ফলে ফরাসী বুর্জোয়া-বিপ্লবের নায়কদের মতো ইংরেজ বুর্জোয়ার পক্ষে ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার দরকার হয় নি ; পক্ষান্তরে জনসাধারণকে দাবে রাখার ব্যাপারে ধর্মবিশ্বাসের উপযোগিতা সম্বন্ধে ইংরেজ বুর্জোয়াশ্রেণী মোটের উপর সচেতন ছিল। এঙ্গেলস যেমন বলছেন,

"তখন থেকে ইংলণ্ডের শাসকশ্রেণীর একটি তুলনায় হতমান কিন্তু স্বীকৃত অংগ বলতে বুর্জোয়াশ্রেণী। শাসকশ্রেণীর বাকিদের সঙ্গে তারও সমান স্বার্থ বলতে দেশের বিপুল মেহনতীজনকে বশে রাখা। নিজের কেরাণী, মজুর বা গৃহভৃত্যদের সঙ্গে বণিক বা কারখানার মালিকের সম্পর্কটা হল প্রভুর সম্পর্ক, কিংবা কিছুকাল আগে পর্যন্ত যাকে

কিনা বলা হতো 'স্বভাবসিদ্ধ উপরিওয়ালা'—তারই সম্পর্ক। তার স্বার্থ বলতে, এদের কাছ থেকে যথাসাধ্য বেশি ও যথাসাধ্য ভালো কাজ আদায় করা, 'এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন ছিলো এদের পক্ষে ঠিক মতো ভাবে থাকবার উপযুক্ত শিক্ষা। সে নিজেও ছিলো ধর্মবিশ্বাসী, এবং এই ধর্মবিশ্বাসের নীতি অনুসারেই সে রাজা ও লর্ডদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। একথা আবিষ্কার করতে তার বিশেষ সময় লাগে নি যে এই ধর্মবিশ্বাসই তার স্বাভাবিক অধস্তনদের মনের উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করে—ঈশ্বর-প্রসাদে প্রতিষ্ঠিত প্রভুটির কাছে তারা বশ্যতা মেনে থাকে। সংক্ষেপে, দেশের বিরাট উৎপাদনকারী 'ইতর সাধারণ'কে দাবিয়ে রাখার কাজে তখন থেকেই ইংরেজ বুর্জোয়াশ্রেণীকে অংশ নিতে হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের এক অন্যতম উপায় হল ধর্মের প্রভাব।"[13]

উদীয়মান ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণীর কথাটা কিন্তু আলাদা। অভিজাত বা জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে—অতএব তাদের মতাদর্শের সঙ্গেও—কোনো রকম আপস করে ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণী অগ্রসর হয়নি ; পক্ষান্তরে ফরাসী বিপ্লবের অবিচল উদ্দেশ্য হল নিছক বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম। অতএব এই বিপ্লবে ধর্মের সঙ্গে কোনো রকম সমঝওতার বদলে ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রাম এবং বস্তুবাদের নির্ভীক সমর্থন। এঙ্গেলস যেমন বলছেন :

"ফরাসী বস্তুবাদীরা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই সমালোচনা সীমাবদ্ধ রাখলেন না ; সেকালের বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা কিছুর মুখোমুখি হলেন তার সবকিছুর উপরই প্রসারিত করলেন তাঁদের বিচার। তাঁদের মতবাদের সার্বজনীন প্রয়োগযোগ্যতার দাবি প্রমাণের সংক্ষিপ্ততম পথে এগিয়ে জ্ঞানের সব ক্ষেত্রে তাঁদের মতবাদের প্রয়োগ দেখিয়ে এক অতিকায় "বিশ্বকোষ"[14] রচনা করলেন—এই বিশ্বকোষ থেকেই তাঁদের নামকরণ[15] করা হয়। এইভাবে প্রকট বস্তুবাদ বা ডিইজম[16]—দুই-এর কোনো একটা রূপে বস্তুবাদই হয়ে দাঁড়ালো ফ্রান্সের পুরো সংস্কৃতিবান যুবসমাজের মতবাদ।···

"বুর্জোয়াশ্রেণীর তৃতীয় অভ্যুত্থান বলতে মহান ফরাসী বিপ্লব ; কিন্তু ধর্মের নামাবলী সম্পূর্ণ ফেলে দিয়ে অনাবরণ রাজনৈতিক পথে সংগ্রামের নিদর্শন বলতে এই হলো সর্বপ্রথম বিপ্লব। তাছাড়াও, প্রতিদ্বন্দ্বীদের এক পক্ষের—অর্থাৎ অভিজাতদের—বিনাশ, এবং অপর পক্ষের—অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর—জয়লাভ পর্যন্ত প্রকৃত সংগ্রাম পরিচালনার নিদর্শন হিসেবেও, প্রথম বিপ্লব বলতে এই [ফরাসী বিপ্লবই]। ইংলন্ডে প্রাক্‌বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর প্রতিষ্ঠানাদির ধারাবাহিকতা এবং জমিদার ও পুঁজিপতিদের মধ্যে আপসের নিদর্শন হলো আইনের সামন্ততান্ত্রিক রূপটির ধর্মসঙ্গত সংরক্ষণ। ফ্রান্সের

বিপ্লব অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটায়; কোড সিভিল[17]-এর মাধ্যমে সামন্ততন্ত্রের শেষ রেশটুকুও সাফ করে প্রাচীন রোমের আইন-সংহিতাকে চমৎকার খাপ খাইয়ে নেয় পুঁজিবাদী পরিস্থিতির সঙ্গে।...

("এইভাবে বস্তুবাদ যতোই ফরাসী বিপ্লবের মতাদর্শে পরিণত হয়, ঈশ্বর-ভীরু ইংরেজ বুর্জোয়াশ্রেণী ততোই ধর্মকে আঁকড়ে ধরে। প্যারিস সন্ত্রাসের সময়েই কি প্রমাণ হয়নি, জনসাধারণের সহজাত ধর্মবিশ্বাস লোপ পাবার ফলটা কী হয়? ফ্রান্স থেকে আশ-পাশের দেশে বস্তুবাদ যতোই ছড়িয়ে পড়ছিলো এবং অনুরূপ মতবাদ থেকে—বিশেষত জার্মান দর্শন থেকে—যতোই শক্তি সঞ্চয় করছিলো, ইয়োরোপীয় ভূখণ্ডে বস্তুবাদ এবং ব্যাপক অর্থে স্বাধীন চিন্তা যতোই শিক্ষিত মানুষের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াচ্ছিলো, ততোই প্রবলভাবে ইংরেজ মধ্যবিত্তশ্রেণী তার রকমারি ধর্মবিশ্বাস আঁকড়ে ধরছিলো। এই সব রকমারি বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু সবগুলিই সুস্পষ্ট ভাবে ধর্মবিশ্বাসই, খ্রীষ্টান বিশ্বাসই।"[18])

কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডেও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল ঘটলো : একদিকে যেমন ভূমিজীবী অভিজাতদের উপর বুর্জোয়া-শ্রেণীর—বিশেষ করে তার সবচেয়ে সক্রিয় অংশ কল-কারখানার মালিকদের—প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো, অপরদিকে তেমনি গড়ে উঠতে লাগলো সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি। এবং এই সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি যতোই বেড়েছে ততোই শুধু ইংলণ্ডের বুর্জোয়াশ্রেণীই নয়, সমগ্র ইয়োরোপের বুর্জোয়া-শ্রেণীই গণ-অভ্যুত্থানের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের পুনঃপ্রচার করেই মতাদর্শগত নিরাপত্তার সন্ধান করেছে। এই বিষয়ে এঙ্গেলসের বিশ্লেষণ সুদীর্ঘভাবে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। এঙ্গেলস বলেছেন :

"[১৮৩১-৩২ সালের 'সংস্কার আইন' ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে শিল্পজীবী বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রবেশপথ খুলে দিয়ে এবং ১৮৪৬ সালে পুরোনো ভূস্বামী-স্বার্থপ্রণোদিত 'শস্য আইন' বরবাদ করার ফলে, ইংলণ্ডে] ভূমিজীবী অভিজাতদের উপর বুর্জোয়াশ্রেণীর—বিশেষ করে তার সবচেয়ে সক্রিয় অংশ কল-কারখানার মালিকদের—প্রাধান্য চিরকালের মতো নির্দিষ্ট হয়ে গেলো। এইটিই হলো [ইংলণ্ডে] বুর্জোয়াশ্রেণীর সবচেয়ে বড়ো জয়। একান্ত নিজের স্বার্থে বিজয় অর্থে কিন্তু এইটিই শেষ। এর পর বুর্জোয়াশ্রেণী যা কিছু জিতেছে তাই ভাগ করে নিতে হয়েছে এক নতুন সামাজিক শক্তির সঙ্গে—এই শক্তি প্রথমে ছিলো তার সহায়, কিন্তু অচিরেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো।

"শিল্প বিপ্লবে বৃহৎ কারখানা-মালিক পুঁজিপতিদের একটা শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল ; কিন্তু সেই সঙ্গেই সৃষ্টি হয়েছিলো সংখ্যার দিক থেকে ঢের বড়ো কারখানা কর্মীদের শ্রেণীটিও। শিল্প বিপ্লব যে-অনুপাতে উৎপাদনের শাখার পর শাখা অধিকার করতে থাকে সেই অনুপাতেই এই [শ্রমিক] শ্রেণী সংখ্যায় বেড়ে চলে এবং সেই অনুপাতেই হয়ে ওঠে শক্তিশালী।"[19]

রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এই শ্রমিকশ্রেণী সংঘবদ্ধ হলো চার্টিস্ট[20] পার্টিতে—এই চার্টিস্ট পার্টিই হলো একালের প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি।[21] তারপর ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লব শুরু হয় ; এই সব বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় এবং অন্তত প্যারিসে শ্রমিকেরা যে-সব দাবি তোলে ধনতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে তা কিছুতেই স্বীকৃত হতে পারে না।

"তারপর শুরু হয় সাধারণ প্রতিক্রিয়া। প্রথমে ১৮৪৮ সালের ১০ই এপ্রিল চার্টিস্টদের পরাজয়, তারপর এই বছরেই জুন মাসে প্যারিস শ্রমিকদের অভ্যুত্থান দমন, তারপর ইতালি, হাঙ্গেরি, দক্ষিণ জার্মানিতে ১৮৪৯ সালের বিপর্যয়, পরিশেষে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর প্যারিসের উপর লুই বোনাপার্ট-এর জয়।"[22]

শ্রমিকশ্রেণীর এই প্রাথমিক অভ্যুত্থানগুলি অবশ্যই বুর্জোয়াশ্রেণী দমন করলো। কিন্তু সেই সঙ্গে আতঙ্কিত বুর্জোয়াশ্রেণী হৃদয়ঙ্গম করলো, স্বাধীন চিন্তার আগুন নিয়ে খেলাটা বন্ধ না করলেই নয়। পক্ষান্তরে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের পুনঃপ্রচলন করতে না-পারলে শ্রমিক অভ্যুত্থানের আতঙ্ক থেকে পরিত্রাণের পথ নেই। এদিক থেকে ইংরেজ বুর্জোয়াশ্রেণী অনেককাল আগে থাকতেই ঢের বেশি ধূর্ততার পরিচয় দিয়েছে ; কিন্তু শ্রমিক অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতার পর তারা ধর্মবিশ্বাসের গুরুত্ব সম্বন্ধে ঢের বেশি সজাগ হলো—নিরাপত্তার আশায় ঢালাওভাবে ধর্মবিশ্বাস প্রচারের আয়োজন করলো। তার জন্যে আমেরিকা থেকে ভাড়াটে ধর্মপ্রচারক আমদানি থেকে শুরু করে রকমারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। এঙ্গেলস যেমন বলছেন :

"অন্তত কিছুকালের জন্যে শ্রমিক দাবি-দাওয়ার জুজুটাকে দমন করা গেল ; কিন্তু

কী মূল্য দিয়ে! সাধারণ লোককে ধর্মভীরু করে রাখার প্রয়োজনটা বৃটিশ বুর্জোয়া যদি আগে থাকতেই বুঝে থাকে, তাহলে এতো সব অভিজ্ঞতার পর সে ওই প্রয়োজনীয়তাটা আরো কতো বেশিই না টের পাচ্ছে! ইয়োরোপ ভূখণ্ডের ভাইবন্ধুদের বিদ্রূপের পরোয়া না করেই সে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ঈশ্বরবাক্য প্রচারে বছরের পর বছর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে চললো। নিজের দেশের ধর্মপ্রচার ব্যবস্থায় তুষ্ট না-থেকে সে আবেদন করলো ধর্মব্যবসার বৃহত্তম সংগঠন 'জোনাথান ভাই'[23]-এর [অর্থাৎ উত্তর আমেরিকা-বাসীদের] কাছে; আমদানি করলো মুডি, স্যাঙ্কি প্রভৃতি 'রিভাইভালিস্ট'দের[24] [অর্থাৎ, খৃষ্টধর্মের পুনরুজ্জীবনকারীদের]; এবং শেষ পর্যন্ত এমন কি 'স্যালভেশন আর্মির'[25] বিপজ্জনক সাহায্যও গ্রহণ করলো—[বিপজ্জনক, কেননা] এরা আদি-খৃষ্টধর্ম পুনঃপ্রচারে [ঈশ্বরের] মনোনীত মানুষ হিসেবে গরীবদের কাছেই আবেদন করে, ধর্মীয় পথে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং এইভাবেই আদি খৃষ্টধর্মের শ্রেণী-বিরোধ লালন করে; [অতএব] আজকের দিনে যেসব সম্পন্ন লোকেরা এর জন্যে নগদ টাকা যোগাচ্ছে শেষ পর্যন্ত হয়তো তাদেরই মুস্কিলে ফেলবে।"[26]

ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষেও ইংরেজদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে খুব একটা সময় গেলো না; অর্থাৎ, অন্যান্য দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীও বেপরোয়া স্বাধীন চিন্তার কুফল হৃদয়ঙ্গম করে ক্রমশই ধর্মবিশ্বাস পুনঃপ্রচলনের সুবিধাটি বুঝতে শিখল। এঙ্গেলস যেমন বলছেন :

"ইয়োরোপীয় ভূখণ্ডবাসী বুর্জোয়ার স্বাধীন চিন্তা ও ধর্মীয় শিথিলতার উপর এবার জিত হল বৃটিশ শালীনতার। ফ্রান্স ও জার্মানির শ্রমিকেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। সমাজ-তন্ত্রবাদের দ্বারা তারা সম্পূর্ণভাবে সংক্রামিত এবং কোন্ উপায়ে নিজেদের প্রাধান্য অর্জন করবে সে-বিষয়ে যুক্তিযুক্তভাবেই তাদের মাথাব্যথা নেই।··· ছোকরা জাহাজযাত্রী বাহাদুরী দেখিয়ে ডেকের উপর চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে যেমন লুকিয়ে জ্বলন্ত চুরুটটি ফেলে দেয়, তেমনিভাবেই শেষ পন্থা হিসেবে ফরাসী ও জার্মান বুর্জোয়ার পক্ষে তাদের স্বাধীন চিন্তা নিঃশব্দে ত্যাগ করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর রইল না। বাইরের ব্যবহারেও ঈশ্বর-বিদ্বেষীরা একের পর এক ধার্মিক হয়ে উঠতে লাগলো; সসম্মানে কথা কইতে শুরু করলো চার্চ, শাস্ত্রবচন ও অনুষ্ঠানাদি প্রসঙ্গে এবং এই সবের সঙ্গে সঙ্গতি যতোটুকু না-রাখলেই নয় ততোটুকু বজায় রাখলো। ফরাসী বুর্জোয়ারা প্রতি শুক্রবার হবিষ্যি শুরু করলো, আর জার্মান বুর্জোয়ারা প্রতি রবিবার গির্জার

নির্দিষ্ট আসনে বসে প্রটেস্টান্ট ধর্মবক্তৃতা শুনতে শুরু করলো। বস্তুবাদ নিয়ে তাদের ঢের নাকানি হয়েছে। 'জনগণের জন্যে ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে'[27]—সমাজকে একেবারে ধ্বংস থেকে বাঁচাবার জন্যে এই হলো তাদের কাছে একমাত্র এবং শেষ উপায়। দুঃখের বিষয়, চিরকালের মতো ধর্ম-বিধ্বংসনের প্রয়াসের আগে তারা এই কথাটি আবিষ্কার করতে পারেনি। এবার বিদ্রূপ করে বৃটিশ বুর্জোয়ার বলার পালা: 'আহাম্মকের দল, একথা তো দুশো বছর আগেই আমি তোমাদের বলতে পারতাম!' "[28])

৫। "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" রচনার পটভূমি

১৭৯৩ সালের মহান ফরাসী বিপ্লবের একশো বছর পরে, ১৮৯২ সালে এঙ্গেলস উপরোদ্ধৃত বিচারে উপনীত হন। এই একশো বছরের মধ্যে বুর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শগত চাহিদায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে—আদি চাহিদাটি বস্তুতপক্ষে বিপরীতে পরিণত হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়াশ্রেণী—অর্থাৎ, বুর্জোয়াশ্রেণীর আপসহীন প্রবক্তারা—ধর্ম-ধ্বংসনে বাধ্য হয়েছিলো, কেননা তখন সামন্ততন্ত্রের প্রধান ঘাঁটি বলতে ধর্মই। তার জন্যে প্রয়োজন হয়েছিলো স্বাধীন চিন্তা, প্রখর যুক্তিবাদ, প্রকৃতি বিজ্ঞানের অনুপ্রেরণা এবং সর্বোপরি বস্তুবাদী দর্শন। তাই ফরাসী বুর্জোয়া-শ্রেণীর মতো আপসহীন বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রবক্তারা আপসহীন বস্তুবাদের সমর্থক হয়েছিলেন, যদিও সেই সময়কার প্রকৃতি বিজ্ঞানের যতোটুকু অগ্রগতি তার ভিত্তিতে অ-ডায়লেকটিকাল বা যান্ত্রিক বস্তুবাদের চেয়ে বেশি অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্র ডায়লেকটিকাল নিয়ম এমনই অমোঘ যে বুর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শগত প্রয়োজনের কাহিনী এখানেই শেষ নয়। 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে' মার্কস-এঙ্গেলস যেমন দেখিয়েছেন, যে-অস্ত্র দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্ততন্ত্রকে ধূলিসাৎ করেছিলো, সেই অস্ত্রই কালক্রমে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে উদ্যত! বস্তুবাদের অনিবার্য বৈপ্লবিক তাৎপর্য[29] ক্রমেই প্রকট হতে থাকে। 'দি হোলি ফ্যামিলি' গ্রন্থে মার্কস দেখান, সমাজ-তন্ত্রবাদ এবং কমিউনিজমেই বস্তুবাদের পরিণতি এবং ঐতিহাসিকভাবেও ফরাসী বস্তুবাদের তুলনায় জঙ্গী ধারাটি বাস্তবিকই সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদে উপনীত হয়। তাই, একদিকে যেমন বুর্জোয়াশ্রেণীর অবস্থাটা

"সেই যাদুকরের মতো যে মন্ত্রবলে পাতালপুরীর শক্তিসমূহকে জাগিয়ে তুলে আর সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না", অপরদিকে তেমনি শ্রমিকশ্রেণী বস্তুবাদী দর্শনকে বিজ্ঞানেব উন্নতি ও শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে শুধু ইতিহাস বিচারই নয়, ইতিহাস সৃষ্টির কাজেও অমোঘ অস্ত্রে পরিণত করে। এই পরিস্থিতিতে বুর্জোয়াশ্রেণী তার অতীত কীর্তিতে আতঙ্কিত হয়ে ধর্মবিশ্বাসের পুনঃপ্রচারের মধ্যেই নিরাপত্তার আশা দেখতে চায়।

এঙ্গেলসের মৃত্যু হয় ১৮৯৫ সালে। মৃত্যুর মাত্র বছর তিনেক আগে—১৮৯২ সালে—তিনি বুর্জোয়াশ্রেণীর উপরোদ্ধৃত পশ্চাদ্ধাবনের বিশ্লেষণ রচনা করেন। তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি মার্কসের "ক্যাপিটাল" গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় এমন একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করেন যে নিজের লেখা "ডায়লেকটিকস অব নেচার" গ্রন্থটির খসড়া পাণ্ডুলিপিটিরও পরিমার্জনার সময় পান নি। এই পরিস্থিতিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শগত পশ্চাদ্ধাবনের বা ধর্মবিশ্বাস পুনঃপ্রচারের নবতম কৌশলটির বিশ্লেষণ তাঁর কাছে প্রত্যাশা করার কথা নয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণের মতো মেধা ও মনীষার অভাব ঘটেছিল। বস্তুতপক্ষে মার্কস-এঙ্গেলকের শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে লেনিন বুর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শগত পশ্চাদ্ধাবনের সর্বশেষ পরিকল্পনার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। এই পরিকল্পনার মূল কথা হলো, ধর্মবিশ্বাসেরই অজুহাত হিসেবে আপাত-অভিনব রূপে পুরানো ভাববাদী দর্শন প্রচারেরই এক বিরাট বিপুল আয়োজন। তারই নাম, পজিটিভিজম, এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই তথাকথিত নতুন মতবাদটির দার্শনিক সারাংশ যে বার্কলি প্রমুখের পুরোনো ভাববাদ ছাড়া আর কিছুই নয়—আমরা ইতিপূর্বে সে-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। কিন্তু পুরোনো ভাববাদ হিসেবে মতটি যে আসলে ধর্মবিশ্বাসেরই একরকম নতুন সমর্থন মাত্র—লেনিনের এই বক্তব্যটির কিছুটা বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। পরের পরিচ্ছেদে আমরা তারই প্রয়াস করবো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভাববাদ ও ধর্মবিশ্বাস

১। মাখ-এর পজিটিভিজম

মাখ-এর দার্শনিক অনুপ্রেরণা প্রসঙ্গে প্রথমে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা উল্লেখ করা অবান্তর হবে না।

১৮৯৫ সালে তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তার আগে তিরিশ বছরের উপর—১৮৬৪ সাল থেকে—প্রাগ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পদার্থবিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। স্বভাবতই মনে হয়, বিজ্ঞানে—বিশেষ করে বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ভিত্তির ক্ষেত্রে—তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে পরিণত বয়সে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপকের পদটি অলংকৃত করার ওই আমন্ত্রণ। অন্তত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে পেশাদার দার্শনিক মহলে মাখ-এর ভাবমূর্তি বলতে, তিনি যেন শুদ্ধ বিজ্ঞান-বিভোর দার্শনিকই।

তবুও বিজ্ঞান ও দর্শন উভয় দিক থেকেই একটি ঘটনা অত্যাশ্চর্য বলে প্রতীত হতে বাধ্য। তিনি প্রথমে যেভাবে তাঁর মূল দার্শনিক বিশ্বাসে উপনীত হন—এবং বাকি জীবন ধরে যে-বিশ্বাসটির পক্ষে যুক্তিমূলক সমর্থন উদ্ভাবনের অক্লান্ত প্রয়াস করেন—তার সঙ্গে না-ছিলো বিজ্ঞানের সম্পর্ক, না দার্শনিক বিচারের। এই কথার চরম প্রমাণ হিসেবে মাখ-এর নিজের একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাক। সতেরো-আঠারো বছর বয়সের এক অভিজ্ঞতার বর্ণনায় মাখ লিখছেন,

> "গ্রীষ্মকালের এক উজ্জ্বল দিনে মুক্ত হাওয়ায় হঠাৎ আমার মনে হলো, আমার অহংবোধ সমেত পুরো পৃথিবীটাই যেন এক সুসংবদ্ধ সংবেদন-স্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়; কেবল আমার অহংবোধের ক্ষেত্রে এই সংবেদন-স্তূপ তুলনায় হয়তো কিছুটা বেশি সুসম্বদ্ধ। যদিও এই চিন্তার বিস্তৃত ব্যাখ্যার তাগিদ আমি কিছুটা পরবর্তীকালে অনুভব করেছি, তবুও আমার জীবনের চরম অভিজ্ঞতা বলতে ওই মুহূর্তটিই।"[1]

ধর্মবিশ্বাসীরা এই অভিজ্ঞতাকে পরমাশ্চর্য অনুভূতি বা উপলব্ধি বলে তারিফ করতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতবিজ্ঞানী ও দার্শনিকের কাছে পুরো ব্যাপারটাই অস্বস্তিকর বলে প্রতীত হতে বাধ্য। সারা ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানী ও দার্শনিক মহলে যে-মতবাদের অমন প্রভাব তার মূল অনুপ্রেরণা বলতে বিজ্ঞানের আবিষ্কারও নয়, দার্শনিক বিচারও নয়— তার বদলে কিশোর বয়সের আকস্মিক খামখেয়াল ধরনের কিছু! অন্তত মাখ-এর স্বীকৃতি থেকে এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, তাঁর মূল দার্শনিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিজ্ঞান ও দর্শন ছাড়া আসলে অন্য কিছুর প্রভাব ছিলো। তবুও সম্প্রতিকালের দর্শনে তাঁর পজিটিভিজমের অমন প্রবল প্রতাপ! তাহলে কি ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এজাতীয় দর্শনের চাহিদার পিছনে অন্য কোনো বাস্তব শর্ত অনুমানের সুযোগ আছে?

মাখ-এর দার্শনিক বিশ্বাসের পিছনে মূল অনুপ্রেরণাটি যেমন আশ্চর্য তেমনই আশ্চর্য হলো এই বিশ্বাসটিকে কোনো এক অভিনব ও অভূতপূর্ব দর্শন বলে প্রচার করার অক্লান্ত প্রয়াস। আসলে পুরো দুনিয়াটাকেই নিছক সংবেদন-রাশি বলে প্রচার করবার চেষ্টায় কোনো অভিনবত্ব নেই। বিশপ বার্কলি প্রভৃতি দুশো বছর আগেই এই কথাটি প্রচার করে গিয়েছেন। অথচ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক মহলে লেনিনের আগে পর্যন্ত এই সহজ সত্যটি কারুরই চোখে পড়েনি!

সাম্প্রতিক পজিটিভিজমের দার্শনিক সারাংশ মামুলী ভাববাদ ছাড়া কিছু নয়। তবুও এই দর্শনের প্রবক্তারা অক্লান্তভাবেই দাবি করেন যে সাবেক কালের বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের বিতর্কটা একালে একেবারেই অর্থ-হীন ও অবান্তর হয়ে গিয়েছে। প্রচ্ছন্ন ভাববাদের সমর্থনে এজাতীয় দাবির বাস্তব মূল্য লোকবঞ্চনার কৌশল বলেই পরিগণিত হবে। প্রসংগত উল্লেখ করা যায়, আজকের দিনেও কোনো কোনো অতি-বিপ্লবী চিন্তাশীল এংগেলস ও লেনিনের সমালোচনায় মন্তব্য করেন, বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের বিতর্কটা বাতিল হয়ে যাওয়া বা সেকেলে শ্রেণীসংগ্রামের পর্যায়-বিশেষের পরিচায়ক। এই জাতীয় অতি-বিপ্লবী বোলচালের পিছনে ভাববাদের কাছেই আত্ম-সমর্পনের পরিচয় আছে কিনা, ভেবে দেখা দরকার।

মাখ-পন্থীদের পক্ষে বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের বিতর্ক উত্তীর্ণ হবার দাবিটার বাস্তব মূল্য যদি লোকবঞ্চনার আয়োজনই হয়, তাহলে তাঁদের প্রচ্ছন্ন ভাববাদের সমর্থনে বিজ্ঞানের নজির দেখাবার অবিরাম প্রয়াসটির

প্রকৃত তাৎপর্য কী? লেনিনের বিচারে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়, কেননা প্রকৃতিবিজ্ঞান "সহজাত ভাবেই বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্ব গ্রহণ করে।"[3] অতএব বিদ্রূপ করে লেনিন বলছেন,

"যীশুখ্রীষ্টের কাছে বিশ্বাসঘাতক অনুচর জুডাসের চুম্বনের যে-তাৎপর্য, বিজ্ঞানের পক্ষে বিজ্ঞানী মাখ-এর দর্শনটিরও সেই তাৎপর্য; কেননা বস্তুতপক্ষে দার্শনিক ভাববাদের শিবিরে পলায়ন করে মাখও একইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে বিজ্ঞানকে বিশ্বাসপন্থীদের কাছে সমর্পণ করেন।"[4]

২। দর্শন ও শ্রেণীস্বার্থ

বিজ্ঞান সহজাতভাবেই বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বে আস্থা স্থাপন করে। ভাববাদ অনুসারে বহির্জগতের সত্তাবিলোপ করলে বিজ্ঞানেরই কোনো তাৎপর্য থাকে না। আমরা পরে দেখবো, প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত ভিত্তির আলোচনায় লেনিনের কাছে এই কথাটি কতোটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আরো দেখবো, পজিটিভিজমের প্রভাব কাটিয়ে এই নির্দিষ্ট বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে এমন কি ম্যাক্স প্লাংক ও আলবার্ট আইনস্টাইনের মতো দিকপাল বিজ্ঞানীদের পক্ষেও অনেক দিন সময় লেগেছিলো।

আপাতত অন্য একটি কথা আলোচনা করা যাক। যে-বিজ্ঞানীদের উপর পজিটিভিজমের অমন গভীর প্রভাব, তাঁদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় সংশয় পোষণের কোনো কারণ নেই। কিন্তু তবুও তাঁরা কী কারণে এই প্রচ্ছন্ন ভাববাদী দর্শনটির প্রভাবে আচ্ছন্ন? লেনিনের বিচারে, তার আসল কারণটা দর্শনের আওতার বাইরে।[5] কিন্তু দর্শনের আওতার বাইরে এমন কী কারণ থাকতে পারে যার প্রভাবে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাও ভাববাদের দ্বারা প্রভাবিত হন?

এই প্রশ্নের পর্যাপ্ত উত্তরের জন্যে লেনিনের "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এর আর একটি সিদ্ধান্ত ভালো করে বোঝা দরকার। প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক তো দূরের কথা, দার্শনিক ভাববাদের আসল উদ্দেশ্য হলো ধর্মবিশ্বাস সংরক্ষণ। একালের প্রচ্ছন্ন ভাববাদের বেলাতেও একই কথা, যদিও ধর্মবিশ্বাস সংরক্ষণের আসল কৌশলটা অনেক জটিল ও পরোক্ষ। ১৮৯২ সালেই এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ

থেকেই শ্রমিক অভ্যুত্থানের আতঙ্কে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে ধর্ম-বিশ্বাসের চাহিদাটা অনেক বেড়ে গিয়েছে। লেনিন দেখালেন, উনবিংশ শতকের শেষাশেষি ওই চাহিদা মেটাবার জন্যে মামুলী ধর্মবিশ্বাসের পুনঃ-প্রচারই আর পর্যাপ্ত নয় : ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা-লালিত দার্শনিকেরা—ধন-তান্ত্রিক সমাজ সংরক্ষণের সচেতন বা অচেতন উপায় হিসেবে—আপাত-অভিনব কৌশল অবলম্বন করে যে-দার্শনিক মতটি পেশ করতে চান তা আসলে ধর্মবিশ্বাস সংরক্ষণেরই জটিল ও প্রচ্ছন্ন অজুহাত মাত্র। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে এঁরা সকলেই সরাসরি অর্থে ধনতন্ত্রের প্রচারক ; কিন্তু তার মানে এই যে চিন্তাশীল হিসেবে এঁদের পক্ষে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মূল চাহিদাটি উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এই কারণেই, লেনিনের বিচারে নব্য ভাববাদ প্রচারের বিরাট বিপুল উৎসাহর পিছনে আসলে যে-কারণ, তা সীমিত অর্থে দর্শনের আওতার বাইরে। অতএব ভাববাদীদের দার্শনিক প্রতিভার সবটুকু ধর্মবিশ্বাস প্রচারেরই একরকম জমকালো বহিরঙ্গ সৃষ্টিতেই নিযুক্ত। লেনিন বলছেন,

"আভেনারিউস-এর মতো ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানতত্ত্বের সূক্ষ্ম খামখেয়াল অবশ্যই পেশাদারী উদ্ভাবন এবং তারই সাহায্যে তিনি নিজের এক ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গড়ে তুলতে চান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সমাজের চিন্তা ও প্রবণতার সংগ্রামের সাধারণ পটভূমিতে জ্ঞানতত্ত্ব সংক্রান্ত সূক্ষ্ম কারিগরির বাস্তব ভূমিকা সর্বত্রই সমাজ ; তা হলো ভাববাদ ও বিশ্বাস-বাদের জন্যে পথ পরিষ্কার করা।"[6]

মাখ-এর বেলাতেও একই কথা। মুখে বিজ্ঞান নিয়ে তিনি যতোই বড়াই করুন না কেন, বাস্তবে তিনি ভাববাদী দর্শনের অজুহাতে বিজ্ঞানকে ধর্মবিশ্বাসের কাছেই সমর্পণ করেন।[7]

অতএব, পজিটিভিজমের প্রভাবে আচ্ছন্ন বিজ্ঞানীদের বিদ্যাবুদ্ধি বা বৈজ্ঞানিক দক্ষতায় সন্দেহ প্রকাশের অবশ্যই কোনো কারণ নেই। কিন্তু যখনই তাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে কোনো দার্শনিক মত গ্রহণ করতে চান, তখন তাঁদের সেই দার্শনিক মতকেও নির্বিচারে বিজ্ঞান বলে মেনে নেবারও কোনো কারণ নেই। পক্ষান্তরে, ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সাধারণ পরিবেশে তাঁদের অবস্থা এমনই যে, ধনতন্ত্র সংরক্ষণের পক্ষে প্রাসঙ্গিক সাধারণ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হবার প্রবণতা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব তাঁর সময়কার পরিস্থিতি প্রসঙ্গে লেনিন মন্তব্য করছেন,

"যে-সব অধ্যাপকেরা রসায়ন, ইতিহাস, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদানের যোগ্যতা রাখেন, দর্শনের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে **কোনো একজনকেও এতোটুকু বিশ্বাস** করা যায় না। কেন? যে-কারণে বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রের যে অধ্যাপকেরা অত্যন্ত মূল্যবান অবদানের অধিকারী, অর্থশাস্ত্রের সাধারণ তত্ত্ব প্রসঙ্গে তাঁদের **একজনকেও এতোটুকু** বিশ্বাস করা যায় না,—ঠিক সেই কারণেই। কেননা, আধুনিক সমাজে দ্বিতীয়টি [অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রের সাধারণ তত্ত্ব] এবং জ্ঞানতত্ত্ব—দুইই সমান পক্ষপাত প্রণোদিত[৪]। মোটের উপর, অর্থনীতির অধ্যাপকেরা ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর বিদগ্ধ বিক্রেতামাত্রই, এবং দর্শনের অধ্যাপকেরা ধর্মযাজকদের সেল্‌সমেন বা বিক্রেতা।"[৭]

ভাষাটা অবশ্যই খুব মোলায়েম ধরণের নয়। কিন্তু লেনিনের মতো বিপ্লবী যখন দার্শনিক মতের পিছনে প্রচ্ছন্ন শ্রেণীস্বার্থ নিয়ে আলোচনা করেন, তখন তাঁর পক্ষে খুব একটা মোলায়েম ধরণের ভাষা ব্যবহারের তাগিদ থাকাও স্বাভাবিক নয়।

কিন্তু রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ছেড়ে লেনিনের মূল বক্তব্য বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া যাক। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তাঁর বিচারে ভাববাদী দর্শন—অতএব তাঁর সময়ে পাজিটিভিজম প্রভৃতি নামে প্রচারিত প্রচ্ছন্ন ভাববাদও—ধর্মবিশ্বাসেরই একরকম বিদগ্ধ সমর্থন। বস্তুতপক্ষে, সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজ যতোই বিপন্ন হয়, ততোই তার সংরক্ষণে ধর্মবিশ্বাস—অতএব ভাববাদী দর্শনেরও—প্রয়োজন বাড়ে। লেনিনের বিচারে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এর বিরুদ্ধে মতাদর্শগত প্রতি-শেষক বলতে বস্তুবাদী দর্শন এবং জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী দর্শনের মূল দাবি হলো, আমাদের চেতনায় বাস্তব বহির্জগৎ প্রতিফলিত হয়। একালের অতি-বিপ্লবীর দল বুর্জোয়া দার্শনিকদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে লেনিনের বিরুদ্ধে যে-কোনো কুৎসাই প্রচার করুন না কেন, লেনিনের দৃষ্টিকোণ থেকে বুর্জোয়া বা বিপ্লববিলাসীর নিন্দা-প্রশংসার কোনো মূল্য নেই। তাঁর ধ্রুব লক্ষ্য বলতে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শগত সংগ্রাম। অতএব তাঁর রচনায় ধর্মবিশ্বাস এবং ভাববাদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদেরই বলিষ্ঠ সমর্থন।

৩। ধর্মবিশ্বাসের নতুন বহিরঙ্গ

আধুনিক ভাববাদ যে ধর্মবিশ্বাসেরই একরকম বিদগ্ধ সমর্থন—এই কথার উপর লেনিন কতোটা জোর দিয়েছেন, এখানে সে-বিষয়ে আরো কিছু নজির

দেখা যাক। মার্কস ও এঙ্গেলস[10] জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর দার্শনিক জে. দিৎসগেন-এর (১৮২৮-১৮৮৮)[11] ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। লেনিন তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করছেন,

"ভাববাদী দর্শনের 'বৈজ্ঞানিক পুরোহিতবৃত্তি' যে প্রকাশ্য পুরোহিতবৃত্তিরই নাটমন্দির—এ বিষয়ে জে. দিৎসগেন-এর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিলো না। তিনি লিখেছেন, 'বৈজ্ঞানিক পুরোহিতবৃত্তি ধর্মীয় পুরোহিতবৃত্তিকে গুরুতর সাহায্যের প্রয়াস করছে।'…বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বই 'ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সার্বজনীন অস্ত্র'—শুধুমাত্র 'পুরোহিতদের কুখ্যাত, প্রথাগত, সাধারণ ধর্মের বিরুদ্ধেই নয়, জগাখিচুড়ি পাকানো ভাববাদের সবচেয়ে মার্জিত, উন্নত ও পেশাদারী ধর্মের বিরুদ্ধেও'।"[12]

ভাববাদের সঙ্গে—বিশেষত মাখ প্রমুখর পজিটিভিজম প্রভৃতির সঙ্গে—ধর্মবিশ্বাসের প্রকৃত সম্পর্ক প্রসঙ্গে নানা প্রশ্ন ওঠে। সেগুলির বিচার ছাড়া লেনিনের প্রকৃত বক্তব্যটি বোঝা যায় না।

প্রথমত, ১৮৯২ সালে এঙ্গেলস যে-সব আমেরিকা থেকে আমদানি করা ভাড়াটে ধর্মপ্রচারকদের কথা বলেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে মাখ ও তাঁর দার্শনিক সহচরদের অন্তত আপাত-দৃষ্টিতে অবশ্যই আকাশ-পাতাল তফাত।

দ্বিতীয়ত, মাখ-এর স্বীয় অভিপ্রায় অনুসারে তিনি নিরীশ্বরবাদী। বগদানভ প্রমুখ তাঁর প্রখ্যাত রুশ অনুগামীদের প্রসঙ্গেও একই কথা। তাছাড়া, এঁরা কেউই ঈশ্বর, পরকাল, পরলোক প্রভৃতি ধর্মবিশ্বাসের প্রসিদ্ধ উপাদান নিয়ে আলোচনা করেন নি। পক্ষান্তরে তাঁরা জ্ঞানতত্ত্বের কূট সমস্যাই আলোচনা করতে চেয়েছেন। এই আলোচনার ভিত্তিতে তাঁরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন, লেনিনের বিচারে তা অবশ্যই পুরোণো ভাববাদী দর্শনের একরকম নতুন সংস্করণ মাত্র। কিন্তু লেনিনের এই বিচার মেনে নিলেও মাখ প্রমুখর দুরূহ দার্শনিক আলোচনা কীভাবে ধর্মবিশ্বাসেরই অজুহাত হয়ে দাঁড়ায়, সে-বিষয়ে আরো আলোচনার প্রয়োজন। অর্থাৎ, মাখ-এর প্রত্যক্ষ-বিচারবাদকে ভাববাদী দর্শন বলে স্বীকার করলেও, এই ভাববাদকেই লেনিন কেন ধর্মবিশ্বাসের সেবারত দার্শনিক মত হিসাবে প্রত্যাখ্যান করছেন?

এই জাতীয় প্রশ্নের আলোচনা কিছুটা বিস্তৃত হবে এবং তার জন্যে আমরা লেনিনের নির্দেশ অনুসরণ করে ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের ইয়ো-

রোপীয় ইতিহাসের কিছুটা পুরোণো কথাও নতুন করে পর্য্যালোচনা করতে বাধ্য হবো।

৪। ধর্মবিশ্বাস ও নিরীশ্বরবাদের আড়ম্বর

প্রথমেই একটি কথা স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের মতে নিরীশ্বরবাদের আড়ম্বরকে তার আপাত-মূল্যে গ্রহণ করা কোনো কাজের কথা নয়। অর্থাৎ, কোনো দার্শনিক যদি মুখে নিজেকে নিরীশ্বরবাদী বলে প্রচার করতে চান তাহলেই তাঁকে ধর্মপ্রভাব-মুক্ত বা ধর্মবিশ্বাস-বিরোধী মতের সমর্থক মনে করা যুক্তিযুক্ত হবে না। এই বিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলো ডুরিং-এর দর্শন, অর্থাৎ যে-দর্শনের খণ্ডনে এঙ্গেলস "এ্যান্টি ডুরিং" গ্রন্থ রচনা করেন। লেনিন যেমন বলছেন,

"প্রকাশ্যে নিরীশ্বরবাদ ঘোষণা করা সত্ত্বেও ডুরিং-এর বিরুদ্ধে এঙ্গেলসের আক্রমণের পর্যাপ্ত কারণ আছে, কেননা ডুরিং তাঁর দর্শনের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসে প্রত্যাবর্তনের জন্যে অনেক ফাঁক রেখেছিলেন। এঙ্গেলস অনেকবার, এবং ন্যায়সঙ্গত ভাবেই, বস্তুবাদী ডুরিং-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিলেন, যদিও অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে সত্তরের দশক পর্যন্ত ডুরিং সরাসরি কোনো ধর্মতত্ত্বের সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি।"[13]

তাহলে স্বীয় অভিপ্রায় অনুসারে ডুরিং নিরীশ্বরবাদী হলেও এঙ্গেলস দেখাচ্ছেন ডুরিং-এর দার্শনিক মত ধর্মবিশ্বাসে প্রত্যাবর্তনের পক্ষে নানা ফাঁক রেখে দেয়। যে-প্রসঙ্গে লেনিন এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন, তা কিন্তু আভেনারিউস-এর দার্শনিক সমালোচনা। আভেনারিউস ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করেননি ; তবুও যে-ভাবে তিনি ভাববাদী দর্শনের সমর্থন করেছেন তা ধর্মবিশ্বাসেরই একরকম অজুহাত হয়ে দাঁড়ায়। বিষয়টি বোঝবার জন্যে এখানে আমাদের আলোচনা কিছুটা বিস্তৃত হতে বাধ্য।

ভাববাদের মূল দাবি হলো, চৈতন্য-নিরপেক্ষ বহির্জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব ; কেননা তার কোনো প্রমাণ নেই। এই কথাটি প্রতিপাদনের জন্যে আভেনারিউস দেখাতে চান যে জ্ঞাতা বা আত্মার সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বহির্জগত বা পারিপার্শ্বিক পৃথিবী আছে, কিন্তু তা কোনো আত্মা বা জ্ঞাতার জ্ঞানগোচর নয়—এহেন কল্পনা অসম্ভব হতে বাধ্য। একেবারে অজানা কিছুর অস্তিত্ব মানা যায় না ; তাই পৃথিবীর অস্তিত্ব স্বীকারের অনিবার্য শর্ত হলো জ্ঞাতার বা আত্মার উপর নির্ভরতা।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, এহেন যুক্তির উত্তরে লেনিন প্রকৃতিবিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত প্রাথমিক তথ্য উল্লেখ করেছেন। অনেক কোটি বছর ধরে নানা জটিল পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উদ্ভব হয়েছে। আগেকার নিষ্প্রাণ পৃথিবীতে কোনো রকম জ্ঞাতার বা আত্মার কথা কল্পনা করা অসম্ভব। তবুও সে সময়ে পৃথিবীর অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। তাহলে বিজ্ঞানের এই প্রাথমিক তথ্য থেকেই বোঝা যায়, জ্ঞাতা নিরপেক্ষ ভাবেই—আত্মার উপর কোনো অর্থে নির্ভরশীল না হয়েও—বস্তুজগতের অস্তিত্ব অবশ্যই সম্ভব।

আভেনারিউস-এর মতো প্রচ্ছন্ন ভাববাদীর পক্ষে এই জাতীয় নজিরের বিরুদ্ধে প্রমাণ করার প্রয়োজন, পৃথিবীতে মানুষের বা জ্ঞাতার আবির্ভাবের আগেও পৃথিবী অনিবার্যভাবেই জ্ঞাতা বা আত্মার উপর নির্ভরশীল। অবশ্যই এ-হেন অসম্ভব কথা প্রমাণ করবার জন্যে আভেনারিউস-এর পক্ষে কঠিন ও উদ্ভট পরিভাষা বিন্যাসের প্রয়োজন হয়েছে। সেই পরিভাষায় বিভ্রান্ত না-হয়ে, তাঁর মূল বক্তব্যটি দেখা যাক। তিনি বলতে চান, সেই অবস্থায় বাস্তব অর্থে জ্ঞাতার বা আত্মার অস্তিত্ব না থাকলেও "অব্যক্ত" বা "সম্ভাবনা-সূচক" বা "পোটেনসিয়াল"[14] অর্থে জ্ঞাতার অস্তিত্ব স্বীকার্য।

লেনিন দেখাচ্ছেন, দুরূহ পরিভাষা রচনার কায়দা সত্ত্বেও আসল বক্তব্যটা রহস্যবাদ ও ধর্মবিশ্বাসের অজুহাত না-হয়ে পারে না। কেননা, মানুষ উৎপত্তির আগেও যদি "অব্যক্ত" বা "সম্ভাবনা-সূচক" অর্থে মানুষের অস্তিত্ব মানতে হয়, তাহলে মানুষের মৃত্যুর পরেও একই অর্থে তার অস্তিত্ব স্বীকারে বাধা থাকে না। অতএব আভেনারিউস-এর মূল যুক্তিটি প্রকৃতপক্ষে আত্মার অমরত্ব স্বীকারের পথ খুলে দেয়, এবং এ জাতীয় স্বীকৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বর্জনীয় হলেও ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে অপরিহার্য। অতএব লেনিন মন্তব্য করছেন,

"এই কথা ধর্মবিশ্বাসের নাটমন্দির বিশ্বাসবাদ ছাড়া আর কী হতে পারে? যদি ভবিষ্যৎ পারিপার্শ্বিকের সম্পর্কে অব্যক্ত অর্থে আত্মার [আভেনারিউসের পরিভাষায়, 'পোটেন-সিয়াল সেন্ট্রাল টার্ম'[15]] কথা চিন্তা করা যায়, তাহলে অতীত পারিপার্শ্বিক প্রসঙ্গে—অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর পরও—তার কথা চিন্তা করতে বাধাটা কোথায়? আপনি কি আপত্তি তুলে বলবেন যে স্বীয় মত থেকে আভেনারিউস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি? মানলাম। কিন্তু তার ফলে ওই আজগুবি প্রতিক্রিয়াশীল মতটির গৌরবের বদলে কাপুরুষতাই প্রমাণিত হয়। ১৮৯৪ সালে আভেনারিউস এই মত থেকে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে

উপনীত হন নি, কিংবা হয়তো তাঁর অতটা সাহস হয় নি। কিন্তু আমরা পরে দেখবে ১৮৯৬ সালে আর. শুবার্ট-সলডারন[16] ঠিক এই মত থেকেই ধর্মতত্ত্বের উপসংহারে উপনীত হন এবং ১৯০৬ সালে তাঁর তারিফ করে মাখ বলেন যে শুবার্ট-সলডারন [মাখ দর্শনের] খুব কাছাকাছি পথেই অগ্রসর হচ্ছেন।"[17]

তাহলে নিরীশ্বরবাদের আড়ম্বর সত্ত্বেও এবং জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে কূটকচালের বহিরঙ্গ সত্ত্বেও ভাববাদী দর্শন অনায়াসেই ধর্মবিশ্বাসের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে পরিণত হয়। লেনিনের "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" থেকে এ বিষয়ে আর একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত দেখা যাক। মাখ-এর প্রধান রুশ অনুগামী বগদানভ অন্যান্য মাখপন্থীর মতোই রকমারি অভিনব পরিভাষার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ভাববাদের—অতএব প্রচ্ছন্ন ধর্মবিশ্বাসেরও—প্রচার করেছিলেন। এই বিষয়ে লেনিনের মন্তব্য কিছুটা বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। লেনিন বলছেন,

"বগদানভ লিখছেন, 'প্রশ্ন তোলা যাক, প্রাণী—যেমন মানুষ—বলতে ঠিক কী বোঝায়?' উত্তরে তিনি বলছেন, 'মানুষ মূলতই "অপরোক্ষ অনুভূতির"[18] একরকম যোগ।… তারপর অনুভূতি বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ নিজের পক্ষে এবং অপরের পক্ষে অন্যান্য ভূতপদার্থের মধ্যে ভূতপদার্থ অর্থে দেহবিশিষ্ট হয়।'

"[লেনিন মন্তব্য করছেন] এই জাতীয় আজগুবী কথার 'যোগ' থেকে তো শুধু আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রভৃতিই প্রমাণিত হয়। মানুষ মূলত অপরোক্ষ অনুভূতির যোগ, এবং পরবর্তী পারণামের ফলেই সে দেহবিশিষ্ট জীবে পরিণত হয়। তার মানে ভূতপদার্থের দেহটি বাদ দিয়েই—ভূতপদার্থের দেহ উৎপত্তির আগে থাকতেই—অপরোক্ষ অনুভূতির অস্তিত্ব সম্ভব! আমাদের ধর্মতত্ত্বের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে এমন চমকপ্রদ দর্শনটি কেন স্বীকৃত হয় নি, তা ভাবতেও অবাক লাগে! সেখানেই দর্শনটির পূর্ণ মর্যাদা সম্ভব।

"[বগদানভ আরো বলছেন] 'আমরা আরো দেখেছি ভূতপদার্থের জগৎটি অপরোক্ষ যোগরই পরিণাম'…

"[লেনিন মন্তব্য করছেন] যে-দর্শন অনুসারে ভূতপদার্থের প্রকৃতিটি পরিণাম মাত্র, সে-দর্শন নিছক পাদ্রী-সুলভ[19] দর্শন। বগদানভের পক্ষে সর্বপ্রকার ধর্মবিশ্বাসের সাড়ম্বর প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও দর্শনটির মূল চরিত্রে কোনো পরিবর্তন হয় না। ডুরিংও নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, এমনকি তাঁর সমাজবাদী বা 'সোসালিটেরিয়ন' সমাজে তিনি

ধর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রস্তাব করেছিলেন। তবুও এঙ্গেলস সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত-ভাবেই দেখিয়েছিলেন যে ধর্ম ছাড়া ডুরিং-এর দার্শনিক মতের মধ্যে সংগতি সাধন সম্ভব নয়। বগদানভের বেলাতেও একই কথা।... প্রকৃতি যদি পরিণামই হয় তাহলে স্পষ্টতই প্রকৃতি অনেক মহান, ঐশ্বর্যপূর্ণ, ব্যাপক ও শক্তিশালী কোনো কিছুর পরিণাম বলেই স্বীকৃত হবে ; কেননা প্রকৃতির উৎপাদনের জন্যে প্রকৃতি-নিরপেক্ষভাবেই তার অস্তিত্ব থাকবে। তার মানে, প্রকৃতির বাইরে কোনকিছুর সত্তা বর্তমান, তা থেকেই প্রকৃতির উৎপত্তি। সোজা ভাষায় তাকেই বলে ঈশ্বর।"[20]

৫। প্রকৃতিবিজ্ঞান ও ঈশ্বর

কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের সাম্প্রতিক ও বিদগ্ধ সমর্থকদের পক্ষে অমন সহজ ভাষা ব্যবহারে বাধা ছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর বৈপ্লবিক অভ্যুদয়ের যুগে বিশেষত ফরাসী বস্তুবাদীরা ঈশ্বরবিশ্বাস নির্মমভাবে খণ্ডন করেছিলেন। তাঁদের প্রধান আস্থা ছিল প্রকৃতিবিজ্ঞানের উপর। এই প্রকৃতিবিজ্ঞানের যতই উন্নতি হয়েছে ততই প্রকৃতি রাজ্য থেকে ঈশ্বর কোণঠাসা হয়ে ক্রমশই বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। তার মানে এই নয় যে বিজ্ঞানীদের চেতনায় ঈশ্বর-বিশ্বাসের সমস্ত রেশ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু, এঙ্গেলস যেমন দেখিয়েছেন, বিজ্ঞানীবিশেষের চেতনায় যে-ঈশ্বরটি অবশিষ্ট রইলেন. ঈশ্বরের অতীত গরিমার তুলনায় তিনি যেন নেহাতই একরকমের ব্যঙ্গের বিষয়। এখানে আমাদের পক্ষে, এঙ্গেলসের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন, কেননা তারই ভিত্তিতে লেনিনের সমসাময়িক দার্শনিক পরিস্থিতির কথাটি বোঝা সুবিধা হবে। এঙ্গেলস বলছেন,

"যে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন ঈশ্বরের প্রতি তাঁদের আচরণের চেয়ে মর্মান্তিক আচরণ আর কোথাও দেখা যায় না। বস্তুবাদীরা ওইসব বুলি বাদ দিয়ে শুধু ঘটনার ব্যাখ্যা দেন। এইভাবেই, নাছোড়বান্দা ঈশ্বরবিশ্বাসীরা তাঁদের ঘাড়ে ঈশ্বরের কথা জোর করে চাপিয়ে দিতে গেলে, হয় তাঁরা লাপলাসের[21] মতো বলেন, 'স্যর, আমার পক্ষে ওই প্রকল্পটির প্রয়োজন হয় নি', কিংবা জার্মান ভ্রাম্যমান ব্যবসায় প্রতিনিধিরা ওলন্দাজ বণিকদের মধ্যে ভুসোমাল বিক্রির জন্যে পীড়াপীড়ি করলে ওলন্দাজ বণিকেরা যেমন কঠোরভাবে তাঁদের ভাগিয়ে দেবার জন্যে বলেন, 'ওসবে আমার দরকার নেই'। এবং ব্যাপারটার ওইখানেই শেষ। কিন্তু ঈশ্বর-সমর্থকদের কাছে ঈশ্বরকে কী না সহ্য

করতে হয়েছে। জেনা যুদ্ধে[22] তৃতীয় ফ্রেডরিখ উইলিয়াম[23] তাঁরই সেনানায়ক ও আমলা-দের কাছে যে ব্যবহার পেয়েছিলেন, আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে ঈশ্বর-সমর্থকদের কাছ থেকে ঈশ্বরও সেই রকমের ব্যবহার পেয়েছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সামনে একের পর এক সেনা-ডিভিসন অস্ত্র প্রত্যর্পণ করেছে, একের পর এক কেল্লার পতন হয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত অসীম প্রকৃতিরাজ্যের পুরোটার উপরই বিজ্ঞান বিজয়ী হয়েছে এবং তার মধ্যে স্রষ্টার জন্যে কোন স্থানই বাকি থাকে নি। নিউটন[24] তখনো তাঁকে 'আদি স্পন্দনের' অধিকারটুকু দিয়ে সৌর জগতের ব্যাপারে আর কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করে দেন। ফাদার সেকচি[25] তাঁকে সৌর জগৎ থেকে বিদায় দেন—সেই বিদায়-অভ্যর্থনাটি শাস্ত্রসম্মত পুরো সম্মানের পরিচায়ক হলেও বিদায় হিসেবে অবশ্যই চরম; শুধুমাত্র আদিম নীহারিকা-সৃষ্টিতে তাঁর কিছুটা অবদান বাকি রইল। জীববিজ্ঞানে তাঁর শেষ মহান ডন্ কুইকসট[26] হলেন আগাসিজ[27]; ঈশ্বরের মহিমায় তিনি একেবারে আবোল-তাবোল বকতে শুরু করেন: ঈশ্বর নাকি শুধুমাত্র বাস্তব প্রাণিজগতই সৃষ্টি করেন নি, অমূর্ত প্রাণিদেরও—যেমন মৎস্য-স্বরূপ জাতীয় কিছুও—সৃষ্টি করেছেন। এবং শেষ পর্যন্ত টিনড্যাল[28] প্রকৃতি-রাজ্যে ঈশ্বরের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে তাঁকে নিছক ভাবাবেগের প্রদেশে নির্বাসিত করেন।··· প্রাচীনকালের স্বর্গমর্তের স্রষ্টা এবং সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর থেকে কতই না তফাৎ—যাঁর নিয়ন্ত্রণ বিনা মাথা থেকে কেশমাত্র পতনও অসম্ভব ছিল।"[29]

৬। মাখ-এর কিছু বন্ধু ও অনুচর

বিজ্ঞানীদের মধ্যে মুষ্টিমেয় ঈশ্বর-বিশ্বাসীদেরই এই অবস্থা থেকে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে ঈশ্বর-বিশ্বাসের সাধারণ সংকট অবশ্যই সহজে অনুমান করা যায়। অতএব আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সাধারণ পটভূমিতে দার্শনিকদের পক্ষে ধর্মবিশ্বাসের সমর্থনে মামুলী ধর্মকথা বলে লাভ নেই—বিশেষত ঈশ্বরের মহিমা প্রচারের চেষ্টা অবশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। বরং ধর্ম-বিশ্বাস প্রচারের প্রকৃত অভিপ্রায়ে নিরীশ্বরবাদের ভাণ করে এবং অভিনব ও দুরূহ পরিভাষা রচনার অন্তরালে ধর্মবিশ্বাসের মূল চাহিদা মেটাবার চেষ্টাই তুলনায় নিরাপদ। লেনিনের বিচারে তাঁর সময়কার দার্শনিক মহলে ব্যাপকভাবে এই চেষ্টাই চলেছিল। এবং এই চেষ্টার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন

হলো দার্শনিক ভাববাদ, কেননা দার্শনিক ভাববাদ বহির্জগতের বাস্তব অস্তিত্ব বিলোপ করে যে-পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাতে লোকোত্তর তত্ত্ব প্রচারের পথটা অনেক সুগম হয় এবং ধর্মবিশ্বাসের মূল দাবি হলো লোকোত্তর তত্ত্বের স্বীকৃতি—মামুলী ভাষায় এই লোকোত্তর তত্ত্বটিকে ঈশ্বর আখ্যা না দিলেও তেমন কিছু আসে যায় না। বস্তুত দার্শনিক ভাববাদের বৈশিষ্ট্যই হলো এই মামুলী ঈশ্বর শব্দটি বাদ দিয়ে প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসের সারমর্মটুকুর সংরক্ষণ। ঈশ্বর শব্দটি প্রসঙ্গে লেনিন মন্তব্য করছেন,

"ভাববাদী দার্শনিকেরা বরাবরই এই [ঈশ্বর] শব্দটি পরিবর্তন করে তাকে অনেক বেশি অমূর্ত, অনেক বেশি অস্পষ্ট এবং একাধারে (বিশ্বাসযোগ্যতার খাতিরে) 'মানস-স্বরূপের'··· অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা করেন, যাতে অপরোক্ষ অনুভব হিসাবে তার পক্ষে আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন থাকে না। 'পারমার্থিক ভাব'[30], 'ব্রহ্ম-চৈতন্য'[31], 'বিশ্ব-সংকল্প'[32], 'সাধারণভাবে ভূতপদার্থের পরিবর্তে মানস-পদার্থ'[33] —এসবই হলো একই কথার রকমারি অভিব্যক্তিমাত্র। ভাব, মন, সংকল্প, মানস-পদার্থ আসলে মস্তিষ্কেরই স্বাভাবিক বৃত্তিমাত্র—এই কথা সকলেই জানেন এবং বিজ্ঞানও এই বিষয়ে গবেষণা করে। কিন্তু ভূতপদার্থেরই বিশেষ সংগঠন থেকে এই বৃত্তিকে সম্পূর্ণ পৃথক করে এবং তাকে কোনো সার্বভৌম ও সর্বব্যাপী অমূর্ত কিছুতে পরিণত করা এবং সমগ্র বাস্তব জগতের প্রতিকল্প হিসাবে তারই উল্লেখ করা দার্শনিক ভাববাদের প্রলাপ এবং বিজ্ঞানের প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।"[34]

অতএব সংক্ষেপে মামুলী ধর্মবিশ্বাসের ঈশ্বর শব্দটি বাদ দিয়েও ভাববাদী দর্শনে রকমারি অভিনব পরিভাষার অন্তরালে মূলত একই তত্ত্ব প্রচারের আয়োজন দেখা যায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আধুনিক ভাববাদীরা মামুলী অর্থে ধর্মবিশ্বাসের প্রচারে সম্পূর্ণভাবেই নিস্পৃহ। পক্ষান্তরে লেনিন দেখাচ্ছেন, স্বয়ং মাখ-এর দৃষ্টান্তে আপাত-নিরীশ্বরবাদের অন্তরালে ধর্মবিশ্বাসের অনুপ্রেরণাটির পরিচয় অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন হলেও, মাখ-এরই নানা ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাস প্রচারের উৎসাহটা যথেষ্ট প্রকটভাবেই দেখা যায়। "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এর চতুর্থ পরিচ্ছেদের একটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম: "প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ কোন পথে বিকশিত হচ্ছে?"[35]

এই অনুচ্ছেদটিতে লেনিন দেখিয়েছেন, মাখ ও আভেনারিউস-এর নানা অনুগামী কীভাবে প্রত্যক্ষ বিচারবাদ থেকে সরাসরি ধর্মবিশ্বাসের সমর্থন অন্বেষণ করেন। বর্তমান আলোচনায় লেনিনের রচনা থেকে আমরা এই বিষয়ে মাত্র দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করবো।

মাখ-বাদ এবং পরবর্তীকালের পজিটিভিজম-এর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন হানস কর্নেলিউস (১৮৬৩-১৯৪৭)।[36] দার্শনিক হিসাবে তিনি নিজেকে মাখ ও আভেনারিউস-এর পরম ভক্ত বলেই ঘোষণা করেন; স্বয়ং মাখও সোৎসাহে তাঁর রচনার তারিফ করেন। অতএব, লেনিন বলছেন, ইনি হলেন "গুরু প্রশংসিত জনৈক শিষ্য"[37]। এবং এ-হেন শিষ্যটি ঠিক কী প্রচার করতে চান? সাধারণভাবে ভাববাদী দর্শনের মূল কথা ছাড়াও তিনি আত্মার অমরত্ব এবং ঈশ্বরের কথা প্রচার করেন। এবং বস্তুবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচণ্ড রোষ, কেননা বস্তুবাদ ধর্মবিশ্বাসকেই নস্যাৎ করতে চায়। তিনি বলছেন,

"বলাই বাহুল্য, এই মত [বস্তুবাদ] আমাদের সংকল্পের স্বাধীনতার সঙ্গে আমাদেব কাজের সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ এবং তার দায়িত্বজ্ঞান ধ্বংস করে। তেমনিই [এই বস্তুবাদ] মৃত্যুর পরও আমাদের জীবনের ধারাবাহিকতা মানবার কোনো অবকাশ রাখে না।"[38]

লেনিন আরো দেখাচ্ছেন :

"তাঁর বই-এর চরম বক্তব্য হলো : শিক্ষার প্রয়োজন শুধু কাজের খাতিরে নয়, তাছাড়াও 'সর্বোপরি এই উদ্দেশ্যে যে আকস্মিক ঐতিহ্যের কোনো অনিত্য মূল্যবোধের বদলে তা [শিক্ষা] কর্তব্য ও সৌন্দর্য—অর্থাৎ আমাদের অন্তরে ও বাইরে ঐশ্বরিক বিকাশের—সনাতন মূল্যবোধের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে'।"[39]

এজাতীয় কথায় ধর্মযাজকেরা অবশ্যই বিগলিত হবেন যদিও লেখকেব অভিপ্রায় অনুসারে তিনি ধর্মযাজক নন, "বিজ্ঞান-নিষ্ঠ প্রত্যক্ষ-বিচারবাদী" দার্শনিক!

আর একটি দৃষ্টান্ত : পল কেরাস (১৮৫২-১৯১৯)—আমেরিকার জনৈক মাখ-পন্থী দার্শনিক। তাঁর সম্বন্ধে লেনিন বলছেন :

"আমেরিকার 'স্বগোত্র' দার্শনিক হিসাবে মাখ উল্লেখ করেছেন পল কেরাস-এর[40]। কেরাস নিজেকে মাখ-এর 'গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগত বন্ধু' বলে বর্ণনা করেন। তিনি সিকাগো থেকে দর্শন পত্রিকা 'দি মনিস্ট'[41] [বা অদ্বৈতবাদী] সম্পাদনা করেন এবং ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সম্পাদনা করেন 'দি ওপ্ন্ কোর্ট'[42] নামে আর একটি পত্রিকা। এই জনপ্রিয় ক্ষুদ্র পত্রিকার সম্পাদকেরা ঘোষণা করেন, 'বিজ্ঞান হলো ঐশ্বরিক বিকাশ', এবং তাঁদের মতে বিজ্ঞানের সাহায্যে চার্চ (বা ধর্মসংগঠনে) এমন সংস্কার সম্ভব যার ফলে 'ধর্মের মধ্যে মহান ও সত্য উপাদানটি' সংরক্ষিত হবে।··· কেরাস প্রচার করেন এক নতুন ধর্মতত্ত্ব,—'বৈজ্ঞানিক ধর্মতত্ত্ব' বা থিয়োনমি[43] ; বাইব্ল[44]-এর আক্ষরিক অর্থ অস্বীকার করলেও এই মতে 'সমস্ত সত্যই ঐশ্বরিক ; এবং ইতিহাসের মতোই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের বিকাশ'।"[45]

অতএব স্বয়ং মাখ মুখে নিরীশ্বরবাদী হলেও তিনি যাঁদের দার্শনিক হিসাবে ঘনিষ্ঠ সহচর ও সগোত্র বলে বিবেচনা করেন তাঁদের এজাতীয় উক্তি থেকে মাখ-দর্শনের প্রকৃত প্রবণতার কিছুটা আভাস পাওয়া সম্ভব। লেনিনের ভাষায় এঁরা প্রকাশ্যেই "জনসাধারণকে ধর্মের আফিম দিয়ে আচ্ছন্ন রাখতে চান।"[46] মাখ-দর্শনের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের প্রকৃত বিরোধ থাকলে, মাখ-এর দৃষ্টিকোণ থেকে এঁরা বিজাতীয় চিন্তাশীল বলেই বিবেচিত হতেন। কিন্তু মাখ তো এঁদের তারিফই করছেন। প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ কোন্ পথে বিকশিত হতে চায় ?

অবশ্যই তার মানে এই নয় যে লেনিনের বিচারে ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের প্রকৃত সম্পর্কটি শুধুমাত্র এজাতীয় প্রচারকদের দৃষ্টান্ত থেকে অনুমেয়। লেনিনের মন্তব্যের পিছনে অনেক গভীর তত্ত্বগত ও ঐতিহাসিক কারণ বর্তমান। আমরা এখানে সংক্ষেপে তার কিছুটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

৭। ধর্মবিশ্বাসের অনুপ্রেরণা ঃ বার্কলি

প্রথমত, এবিষয়ে বার্কলির দৃষ্টান্ত কিছুতেই অবজ্ঞা করা যায় না ; কেননা মাখ প্রমুখের মত নামান্তরে প্রচারিত হলেও আসলে তা মূলত বার্কলি-দর্শনেরই নব সংস্করণ। বরং বার্কলি-দর্শনের ক্ষেত্রে ফিরে যাবার একটা

সুবিধা আছে। কেননা, লেনিন যেমন বলছেন, "আধুনিক কালের 'নব্য' সম্প্রদায়ের আবিষ্কর্তাদের তুলনায় [বার্কলি] চিরায়ত দার্শনিক সুলভ সোজাসুজি, সুস্পষ্ট এবং নিখুঁতভাবে" নিজের প্রকৃত মতামত প্রকাশ করেছিলেন।[47]

অতএব প্রশ্ন হলো, স্বীয় দর্শনের মূল অভিপ্রায় হিসাবে বার্কলি ঠিক কী বলতে চান? বার্কলির রচনা থেকে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া একটুও কঠিন নয়। অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষাতেই বার্কলি বলছেন যে নিরীশ্বরবাদ ও ধর্মদ্রোহের প্রধান ভিত্তি বলতে বস্তুবাদ ; অতএব ধর্মবিশ্বাসের নিরাপত্তার জন্যেই বস্তুবাদ খণ্ডন করে ভাববাদের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। বার্কলি বলছেন :

"ভূতপদার্থ ও প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ বস্তুর সত্তা শুধু যে নিরীশ্বরবাদী ও অদৃষ্টবাদীরই প্রধান অবলম্বন তাই নয়, তারই স্বীকৃতির উপর রকমারি পৌত্তলিকতাও নির্ভর করে।"[48]

অন্যত্র বার্কলি আবার বলছেন :

"আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, ভূতপদার্থ[49] সংক্রান্ত মতটিই সন্দেহবাদের প্রধান স্তম্ভ ও অবলম্বন, এবং একইভাবে এই ভিত্তির উপরই সবরকম অপবিত্র নিরীশ্বরবাদ ও ধর্মবিদ্বেষ নির্ভর করে।...সর্বযুগেই কীভাবে নিরীশ্বরবাদের প্রধান বন্ধু বলতে ভূতপদার্থের কথাই, তার বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই সমস্ত দানবীয় মত এমনই প্রকট ও অনিবার্যভাবে তার [ভূতপদার্থের] উপর নির্ভর করে যে এই ভিত্তি প্রস্তরটি একবার খসিয়ে দিলে ওই মতগুলির সব অট্টালিকাই ধসে পড়তে বাধ্য হয়, এবং তখন আর নিরীশ্বরবাদী প্রতিটি সম্প্রদায়ের অসারতা প্রদর্শনের স্বতন্ত্র প্রয়োজন থাকে না।"[50]

তাহলে ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে ভূতপদার্থের কথাটাই নেহাত বিপজ্জনক। ধর্মপ্রাণ বার্কলি তাই ধর্মবিশ্বাসের নিরাপত্তা হিসাবেই ভূতপদার্থের বা বহির্বস্তুর বিলোপ সাধনে বাধ্য হয়েছেন, প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সংবেদন-পুঞ্জ বা ধারণা-পুঞ্জই একমাত্র সত্য। আমরা আগেই দেখেছি, যে-যুক্তির উপর নির্ভর করে বার্কলি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান, মূলত সেই যুক্তির উপর নির্ভর করেই সম্প্রতিকালের প্রত্যক্ষ-বিচারবাদীরাও একই কথা প্রমাণের প্রয়াস করেন। তাঁরা অবশ্য বার্কলির মতো সহজ-সরল ভাষায় স্বীকার করবেন না যে এইভাবে বস্তুবিলোপ সাধনের প্রধান সুফল হলো

ধর্ম-সংরক্ষণ। কিন্তু তাঁদের পুরো দার্শনিক বিচার এবং সিদ্ধান্তের সঙ্গে বার্কলির নিকট সাদৃশ্য থেকে অবশ্যই অনুমান হয় যে মুখে তাঁরা যাই বলুন না কেন, প্রত্যক্ষ-বিচারবাদেরও প্রকৃত ভূমিকা হলো ধর্মবিশ্বাস সংরক্ষণ। অন্যথা কল্পনা করতে হয় যে মূলত একই দর্শন এককালে ধর্মের প্রধান সহায় হলেও কালান্তরে তা ধর্ম-নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে।

মাখ-পন্থীরা অবশ্যই এই কথার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তুলবেন। কেননা দিনকাল বদলে গিয়েছে। এখন কি আর বার্কলির মতো অকপট মামুলী ধর্মবিশ্বাসের জয়গান করা যায়? কিন্তু তাহলে বার্কলি যে-ভাবে ভাববাদের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস সংরক্ষণের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেখাতে চেয়েছেন তা কী করে উপেক্ষা করা যায়? ভালেণ্টিনভ[51] নামের জনৈক রুশ মাখ-পন্থী দাবি করেন যে বস্তুতপক্ষে ধর্মপ্রাণ বার্কলি এবং প্রকৃত দার্শনিক বার্কলি—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা দরকার। ভালেণ্টিনভ যেমন বলছেন :

"মাখ-এর কথা আলোচনা করার সময় যাঁরা বার্কলির উল্লেখ করেন, তাঁদের প্রশ্ন করবো : তাঁরা কোন্ বার্কলির কথা বলতে চান?··· সাধারণভাবে বার্কলি বলতে কি তাঁরা নিরীশ্বরবাদ-বিধ্বংসক দার্শনিক ধর্মযাজকের (বিশপ) কথা বলেন, না কি বার্কলি বলতে তাঁরা চিন্তাশীল বিশ্লেষকটির উল্লেখ করতে চান? বস্তুতপক্ষে একজ্ঞাতাবাদী ধর্মমূলক অধিবিদ্যার প্রচারক বার্কলির সঙ্গে মাখ-এর একটুও মিল নেই।"[52]

বার্কলির নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে এজাতীয় মন্তব্য অবশ্যই অর্থহীন হবে, কেননা তাঁর মতে দার্শনিক ভাববাদের সমর্থনে তাঁর সমস্ত বিচার-বিশ্লেষণের প্রকৃত তাৎপর্য হলো ধর্মবিশ্বাসেরই সংরক্ষণ। কিন্তু বার্কলির ভাববাদ কীভাবে ধর্মের সহায়ক হয়, এবিষয়ে বার্কলির নিজের উক্তি ছাড়াও আরো নজির আমরা অচিরেই আলোচনা করবো।

৮। লেনিনকে ভুল-বোঝার একটি নিদর্শন

আমরা পরে দেখবো, ভালেণ্টিনভ নামের এই রুশ মাখ-পন্থী হালে লেনিনের বিরুদ্ধে প্রায় ভাড়াটে প্রচারক হিসেবে কিছুটা খ্যাতি অর্জন করলেও চিন্তাশীল হিসেবে তাঁর কথায় গুরুত্ব দেবার বিশেষ কোনো কারণ নেই। তাঁর বদলে এখানে আর-একজন সাম্প্রতিক লেখকের কথা দেখা যাক। তাঁর নাম

নামের বইতে তিনি বস্তুবাদ বর্জন করে মার্কসবাদের নবভাষ্য রচনার নানা সাম্প্রতিক প্রয়াসের অন্তঃসারশূন্যতা প্রদর্শন করেছেন এবং বিশেষত জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে লেনিনের "প্রতিবিম্ববাদ" সমর্থনে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সংক্ষপে, বইটি মোটেই লেনিন-বিরোধী নয়। কিন্তু লেনিনের একটি বক্তব্য তিনি স্বীকার করতে সম্মত নন। তাঁর মতে ধর্ম ও ভাববাদের মধ্যে সম্পর্ক-সূচক লেনিনের মন্তব্যটি সংশোধন সাপেক্ষ। আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, লেনিনের বিরুদ্ধে এই সমালোচনা প্রকৃতপক্ষে লেনিনের বক্তব্যকে একভাবে ভুল বোঝার উপরই নির্ভর করে।

প্রথমে লেখকের বক্তব্যটি দেখা যাক। তিনি বলছেন,[54] "ভাববাদী" বলে সাধারণ আখ্যা দিয়ে লেনিন কাণ্ট ও হেগেলের মতো ভাববাদী ছাড়াও বার্কলি, হিউম, মাখ, আভেনারিউস ও রুশ প্রত্যক্ষ-বিচারবাদীদেরও উল্লেখ করেন। কিন্তু এই দুরকম ভাববাদীদের বক্তব্য সমান নয়। কাণ্ট ও হেগেলের মতো ভাববাদী যে-চৈতন্যের উপর জগৎ নির্ভরশীল বলে প্রমাণ করতে চান তা ব্রহ্ম-চৈতন্য জাতীয়। কিন্তু বার্কলি, হিউম, মাখ প্রমুখের মত আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদ—যদিও সম্প্রতিকালে তা "প্রপঞ্চমাত্রবাদ" (ফেনোমেনালিজম[55]), দৃষ্টবাদ (পজিটিভিজম) প্রভৃতি নামে উল্লিখিত। জগৎ ব্রহ্মচৈতন্যের উপর নির্ভরশীল বললে অবশ্য একভাবে ধর্মবিশ্বাসের কথাই বলা হয়, কেননা এই ব্রহ্মচৈতন্য ও ঈশ্বরচৈতন্য সমগোত্রীয়। এই মতে পৃথিবীতে প্রাণী আবির্ভাবের আগেও পৃথিবীটা ব্রহ্মচৈতন্য বা ঈশ্বরচৈতন্যের উপরই নির্ভরশীল [কিংবা, ধর্মবিশ্বাসবাদীদের ভাষায়, আগে ঈশ্বর, পরে সৃষ্টি]। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদীদের--বা প্রপঞ্চমাত্রতাবাদী বা দৃষ্টবাদীদের—কথাটা আলাদা। লেনিন অবশ্যই আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদের সংগে ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে বার্কলির দৃষ্টান্তের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এই ভাববাদের সংগে ঈশ্বর-বিশ্বাসের কোনো অনিবার্য সম্পর্ক নেই। আধুনিক প্রপঞ্চমাত্রতাবাদী বা দৃষ্টবাদীরা জগৎকে চেতন-নির্ভর প্রমাণ করার জন্যে ঈশ্বরচৈতন্য বা ব্রহ্মচৈতন্যের কথা না-বলে অন্যান্য উপায় অবলম্বন করেন। তাঁদের মতে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের আগেও পৃথিবী সংবেদন-নির্ভর, যদিও এই সংবেদন তাঁদের পরিভাষায় "সম্ভাবনামূলক সংবেদন", "সংবেদনের স্থায়ী সম্ভাবনা", ইত্যাদি, ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মচৈতন্যবাদ বা ঈশ্বরচৈতন্যবাদ যে-অর্থে ধর্মবিশ্বাসের পরিচায়ক, আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদ বা প্রপঞ্চমাত্রবাদ (ফেনোমেনালিজম) বা দৃষ্টবাদ (পজিটিভিজম) সেই অর্থে ধর্মবিশ্বাসের অবধারিত পরিচায়ক হতে বাধ্য নয়—বার্কলির মতো বিশেষ কোনো

আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদী ব্যক্তিগতভাবে যতোই ধর্মবিশ্বাসী হোন না কেন। তাই ভাববাদমাত্রই ধর্মবিশ্বাসের পরিচায়ক—লেনিনের এই নির্দিষ্ট মন্তব্যটি সংশোধন-সাপেক্ষ।

ডেভিড-হিল্লেল রুবেন-এর এই সমালোচনার মূল কথাগুলি কিছুটা বিস্তৃতভাবেই উল্লেখ করা গেলো, কেননা এগুলি বিচার করলেই আমরা দেখতে পাবো ভাববাদী দর্শন ও ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক প্রসঙ্গে লেনিনের প্রকৃত বক্তব্যের কিছুটা অতি-সরল ও অগভীর বোধ থেকে নানান বিভ্রান্তি সম্ভব। "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদের" একটি প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্যক উপলব্ধির জন্যে এজাতীয় বিভ্রান্তি দূর করা প্রয়োজন।

সমালোচকের মূল কথা হলো, ভাববাদী দর্শনের ক্ষেত্রে পরব্রহ্মবাদ[56] ও আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদের মধ্যে তফাৎ করতে হবে। পরব্রহ্মবাদ ধর্মবিশ্বাসের পরিচায়ক হলেও আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদ অনিবার্যভাবেই ধর্মবিশ্বাসের পরিচায়ক নয়, কেননা ঈশ্বরের কথা বাদ দিয়েও আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদীরা নানাভাবে জগতকে সংবেদন-পুঞ্জ—অতএব চৈতন্য-নির্ভর—বলে প্রমাণ করতে পারেন। অতএব বার্কলি ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী হলেও আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদমাত্রই—বিশেষত পজিটিভিজম, ফেনোমেনালিজম প্রভৃতি ভাববাদের অত্যাধুনিক সংস্করণগুলি—ঈশ্বরবাদী হতে বাধ্য নয়।

কিন্তু প্রথমত আমাদের পক্ষে মনে রাখা দরকার যে ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভাববাদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে লেনিন ধর্মবিশ্বাস বলতে মামুলী অর্থে শুধু ঈশ্বরবাদ বোঝান না। এবিষয়ে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। দ্বিতীয়ত, আমরা আরো দেখেছি, একথা লেনিনের অজানা ছিলো না যে অত্যাধুনিক আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদীরা মামুলী ঈশ্বর শব্দটি পরিহার করেও জগতকে চৈতন্য-নির্ভর বলে প্রমাণ করার জন্যে রকমারি অভিনব পরিভাষা বিন্যাস করেন। যেমন, পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের আগেও পৃথিবী কীভাবে চৈতন্য-নির্ভর বা সংবেদন-নির্ভর হতে পারে, এবিষয়ে আভেনারিউস-এর "অব্যক্ত" বা "সম্ভাবনাসূচক" আত্মার কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। লেনিন দেখিয়েছেন, এজাতীয় বাক্‌জাল বিস্তারের পিছনে কীভাবে ধর্মবিশ্বাসের কথাই প্রচ্ছন্ন থাকে। তৃতীয়ত, বার্কলির আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদের সঙ্গে বিশেষত হেগেলের পরব্রহ্মবাদের পার্থক্য অবশ্যই লেনিনের অজানা ছিলো না।[57] পরে লেনিনের "দার্শনিক নোটবই" পর্যালোচনার সময় আমরা দেখবো, হেগেলের তথাকথিত অ্যাবসলিউট আইডিয়ালিজম-এর প্রকৃত তাৎপর্য লেনিন কীভাবে বিচার করেছেন। বর্তমানে শুধু মনে রাখা দরকার

যে লেনিনের বিচারে ভাববাদী দর্শনের "হাজার রকম আলোছায়ার প্রকারভেদ" সত্ত্বেও ধর্ম ও ভাববাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভাববাদী দর্শনের মধ্যে আপাত-পার্থক্যের পরিবর্তে লেনিন নিম্নোক্ত নির্দিষ্ট বিষয়টির উপর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখতে চান। লেনিনের প্রকাশভঙ্গি অনুসারে বিষয়টি হল, মাখ প্রভৃতির আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদকে ঠিকমতো বুঝতে হলে **"তার সঙ্গে অন্যান্য ভাববাদী দর্শনের পার্থক্যের পরিবর্তে সাধারণভাবে ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে তার আসল মিলটির উপরই" দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা দরকার।**[58]

অতএব, সংক্ষেপে, বার্কলির আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদের সঙ্গে হেগেলের পরব্রহ্মবাদের পার্থক্য লেনিনের কাছে কোনো নতুন কথা নয়। কিন্তু তাঁর বিচারে ভাববাদী দর্শন হিসেবে **সমস্ত রকম ভাববাদের অভিব্যক্তির মধ্যেই কোনো সাধারণ উপাদানও বর্তমান।** এবং ভাববাদের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক বোঝবার জন্যে আমাদের পক্ষেও ভাববাদ-মাত্রেরই ওই সাধারণ উপাদানটির কথাই বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। অবশ্যই এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে ধর্ম ও ভাববাদ প্রসঙ্গে লেনিন বার্কলির দৃষ্টান্তর উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু তার কারণ এই নয় যে শুধুমাত্র বার্কলির দৃষ্টান্তেই ভাববাদের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক বর্তমান। পক্ষান্তরে তার আসল কারণ হলো, বার্কলির দৃষ্টান্তে যে-কথা স্পষ্ট ও প্রকটভাবে দেখা যায় তারই উপর নির্ভর করে অন্যান্য ভাববাদীদের ক্ষেত্রে যে-বিষয়টি তুলনায় প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট তা বোঝা অনেকাংশে সহজ হতে পারে। অতএব ধর্ম ও ভাববাদ প্রসঙ্গে লেনিনের মূল বক্তব্যটি বোঝবার জন্যে আমাদের পক্ষে বার্কলি সম্বন্ধে আরো কিছুটা আলোচনা অবান্তর হবে না।

৯। প্রকৃতিবিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাস ঃ বার্কলি

বার্কলি অবশ্য সোৎসাহেই ঘোষণা করেছেন যে তাঁর দার্শনিক প্রয়াসের—বস্তুবিলোপ করে ভাববাদ প্রতিষ্ঠার—প্রকৃত সুফল হলো ভগবদ্ভক্তির নিরাপত্তা। কিন্তু বার্কলি-দর্শন প্রসঙ্গে লেনিনের মন্তব্য শুধু এইটুকুই নয়। লেনিনের বিশ্লেষণ অনুসরণ করে আমরা আরো বুঝতে পারি, বিশেষত আধুনিক কালে—প্রকৃতি বিজ্ঞানের অবিরাম অগ্রগতির আবহাওয়ায়—সাধারণভাবে ভাববাদী দর্শনের পক্ষে ধর্মবিশ্বাস সংরক্ষণের আরো গভীর তাৎপর্য বর্তমান। তার জন্যে প্রকাশ্য ভগবদ্ভক্তির প্রয়োজন হয় না, এমনকি ঈশ্বর-বিষয়ে একটা ঔদাসীন্যের ভাবও গ্রহণ করা সম্ভব। তবুও বিজ্ঞানের অগ্রগতি যে-ভাবে ভগবদ্-প্রসঙ্গ কোণ-ঠাসা করতে করতে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিরাজ্য

থেকে একেবারে বিতাড়নের আয়োজন করে, তারই প্রতিরোধে ভাববাদী দর্শন একটা আপাত-গ্রহণযোগ্য যুক্তি দাঁড় করাতে চায়। বার্কলি-দর্শনের ক্ষেত্রেই এই কৌশলটির সূচনা দেখা যায় এবং বার্কলিরই প্রচ্ছন্ন অনুগামী সাম্প্রতিক পজিটিভিজম ও ফেনোমেনালিজম প্রভৃতির প্রবক্তারা মুখে মামুলী ধর্মকথা না-বললেও কীভাবে বার্কলির কৌশলটি অনুসরণ করে কার্যত ধর্মবিশ্বাস সংরক্ষণেরই আয়োজন করেন—এই বিষয়টি বোঝবার জন্যে লেনিন-প্রদর্শিত পথে আমাদের পক্ষে আরো কিছুটা অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

বার্কলির দার্শনিক গ্রন্থটি[59] প্রকাশিত হয় ১৭১০ সালে। ইতিপূর্বেই কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)[60] থেকে শুরু করে নিউটনের (১৬৪৩-১৭২৭)[61] গবেষণার ফলে আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[62] ফলে প্রকৃতিরাজ্যে ঈশ্বরের ধারণাও ক্রমশই অবান্তর হয়ে চলেছে। এমনকি ব্যক্তিগতভাবে ধর্মভীরু বিজ্ঞানীরাও ঈশ্বরের প্রতি বস্তুতপক্ষে কীভাবে চরম অমর্যাদা প্রদর্শন করতে বাধ্য হচ্ছেন, সে-বিষয়ে এঙ্গেলসের মন্তব্য আমরা ইতিপূর্বেই উদ্ধৃত করেছি।

প্রথমত দেখা দরকার, এই পরিস্থিতিতে প্রকৃতির অস্তিত্ব একেবারে বিলোপ করে সংবেদন-পুঞ্জ বা ধারণা-পুঞ্জকেই একমাত্র সত্য বলে ঘোষণা করা সহজসাধ্য নয়। অতএব লেনিনের ভাষায় বার্কলির পক্ষে ভাববাদী দর্শনের "উলঙ্গতা নিবারণের"[63] প্রয়াসও অনিবার্য হয়ে পড়ে। বার্কলি নিজেই যেমন বলেছেন, "আমার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠবে যে তাতে প্রকৃতির সমস্ত বাস্তব ও স্থায়ী পদার্থের বিলোপ করে শুধু এক কাল্পনিক ভাবময় পরিকল্পনা স্বীকারের প্রস্তাব করা হয়।...বাড়ি, নদী, পাহাড়, পাথর—এমনকি আমাদের দেহ—প্রসঙ্গেই বা কী বলা হবে? এসব কি নিছক আজগুবী এবং কল্পনার ভ্রান্তিমাত্র বলেই বিবেচিত হবে?"[64] কিংবা, "আপনি বলবেন, কিন্তু একথা অবশ্যই নেহাত বেখাপ্পা শোনাবে যে আমরা ধারণামাত্রই ভক্ষণ ও পান করি, ধারণামাত্র দিয়েই লজ্জা নিবারণ করি।"[65] অর্থাৎ, সংক্ষেপে, বার্কলির ভাববাদ অনুসারে সংবেদনমাত্রই বা ধারণামাত্রই একমাত্র সত্য হলেও বাস্তব প্রকৃতির কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার প্রস্তাবটা নেহাতই বাড়াবাড়ি শোনায়। অতএব তাঁর প্রয়াস হলো,

ভাববাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেও কোনো-এক অর্থে প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করা। কী ভাবে তা করা সম্ভব?

বার্কলি নিজে এই সমস্যার যে-সমাধান দিয়েছেন, সংক্ষেপে তার পরিচয় দেখা যাক। তিনি বলছেন, ধারণাই একমাত্র সত্য হলেও, দুরকম ধারণার মধ্যে পার্থক্য মানতে হবে। একরকম ধারণার বৈশিষ্ট্য হলো, "ইন্দ্রিয়ের উপর তার ছাপ পড়ে",[66] আর একরকম ধারণা আমাদের "কল্পনা থেকে উদ্ভূত।"[67] বা সংক্ষেপে, ধারণা দুরকমের—ইন্দ্রিয়গত ও কল্পনাগত। ইন্দ্রিয়গত ধারণাগুলি তুলনায় অনেক বেশি সবল, সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট; আমরা খেয়ালখুশি মতো এই ধারণাগুলিতে কোনো রদবদল করতে পারি না। কিন্তু কল্পনাগত ধারণার না-আছে সেই দৃঢ়তা, না সাবলীলতা। এজাতীয় পার্থক্য কেন? সোজা কথায় বার্কলির উত্তর এই যে ইন্দ্রিয়গত ধারণাগুলি আসলে স্রষ্টার বা ঈশ্বরের ধারণা; এগুলি আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য—এগুলির উপর আমাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু কল্পনাগত ধারণাগুলি আমাদেরই মনের সৃষ্টি, অতএব আমাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন। এবং আমাদের কল্পনা-প্রসূত বলেই এজাতীয় ধারণা একেবারে আজগুবী বা অলীক হতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গত ধারণাগুলির বেলায় সে-সম্ভাবনা নেই। ঈশ্বর-সৃষ্ট এই স্থির, অবিচল এবং সাবলীল ধারণাগুলিকেই আমরা প্রাকৃতিক বস্তু আখ্যা দিয়ে থাকি। এই পার্থক্যটি স্বীকার করলে আর বার্কলির পক্ষে সরাসরিভাবে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করারও দরকার হয় না। কেননা আমাদের খাম-খেয়ালের উপর নির্ভরশীল নয় বলেই—স্রষ্টার ধারণা বলেই—এগুলির মধ্যে অনিবার্য নিয়মানুবর্তিতাও বর্তমান, এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই নিয়মানুবর্তিতারই অন্বেষণ।[68]

তাহলে বিজ্ঞানের সঙ্গে বার্কলির আসলে কোনো বিরোধ নেই, কেবল এই বিরোধ উত্তীর্ণ হবার একটি নির্দিষ্ট শর্ত আছে। শর্তটি হলো, প্রকৃতিবিজ্ঞানকে বাস্তব বহির্জগৎ সংক্রান্ত গবেষণা বলে গ্রহণ করা চলবে না। প্রকৃতিবিজ্ঞান শুধু ধ্যানরাজ্যের গবেষণাতেই নিযুক্ত, যদিও সেই ধ্যানরাজ্য বলতে নিছক ব্যক্তিমনের ধ্যানরাজ্যই নয়—জগৎস্রষ্টার ধ্যানরাজ্য। তাই তিনি প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে যে-ভাবে আপস করতে চেয়েছেন, তারই বর্ণনায় লেনিন মন্তব্য করছেন,

[বার্কলির বক্তব্য] "ধরে নেওয়া যাক, আমাদের মনে কোনো স্রষ্টা বা দেবতা যে-সংবেদনপুঞ্জ উদ্বুদ্ধ করেন, বহির্জগৎ বা প্রকৃতি বলতে তা ছাড়া আর কিছু বোঝায় না।

এই কথাটি স্বীকার করুন, এবং আমাদের মনের বাইরে—মানুষের বাইরে [অর্থাৎ, বাস্তব বহির্জগতে]—এই সংবেদনগুলির উৎস সন্ধানের প্রয়াস থেকে নিবৃত্ত হোন ; এবং আমিও তাহলে আমার ভাববাদী জ্ঞানতত্ত্বের সাধারণ কাঠামোর মধ্যে সমস্ত প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং তার সমস্ত উপযোগিতা ও সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা স্বীকার করে নেবো। 'শান্তি ও ধর্ম' প্রসঙ্গে আমার সমস্ত সিদ্ধান্তর পক্ষে প্রয়োজন শুধু এই কাঠামোটুকু এবং এই কাঠামোটুকু ছাড়া আর কিছুই নয়। এই হলো বার্কলির চিন্তার প্রকৃত ধারা। এরই মধ্যে ভাববাদের দার্শনিক সারাংশ এবং তার সামাজিক তাৎপর্য সঠিকভাবেই প্রতিবিম্বিত হয়। এবং মাখ-বাদের সঙ্গে প্রকৃতিবিজ্ঞানের সম্পর্ক প্রসঙ্গে আমরা পরে আবার একই বক্তব্যের সম্মুখীন হবো।"[69]

তাহলে প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে বার্কলি যে-ভাবে ধর্মবিশ্বাসের আপস প্রস্তাব করেছেন, তার মূল কথা হলো প্রকৃতিবিজ্ঞানকে শুধু একটি শর্ত মানতে হবে। শর্তটা হলো, প্রকৃতিবিজ্ঞানে বাস্তব বহির্জগতের সন্ধান করা হয়না ; বাস্তব বহির্জগতের বদলে শুধুমাত্র ধ্যানরাজ্যের মধ্যে—নিছক সংবেদনের সীমার মধ্যে—প্রকৃতিবিজ্ঞানের গবেষণা সীমাবদ্ধ। এই শর্তটুকু মেনে নিলে ভাববাদী বার্কলি প্রকৃতিবিজ্ঞানের বাকি সব কথাই সানন্দে স্বীকার করবেন, কেননা এটুকু মানলেই ধর্মবিশ্বাসের পূর্ণ নিরাপত্তা সম্ভব হবে।

আমরা পরে লেনিনকে অনুসরণ করে দেখবো, ভাববাদের নবসংস্করণ হিসেবে সাম্প্রতিক পজিটিভিজম, ফেনোমেনালিজম প্রভৃতি মতবাদ অমন প্রকাশ্যে ধর্মবিশ্বাসের কথা না-বলেও প্রকৃতিবিজ্ঞানের গবেষণাকে নিছক সংবেদন-সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখার প্রস্তাব করে বস্তুতপক্ষে ধর্মবিশ্বাস সংরক্ষণের—অতএব একই সামাজিক ভূমিকা পালনের—প্রয়াস করে। কিন্তু এই সাম্প্রতিক মতবাদগুলি আলোচনার আগে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির আরো কয়েকটি কথা বিচার করা বাঞ্ছনীয় হবে।

১০। প্রকৃতিবিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাস ঃ কাণ্ট

মাখ-পন্থীরা কীভাবে ভাববাদের অন্তরালে প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম-বিশ্বাসের একটা আপস করতে চান, সে-কথা তোলবার আগে কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪)[70] সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন। কেননা, লেনিন যেমন

বলেছেন, মাখ ও আভেনারিউস কাণ্ট থেকে শুরু করেই বার্কলি এবং হিউমের মতে প্রত্যাবর্তন করতে চান।[71] অবশ্যই বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের বিতর্কের দিক থেকে কাণ্ট-এর দার্শনিক মত কিছুটা জটিল, কেননা—লেনিনের বিচারে[72]—কাণ্ট-দর্শনে বস্তুবাদ এবং ভাববাদ উভয় উপাদানই বর্তমান। কাণ্ট-এর মতে আমাদের জ্ঞানের সীমানার বাইরে—এবং জ্ঞাতা-নিরপেক্ষভাবেই—বাহ্যবস্তু বর্তমান; কাণ্ট-এর পরিভাষায় তাকেই বলে বস্তু-স্বলক্ষণ বা "থিং-ইন্ ইটসেল্ফ"।[73] এই পর্যন্ত কাণ্ট-এর কথা বস্তুবাদ-সম্মত। কিন্তু কাণ্ট আরো দাবি করেন, এই বস্তু-স্বলক্ষণের সত্তা স্বীকার করলেও আরো স্বীকার করতে হবে যে তা একান্ত ভাবেই অতীন্দ্রিয় পদার্থ, অতএব তা আমাদের জ্ঞানের চির-অগোচর (অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়), কেননা আমাদের জ্ঞান অনিবার্যভাবেই প্রতিভাস বা প্রপঞ্চমাত্রতা বা "অ্যাপিয়ারেন্স"-এর[74] মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাণ্ট-দর্শনের এই দিকটি অবশ্যই ভাববাদের পরিচায়ক। লেনিন[75] আরো দেখাচ্ছেন, কাণ্ট-দর্শনে বস্তুবাদ এবং ভাববাদ উভয় উপাদান থাকার ফলে একাধারে ভাববাদী ও বস্তুবাদী উভয় শিবির থেকেই কাণ্টের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। ফিক্তে প্রমুখ ভাববাদী কাণ্ট-দর্শনের সমালোচনায় জ্ঞাতা-অতিরিক্ত বস্তু-স্বলক্ষণ স্বীকারের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে চেয়েছেন। পক্ষান্তরে ফয়েরবাখ প্রমুখ বস্তুবাদী কাণ্ট-এর সমালোচনায় দেখাতে চেয়েছেন, তথাকথিত বস্তু-স্বলক্ষণকে অতীন্দ্রিয়, অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলে ঘোষণা করে এবং মানবজ্ঞানকে শুধু প্রতিভাসের বা প্রপঞ্চমাত্রতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব করে কাণ্ট গভীর অযৌক্তিকতারই পরিচয় দিয়েছেন।

কাণ্ট-দর্শনের এই জটিলতা সত্ত্বেও আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে তার ভাববাদী উপাদানটিই বিশেষ প্রাসঙ্গিক, কেননা লেনিনের বিচারে মূলত এই উপাদানটি অবলম্বন করেই পজিটিভিজম-এর প্রবক্তারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ধর্মবিশ্বাসের একরকম আপস করতে চান। অতএব কাণ্ট-দর্শনের ভাববাদী উপাদানটির আরো কিছুটা বিস্তৃত পরিচয় দেখা দরকার। লেনিন বলছেন, অন্যান্য ভাববাদীদের মতো কাণ্ট-এর মূল কথা হলো,

"যার প্রতিভাস তা থেকে প্রতিভাসকে, যার প্রত্যক্ষ তা থেকে প্রত্যক্ষকে, 'বস্তু-স্বলক্ষণ'

(থিং-ইন-ইটসেল্‌ফ) থেকে 'আমাদের বস্তুকে' (থিং-ফর আস')[76] নীতিগতভাবে এঁরা বেড়া দিয়ে একেবারে পৃথক করতে চান।[77]

প্রথমে এই তত্ত্বটির প্রকৃত তাৎপর্য দেখা যাক। তারপর দেখা যাবে, আপাত-দৃষ্টিতে এই তত্ত্বের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক না-থাকলেও বিশেষত প্রকৃতি বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে এই তত্ত্বের অন্তরালেই কীভাবে ধর্মবিশ্বাসের নিরাপত্তা সম্ভব হয়।

আগেই বলেছি, কাণ্ট-এর মতে আমাদের চেতনার বাইরে পারমার্থিক সত্য অবশ্যই স্বীকার্য ; তাঁর পরিভাষায় তারই নাম 'বস্তু-স্বলক্ষণ'। কিন্তু বস্তু হিসাবে আমরা যা জানি বা আমাদের কাছে যা বস্তু বলে প্রতীত হয় ('আমাদের-বস্তু'), 'বস্তু-স্বলক্ষণ' বলতে মোটেই তা বোঝায় না। পারমার্থিক সত্য বা 'বস্তু-স্বলক্ষণ' আমাদের জ্ঞানের গণ্ডির সম্পূর্ণ বাইরে : তা ঐকান্তিক অর্থেই অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়[78]। আমাদের বস্তুজগৎ বা প্রকৃতি ওই পারমার্থিক সত্যেরই প্রতিভাস বা অ্যাপিয়ারেন্স[79] ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু পারমার্থিক সত্য ও প্রতিভাসের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ সীমারেখা বর্তমান ; মানবজ্ঞান প্রতিভাসের সীমা লঙ্ঘন করে পারমার্থিক সত্যে কখনোই উপনীত হতে পারেনা। তাহলে, প্রকৃতিবিজ্ঞানে যে-জ্ঞানের সাধনা তা কিসের জ্ঞান? প্রকৃতিরই জ্ঞান—অর্থাৎ শুধু ওই প্রতিভাসেরই জ্ঞান। বস্তুতপক্ষে, আধুনিক বিজ্ঞানের যে-আশ্চর্য সাফল্য তার আসল কারণ হলো, প্রতিভাসের সীমা লঙ্ঘন করে পারমার্থিক সত্যের সন্ধানে বিজ্ঞান বৃথা-প্রয়াস করে না। কাণ্ট-এর মতে, নিছক মানব-জ্ঞানের সঙ্গতির উপর নির্ভর করে পারমার্থিক সত্যের সন্ধানটা আলেয়ার পিছনে দৌড়োনোর মতোই নিরর্থক। এই প্রয়াস আমাদের বুদ্ধিকে শেষ পর্যন্ত পরস্পর-বিরোধী বিবিধ তত্ত্বের অবান্তর বিতণ্ডার জলাভূমিতে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। কাণ্ট বলছেন, এতোকাল পর্যন্ত অধিবিদ্যা বলতে যা-কিছু বুঝিয়েছে তা ওই অবান্তর বিতণ্ডা ছাড়া আর কিছু নয়। তারই নিদর্শন হলো, সাবেকী দার্শনিকদের মধ্যে ঈশ্বর, আত্মা, অমরত্ব প্রভৃতি প্রসঙ্গে অন্তহীন বিতর্ক। অতএব কাণ্ট-এর ভাষায় সাবেক কালের দর্শন বলতে এ জাতীয় ভুয়ো-বিতর্কের মল্লক্ষেত্র ছাড়া আর কিছু বোঝায় নি। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত হলো, পারমার্থিক সত্যে উপনীত হবার অভিমান অর্থে অধিবিদ্যা[80] একান্তই অসম্ভব। মানব-জ্ঞানের পক্ষে

যেটুকু সম্ভব তা নিছক বিজ্ঞান বা প্রকৃতিবিজ্ঞান। কিন্তু বিজ্ঞানের এই সার্থকতার নির্দিষ্ট শর্তটি ভুললে চলবে না। সেই শর্ত হলো, প্রতিভাসের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে সংযত রাখতে পারা, কিংবা, যা একই কথা, পারমার্থিক সত্যে উপনীত হবার অভিমানটা বর্জন করা। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন উঠবে, পারমার্থিক সত্য বলে আসলে কিছু আছে—এই কথা আমরা মানবো কী করে? আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে নিশ্চয়ই নয়, প্রকৃতিবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে তো নয়ই। তাহলে কিসের উপর নির্ভর করে? উত্তরে কাণ্ট বলছেন, পারমার্থিক সত্যের কথা—অর্থাৎ ঈশ্বর, আত্মা, অমরত্ব প্রভৃতির কথা—মানবার একমাত্র ভিত্তি হলো বিশ্বাস। বস্তুতপক্ষে পারমার্থিক সত্য সংক্রান্ত জ্ঞানের সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে পারলেই সে-বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হয়।

তাহলে, কাণ্ট-এর ভাববাদ কীভাবে ধর্মবিশ্বাসের নিরাপত্তা সৃষ্টি করে? এ বিষয়ে প্রথমে লেনিনের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক। লেনিন বলছেন,

"কাণ্ট বস্তু-স্বলক্ষণের কথা স্বীকার করেন, কিন্তু [সেই সঙ্গেই] ঘোষণা করেন, [এই পারমার্থিক সত্য] একেবারে অজ্ঞেয়, [জ্ঞানরাজ্যের] সম্পূর্ণ বাইরের তা কোনো রাজ্যে —লোকোত্তর রাজ্যে—বিদ্যমান ; তা **জ্ঞানের অগম্য, কিন্তু বিশ্বাসের কাছে উদ্ঘাটিত।**"[৬১]

উপরের উদ্ধৃতির শেষাংশে আমরা মোটা হরফ সংযোজন করেছি, কেননা কাণ্ট-দর্শনের ভাববাদী উপাদানটি ঠিক কীভাবে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে ধর্মবিশ্বাস সংরক্ষণের আয়োজন করে এই কথাগুলির মধ্যেই তার সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। আধুনিক পজিটিভিজম-এর প্রবক্তারা যেহেতু মূলত কাণ্ট-এর এই কৌশলটি অবলম্বন করেই বিজ্ঞানের আবহাওয়ায় প্রচ্ছন্ন ধর্মবিশ্বাসের নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়াস করেন, সেইহেতু এখানে আমাদের পক্ষে কাণ্ট-এর কথা আরো কিছুটা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে।

কাণ্ট-এর প্রধান দার্শনিক গ্রন্থে বিজ্ঞানের বলিষ্ঠ সমর্থন এবং সাবেকী অর্থে দর্শনের—অর্থাৎ, কাণ্ট-এর পরিভাষায় অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিক্স-এর নির্মম খণ্ডন। এ বিষয়ে তাঁর মূল যুক্তি হলো, যে-নির্দিষ্ট কারণে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের আশ্চর্য সাফল্য ঠিক সেই কারণটি উপেক্ষা করার পরিণামেই অধিবিদ্যার চরম দুর্দশা। এই নির্দিষ্ট কারণ বলতে, (মানব-জ্ঞানকে নিছক প্রতিভাসের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি) প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে

এই প্রতিশ্রুতি পালিত হয়; কিন্তু সাবেকী অর্থে দর্শন বা অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে এই প্রতিশ্রুতির কথা একেবারে ভুলে গিয়ে পারমার্থিক সত্য প্রসঙ্গে—তথা ঈশ্বর, আত্মা, প্রভৃতি প্রসঙ্গে—রকমারি এবং এবং অনিবার্যভাবেই পরস্পর-বিরোধী তত্ত্বে উপনীত হবার নিরর্থক প্রয়াস। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে কাণ্ট অবশ্যই অনুভব করেছেন যে অন্তত আপাত দৃষ্টিতে সিদ্ধান্তটি ধর্ম-বিশ্বাস এবং (সাবেকী অর্থে নীতিবোধের) পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। কেননা, ঈশ্বর, আত্মা, অমরত্ব, সংকল্পের স্বাধীনতা প্রভৃতি না-মানলে ধর্ম-বিশ্বাস এবং নীতিবোধের সমর্থন অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাহলে কি কাণ্ট-দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবোধের পরিপন্থী হয়ে পড়ে?

কাণ্ট নিজেই অনুভব করেছিলেন ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই জাতীয় প্রবল আপত্তি ওঠাবার সম্ভাবনা আছে। এবং সেই আপত্তির নিরাকরণে তিনি তাঁর প্রধান দার্শনিক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে একটি বিশেষ মুখবন্ধ সংযোজন করেন।[82] এই মুখবন্ধে তিনি বিশেষ করে দেখাতে চান, ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবোধের পরিপন্থী হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর সিদ্ধান্তই ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবোধের প্রকৃত নিরাপত্তা সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে কাণ্ট-এর মূল যুক্তি কী? তাঁর মতে, ধর্ম ও নীতির সমর্থনে ঈশ্বর, আত্মা ও অমরত্ব প্রসঙ্গে প্রকৃত জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন নেই; আসলে যেটুকু প্রয়োজন তা হলো এই প্রসঙ্গে অবিচল বিশ্বাস। অতএব প্রশ্ন হলো, এই বিশ্বাস কীভাবে সম্পূর্ণ অবিচল হতে পারে? কাণ্ট বলছেন, দার্শনিকেরা এই বিষয়গুলি নিয়ে যতোদিন বিতণ্ডা চালাবেন—ঈশ্বর, আত্মা ও অমরত্বর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিতর্কের অবতারণা করবেন—ততোদিন পর্যন্ত এই বিষয়গুলিতে বিশ্বাস সম্পূর্ণ অবিচল হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কাণ্ট-এর বিচার এই সব বিষয়ে যুক্তিতর্কের প্রাসঙ্গিকতাই চিরনিবৃত্ত করতে চায়। অতএব এই বিচার অনুসারেই ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি পারমার্থিক সত্য প্রসঙ্গে বিশ্বাস সম্পূর্ণ নিরাপদ বা সম্পূর্ণ অবিচল হতে পারে। অতএব মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বা বিচার-বিশ্লেষণকে ঐকান্তিক অর্থে প্রতিভাস বা অ্যাপিয়ারেন্স-এর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখে—পারমার্থিক সত্য প্রসঙ্গে জ্ঞানের সম্ভাবনার চিরনিবৃত্তি করে—কাণ্ট-এর সিদ্ধান্তই ধর্মবিশ্বাস এবং সাবেকী নীতিবোধের প্রকৃত নিরাপত্তা সৃষ্টি করে। এ-বিষয়ে কাণ্ট-এর প্রখ্যাত উক্তি হলো, "অতএব বিশ্বাসের জন্যে স্থান করে দেবার উদ্দেশ্যেই আমি জ্ঞানের সম্ভাবনা অস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি":

I have, therefore, found it necessary to deny **knowledge,** in order to make room for faith.[83]

পরবর্তীকালের পজিটিভিজম প্রভৃতিও মূলত কাণ্ট-এর ভাববাদী পরামর্শ অনুসরণ করে কীভাবে বস্তুতপক্ষে ধর্মবিশ্বাস সংরক্ষণেরই আয়োজন করে তা আরো স্পষ্টভাবে বোঝবার জন্যে কাণ্ট-এর প্রধান দার্শনিক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের বিশেষ মুখবন্ধটি অবশ্যই আমাদের কাছে দুমূল্য। কিন্তু তা এখানে উদ্ধৃত করার সুযোগ নেই; তাছাড়া কাণ্ট-এর রচনার আক্ষরিক তর্জমাও সাধারণ পাঠকের কাছে বহুলাংশে দুর্বোধ্য হবার আশঙ্কা। অতএব আমরা এখানে তুলনায় স্বাধীন তর্জমায় এবং খুবই সংক্ষেপে তাঁর মূল বক্তব্যটি উল্লেখ করবো।

কাণ্ট[84] বলছেন, আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তাঁর গ্রন্থটির প্রধান সিদ্ধান্ত নেহাতই নেতিবাচক, কেননা এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পারমার্থিক সত্যের—ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল বা অমরত্ব বিষয়ে—প্রকৃত জ্ঞানের সম্ভাবনা নির্মূল হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধান্তটির যথার্থ বা ইতিবাচক তাৎপর্য বর্তমান। আপাতদৃষ্টিতে তো পুলিস বাহিনীর উপকারিতাটুকুও নেতি-বাচক বলেই বিবেচিত হতে পারে, কেননা পুলিসবাহিনীও তো আপাত-দৃষ্টিতে নাগরিকদের মধ্যে শুধু পারস্পরিক হিংসাটুকুই রোধ করে। কিন্তু তা রোধ করে বলেই তো নাগরিকদের পক্ষে শান্তিতে ও নির্বিঘ্নে নিজনিজ বৃত্তি পালন করা সম্ভব হয়। একইভাবে পারমার্থিক সত্য নিয়ে দার্শনিক-দের অন্তহীন বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে কাণ্ট-এর সিদ্ধান্তও ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবোধের পক্ষে শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত করে, কেননা দার্শনিকেরা যতো-দিন ঈশ্বর প্রভৃতি প্রসঙ্গে অন্তহীন বিতর্ক চালাবেন ততোদিন পর্যন্ত ঈশ্বর প্রভৃতিতে বিশ্বাস নির্বিঘ্ন হবে না। কিন্তু কাণ্ট প্রমাণ করলেন, এই জাতীয় বিতর্ক সম্পূর্ণ নিষ্ফল; কেননা ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি বিষয়ে প্রকৃত দার্শনিক জ্ঞানের কোনোরকম সম্ভাবনাই নেই। ফলে ঈশ্বর প্রভৃতিতে বিশ্বাস চিরনির্বিঘ্ন হলো। "অতএব বিশ্বাসের জন্যে স্থান করে দেবার উদ্দেশ্যেই আমি জ্ঞানের সম্ভাবনা অস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি।" কাণ্ট আরো বলছেন, পারমার্থিক সত্য সম্বন্ধে কোন-না-কোন বোধ পৃথিবীতে বরাবরই প্রচলিত ছিল, এবং তা থাকবেও। কিন্তু দর্শনের প্রধান কাজ হল, এ বিষয়ে একেবারে মূল ভ্রান্তিকে খণ্ডন করা, অর্থাৎ প্রমাণ করা যে এ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান একান্তই অসম্ভব। দর্শনের ক্ষেত্রে এই

গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফলে শুধু বুদ্ধি অলীক সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে; কিন্তু তাতে সাধারণভাবে মানবস্বার্থ একটুও ক্ষুণ্ণ হবে না। ক্ষতি বলতে আসলে যেটুকু তা শুধু দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির একচেটিয়া দাবিটির ক্ষতি; কিন্তু সাধারণভাবে মানব-স্বার্থের কোন ক্ষতি নয়। এই প্রসঙ্গে কাণ্ট অত্যন্ত গোঁড়া দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রবক্তাদের কাছে একটি প্রশ্ন তুলছেন: মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব, সংকল্পের স্বাধীনতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রবক্তারা অবশ্যই নানারকম কঠিন ও দুরূহ প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়াস করেছেন; কিন্তু এই জাতীয় প্রমাণ কি কখনোই দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে সাধারণ মানুষের মন স্পর্শ করতে পেরেছে? এই জাতীয় কঠিন ও জটিল যুক্তিতর্ক কি জনসাধারণের বিশ্বাসের উপর কখনো কোন প্রভাব বিস্তার করেছে? অবশ্যই সেরকম কোন ঘটনা কখনোই ঘটেনি এবং ওইসব কঠিন ও জটিল যুক্তিতর্ক সাধারণ মানুষের বোধের অগম্য বলেই কখনো তা ঘটা সম্ভবও নয়। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এইসব বিষয়ে স্থির বিশ্বাসের প্রকৃত ভিত্তি বলতে যুক্তিতর্কমূলক উপাদান বলতে যেটুকু, আসলে তা যৎসামান্যই; এবং সেটুকুও জনসাধারণ কোনকালেই কোন দার্শনিক সম্প্রদায় প্রস্তাবিত প্রমাণ থেকে সংগ্রহ করে নি। যেমন, কাণ্ট বলছেন, নিছক অস্থায়ী বিষয়ে মানব প্রকৃতি অনিবার্যভাবে অসন্তুষ্ট বলেই সাধারণ মানুষের মধ্যে পরকালের—বা আত্মার অমরত্বের—প্রত্যাশা; বিশ্বসংসার পরিচালনায় পরমাশ্চর্য নিয়মাদির বোধ থেকেই জনসাধারণের মধ্যে জগৎস্রষ্টার বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। অন্তত একটি বিষয়ে কাণ্ট-এর কোন সন্দেহ নেই। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এইসব বিষয়ে বিশ্বাসের পিছনে দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির কূট ও কঠিন বিচার-বিতর্কের কোন অবদান নেই। অতএব কাণ্ট-এর সিদ্ধান্ত দার্শনিক সম্প্রদায়গুলিকে এই জাতীয় বিচার-বিতর্ক থেকে নিবৃত্ত করে জনসাধারণের বিশ্বাসের কোনরকমই ক্ষতি করে নি; পক্ষান্তরে এই জাতীয় বিতর্কের চিরনিবৃত্তি করে কাণ্ট-এর সিদ্ধান্ত জনসাধারণের বিশ্বাসকেই চির-নির্বিঘ্ন করতে চায়।

তাহলে কাণ্ট-এর নিজের বিচারে কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই। যে ভাবেই হোক না কেন, জনসাধারণের মধ্যে সাবেকী নীতিবোধ এবং ধর্মবিশ্বাসের মূল উপাদানগুলি চিরকালই প্রচলিত আছে। তাঁর সমস্যা বলতে এই উপাদানগুলিকে আরো সুরক্ষিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা। দার্শনিকদের পক্ষে এই সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় কী হবে? এতদিন পর্যন্ত দার্শনিকেরা—বিশেষত ধর্মবিশ্বাসের সমর্থক দার্শনিকেরা—কল্পনা করেছিলেন, ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি বিষয়ে যুক্তিতর্কমূলক বা বিচারবুদ্ধিসম্মত প্রমাণ প্রদর্শন করেই এই সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান সম্ভব, কেননা ধর্মবিশ্বাসের

পক্ষে এই তাত্ত্বিক উপাদানগুলিতে আস্থা প্রয়োজন। কিন্তু ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতির প্রমাণ হিসেবে তাঁরা যে-সব যুক্তিতর্ক বা বিচার-বিশ্লেষণ প্রস্তাব করেছেন তা এমন কঠিন ও দুরূহ যে এগুলির পক্ষে সাধারণ মানুষের চেতনাকে স্পর্শ করা অসম্ভব। অর্থাৎ, সাবেকী নীতিবোধ ও ধর্মবিশ্বাসের সমর্থনে তাঁরা যে-কৌশলটি অবলম্বন করেছিলেন তা আসলে অকেজো। শুধু অকেজোই নয়; কাণ্ট-এর সময় এই কৌশলটি রীতিমত বিপজ্জনক বলেও প্রতীত হয়েছে। বিপদের আশঙ্কা কেন? কেননা, কাণ্ট-এর সময়ে আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের অপ্রতিহত অগ্রগতি ঘটে চলেছে, এবং আমরা আগেই দেখেছি, তার ফলে ঈশ্বরের কথা প্রকৃতিরাজ্য থেকে কোণঠাসা হয়ে শেষ পর্যন্ত এমনকি সম্পূর্ণভাবেই বর্জিত হচ্ছে। এই অবস্থায় যদি স্বীকার করা হয় যে প্রকৃতিবিজ্ঞানে প্রকৃত সত্য বা পারমার্থিক সত্যেরই অন্বেষণ চলেছে—বা প্রকৃতিবিজ্ঞান দিনের পর দিন এই বাস্তব বা পারমার্থিক সত্যেরই ক্রমোন্নত জ্ঞানে উপনীত হচ্ছে—তাহলে ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে দারুন সংকট অনিবার্য হবে। অথচ কাণ্ট-এর সময়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানকে একেবারে উড়িয়ে দেবার প্রস্তাবও অবশ্যই অসম্ভব। অতএব কাণ্ট স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথার্থ জ্ঞান উপেক্ষা করার কোন কারণ নেই; পক্ষান্তরে শুধুমাত্র প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই যথার্থ জ্ঞান সম্ভব। কিন্তু এই যথার্থ জ্ঞানকে স্বীকার করবার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত আছে। শর্তটি হল, এই জ্ঞান পারমার্থিক সত্যের জ্ঞান নয়, নিছক প্রতিভাস বা অ্যাপিয়ারেন্স-এর গণ্ডির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। কেননা, (যথার্থ মানবজ্ঞানের স্বভাবই এই যে তার পক্ষে পারমার্থিক জ্ঞানে উপনীত হওয়া অসম্ভব।) অবশ্যই দার্শনিকেরা এতদিন পর্যন্ত কল্পনা করেছিলেন যে মানবজ্ঞানের পক্ষে পারমার্থিক সত্যের সন্ধান সম্ভব; বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বুঝি তারই সন্ধান চলেছে। কিন্তু কাণ্ট প্রমাণ করতে চাইলেন, দার্শনিকদের এই জাতীয় কথা আত্মপ্রবঞ্চনার পরিচয়মাত্র। মানবজ্ঞানের পক্ষে পারমার্থিক সত্যে উপনীত হওয়া একান্তই অসম্ভব। এমনকি মানবজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলতে যে-বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তার ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র প্রতিভাসেরই পরিচয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ওই সুনির্দিষ্ট শর্তটি লঙ্ঘন করে দার্শনিকেরা পারমার্থিক সত্যের আলেয়ার পিছনে দৌড়ে শেষ পর্যন্ত পরস্পরবিরোধিতার এক অন্ধকার জলাভূমিতে গিয়ে পড়েন। অতএব বিজ্ঞানের আদর্শ মেনে মানবজ্ঞানকে নিছক প্রতিভাসের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হবে। কিন্তু তাহলে ধর্মবিশ্বাস ও সাবেকী নীতি-বোধের কী হবে? ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব, সংকল্পের স্বাধীনতা প্রভৃতি স্বীকার না করলে যে ধর্মবিশ্বাস ও সাবেকী নীতিবোধই অসম্ভব হয়ে পড়ে। উত্তরে কাণ্ট বলছেন, ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবোধকে বিঘ্নিত করার বদলে তাঁর সিদ্ধান্তই ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতির পূর্ণ নিরাপত্তা সৃষ্টি করতে

পারে। কেননা ধর্মের সমর্থনে ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন বলতে শুধু অটল বিশ্বাসের। সে-বিশ্বাস দার্শনিকদের কূট ও কঠিন যুক্তিতর্কের সাহায্য ব্যতিরেকেই জনসাধারণের মধ্যে চিরকালই প্রচলিত আছে এবং সে-বিশ্বাসের পক্ষে প্রধান বিঘ্ন বলতে ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে অন্তহীন বিতণ্ডা। অতএব, মানবজ্ঞানের পক্ষে পারমার্থিক সত্যে উপনীত হবার কোনো সম্ভাবনা বা কোনো অধিকারই নেই—এই কথা প্রমাণ করে কাণ্ট ধর্মবিশ্বাসের প্রকৃত ভিত্তিটি সুরক্ষিত করেছেন।

তাহলে ধর্মবিশ্বাস সংরক্ষণের মূল শর্ত হল : বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে উপেক্ষা করার বদলে তাকে প্রতিভাসের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, ভাববাদী বার্কলিও বিজ্ঞানকে নস্যাৎ করতে চান নি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে প্রত্যক্ষমাত্রতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। অবশ্যই বার্কলির তুলনায় কাণ্ট-দর্শনে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মবিশ্বাস সংরক্ষণের কৌশলটি আরো মার্জিত ও আরো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কৌশলটির মূল কথা বলতে একই : পারমার্থিক সত্যের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রবেশ অধিকার নিষেধ।

বিশেষত কাণ্ট-এর সুস্পষ্ট উক্তি মনে রেখে এবার পজিটিভিজম প্রভৃতি সম্প্রতিকালের প্রচ্ছন্ন ভাববাদ প্রসঙ্গে লেনিনের মন্তব্যে প্রত্যাবর্তন করা যাক।

আধুনিক পজিটিভিজম-এর রুশ প্রতিনিধি বগদানভ বলছেন, সত্য বলতে বোঝায় "মানব-অভিজ্ঞতার সংগঠিত রূপ"[৪৫] এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারই সন্ধান। এই মত প্রসঙ্গে লেনিন মন্তব্য করছেন,

"সাম্প্রতিক বিশ্বাসবাদ বিজ্ঞানকে মোটেই বর্জন করতে চায় না ; তা বর্জন করতে চায় বিজ্ঞানের শুধু 'অমিতাচারী দাবিটুকু'—অর্থাৎ সংক্ষেপে এই দাবি যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথার্থ বা বাস্তব সত্যের জ্ঞান সম্ভব। বাস্তব সত্যের যদি অস্তিত্ব থাকে (এবং বস্তুবাদীরা মনে করেন তার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য) এবং প্রকৃতিবিজ্ঞান মানব-অভিজ্ঞতায় বহি-র্জগতকে প্রতিবিম্বিত করে যদি বাস্তব সত্যেরই সন্ধান দেয়—তাহলে [অর্থাৎ তা মানলে] সবরকম বিশ্বাসবাদের সম্পূর্ণ নিরসন হবে। কিন্তু যদি বাস্তব সত্য বলে কিছু না থাকে, —যদি (বৈজ্ঞানিক সত্য সমেত) সমস্ত সত্যই শুধু 'মানব-অভিজ্ঞতারই সংগঠিত রূপ' হয়, তাহলে এই বক্তব্যটুকুকেই পাদ্রি-সম্মত মতের [অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাসের] মূল প্রতিপাদ্য বলেই স্বীকার করতে হবে—ফলে ধর্মবিশ্বাসের জন্যে দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সংগঠিত রূপকেও স্বীকার করে নেওয়া হবে।"[৪৬]

আধুনিক বিজ্ঞানের নজির দেখিয়েই জেমস ওয়ার্ড (১৮৪৩-১৯২৫)[87] নামের ইংরেজ শারীরবৃত্তবিদ্ রহস্যবাদ সমর্থনের প্রয়াস করেন। তাঁর বক্তব্য প্রসঙ্গে লেনিন মন্তব্য করছেন,

"আধুনিক সুসংস্কৃত বিশ্বাসবাদ (যা কিনা ওয়ার্ড তাঁর অধ্যাত্মবাদ থেকে সরাসরি প্রমাণ করতে চান) এই স্বীকৃতির চেয়ে এতটুকু বেশি কিছুই দাবি করে না যে, প্রকৃতিবিজ্ঞানের ধারণাগুলিকে 'সাময়িক প্রকল্পমাত্র' বলেই স্বীকার করতে হবে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে ধর্মযাজক ও দর্শনের অধ্যাপকদের মধ্যে সহবাসের শর্ত হল: মহাশয়, বিজ্ঞানকে আমরা আপনাদের মতো বিজ্ঞানীদের হাতেই ছেড়ে দেবো, কিন্তু শুধু এই শর্তে যে আপনারা—বিজ্ঞানীরাও—জ্ঞানতত্ত্ব ও দর্শনকে আমাদের হাতেই ছেড়ে দেবেন।"[88]

১১। পুরোহিত-শ্রেণী ও ভাববাদী দার্শনিক

তাহলে আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মবিশ্বাস সংরক্ষণের মূল কৌশল হলো, প্রকৃতিবিজ্ঞানকে প্রতিভাসের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হবে, বা স্বীকার করতে হবে যে পারমার্থিক সত্যের ক্ষেত্রে—বাস্তব সত্যের ক্ষেত্রে—প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রবেশ-অধিকার নেই। কান্ট অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় এই কৌশলটি ব্যাখ্যা করেছেন, এবং পজিটিভিজম প্রভৃতি সম্প্রতিকালের প্রচ্ছন্ন ভাববাদীরা মুখে ধর্মবিশ্বাসের উল্লেখ না-করলেও মূলত একই কৌশল অনুসরণ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই কৌশল আসলে কার আবিষ্কার? লেনিন বলছেন,

"[এই কৌশলের] প্রকৃত স্রষ্টা বলতে পুরোহিত-শ্রেণী; তার কাছ থেকেই দর্শনের অধ্যাপকেরা কৌশলটি গ্রহণ করেছেন।"[89]

কিন্তু লেনিনের এই মন্তব্য আমরা কোন অর্থে গ্রহণ করব? কৌশলটি কি সত্যিই পুরোহিতশ্রেণীর আবিষ্কার? সত্যিই কি পুরোহিতশ্রেণীই প্রথম প্রস্তাব করে যে প্রকৃতিবিজ্ঞানকে প্রতিভাসের সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হবে, যাতে বাস্তব সত্য বা পারমার্থিক সত্যের কথাটা প্রকৃতিবিজ্ঞানের পরিধির বাইরে—অতএব ধর্মপ্রচারকদের আওতায়—থাকতে পারে? নাকি, লেনিনের এই উক্তিটি ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে অত্যধিক আক্রোশেরই পরিচায়ক?

আশ্চর্যের কথা এই যে সাম্প্রতিক পজিটিভিজম ও ফেনোমেনালিজম সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের প্রসঙ্গে গবেষণার অগ্রগতির ফলে—বিশেষত প্রকৃতি-বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ভিত্তি প্রসঙ্গে তাঁরা যে-মত প্রচার করতে চান সেই মতের প্রকৃত উৎপত্তি সংক্রান্ত আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হবার ফলে—আমরা আজ বুঝতে পারছি যে লেনিনের উপরোদ্ধৃত মন্তব্যটি আক্ষরিক অর্থে এবং ঐতিহাসিকভাবেও কোনরকম অতিরঞ্জনের পরিচায়ক নয়। অর্থাৎ, আলোচ্য কৌশলটি প্রকৃতপক্ষে পুরোহিতশ্রেণীরই সৃষ্টি এবং পুরোহিতশ্রেণীর কাছ থেকেই পেশাদার দার্শনিকেরা—বা ভাববাদীরা—এই কৌশলটি গ্রহণ করেন।

এ বিষয়ে প্রথমে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একটি নজির দেখা যাক। আগেই বলেছি, ব্লাকমোর নামের জনৈক গবেষক মাখ-এর জীবন, দর্শন ও প্রভাব প্রসঙ্গে একটি সুবৃহৎ ও গবেষণা-সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন ; ১৯৭২ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে লেখক দেখাচ্ছেন, আজকের দিনে পজিটিভিজম, ফেনোমেনালিজম প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ দার্শনিক মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় বলতে প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত ভিত্তি সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট দাবি এবং এই দাবিটি আজ যে এত প্রসিদ্ধ হয়েছে তার মূলে প্রধানতই মাখ-এর অবদান। অর্থাৎ একালে পেশাদার দার্শনিক মহলে মাখ-ই প্রথম পজিটিভিজম ও ফেনোমেনালিজম সম্মত বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ভিত্তি সংক্রান্ত মতটি ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। মতটির মূল কথা অবশ্য এই যে প্রকৃতিবিজ্ঞানকে পারমার্থিক সত্য-অন্বেষণের অভিমান ছেড়ে প্রত্যক্ষমাত্রতার বা প্রপঞ্চমাত্রতার বা প্রতিভাসমাত্রতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। কিন্তু ব্লাকমোর প্রশ্ন তুলেছেন, আধুনিক দার্শনিক মহলে মাখ-ই এই মতের প্রধান প্রচারক হলেও মতটি কি প্রকৃতপক্ষে তাঁরই আবিষ্কার? উত্তরে তিনি দেখাচ্ছেন, ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বেশ কয়েক শতাব্দী আগেই মতটির সূত্রপাত চোখে পড়ে। এই সূত্রপাতটি দেখার জন্যে সপ্তদশ শতকের শুরুতে বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর (১৫৬৪-১৬৪২)[90] সঙ্গে পুরোহিতশ্রেণীর প্রতিনিধি কার্ডিনাল বেল্লারমাইন-এর (১৫৪২-১৬২১)[91] প্রখ্যাত বিতর্কে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (বেল্লারমাইন ছিলেন ইটালির রোমান ক্যাথলিক যাজকদের প্রতিনিধি। গ্যালিলিওর "ইনকুইজিশন"[92] বা ধর্মবিচারের পূর্বে গ্যালিলিওর মতামত পরীক্ষা করে দেখার জন্যে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে (অর্থাৎ "পবিত্র সংস্থা" বা হোলি অফিস-এর[93] পক্ষ থেকে) প্রধান ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত ছিলেন বেল্লারমাইন। তিনি বারবার প্রস্তাব

করেন যে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হিসাবে কোপার্নিকাস-এর যে-মত গ্যালিলিও সমর্থন করতে চান তার বিরুদ্ধে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কোনো বাধা দেওয়া হবে না, কিন্তু তার জন্যে গ্যালিলিওকে শুধু একটি শর্ত মেনে নিতে হবে। শর্তটা হল, গ্যালিলিওকে স্বীকার করতে হবে যে এই মত প্রপঞ্চমাত্রতা বা প্রত্যক্ষমাত্রতা বা প্রতিভাসমাত্রতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ; বাস্তব সত্য বা পারমার্থিক সত্যের ক্ষেত্রে এই মত প্রযোজ্য নয়। গ্যালিলিও যদি শুধু এইটুকু কথা মেনে নেন, তাহলে আর তাঁকে ধর্মবিচারের সম্মুখীন হতে হবে না ; কেননা তাহলে পারমার্থিক সত্যের ব্যাপারটা ধর্মসম্প্রদায়ের আয়ত্তেই থেকে যাবে, অতএব প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের কোনো বিরোধ ঘটবে না। অবশ্য বিজ্ঞানী হিসেবে গ্যালিলিওর পক্ষে এই শর্ত স্বীকার করা সম্ভব হয় নি। তাঁর মতে প্রকৃতিবিজ্ঞানের আবিষ্কার—বিশেষত কোপার্নিকাস-এর আবিষ্কার—বাস্তব সত্য সংক্রান্ত আবিষ্কারই : তাকে প্রত্যক্ষমাত্রতার বা প্রপঞ্চমাত্রতারই কোন একরকম সাময়িক ব্যাখ্যা বলে বাস্তব সত্য বা পারমার্থিক সত্য থেকে সরিয়ে রাখার প্রস্তাব কিছুতেই স্বীকৃত হতে পারে না। অতএব তাঁকে ধর্মবিচারেরই সম্মুখীন হতে হয়।

বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এবং ধর্মযাজক বেল্লারমাইন-এর মধ্যে এই বিতর্ক এবং পরবর্তীকালের ইয়োরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে তারই রেশ প্রসঙ্গে ব্লাকমোর মন্তব্য করছেন,

"সাধারণ বুদ্ধি সম্মত বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় গ্যালিলিও প্রমাণ করতে চান যে বিজ্ঞানের জ্ঞান যথার্থ বা বাস্তব সত্য সংক্রান্ত জ্ঞানই। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রবার্ট বেল্লারমাইন ফেনোমেনালিজম বা প্রপঞ্চমাত্রতাবাদ সম্মত মতের সমর্থনে দাবি করেন, বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো যথাসম্ভব সহজভাবে প্রতিভাসমাত্রেরই বর্ণনা দেওয়া ; অতএব পারমার্থিক সত্যের ব্যাপারটা চার্চ ও ধর্মতত্ত্বের কাছেই ছেড়ে দেওয়া দরকার। বেল্লারমাইন-এর প্রপঞ্চমাত্রতাবাদের মূল কথা বার্কলি, হিউম এবং কান্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন ; এবং পরবর্তীকালে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'পজিটিভিজম'-এর প্রবর্তক অগস্ট কোঁৎ[94] এবং পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আর্নস্ট মাখ পুনঃপ্রচার করেন।"[95]

মনে রাখা দরকার যে উপরোদ্ধৃত মন্তব্যটি যিনি করেছেন—অর্থাৎ ব্লাকমোর—তাঁকে কোনো অর্থেই লেনিনের অনুগামী বলা যায় না। পক্ষান্তরে তিনি লেনিনের "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনাই

করতে চেয়েছেন।[96] অনুমান হয়, দার্শনিক মাখ প্রসঙ্গে তাঁর গবেষণা যতো সমৃদ্ধই হোক-না-কেন, লেনিনের বইটি তিনি ভালো করে পড়েন নি। কেননা, লেনিন সম্বন্ধে কটূক্তি করলেও ব্লাকমোর লেনিনের একটি মন্তব্যের সমর্থনেই সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক তথ্যের সমর্থন প্রদর্শন করেছেন : আধুনিক পজিটিভিজম (ও ফেনোমেনালিজম-এর) মূল কৌশলটি বস্তুতপক্ষে পুরোহিতশ্রেণীরই আবিষ্কার—বার্কলি, হিউম এবং কাণ্ট মারফৎ দার্শনিক মাখ পুরোহিতশ্রেণীর কাছ থেকেই এই কৌশলের নির্দেশ পেয়েছেন।

১২। গ্যালিলিও বনাম "হোলি অফিস"

আধুনিক পজিটিভিজম প্রভৃতি মতের প্রবক্তারা যে বাস্তবিকই পুরোহিত-শ্রেণীর বক্তব্যকেই প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্য হিসেবে পেশ করতে চান, সে-বিষয়ে আরো স্পষ্ট ধারণা পাবার উদ্দেশ্যে গ্যালিলিও বনাম "পবিত্র সংস্থা"-র পুরোনো বিতর্কটির আরো কিছুটা বিশদ পরিচয় দেখা বাঞ্ছনীয় হবে। "গ্যালিলিওর আবিষ্কার ও মতামত"[97] নামে প্রকাশিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিতর্ক সংক্রান্ত কয়েকটি নজির উদ্ধৃত করা যাক।

গ্যালিলিওর জনৈক ভক্ত ও বন্ধুর নাম পিয়েরো দিনি[98]। ১৬১৫ সালে তিনি গ্যালিলিওকে চিঠিতে জানাচ্ছেন :

> "আপনি যে-সব বিষয়ে লিখেছেন তা নিয়ে বেল্লারমাইন-এর সঙ্গে আমি দীর্ঘ আলোচনা করেছি।...তিনি বলেন, কোপার্নিকাস-এর বইটি নিষিদ্ধ করার কোনো কারণ নেই, বড়ো জোর বইটির পাতার মার্জিনে এই মর্মে সংশোধন জুড়ে দিতে হবে যে কোপার্নিকাস তাঁর মতকে বাস্তব সত্য বলে বিশ্বাস করার বদলে মতটিকে প্রতিভাসমাত্রের ব্যাখ্যার খাতিরেই পেশ করেছিলেন। আপনিও এই সাবধানতাটুকু অবলম্বন করে এসব বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন।"[99]

"পবিত্র সংস্থার" প্রবক্তার এই দাবিটি মেনে নিতে গ্যালিলিও অবশ্যই রাজি হননি। তিনি "সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।... দিনিকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখে তিনি জানান, কোপার্নিকাসের মত নিয়ে কোনো আপস করা ঠিক হবে না ; এই মতের প্রবক্তা মতটিকে প্রকল্প জাতীয়

কিছু বলে বিবেচনা করেন নি ; মতটিকে তাই সার্মগ্রিক অর্থেই গ্রহণ বা বর্জন করা প্রয়োজন।"[100] ১৬১৫ সালে গ্যালিলিওর আবিষ্কারের ব্যাখ্যায় এবং কোপার্নিকাসের সমর্থনে ফসকারিনি[101] আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে ১৬১৫ সালে কার্ডিনাল বেল্লারমাইন ধর্মসংগঠনের পক্ষ থেকে প্রকৃতিবিজ্ঞানকে স্বীকার করার একই শর্তের পুনরুল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রত্যক্ষমাত্রতার খাতিরে বা তারই ব্যাখ্যায় কোপার্নিকাস নিজমত প্রস্তাব করেছিলেন—এই কথা মানলে ধর্মসংগঠনের দিক থেকে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি তোলা হবে না। কিন্তু কোপার্নিকাস-এর মত বাস্তব সত্যের পরিচায়ক—এজাতীয় দাবি ধর্মসংগঠনের কাছে স্বীকৃত হতে পারে না।[102]

অর্থাৎ, সংক্ষেপে, বাস্তব সত্য বা প্রকৃত সত্য বা পারমার্থিক সত্যের প্রসঙ্গটি প্রকৃতিবিজ্ঞান বহির্ভূত ধর্মশাস্ত্রের বিষয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানে নিছক প্রত্যক্ষের—অতএব প্রতিভাসমাত্রেরই—আলোচনা। বিজ্ঞানের সমর্থনে গ্যালিলিও এই মত কিছুতেই স্বীকার করেননি এবং এই বিষয়ে বিতর্কে তাঁর শেষ লেখায় (১৬১৫ সালের মে মাসের লেখায়) তিনি আক্ষেপ করে বলছেন, কোপার্নিকাস-এর বইতে মুখবন্ধ হিসেবে একটি জাল দলিল জুড়ে দিয়ে প্রচার করার চেষ্টা হয়েছে যে কোপার্নিকাস নিজেই বুঝি তাঁর মতকে শুধু প্রাতিভাসিক সত্যের ব্যাখ্যা হিসেবেই প্রচার করেছিলেন, পারমার্থিক সত্যের সঙ্গে এই মতের সম্পর্ক নেই। গ্যালিলিও বলছেন, ওই মুখবন্ধটি কোপার্নিকাস-এর নিজের লেখা অবশ্যই নয়—তাৎপর্য এই যে জাল মুখবন্ধটি আসলে ধর্মযাজকদেরই রচনা।[103]

আজকের দিনেও গ্যালিলিও বনাম "পবিত্র সংস্থার" এই বিতর্কটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এই বিতর্ক থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় ইয়োরোপের ইতিহাসে আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাতের যুগ থেকেই পুরোহিতশ্রেণী প্রকৃতিবিজ্ঞানকে স্বীকার করার একটি নির্দিষ্ট শর্ত ঘোষণা করেছে। শর্তটি হলো, প্রকৃতিবিজ্ঞানে বাস্তব বা যথার্থ সত্যের আলোচনা নয়, তার বদলে নিছক মানব অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যায়—অতএব নিছক প্রতিভাস প্রসঙ্গে—সাময়িক প্রকল্প উদ্ভাবনের প্রয়াস। আশ্চর্যের কথা এই যে এই শর্তেরই প্রধান প্রবক্তা হিসেবে লেনিন তাঁর সমসাময়িক পজিটিভিস্ট প্রভৃতি দার্শনিকদের উল্লেখ করেছেন। অথচ তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে সপ্তদশ শতকের ধর্মযাজকদের কথার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি!

অতীতের উপর থেকে যবনিকা সরালে বর্তমানটাও প্রকাশিত হয়—

অর্থাৎ, একালের পজিটিভিজম প্রভৃতি মতের প্রবক্তারাও বস্তুতপক্ষে কোন্ শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করছেন সে-বিষয়েও আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হয়!

১৩। পজিটিভিজম ও পুরোহিত-শ্রেণীর কৌশল

উপরের আলোচনা মনে রেখে আমাদের পক্ষে লেনিনের "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এর একটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করার প্রয়োজন। প্রতিপাদ্য বিষয়টি হলো, মুখে প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রসঙ্গে প্রবল উৎসাহ প্রচার করলেও আধুনিক ভাববাদ প্রকৃতপক্ষে ধর্মবিশ্বাসের সেবাতেই আত্মনিয়োগ করে। কথাটি আরো স্পষ্টভাবে বোঝবার জন্যে আমরা সমসাময়িক পরিস্থিতি থেকে কিছুটা পিছু হটে কান্ট ও বার্কলির প্রকৃত অভিপ্রায় বোঝবার চেষ্টা করেছি, এবং আরো একটু পিছু হটে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রকৃতিবিজ্ঞানকে স্বীকার করবার নির্দিষ্ট শর্তটিও পুনরুল্লেখ করেছি। এবারে আবার আধুনিক পজিটিভিজম নামের প্রচ্ছন্ন ভাববাদীদেব প্রসঙ্গে লেনিনের মন্তব্যে প্রত্যাবর্তন করা যাক। লেনিন বলছেন :

"সংবেদন মাধ্যমে আমরা বাস্তব সত্যের সন্ধান পাই—এই কথাটি একবার অস্বীকার করলে আপনি বিশ্বাসবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত হাতিয়ার থেকে বঞ্চিত হবেন, কেননা তাহলে আপনি অনিবার্যভাবেই অজ্ঞেয়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের গর্তে পতিত হবেন, এবং তা বিশ্বাসবাদের দাবি ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যক্ষলব্ধ বাস্তবই যদি একমাত্র বাস্তব সত্য বলে স্বীকৃত হয়, তাহলে অন্য কোনো সত্য বা তথাকথিত সত্য স্বীকৃতির সমস্ত পথই বন্ধ হয়ে যায়। পৃথিবী যদি গতিশীল বস্তু[104] ছাড়া আর কিছু না হয় তাহলে **এই গতিশীলতার** অনন্ত জটিলতায়—অনন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খতায়—বিকশিত বস্তুকেই—**এই বস্তুকেই—অন্তরঙ্গভাবে** জানবার প্রয়োজন অনুভূত হবে; কিন্তু তার পিছনে—সর্বজন-পরিচিত ভূপদার্থের এই বাহ্য জগতটির পিছনে—আর কিছুর সত্তা মানবার প্রশ্ন উঠবে না। অতএব সভ্য ও গণতান্ত্রিক ইয়োরোপে বস্তুবাদের বিরুদ্ধে আক্রোশ এবং বস্তুবাদীদের বিরুদ্ধে অপবাদের বন্যাকে যথোচিত ঘটনা বলেই বোঝা যাবে।"[105]

অর্থাৎ, তথাকথিত সভ্য ও গণতান্ত্রিক ইয়োরোপে ধর্মবিশ্বাস পুনরুজ্জীবিত করার একটা বাস্তব তাগিদ আছে; ফলে বস্তুবাদের বিরুদ্ধে অনন্ত আক্রোশ এবং বস্তুবাদীদের বিরুদ্ধে অনন্ত অপবাদ ছাড়া আর কি প্রত্যাশা করা সম্ভব? ধর্মবিশ্বাস পুনরুজ্জীবনের অনিবার্য শর্ত হলো, প্রত্যক্ষলব্ধ বহির্জগতটিই একমাত্র সত্য—এই কথা অস্বীকার করা। কেননা

প্রত্যক্ষলব্ধ বহির্জগতকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করলে ধর্মবিশ্বাস-সঙ্গত ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি প্রত্যক্ষ-অতীত আর কোনো সত্যকে মানবার অবকাশই থাকে না। পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষলব্ধ বাস্তব বহির্জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করে দার্শনিক ভাববাদ ধর্মবিশ্বাসসঙ্গত অধ্যাত্ম জগতকে স্বীকার করার পথ প্রশস্ত করে। সমস্ত ভাববাদী দর্শন প্রসঙ্গেই সাধারণভাবে অবশ্য এই কথাই। কিন্তু পজিটিভিজম প্রভৃতি নামে প্রচলিত আধুনিক কালের প্রচ্ছন্ন ভাববাদের কিছুটা বৈশিষ্ট্যও বর্তমান। প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিরাট বিপুল অগ্রগতির যুগে একালের ভাববাদীরা মূলতই সপ্তদশ শতকের ধর্ম-যাজকদের নির্দেশ অনুসরণ করে দাবি করছেন, প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রগতির কোনো অপব্যাখ্যা করা চলবে না। তাঁদের মতে এজাতীয় অপব্যাখ্যার মূল কথা হলো, প্রকৃতিবিজ্ঞানের অগ্রগতি বলতে বাস্তব বহির্জগৎ সংক্রান্ত জ্ঞানের অগ্রগতি ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁদের দাবি হলো, প্রকৃতিবিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রকৃত তাৎপর্য হলো **আমাদের সংবেদনের, আমাদের প্রত্যক্ষমাত্রতারই** ক্রমোন্নত বা ক্রমশ-সুসঙ্গত ব্যাখ্যা উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ এই সংবেদন বা প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতাকে **বহির্বাস্তবের সংবেদন** বা **বহির্বাস্তবের অভিজ্ঞতা** বলে কল্পনা করার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে এগুলি সংবেদন-স্বলক্ষণ জাতীয় কিছু বলে বিবেচিত হতে বাধ্য। সহজ কথায়, সংবেদনকে কোনো বস্তুর সংবেদন বলা চলবে না, প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতাকে কোনো বস্তুর অভিজ্ঞতা বলা যাবে না। এইভাবে প্রকৃতিবিজ্ঞানকে বাস্তব বহির্জগতের জ্ঞান বলে অস্বীকার করে আধুনিক পজিটিভিজম-এর প্রবক্তারা বস্তুতপক্ষে ধর্মবিশ্বাসের সদর দুয়ারটি খুলে দেবার জন্যেই করাঘাত শুরু করেছেন। তথাকথিত সভ্য ও গণতান্ত্রিক বর্তমান ইয়োরোপে পেশাদার দার্শনিকদের কাছ থেকে আর কী প্রত্যাশা করা যায়? এঁদের প্রসঙ্গে লেনিন মন্তব্য করেছেন :

"একটা নখ ফাঁদে আটকা পড়লেই পাখিটার আর কোনো ভবিষ্যৎ থাকে না। এবং আমাদের মাখ-পন্থীরা সকলেই ভাববাদের ফাঁদে—অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিশ্বাসবাদের ফাঁদে—আটকা পড়েছেন : যে-মুহূর্তে তাঁরা মনে করেছেন যে আমাদের সংবেদন বহির্বাস্তবের প্রতিবিম্বের পরিবর্তে আসলে কোনো এক বিশেষ ধরনের 'এলিমেণ্ট' বা উপাদান, সেই মুহূর্তেই তাঁরা এই ফাঁদে ধরা পড়েছেন। তাঁদের কাছে সংবেদন বলতে কোনো মানুষের সংবেদন নয়, [মন বলতে] কোনো মানুষের মন নয়, [আত্মা বলতে] কোনো মানুষের আত্মা নয়—আমাদের মনে বাস্তব বহির্জগতই প্রতিবিম্বিত হয়, এই বস্তুবাদী মতকে একবার অগ্রাহ্য করলে এজাতীয় কথা স্বীকার করা অনিবার্য হয়ে পড়ে।"[106]

অতএব লেনিনের রচনায় ধর্মবিশ্বাসের প্রতিরোধে বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের অবিচল সমর্থন। তিনি বলছেন :

"বস্তুবাদীর কাছে আমাদের সংবেদন শুধুমাত্র পারমার্থিক বাস্তব সত্যের প্রতিবিম্বমাত্রই—অবশ্যই এই অর্থে পারমার্থিক নয় যে আমাদের পক্ষে তার জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে লাভ করা সম্ভব হয়েছে, তবুও এই অর্থে পারমার্থিক যে জ্ঞেয় বলতে তাছাড়া আর কিছুর অস্তিত্বই সম্ভব নয়। এই মত সব রকম বিশ্বাসবাদের দরজা বন্ধ করে দেয় ; তা ছাড়াও বন্ধ করে দেয় সব রকম পেশাদারী কূটকচালী, অর্থাৎ যে-কূটকচালী অনুসারে আমাদের সংবেদনে বাহ্যবস্তুর প্রকাশ অস্বীকার করে 'সার্বভৌম তাৎপর্য', 'সমাজগত ভাবে সংগঠিত অভিজ্ঞতা' প্রভৃতি রকমারি কৃত্রিম বাক্‌জাল থেকেই [তথাকথিত অর্থে] বহির্বাস্তব সংক্রান্ত ব্যাখ্যার প্রয়াস। এই মতের প্রবক্তারা বাস্তব সত্য থেকে ভূতপ্রেত প্রভৃতির বিশ্বাসকে পৃথক করতে পারেন না, এবং অনেক সময় তাঁরা এই পার্থক্য নির্ণয় করতে সম্মতও নন।"[107]

বাহ্য প্রকৃতির নিয়ম এবং দেশ ও কাল প্রসঙ্গে লেনিন অন্যত্র মন্তব্য করছেন :

"অন্যান্য মার্ক্স-পন্থীদের মতোই বাজারভ-ও দুটি বিষয়ের মধ্যে তালগোল পাকিয়েছেন। একটি হলো, দেশ ও কাল সম্বন্ধে মানব ধারণা পরিবর্তনশীল, অতএব তা অনিবার্যভাবেই আপেক্ষিক। অপরটি হলো এই অপরিবর্তনীয় সত্য যে দেশ এবং কালেই মানুষ ও প্রকৃতির অস্তিত্ব ; অতএব পুরোহিত-শ্রেণী আবিষ্কৃত ও নির্যাতিত জনগণের অজ্ঞ কল্পনা লালিত দেশ এবং কালের বাইরে কোনো কিছুর সত্তা বিকৃত কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়—দার্শনিক ভাববাদের রচনাকৌশল হিসেবে তা পচাগলা সমাজব্যবস্থার পচাগলা উৎপাদনমাত্র।"[108]

অবশ্যই আজকের ভাববাদী দার্শনিকদের এই নির্মাণকৌশলটির প্রধান অন্তরায় বলতে প্রকৃতিবিজ্ঞানেরই সাক্ষ্য। অর্থাৎ প্রকৃতিবিজ্ঞান যখন বাস্তব বহির্জগতের ক্রমোন্নত জ্ঞানের ভিত্তিতে এই বহির্জগতের উপরই ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করছে, তখন বহির্জগতের সত্তা বিলোপ করে লোকোত্তরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন অবশ্যই সহজসাধ্য নয়। ফলে একালের প্রচ্ছন্ন ভাববাদীদের পক্ষে প্রকৃতিবিজ্ঞানের সুস্পষ্ট তত্ত্বগত তাৎপর্যটি অস্বীকার করে "প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দার্শনিক তাৎপর্য" হিসাবে মতান্তর প্রস্তাবের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। লেনিন কীভাবে সেই মতান্তর খণ্ডন করে প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত

তাৎপর্য হিসাবে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদই সমর্থন করেছেন, তার কিছুটা বিস্তৃত আলোচনায় আমরা পরে প্রত্যাবর্তন করবো। বর্তমানে সাম্প্রতিক পজিটিভিস্টদের দার্শনিক কৌশল প্রসঙ্গে তাঁর শুধু আর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করবো। প্রকৃতিবিজ্ঞানে যথার্থ বা বাস্তব সত্যেরই—অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য হিসাবে বস্তুজগতেরই—ক্রমোন্নত জ্ঞান সম্ভব, এই দাবিকে কাণ্ট-এর মত অনুসরণ করে আধুনিক পজিটিভিস্টরাও নিন্দাসূচক অর্থে বা ঘৃণাভরে "মেটাফিজিক্স" (অর্থাৎ অধিবিদ্যা) আখ্যা দেন। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, মার্কসীয় দর্শনেও মেটাফিজিক্স বা অধিবিদ্যা শব্দটি নিন্দাসূচক অর্থেই ব্যবহৃত। কিন্তু কাণ্ট ও আধুনিক পজিটিভিস্টরা মেটাফিজিক্স বলতে যা বোঝেন, মার্কসীয় দর্শনে মোটেই তা বোঝায় না।[109] মার্কসীয় দর্শনে মেটাফিজিক্স-এর অর্থ হলো অ-ডায়লেকটিকাল বা ডায়লেকটিক্স-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি; অর্থাৎ, সংক্ষেপে, যে-দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বাস্তব বহির্জগতে—অতএব তারই প্রতিবিম্ব হিসাবে আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রেও—নিয়ত পরিবর্তনের নিয়ম অস্বীকার করে শুধুমাত্র সনাতন বা ধ্রুব সত্যের স্বীকৃতি। কাণ্ট এবং পজিটিভিস্টদের মতে কিন্তু প্রত্যক্ষমাত্রতা ও প্রপঞ্চমাত্রতা অতিরিক্ত বাস্তব বা প্রকৃত বা পারমার্থিক সত্য সংক্রান্ত যে-কোনো মতই অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিক্স অর্থে পরিত্যাজ্য। অতএব প্রকৃতিবিজ্ঞানেও বাস্তব সত্য সম্বন্ধে—বা পারমার্থিক সত্য হিসেবে বস্তুজগৎটি সম্বন্ধেই—ক্রমোন্নত জ্ঞান পাওয়া যায়, এই দাবিটুকুও তাঁদের কাছে গর্হিত অর্থে অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিক্স-এর পরিচায়ক।

এই প্রসঙ্গে লেনিন বলছেন:

"শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সারা মাখ-বাদ জুড়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানের মেটাফিজিক্স খণ্ডনের আয়োজন। মাখ-বাদের কাছে এই শব্দটির তাৎপর্য হলো, প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্মত বস্তুবাদ—অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের ব্যাপকতম অংশ সহজাত, নির্বিচার অপরিনিশ্চিত এবং দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে অচেতন ভাবেই যে-বিশ্বাস গ্রহণ করেন এবং যে-বিশ্বাস অনুসারে আমাদের চেতনায় বাস্তব বহির্জগৎ প্রতিবিম্বিত হয়, সেই বিশ্বাসটিই।...

"মাখ-বাদ অনুসারে প্রকৃতিবিজ্ঞানের এই সহজাত বস্তুবাদকে অধিবিদ্যার পরিচায়ক বলে ঘোষণা করা হলে লোকোত্তরবাদীরা যুক্তিযুক্তভাবেই তা থেকে সরাসরি ভাবে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বিশ্বাসমার্গী সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিতে যদি বহির্বাস্তবের পরিচয় না-থাকে, এগুলি যদি নেহাতই মানব অভিজ্ঞতার রূপক বা সাংকেতিক অভিব্যক্তিই হয়, তাহলে মানুষের পক্ষে লোকোত্তর প্রসঙ্গেও সমান সত্য ধারণা—অর্থাৎ ঈশ্বর প্রভৃতির ধারণা—বিনা বাধায় উদ্ভাবন করার অধিকার থাকবে।"[110]

অতএব প্রকৃতিবিজ্ঞানের সহজাত বস্তুবাদকে অধিবিদ্যা নামে বর্জন করার পিছনে বিশ্বাসবাদেরই পুনরুজ্জীবনের আয়োজন।

প্রকৃতিবিজ্ঞানের দার্শনিক তাৎপর্য প্রসঙ্গে লেনিনের মন্তব্য পরে কিছুটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে। বর্তমান পরিচ্ছেদের উপসংহারে মাখ-এর পরবর্তী পজিটিভিজম প্রসঙ্গে একালের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর উক্তি অবান্তর হবে না। জে. ডি. বার্নাল বলছেন :

"পজিটিভিস্টরা বলেন, ইতিপূর্বে দর্শন, নীতিবিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব প্রভৃতি প্রসঙ্গে অভিব্যক্ত অধিকাংশ কথাই অর্থহীনতার পরিচায়ক। কিন্তু তাই বলে তাঁরা এই বিদ্যাগুলিকেই বর্জন করেছেন, একথা ঠিক নয়। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, স্বীয় আলোচনার ক্ষেত্রকে বিশুদ্ধ তর্কবিদ্যার মধ্যে আবদ্ধ রাখা, অভিজ্ঞতার সরল উপাদানগুলিকে তর্কবিদ্যামাত্রে পরিণত করা। বাকি সবকিছু তাঁরা বিশ্বাসের মুখাপেক্ষী—রহস্যবাদ সম্মত অনুভূতির মুখাপেক্ষী—করে রাখতে চান ; কেননা নিজেদের পক্ষে পর্যাপ্ত সন্তোষজনক ভাবেই তাঁরা প্রমাণ করেন যে এই ক্ষেত্রে মানববুদ্ধি একান্তই অসহায়। উইটগেনস্টাইন-এর 'ট্রাকটাস্ লজিকো-ফিলোসফিকাস'[111] গ্রন্থের শেষ অনুচ্ছেদটির শিরোনাম 'দি মিস্টিকাল'[112] বা গুপ্তরহস্য-প্রসঙ্গ, এবং তার শেষ মন্তব্য হলো : 'যে-বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয় সেই বিষয়ে মৌনী অবলম্বন করতে হবে।'...

"সামাজিক ও রাজনৈতিক জগতে পজিটিভিস্ট এবং ধর্মপ্রচারকের মধ্যে বস্তুত কোনো বিরোধ নেই। উভয়েই প্রমাণ করতে চান, সমাজ প্রসঙ্গে যুক্তিমূলক ও ঐতিহাসিক বিচার আসলে অসম্ভব। উভয়েই দাবি করেন, মানবজ্ঞান ও মানবকীর্তির নির্দিষ্ট সীমা আছে। এইভাবে বস্তুজগৎ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিবর্তে রহস্যবাদেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বীকৃতি প্রস্তাবিত হয়। উভয়েই একেবারে আক্ষরিক অর্থে 'অব্স্কিওরেন্টিস্ট'[113] বা জ্ঞানপ্রসার-বিদ্বেষী। এই মতের প্রবক্তারা নিজেদের যতোই প্রগতিশীল ও অগ্রগামী চিন্তানায়ক বলে ঘোষণা করুন না কেন, তাঁদের মনোভাব শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়ারই সমর্থক হতে পারে।[114]

নবম পরিচ্ছেদ

"দার্শনিক নোটবই" ও "সংগ্রামী বস্তুবাদ"

১। লেনিন-বিরোধী প্রচারের নতুন কৌশল

লেনিনের "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এর মূল প্রতিপাদ্যটি পর্যালোচনার পর, বিশেষত আজকের দিনে আমাদের পক্ষে একটি প্রশ্ন না তুলে উপায় নেই। গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার মাত্র কয়েক বছর পরে স্বয়ং লেনিনই কি এটির অসারতা অনুভব করেছিলেন, বা এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি বর্জনের আয়োজন করছিলেন? প্রশ্নটা কেন উঠেছে, প্রথমে তা দেখা যাক।

লেনিনের মৃত্যুর পর—১৯২৯-৩০ সালে—সোভিয়েত গবেষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর আর একটি পাণ্ডুলিপি "দার্শনিক নোটবই" নামে প্রকাশিত হয়। "দার্শনিক নোটবই" অবশ্য কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ নয়। কিন্তু এটি পড়লে অনুমান হয় যে, "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" রচনার পরে লেনিন আর একটি দার্শনিক গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি যে-উপাদান সংগ্রহ করেন এবং অত্যন্ত সংক্ষেপে—বা প্রায় সূত্রাকারে—যে-সব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, তারই হুবহু মুদ্রিত সংস্করণ এই "দার্শনিক নোটবই"। কোন্ পরিকল্পনা অনুসারে লেনিন এই নতুন বইটি লেখবার কথা ভেবেছিলেন, সে-বিষয়ে অবশ্য আজকের দিনে আমাদের পক্ষে কোনো সুনিশ্চিত জ্ঞান সম্ভব নয়, কেননা তাঁর জীবদ্দশায় এই নিয়ে তিনি কোথাও কোনো আলোচনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে তিনি যে-সব সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, দার্শনিক লেনিনকে বোঝবার ব্যাপারে সেগুলির সাক্ষ্য কিছুতেই উপেক্ষণীয় হতে পারে না। "দার্শনিক নোটবই"তে ইয়োরোপীয় দর্শনের প্রায় সমগ্র ইতিহাস প্রসঙ্গে বিবিধ মন্তব্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও এই পাণ্ডুলিপির প্রধানতম উপাদান হলো হেগেল-দর্শন, বিশেষ করে হেগেলের তর্কবিদ্যা বা ডায়লেকটিকস: এ বিষয়ে লেনিন তাঁর রচনা থেকে বিবিধ উদ্ধৃতি সংকলন করেন এবং প্রায় প্রতিপদেই তার উপর স্বীয় মন্তব্য

প্রকাশ করেন। হেগেলের লজিক বা তর্কবিদ্যা প্রসঙ্গে "দার্শনিক নোটবই"-এর এই প্রধান অংশটি ১৯১৪-১৬ সালের রচনা। তা থেকে অবশ্যই অনুমান হয় যে "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" রচনার কিছু পরে লেনিন হেগেল-দর্শন প্রসঙ্গে—বিশেষত হেগেলের ডায়লেকটিকস নিয়ে—গভীরতর গবেষণায় প্রবৃত্ত হন।

অন্তত আপাত-দৃষ্টিতে "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এর সঙ্গে এই ঘটনাটির কোনো বিরোধ নেই। উক্ত গ্রন্থে লেনিন বারবার বলেছেন যে মার্কস-এঙ্গেলসের সময়ে বস্তুবাদী দর্শনের ন্যূনতম দাবি প্রসঙ্গে দার্শনিক মহলে সংশয় তুলনায় কম; তাই মার্কস-এঙ্গেলসের রচনায় বস্তুবাদের সাধারণ সত্য সংরক্ষণের বদলে বস্তুবাদকেই আরো উন্নত করার উদ্দেশ্যে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিরায়ত জার্মান দর্শনের শ্রেষ্ঠ অবদান হেগেলের ডায়লেকটিকস-এর দার্শনিক সারমর্মটি গ্রহণের আয়োজন। কিন্তু লেনিনের সময়ে বস্তুবাদমাত্রর বিরুদ্ধে ভাববাদের প্রবল জোয়ার বলেই লেনিনের পক্ষে বস্তুবাদী দর্শনের মূল সত্যটির সংরক্ষণই প্রথম দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়; কেননা, বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠিত না-হলে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের প্রসঙ্গই অবান্তর হয়ে পড়ে। তাই "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এর প্রথম উদ্দেশ্য হলো সাধারণভাবে বস্তুবাদের সমর্থন, যদিও তার মানে অবশ্যই এই নয় যে উক্ত গ্রন্থে লেনিন ডায়লেকটিকস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। পরবর্তী পরিচ্ছেদে—প্রকৃতিবিজ্ঞানের দার্শনিক তাৎপর্য প্রসঙ্গে লেনিনের বক্তব্য পর্যালোচনার সময়—আমরা এই বিষয়ে কিছুটা বিস্তৃত বিচারের সুযোগ পাবো। আপাতত মন্তব্য হলো, ভাববাদের প্রবল জোয়ারেব যুগে বস্তুবাদ সমর্থনই লেনিনের কাছে প্রধান দার্শনিক দায়িত্ব বলে বিবেচিত হলেও, তিনি নিছক বস্তুবাদী নন। সর্বোপরি মার্কসীয় দর্শনের প্রতিনিধি হিসেবে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদীই। তাই "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এ বিশেষ করে বস্তুবাদ সমর্থনের পর তাঁর পক্ষে এই বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে হেগেলের ডায়লেকটিস প্রসঙ্গে গভীরতর গবেষণার আয়োজনটাই স্বাভাবিক। "দার্শনিক নোটবই" আমাদের কাছে প্রধানত সেই আয়োজনেরই পরিচায়ক।

কিন্তু সম্প্রতিকালের একদল লেনিন-বিরোধী প্রচারকদের কাছে মোটেই তা নয়। পক্ষান্তরে তাঁরা দাবি করেন, "দার্শনিক নোটবই"তে দার্শনিক লেনিনের স্বাভাবিক বিকাশের পরিবর্তে তাঁর দার্শনিক প্রত্যয়ে এক চরম সংকটেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের মতে হেগেল-দর্শনের সঙ্গে গভীরতর পরিচয়ের ফলে লেনিন নিজেই তাঁর আগেকার সিদ্ধান্তের—অর্থাৎ "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের—অসারতা অনুভব করেন। "দার্শনিক নোটবই"তে লিপিবদ্ধ মন্তব্যগুলি থেকেই নাকি তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ইতিপূর্বে (পঞ্চম পরিচ্ছেদে) তথাকথিত "প্রাক্সিস"পন্থীদের উল্লেখ করেছি। তাঁরা বলেন, "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এ বস্তুবাদী জ্ঞান-তত্ত্বের সারমর্ম হিসেবে লেনিন অক্লান্তভাবেই প্রতিবিম্ববাদের সমর্থন করেছেন। এই মতে, আমাদের চেতনায় বাস্তব বহির্জগৎটিই প্রতিবিম্বিত হয়। কিন্তু হেগেল-দর্শন ভালো করে পড়বার পর লেনিন নিজেই বুঝতে পারেন যে মতটি আসলে নেহাতই যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির—অর্থাৎ ঘোরতর ডায়লেকটিকস-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিরই—পরিচায়ক। অতএব তিনি "দার্শনিক নোটবই"তে এই প্রতিবিম্ববাদ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন। অর্থাৎ, ইতিপূর্বে তিনি বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের প্রধান ভিত্তি হিসেবে যে-মত সংরক্ষণ করতে চেয়েছিলেন, সেটির প্রতিই তাঁর আর কোন আস্থা ছিল না। কেননা প্রতিবিম্ববাদ বর্জন করলে সামগ্রিকভাবে "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এর বিশেষ কোন তাৎপর্যই বাকি থাকে না। অতএব "দার্শনিক নোটবই" থেকেই প্রমাণ হয় যে লেনিনের নিজের বিচারেই তাঁর প্রধান দার্শনিক গ্রন্থটি বরবাদ হয়ে গিয়েছে।

কথাটা কিন্তু যাকে বলে ডাহা মিথ্যেকথা। কেননা, "দার্শনিক নোটবই"তে প্রতিবিম্ববাদ বর্জনের কোন ইঙ্গিত থাকার বদলে বারবার এই প্রতিবিম্ববাদেরই সমর্থন চোখে পড়ে। এ বিষয়ে হফ্‌মান তাঁর "মার্কসবাদ ও প্রাক্সিসবাদ" গ্রন্থে বহু নিদর্শন উল্লেখ করেছেন।[1] বস্তুতপক্ষে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সমর্থনে ও তথাকথিত প্রাক্সিসবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটনে হফ্‌মান রচিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর, এ বিষয়ে আমাদেব পক্ষে আর নতুন কোনো আলোচনা তোলার প্রয়োজন নেই। তার বদলে আমরা এখানে লেনিনের বিরুদ্ধে আর একজন প্রচারকের কথা আলোচনা করব : হফ্‌মান তাঁর রচনা বিচার করেন নি, অথচ "দার্শনিক নোটবই"-এর নজির দেখিয়ে "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" বরবাদ করবার প্রস্তাব যে কতটা মিথ্যাশ্রয়ী হতে বাধ্য এই প্রচারকটির রচনা তারই উৎকৃষ্টতম নিদর্শন বলে বিবেচিত হতে পারে।

২। লেনিন কি শেষ পর্যন্ত ভাববাদেই প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিলেন ?

শুনতে যতই উদ্ভট বা কিম্ভুতকিমাকার লাগুক না কেন, লেনিনের জনৈক "সমালোচক" প্রমাণ করতে চান যে "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" গ্রন্থে

অমন জোর গলায় বস্তুবাদ সমর্থন করলেও লেনিন শেষ পর্যন্ত ভাববাদেই প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করেছিলেন।

এই "সমালোচকটির" নাম (আসলে ছদ্মনাম) এন. ভালেন্টিনভ। ব্যক্তিগতভাবে তিনি এককালে লেনিনের সুনজরে আসবার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু মাখ-বাদ ও বার্কলির অহংকেন্দ্রিক ভাববাদের প্রতি প্রকাশ্য উৎসাহের ফলে লেনিন তাঁকে কোন পাত্তা দেন নি। অতএব ১৯০৯ সালে তিনি মেনশেভিকদের দলে যোগ দেন, কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে হালে তেমন পানি পান নি। শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগ করে ১৯৩০ সালে বিদেশে বলশেভিক-বিরোধী প্রচারকদেব দলে ভিড়ে যান। ১৯৫৩ সালে "লেনিনেব সঙ্গে সম্মুখ-সংঘর্ষ"[2] নামে তাঁর বই আমেরিকায়—যদিও মূল রুশ ভাষায়—প্রকাশিত হয়; ১৯৬৯ সালে লণ্ডন থেকে বইটির ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। এই বইতেই তিনি উপরোক্ত আশ্চর্য মতটি প্রচার করেছেন: লেনিন নাকি কালক্রমে বস্তুবাদ ছেড়ে ভাববাদেই প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিলেন।

ভালেন্টিনভ-এর কাছে, এই কথার চরম প্রমাণ অবশ্যই লেনিনের "দার্শনিক নোটবই"। কিন্তু কিছুটা সমস্যাও আছে। প্রথমত, লেনিনের জীবদ্দশাতেই—১৯২০ সালে—"বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়; তার মুখবন্ধে লেনিন বলছেন দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি বইটিতে বিশেষ কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেন নি। ইতিমধ্যে লেনিন যদি বস্তুবাদ পরিহার করে ভাববাদই গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ব্যাখ্যা কী হবে? ভালেন্টিনভ বলছেন, ব্যাপারটা লেনিনের সৎসাহসের অভাব ছাড়া কিছু নয়; দার্শনিক বিশ্বাসে আমূল পরিবর্তন সত্ত্বেও কথাটা প্রকাশ্যে স্বীকার কবার মতো সাহস তাঁর ছিল না। দ্বিতীয়ত, লেনিনের শেষ পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক নিবন্ধ বলতে "সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে"; এটির রচনাকাল ১৯২২ সাল। কিন্তু এই নিবন্ধে কি বস্তুবাদ পরিত্যাগের কোন ইঙ্গিত আছে? ভালেন্টিনভ-এর বক্তব্য এই যে নিবন্ধটির শিরোনাম যাই হোক-না-কেন, বস্তুতপক্ষে হেগেল-দর্শন প্রসঙ্গে প্রবল উৎসাহ প্রকাশ করে এই নিবন্ধেও লেনিন ভাববাদ সমর্থনেরই অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন।

ভালেন্টিনভ কীভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান, তার কিছুটা নমুনা দেখা যাক। "দার্শনিক নোটবই"তে লেনিন এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, "প্রধানত স্থূল বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই প্লেখানভ[3] কাণ্টবাদের

(এবং সাধারণভাবে অজ্ঞেয়বাদের) সমালোচনা করেছিলেন।" ভালেণ্টিনভ বলছেন,

"এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়, হেগেলের প্রভাবে বস্তুবাদ সংক্রান্ত লেনিনের প্রত্যয়ে ফাটল ধরতে শুরু করেছিল। তারই সমর্থনে ['দার্শনিক নোটবই'-এর] আর একটি উক্তি বর্তমান, যে-উক্তি ইতিপূর্বে লেনিনের মুখে একান্তই অসম্ভব : [লেনিন বলছেন] 'নির্বোধ বস্তুবাদের তুলনায় বোধশক্তিসম্মত ভাববাদই বোধশক্তিসম্মত বস্তুবাদের অনেক কাছাকাছি মত।'...

"অতএব আমরা দেখি তাঁর নোটবইতে তিনি ভাববাদ সমর্থন শুরু করেছেন এবং বলছেন, 'স্থূল এবং অধিবিদ্যাগত বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাববাদ নিছক অর্থহীনতার পরিচায়কমাত্র'।...

"এ থেকেই বোঝা যায় হেগেলের উপর নির্ভর করে লেনিন অধিবিদ্যার বিশাল জঙ্গলের ভিতর কতখানি ঢুকে পড়েছেন।...

"লেনিন রাশিয়ার শাসকপদে প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাঁর 'বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ'-এর কোন সমালোচনা বস্তুত নিষিদ্ধ না-হলেও অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।... ১৯২০ সালে লেনিনের বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, (তখনো 'দার্শনিক নোট-বই'-এর কথা কারুর জানা ছিল না) এবং লেনিন যে তাঁর অতীত দার্শনিক মত থেকে নানাভাবে সরে গিয়েছেন, এ বিষয়ে তিনি নিজে কোন কথা বলেন নি। ক্রেমলিনে অবসর সময়ে তিনি হেগেল অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন... এবং ১৯২২ সালে 'মার্কসবাদের নিশান নিয়ে' পত্রিকায় 'সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে' নামের একটি চিঠি লেখেন ; এটি যেন হেগেল-অধ্যয়নের পক্ষে—তাঁর ডায়লেকটিকস ও তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব অধ্যয়নের পক্ষে—লেনিনের শেষ দার্শনিক ইচ্ছাপত্র।...

"অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী বছরগুলিতে তিনি তাঁর অতীত মতবাদ এবং অতীত নিশ্চয়তা অনেকাংশেই বর্জন করেছিলেন।...কিন্তু ১৯০৮ সালের তাঁর দার্শনিক মতের সারাংশ যে তিনি সত্যিই পরিত্যাগ করেছিলেন, একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার মতো তাঁর সাহস ছিল না।"[4]

সাহস বলে ব্যাপারটা অবশ্যই মনস্তত্ত্বের বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে লেনিন কাপুরুষ ছিলেন কিনা, সে প্রশ্ন আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, যদিও লেনিন-বিরোধী প্রচারের খাতিরে ভালেণ্টিনভ-এর পক্ষে এ জাতীয় কুৎসা রটনারও প্রয়োজন হয়েছে যে রাজনৈতিক জীবনেও লেনিন অনেক সময় কাপুরুষতারই পরিচয় দিয়েছেন[5] এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিচারে

তাঁর ব্যক্তিত্ব কিছুটা অপ্রকৃতিস্থই[৩]। এইসব কুৎসায় যাঁদের কান দেবার অভিরুচি আছে তাঁদের সঙ্গে তর্ক নিরর্থক হবে। তার বদলে আমাদের পক্ষে বর্তমানে লেনিনের দার্শনিক মতামতের বিচারই বাঞ্ছনীয়। অতএব আমাদের কাছে প্রধান প্রশ্ন হলো : লেনিন কি সত্যিই পরবর্তী জীবনে বস্তুবাদে আস্থা পরিত্যাগ করে ভাববাদ ও অধিবিদ্যায় প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস করেছিলেন এবং কোন রহস্যময় কারণে এই কথাটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করার বদলে সংগোপনে "দার্শনিক নোটবই"তে লিখে রেখেছিলেন?

৩। "সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে"

"দার্শনিক নোটবই"-এর অধিকাংশ মন্তব্য অত্যন্ত সংক্ষেপে—প্রায় সূত্রাকারে—লিপিবদ্ধ বলেই তার প্রকৃত তাৎপর্যের আলোচনা কিছুটা জটিল ও কঠিন হতে বাধ্য। "সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে" শীর্ষক নিবন্ধটি কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ও প্রাঞ্জল। অতএব, "দার্শনিক নোটবই"-এর আলোচনায় অগ্রসর হবার আগে লেনিনের সর্বশেষ অতএব সবচেয়ে পরিণত দার্শনিক প্রত্যয়ের নিদর্শন হিসাবে "সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে" নিবন্ধটির আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে। তাছাড়া, সন-তারিখের নজিরটাও অবান্তর নয়। "দার্শনিক নোটবই"-এর প্রধানাংশ ১৯১৪-১৬র রচনা, "সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে" ১৯২২ সালের রচনা; এর পর লেনিন আর কোনো দার্শনিক রচনায় হাত দিয়েছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। অতএব এই রচনাটিই তাঁর সর্বশেষ ও সর্বপরিণত মতের পরিচায়ক। লেনিনের বস্তুবাদী প্রত্যয় উত্তরজীবনে সত্যেই কোন অর্থে শিথিল হয়েছিল কিনা, এই প্রশ্নের বিচারে উক্ত রচনাটির নজিরই সবচেয়ে প্রাঞ্জল ও পূর্ণাঙ্গ—এবং চূড়ান্তও।

ভালেন্টিনভ অবশ্যই দাবি করেন, এই রচনাটি থেকেও প্রমাণ হয় যে লেনিন কালক্রমে বস্তুবাদ পরিহার করে ভাববাদ গ্রহণেরই আয়োজন করে-ছিলেন। আপাতদৃষ্টিতেই দাবিটি অসম্ভব বলেই প্রতীত হবে, কেননা তাহলে নিবন্ধটির শিরোনামে "সংগ্রামী বস্তুবাদ" শব্দের ব্যবহার নেহাতই ভণ্ডামী বা কাপট্যের পরিচায়ক হতে বাধ্য, অথচ ১৯২২ সালেও লেনিনের পক্ষে এ জাতীয় কাপট্যের প্রয়োজন কল্পনাতীত। তবুও ভালেন্টিনভ কীভাবে তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করতে চান? তাঁর একমাত্র যুক্তি হল, আলোচ্য নিবন্ধে হেগেল-দর্শন প্রসঙ্গে লেনিনের উৎসাহ। ভালেন্টিনভ যেমন বলছেন, নিবন্ধটি "যেন হেগেল-দর্শন অধ্যয়নের পক্ষে—তাঁর ডায়লেকটিকস ও তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব অধ্যয়নের পক্ষে—লেনিনের শেষ দার্শনিক ইচ্ছাপত্র"। কিন্তু

হেগেল-প্রসঙ্গে উৎসাহ থেকেই কেন প্রমাণ হবে যে নিবন্ধটিতে ভাববাদ গ্রহণেরই পরিচয়? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর: স্বীয় অভিপ্রায় অনুসারে হেগেল ভাববাদেরই সমর্থক ছিলেন। কিংবা, সংক্ষেপে হেগেল যেহেতু ভাববাদী দার্শনিক সেইহেতু হেগেল-প্রসঙ্গে উৎসাহমাত্রই ভাববাদের পরিচায়ক। কিন্তু এই যুক্তি গ্রহণ করার জন্যে যে-পরিমাণ মূঢ়তার প্রয়োজন, কোন মার্কসবাদীর পক্ষেই তা কল্পনাতীত। কেননা মার্কসবাদীমাত্রর কাছেই একথা সুবিদিত যে মার্কস-এঙ্গেলসও হেগেল-প্রসঙ্গে প্রবল উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন, তবে সেই উৎসাহটা হেগেলের ভাববাদী অভিপ্রায় প্রসঙ্গে নয়, পক্ষান্তরে **এই ভাববাদী অভিপ্রায়ের জঞ্জাল সাফ করে হেগেল-দর্শনের প্রকৃত বৈপ্লবিক অবদান প্রসঙ্গেই, বা সংক্ষেপে, ডায়লেকটিকস প্রসঙ্গেই।**

ভালেণ্টিনভ-এর পক্ষে এই সরল সত্যটি অজানা থাকার কোন কারণ নেই। অতএব হেগেল-প্রসঙ্গে লেনিনের উৎসাহটি যে ভাববাদ প্রবণতারই পরিচায়ক—এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তাঁর একমাত্র সম্বল হল চরম অসাধুতা বা ডাহা মিথ্যা। অসাধুতাটা কীরকম তার নিদর্শন দেখা যাক। "সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে" নিবন্ধটিতে লেনিন ঠিক কোন অর্থে হেগেল সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন তা সম্পূর্ণভাবে চেপে গিয়ে উক্ত নিবন্ধ থেকে ভালেণ্টিনভ এমনভাবে লেনিনের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যার আপাত-তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে লেনিন বুঝি বিনা শর্তেই বা সামগ্রিকভাবেই হেগেল-দর্শনের মহিমায় মুগ্ধ।

লেনিনের লেখাটি ভালেণ্টিনভ যেভাবে উদ্ধৃত করেছেন তার পাশাপাশি লেনিনের আসল লেখাটি তুলে দেওয়া যাক।

লেনিনের লেখা থেকে ভালেণ্টিনভ-এর উদ্ধৃতি	লেনিনের মূল লেখা
"আমরা সবদিক থেকে তাঁর ডায়লেকটিকস-এর বিকাশ সাধন করতে পারি এবং আমরা তাই-ই করবো।…আমার মতে 'মার্কসবাদের নিশান নিয়ে' পত্রিকাটির সম্পাদকগোষ্ঠী এবং লেখকগোষ্ঠীর পক্ষে 'হেগেলীয় ডায়লেকটিকস-এর বস্তুবাদী বন্ধু সঙ্ঘ' জাতীয় সংগঠনে পরিণত হওয়া উচিত।…এই কর্তব্যে আত্মনিয়োগ করতে না-পারলে বস্তুবাদের পক্ষে সংগ্রামী বস্তুবাদে পরিণত হওয়া অসম্ভব। শ্যেদ্রিনের ভাষায় বলা	"যে-পদ্ধতি অনুসারে মার্কস হেগেলীয় ডায়লেকটিকস-এর বস্তুবাদী তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন তা অনুসরণ করে আমরা সবদিক থেকে তাঁর ডায়লেকটিকস-এর বিকাশ সাধন করতে পারি এবং তাই-ই করবো। পত্রিকাটিতে আমরা হেগেলের রচনা থেকে প্রধান উদ্ধৃতি ছেপে সেগুলির বস্তুবাদ-সম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারি—মার্কস যে-ভাবে ডায়লেকটিকস প্রয়োগ করেছিলেন তার নিদর্শন অনুসরণ করে আধুনিক ইতিহাস থেকে অর্থনৈতিক ও

যায় আক্রমণকারীর চেয়ে তা আক্রান্তই হয়ে থাকবে।"[7]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রের—বিশেষত সাম্প্রতিক সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও বিপ্লব সংক্রান্ত—ডায়লেকটিকস-এর যে-সব অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায় সেগুলি ব্যবহার করে [হেগেলের রচনার উপর] টীকা সংযোজন করতে পারি। আমার মতে, 'মার্কসবাদের নিশান নিয়ে' পত্রিকাটির সম্পাদকগোষ্ঠী এবং লেখকগোষ্ঠীর পক্ষে 'হেগেলীয় ডায়লেকটিকস-এর বস্তুবাদী বন্ধু সঙ্ঘ' জাতীয় সংগঠনে পরিণত হওয়া উচিত। **প্রকৃতিবিজ্ঞানে বিপ্লবের ফলে যে-সব দার্শনিক প্রশ্ন উঠেছে—এবং যেগুলিতে হোঁচট খেয়ে বুর্জোয়া ফ্যাশানের অনুগামী দার্শনিকেরা প্রতি-ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পতিত হন—আধুনিক বিজ্ঞানীদের পক্ষে সে-জাতীয় অনেক প্রশ্নের উত্তর হেগেলীয় ডায়লেকটিকস-এর বস্তুবাদী ব্যাখ্যা থেকে পাওয়া সম্ভব (এবং তাঁরা যদি এই সন্ধান করতে চান তাহলে আমরাও তাঁদের সাহায্য করতে শিখতে পারি)।**

"এই কর্তব্যে আত্মনিয়োগ করতে না-পারলে এবং এই কর্তব্য নিয়মিতভাবে পালন করতে না-পারলে বস্তুবাদের পক্ষে সংগ্রামী বস্তুবাদে পরিণত হওয়া অসম্ভব। শ্চেদ্রিণের ভাষায় বলা যায়, আক্রমণকারীর চেয়ে তা আক্রান্তই হয়ে থাকবে।"[8]

ডানদিকে—লেনিনের প্রকৃত উক্তিটিতে—মোটা হরফ ব্যবহার করে আমরা দেখাতে চেয়েছি, লেনিনের পরিণত বয়সের ভাববাদ প্রবণতা প্রমাণ করবার জন্যে ভালেণ্টিনভ-এর পক্ষে লেনিনের ঠিক কোন্ কথাগুলি ধামাচাপা দেবার প্রয়োজন হয়েছে। কেউ যদি স্বেচ্ছায় ভাড়াটে প্রচারকের গৌরব অর্জনের আশায় আমেরিকার "গণতান্ত্রিক" আবহাওয়ায় ডাহা মিথ্যাও প্রচার করতে চান, তাহলে অবশ্যই তাঁর সেই স্বাধীনতা হরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে ভাড়াটে প্রচারক হিসেবেও মিথ্যা ভাষণের একটা সীমা মানা হয়তো তুলনায় নিরাপদ। আজকের দিনে

লেনিনের "সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে" নিবন্ধটি অবশ্যই সহজলভ্য ; এজাতীয় দলিলকে বিকৃত করার চেষ্টায় বাহাদুরির চেয়ে মূঢ়তার পরিচয়ই বেশি।

সংক্ষেপে, লেনিন রচিত শেষ দার্শনিক দলিলটিতে হেগেলের ডায়লেকটিকস সম্বন্ধে অবশ্যই অপরিসীম উৎসাহ, কিন্তু সে-উৎসাহ আসলে হেগেলের ভাববাদী অভিপ্রায়কে সম্পূর্ণ বর্জন করে মার্কস-প্রদর্শিত পথে ডায়লেকটিকস-এর বস্তুবাদী সারমর্মটি প্রসঙ্গেই। "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" গ্রন্থেও আমরা একই উৎসাহের পরিচয় ইতিপূর্বেই পেয়েছি : বুখনার প্রমুখ এবং ডুরিং প্রমুখ দার্শনিকদের প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন, (খামারবাড়ির মোরগ যেমন গোবরগাদা থেকে মুক্তা খুঁটে তুলতে পারে না এঁরাও তেমনি হেগেলের পরব্রহ্মবাদ বা অ্যাবসলিউট আইডিয়ালিজমের জঞ্জাল থেকে ডায়লেকটিকস বেছে নিতে অসমর্থ।)

আমরা অচিরেই দেখবো, "দার্শনিক নোটবই"-তেও হেগেলের ডায়লেকটিকস সংক্রান্ত উৎসাহকে কোনো অর্থেই হেগেলের ভাববাদের প্রতি কোনো প্রবণতা মনে করার কারণ নেই। কিন্তু তার আগে আর-একটি কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার। লেনিন-রচিত শেষ দার্শনিক দলিলটির সঙ্গে--"সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য" নিবন্ধটির সঙ্গে—তাঁর প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এর আসলে কোনো বিরোধ নেই। ইতিপূর্বে "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের যে-আলোচনা হয়েছে তা মনে রেখে লেনিনের শেষ দার্শনিক দলিল থেকে এখানে কিছুটা বিস্তৃত উদ্ধৃতি বাঞ্ছনীয় হবে। "সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে" লেনিন বলছেন,

("রাশিয়ার অগ্রণী সমাজচিন্তার প্রধান প্রধান ধারায় সৌভাগ্যবশত পাকা বস্তুবাদী ঐতিহ্য বর্তমান। জি. ভি. প্লেখানভের কথা ছেড়ে দিলেও শুধু চের্নিশেভস্কির নাম করাই যথেষ্ট—হাল ফ্যাসানী প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক মতবাদের সন্ধানে, ইয়োরোপীয় বিদ্যার তথাকথিত 'শেষ কথার' চমকে আকৃষ্ট হয়ে আধুনিক নারোদনিকেরা···তাঁর কাছ থেকে পিছু হঠেছেন ; এঁরা বুঝতেই পারেন না যে সেই চমকের অন্তরালে· বুর্জোয়ার দাস্যবৃত্তি, বুর্জোয়া কুসংস্কার এবং বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলতার দাস্যবৃত্তিরই রকমফের বর্তমান।

"অন্তত রাশিয়ায় অ-কমিউনিস্টদের শিবিরে এখনো বস্তুবাদীরা আছেন ও নিঃসন্দেহে আরো দীর্ঘদিন থাকবেন। এবং আমাদের অবশ্য কর্তব্য হলো, দার্শনিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে—তথাকথিত 'সুধী সমাজের' দার্শনিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে—সংগ্রামে সুসংগত ও সংগ্রামী বস্তুবাদের সমস্ত অনুগামীদের মিলিত করা। পিতা দিৎসগেন (তাঁর হামবড়া ও অসার্থক পুত্রটির সঙ্গে তাঁকে গুলিয়ে ফেলা ভুল হবে) বলেছিলেন, আধুনিক সমাজে

দর্শনের অধ্যাপকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসলে 'পাদ্রীতন্ত্রের ডিপ্লোমা-পাওয়া চাপরাশী' ছাড়া কিছু নয় ; এই উক্তিতে তিনি সঠিকভাবেই বুর্জোয়া দেশগুলিতে প্রচলিত পণ্ডিত ও প্রাবন্ধিকদের মনোযোগধন্য দার্শনিক ধারাগুলি সম্বন্ধে মার্কসবাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গীটা প্রকাশ করেছেন।

"আমাদের রুশী বুদ্ধিজীবীরা দেশান্তরে তাঁদের সহকর্মীদের মতোই নিজেদের প্রগতিশীল বলে ভাবতে ভালোবাসেন। তাঁরা কিন্তু দিৎসগেনের ভাষায় প্রকাশিত ওই মূল্যায়নের পটভূমিতে সমস্যাটাকে স্থাপন করতে মোটেই ভালোবাসেন না ; তার কারণ সত্যটি তাঁদের চোখে বেঁধে। বুর্জোয়া শাসকের উপর আধুনিক শিক্ষিত লোকদের রাষ্ট্রিক, সাধারণ অর্থনৈতিক, পরিশেষে সামাজিক ও অন্যান্য সমস্ত [ধ্যানধারণার] নির্ভরশীলতার কথা ভাবলেই বোঝা যায়, দিৎসগেনের মন্তব্যটি যতো কঠোরই হোক-না-কেন, সম্পূর্ণ সঠিক।...

"অতএব, যে পত্রিকা সংগ্রামী বস্তুবাদের মুখপত্র হতে চায় তাকে সর্বপ্রথম হতে হবে সমস্ত আধুনিক 'পাদ্রিতন্ত্রের ডিপ্লোমা-পাওয়া চাপরাশীদের' আসল স্বরূপপ্রকাশ ও সমালোচনার দিক থেকে সংগ্রামী—ওঁরা পদাধিকারী বিদ্যার কথাই বলুন, বা নিজেদের 'গণতান্ত্রিক বা সমাজবাদী ভাবাদর্শের' প্রাবন্ধিক বলে ঘোষণা করুন,—যাই হোক না কেন।

"দ্বিতীয়ত, এজাতীয় পত্রিকাকে সংগ্রামী নিরীশ্বরবাদের মুখপত্র হতে হবে। এই কাজ চালাবার মতো সংস্থা, অন্তত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আমাদের আছে। কিন্তু কাজটা চলছে চূড়ান্ত রকম শৈথিল্যে, চূড়ান্ত রকম অসন্তোষজনকভাবে।...তাই যে-পত্রিকা সংগ্রামী বস্তুবাদের মুখপত্র হতে চায় সেটির পক্ষে আমাদের ওই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের পরিপূরণে, সেগুলির সংশোধনে এবং সেগুলির সঞ্জীবনে অক্লান্ত নিরীশ্বরবাদী প্রচার ও সংগ্রাম চালানো একান্তই জরুরী। এদিক থেকে সমস্ত ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত সাহিত্য মন দিয়ে অনুসরণ করা উচিত এবং এক্ষেত্রে যা কিছু মূল্যবান তার সবই অনুবাদ—অন্তত সারার্থ—প্রকাশ করা প্রয়োজন।

"এঙ্গেলস অনেকদিন আগেই প্রলেতারিয়েতের নেতাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন, জনগণের মধ্যে প্রচারের জন্যে আঠারো শতকের শেষের সংগ্রামী নিরীশ্বরবাদী সাহিত্য অনুবাদ করার। লজ্জার কথা, আমরা এতোদিনেও তা করিনি।...মার্কসবাদীর পক্ষে সবচেয়ে বড়ো ও জঘন্য ভুল হবে একথা কল্পনা করা যে, আধুনিক সমাজ লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে (বিশেষত কৃষক ও কারুজীবীদের) যে-তমসা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রেখেছে কেবল-মাত্র মার্কসবাদী জ্ঞানালোকের সোজা সড়ক ধরে তা থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব। এই জনগণের কাছে যোগানো দরকার নিরীশ্বরবাদ প্রচারের সমস্ত বিচিত্র উপাদান, জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রের তথ্য ; নানাভাবে এগিয়ে, নানাভাবে আকৃষ্ট করে, নানা উপায়ে নাড়া দিয়ে তাদের ধর্মের ঘোর ভাঙবার আয়োজন করতে হবে।

"জনসাধারণের ধর্মঘোর ভাঙবার জন্যে আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত নীরস, সুকৌশলে তথ্য নির্বাচনের দিক থেকে প্রায় ব্যর্থ, মার্কসবাদের বাঁধাবুলির পুনরুক্তিপূর্ণ—এবং (সত্যি

কথা চাপার চেষ্টা করে লাভ নেই) প্রায়ই এমনকি বিকৃত মার্কসবাদের পরিচায়ক—রচনাবলীর তুলনায় আঠারো শতকের সাবেকী নিরীশ্বরবাদীদের উদ্দাম, জীবন্ত, প্রতিভা-দীপ্ত এবং পাদ্রীতন্ত্রের উপর শ্লেষ ও ব্যঙ্গপূর্ণ প্রকাশ্য আক্রমণাত্মক লেখাগুলি হাজারগুণ বেশি উপযোগী। মার্কস ও এঙ্গেলসের সমস্ত প্রধান রচনাই আমাদের দেশে অনূদিত হয়েছে। আমাদের দেশের সাবেকী নিরীশ্বরবাদ ও সাবেকী বস্তুবাদ মার্কস ও এঙ্গেলসের সংশোধনের ভিত্তিতে সুসম্পূর্ণ রূপ পাবে না—এহেন আশঙ্কা একেবারেই অমূলক।...

" 'মার্কসবাদের নিশান নিয়ে' পত্রিকাটি যদি সংগ্রামী বস্তুবাদের মুখপত্র হতে চায় তাহলে তার উচিত অনেকটা জায়গা ছেড়ে দেওয়া নিরীশ্বরবাদ প্রচারের জন্যে, সে-বিষয়ে সাহিত্য পরিক্রমার জন্যে এবং এক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের বিরাট ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনের জন্যে।...

"কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত নন এমন সুসমঞ্জস বস্তুবাদীদের সঙ্গে মৈত্রী ছাড়াও সংগ্রামী বস্তুবাদের পক্ষে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ—হয়তো বেশি গুরুত্বপূর্ণ—কাজ হলো প্রকৃতিবিজ্ঞানের যে-প্রতিনিধিদের মধ্যে বস্তুবাদের প্রতি প্রবণতা বর্তমান তাঁদের সঙ্গে—যাঁরা তথাকথিত 'শিক্ষিত সমাজে' ভাববাদের ও সংশয়বাদের জোর ফ্যাসানের বিরুদ্ধে বস্তুবাদকে সমর্থন করতে ভয় পান না, তাঁদের সঙ্গে—মৈত্রী স্থাপন।...মনে রাখা দরকার আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞান যে প্রচণ্ড তোলপাড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে তার ফলে ক্রমাগতই উৎপন্ন হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়, দার্শনিক ধারা ও উপধারা। অতএব [সংগ্রামী বস্তুবাদের একটি প্রধান] কর্তব্য হলো, প্রকৃতিবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক বিপ্লব থেকে উত্থিত সমস্যাগুলি অনুসরণ করা এবং দার্শনিক পত্রিকার কাজে প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের আকৃষ্ট করা। এই কর্তব্য সাধন না-করলে বস্তুবাদ না-হবে সংগ্রামী না বস্তুবাদ।...

"এবং এই ঘটনাটির প্রতি আমাদের মনোভাব যাতে জ্ঞানহীনের মতো না হয়, সেজন্যে বুঝতে হবে যে (একটা সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি ছাড়া বুর্জোয়া ভাবাদর্শের আক্রমণ ও বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টির পুনরাবির্ভাবের বিরুদ্ধে কোনো প্রকৃতিবিজ্ঞান, কোনো বস্তুবাদই দাঁড়াতে পারে না) সে-সংগ্রামে টিঁকে থাকা এবং শেষ পর্যন্ত সবিজয়ে সে-সংগ্রাম চালানোর জন্যে প্রকৃতিবিজ্ঞানীকে হতে হবে আধুনিক বস্তুবাদী ; যে-বস্তুবাদের প্রতিনিধি হলেন মার্কস ; প্রকৃতিবিজ্ঞানীকেও সেই বস্তুবাদের—অর্থাৎ ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের—সচেতন অনুগামী হতে হবে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে 'মার্কসবাদের নিশান নিয়ে'-র লেখকদের উচিত হেগেলের ডায়লেকটিকস-এর ধারাবাহিক অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা।"[৭]...[অবশ্যই আমরা ইতিপূর্বে লেনিনের বক্তব্য থেকে দেখেছি, হেগেলের ডায়লেকটিকস-এর অধ্যয়ন বলতে লেনিন তার পুনরুক্তিমাত্রই বোঝেন না—মার্কসের বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে হেগেলের ডায়লেকটিকস-এর দার্শনিক সারাংশ গ্রহণেরই প্রস্তাব করেন।]

৪। বস্তুবাদ ও "দার্শনিক নোটবই"

তাহলে "সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে"র নজির দেখিয়ে একথা প্রমাণ করা অসম্ভব যে লেনিন পরবর্তীকালে বস্তুবাদ পরিত্যাগ করে ভাববাদে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করছিলেন। কিন্তু লেনিন-বিরোধী প্রচারকেরা রব তুলেছেন, এ-বিষয়ে "দার্শনিক নোটবই"তে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বর্তমান। ভালেন্টিনভ যেমন এ-বিষয়ে চরম প্রমাণ হিসেবে "দার্শনিক নোটবই"-এর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন :

"নির্বোধ বস্তুবাদের তুলনায় বোধশক্তি-সম্মত ভাববাদই বোধশক্তি-সম্মত বস্তুবাদের অনেক কাছাকাছি মত।"[10]

"দার্শনিক নোটবই"-তে এই মন্তব্য অবশ্যই বর্তমান। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই মন্তব্য থেকে সত্যিই কি ভাববাদ-প্রবণতার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় ? প্রথমত মনে রাখতে হবে, এই মন্তব্যটির সঙ্গে—এবং এটিরই তাৎপর্য হিসাবে—লেনিন অত্যন্ত সংক্ষেপে নিম্নোক্ত মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন :

"বোধশক্তি-সম্মত-র বদলে ডায়লেকটিকাল ভাববাদ; নির্বোধ-এর বদলে অধিবিদ্যামূলক, অপরিণত, মৃত, অমার্জিত, অনমনীয় বস্তুবাদ।"[11]

এই সংযোজনটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে সহজেই বোঝা যায়, লেনিনের অভিপ্রায় অনুসারে উপরোদ্ধৃত মন্তব্যটির প্রকৃত তাৎপর্য হলো : ("অধিবিদ্যামূলক, অপরিণত, মৃত অমার্জিত, অনমনীয় বস্তুবাদের তুলনায় ডায়লেকটিকাল ভাববাদ ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের অনেক কাছাকাছি মত।") এই তাৎপর্যটির কথা মনে রাখলে সহজেই বোঝা যাবে যে লেনিনের মন্তব্যটিকে সরলার্থে ভাববাদ-প্রবণতার নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করা অসম্ভব। ডায়লেকটিকাল ভাববাদ বলতে এখানে হেগেল-দর্শন ছাড়া আর কিছু বোঝা সম্ভব নয়। অতএব, এখানে লেনিনের প্রকৃত বক্তব্য এই যে, শুধুমাত্র স্থূল বা অধিবিদ্যামূলক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে হেগেল-দর্শন সামগ্রিকভাবে নেহাতই অর্থহীন হলেও ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তা নয় ; পক্ষান্তরে, ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে স্থূল ও অধিবিদ্যামূলক বস্তুবাদের চেয়ে হেগেলের ডায়লেকটিকাল ভাববাদই অনেক বেশি

তাৎপর্য-সম্বন্ধ দার্শনিক মত। কিন্তু এটুকু বললেই লেনিনের প্রকৃত অভিপ্রায়টি সম্পূর্ণভাবে বোঝা সম্ভব নয়। আরো প্রশ্ন ওঠে : ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে স্থূল ও অধিবিদ্যামূলক বস্তুবাদের চেয়ে হেগেলের ডায়লেকটিকাল ভাববাদই কেন তুলনায় বেশি গ্রহণযোগ্য ? তা কি হেগেল-দর্শনের **ভাববাদী উপাদানটির জন্যই বেশি গ্রহণযোগ্য, নাকি ভাববাদী উপাদানটি সত্ত্বেও বেশি গ্রহণযোগ্য ?** "দার্শনিক নোটবই"-তে লেনিন যেহেতু হেগেল-দর্শনের ভাববাদী উপাদানটির বিরুদ্ধে বার বার অত্যন্ত তীব্র মন্তব্য করেছেন, সেইহেতু তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায় অবশ্যই এই হতে পারে না যে হেগেল-দর্শনের ভাববাদী উপাদানটির জন্যেই ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের কাছে তা তুলনায় বেশি গ্রহণযোগ্য। অতএব লেনিনের প্রকৃত অভিপ্রায় অনিবার্যভাবেই এই যে **ভাববাদী উপাদানটি সত্ত্বেও হেগেল-দর্শন ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদীর দৃষ্টিতে তুলনায় বেশি-গ্রহণযোগ্য।** আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো যে "দার্শনিক নোটবই"-তে হেগেল-দর্শন প্রসঙ্গে সমস্ত আলোচনাটির মূল কথা বলতে এইটিই। অর্থাৎ লেনিন আগাগোড়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে চাইছেন যে, হেগেল-দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্যর দিক থেকেই এই দর্শনের ভাববাদী উপাদানটি বস্তুতপক্ষে বাহ্য ও কৃত্রিম ; স্বয়ং হেগেল সচেতনভাবে এই ভাববাদী উপাদানের সাধারণ কাঠামোর মধ্যেই তাঁর প্রকৃত দার্শনিক কীর্তিটি আবদ্ধ রাখার প্রয়াস করলেও তাঁর দার্শনিক অবদানের প্রকৃত তাৎপর্য সে-প্রয়াসের বিরুদ্ধে যায়, বা বস্তুতপক্ষে তা বস্তুবাদী দর্শনেরই পূর্ণতর এবং উচ্চাঙ্গ ইঙ্গিত না-দিয়ে পারে না। অর্থাৎ, হেগেল-দর্শনের প্রথাগত ব্যাখ্যা যদিও এই যে হেগেল সর্বোপরি ভাববাদেরই সমর্থক ছিলেন, তবুও লেনিন দেখাতে চান যে হেগেল-দর্শনের গভীরতর তাৎপর্য হলো : স্বয়ং হেগেলের সচেতন ভাববাদী অভিপ্রায়ের সাধারণ কাঠামো ভেঙে তা বস্তুবাদেই উপনীত হবার আয়োজন করে। লেনিনের বিচারে এই তাৎপর্যরই প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসেবে মার্কস-এঙ্গেলস ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদে উপনীত হন।

৫। হেগেল-দর্শনের প্রগাঢ় নতুন ব্যাখ্যা

আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো যে লেনিন তাঁর "দার্শনিক নোটবই"তে হেগেল-দর্শনের এক প্রগাঢ় নতুন ব্যাখ্যার আয়োজন করছিলেন। সেই ব্যাখ্যা অনুসারে হেগেলের বাহ্য অভিপ্রায়টি প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম এবং তা দার্শনিক আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নয়। পক্ষান্তরে হেগেলের প্রকৃত দার্শনিক আবিষ্কারটি—অর্থাৎ হেগেলের ডায়লেকটিকস—অনিবার্যভাবেই বস্তুবাদে পরিণতি লাভ করতে চায়।

এ-বিষয়ে "দার্শনিক নোটবই"-এর মন্তব্যগুলি বিচারের আগে একটি কথা মনে রাখা দরকার। মার্কসীয় দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বয়ং এঙ্গেলসই হেগেল-দর্শনের এই নতুন ব্যাখ্যাটির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ; সেই ইঙ্গিত অনুসরণ করেই লেনিন হেগেল-দর্শনের পুনর্বিচারে অগ্রসর হন। তাই আমাদেব বর্তমান আলোচনায় এঙ্গেলসের একটি মন্তব্য থেকে শুরু করাই বাঞ্ছনীয় হবে। এঙ্গেলস বলছেন,

"কিন্তু দেকার্ত থেকে শুরু করে হেগেল পর্যন্ত এবং হব্‌স[12] থেকে শুরু করে ফয়েরবাখ পর্যন্ত—এই দীর্ঘ যুগ ধরে দার্শনিকেরা যদিও ভেবেছিলেন যে তাঁরা শুধু বিশুদ্ধ বুদ্ধির তাগিদে পরিচালিত হয়েছেন, আসলে কিন্তু তাঁরা মোটেই সেই শক্তির দ্বারা পরিচালিত হননি। পক্ষান্তরে, সবোপরি যা তাঁদের আসলে এগিয়ে নিয়ে চলছিলো তা হলো প্রকৃতিবিজ্ঞানের এবং শিল্প উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান দ্রুত অগ্রগতির বন্যাস্রোতের মতো শক্তি। বস্তুবাদীদের দৃষ্টান্তে এই বিষয়টি একেবারে চোখের সামনেই ভেসে ওঠে ; কিন্তু ভাববাদী সম্প্রদায়গুলিও ক্রমশই বস্তুবাদী উপাদানে ভরপুর হয়ে উঠছিলো এবং সর্বেশ্বরবাদ অনুসারে চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে বিরোধ সমন্বয়ের প্রয়াস করছিলো। শেষ পর্যন্ত হেগেলের সম্প্রদায়টি পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকে একরকম বস্তুবাদেরই পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ালো, যদিও তা [অর্থাৎ, সেই বস্তুবাদ] ভাববাদী প্রথায় হেঁটমুণ্ড হয়ে রইলো।"[13]

অতএব, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও শিল্প-উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রচণ্ড অগ্রগতির চাপে এমন কি দার্শনিক ভাববাদও তার বিপরীতে—বস্তুবাদে—পরিণত হচ্ছিল। এই পরিবর্তনের চূড়ান্ত পরিণতি হেগেল-দর্শন। তারই ফলে হেগেলের দর্শন "আগে-থাকতে-ধরে-নেওয়া ভাববাদী খামখেয়াল"[14] সত্ত্বেও বস্তুবাদী তাৎপর্যে এমনই ভরপুর হয়ে উঠেছিলো যে তাকে প্রকৃতপক্ষে একরকমের বস্তুবাদই বলতে হবে—যদিও স্বয়ং হেগেলের বাহ্য ও খেয়ালী অভিপ্রায়টির ফলে বস্তুবাদ হিসেবে তা যেন হেঁটমুণ্ড হয়ে রইলো।

তাহলে এঙ্গেলসের এই বিচার অনুসারে হেগেল-দর্শনকে নিছক ভাববাদ মনে করা অতি-সারল্যেরই পরিচায়ক হবে। কথাটা বিশেষভাবে হেগেলের চূড়ান্ত দার্শনিক অবদানের—অর্থাৎ ডায়লেকটিকস-এর—ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুস্পষ্ট, যদিও, এঙ্গেলস যেমন বলছেন, এই অবদানটির সুসংগত প্রয়োগের জন্যে স্বয়ং হেগেলের ভাববাদী সাজসরঞ্জাম থেকে তাকে মুক্ত করা

প্রয়োজন।[15] মার্কস-এঙ্গেলস এই মুক্তির আয়োজন করে—অর্থাৎ হেগেলীয় ডায়লেকটিকস-এর উপর থেকে বাহ্য ভাববাদী সাজসরঞ্জাম পরিত্যাগ করে—হেগেল-দর্শনেরই সহজাত প্রবণতার পরিণাম হিসেবে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদে উপনীত হন। বিশ্বপ্রকৃতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে—অতএব তারই প্রতিবিম্ব হিসেবে মানব চেতনাতেও—অবিরাম পরিবর্তনের মূল তত্ত্ব হিসাবে হেগেল ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠা করে ইয়োরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে অবশ্যই যুগান্তরের সূচনা করেন ; কেবল ভাববাদী খামখেয়াল অনুসারে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির অবিরাম পরিবর্তনের মধ্যে ধ্যানরাজ্যের পরিবর্তনের প্রতিবিম্ব খুঁজতে চান—"অনাদি-অনন্ত কাল ধরেই ধ্যানরাজ্যের এই অবিরাম পরিবর্তন বুঝি ঘটে চলেছে, যদিও কোথায় এই পরিবর্তন ঘটছে সে-বিষয়ে কেউ কিছু জানে না তবুও [হেগেলের মতে ধ্যানরাজ্যের এই পরিবর্তন] অন্তত মানব-মস্তিষ্কের বাইরে কোথাও ঘটতে বাধ্য।" এঙ্গেলস বলছেন,

"ভাববাদের এই বিকার দূর করার দরকার ছিলো। আমরা বস্তুবাদ অনুসারে ধারণাকে আমাদের মাথার ব্যাপার বলেই বোঝবার আয়োজন করলাম—অর্থাৎ ধারণা বলতে [আমাদের কাছে] বাস্তব বস্তুরই প্রতিবিম্ব ; বাস্তব বস্তু পারমার্থিক ধারণার কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়ের প্রতিবিম্ব নয়। ফলে ডায়লেকটিকস বলতে বোঝালো গতি [বা পরিবর্তনের] সাধারণ নিয়ম—বাহ্যপ্রকৃতির পরিবর্তন এবং মানব চিন্তার পরিবর্তন, উভয়েরই সাধারণ নিয়ম।...ফলে হেগেলের ডায়লেকটিকস...যে-ভাবে তার মাথার উপর নির্ভর করে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিলো তা উল্টে দিয়ে তাকে পায়ের উপরই দাঁড় করাবার আয়োজন করা হলো।"[16]

এঙ্গেলসের এই মন্তব্যগুলি মনে রেখে অগ্রসর হলে লেনিনের "দার্শনিক নোটবই"-তে হেগেল-প্রসঙ্গে আলোচনাটি বোঝা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হবে। ইতিপূর্বে দেখেছি, লেনিন বলছেন যে স্থূল বা অপরিণত বা অধিবিদ্যামূলক বস্তুবাদের তুলনায় ডায়লেকটিকাল ভাববাদ ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের অনেক কাছাকাছি মত। কেন এই মন্তব্য? কেননা মার্কসীয় বিচারে হেগেলের ডায়লেকটিকাল ভাববাদ স্বয়ং হেগেলের মতাদর্শ বিকারের কৃত্রিম আবরণটুকুর বাধা ছিন্নভিন্ন করে প্রকৃতপক্ষে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদেই পরিণতি লাভের প্রবণতা প্রদর্শন করেছিলো ; এবং সাবেকী অধিবিদ্যামূলক বস্তুবাদের তুলনায় হেগেল-দর্শনের মধ্যে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের এই প্রতিশ্রুতিটি দার্শনিক ঐশ্বর্যের দিক থেকে অবশ্যই সমৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

অধিবিদ্যামূলক বস্তুবাদ একরকম স্থাবির ও নিশ্চল দার্শনিক তত্ত্ব; তুলনায় এঙ্গেলস যেমন বলছেন—"অচেতনভাবে হলেও তিনি [অর্থাৎ হেগেল] সম্প্রদায়গত গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে কীভাবে পৃথিবীর বাস্তব জ্ঞান পাওয়া যায় তারই পথ দেখিয়েছেন।"[17]

৬। "ডায়লেকটিকস এবং বস্তুবাদ" নয়; "ডায়লেকটিকসই বস্তুবাদী"

"দার্শনিক নোটবই"-এর সামগ্রিক পর্যালোচনা অবশ্যই স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। এখানে আমাদের পক্ষে সে-প্রয়াস সম্ভবও নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়। তার বদলে এখানে আমরা বিশেষ করে হেগেল-দর্শন প্রসঙ্গে লেনিনের প্রধান মন্তব্যগুলির কিছুটা পরিচয় দেখবার চেষ্টা করবো। বস্তুতপক্ষে এঙ্গেলসের উপরোদ্ধৃত বিচার অনুসরণ করে লেনিন যেভাবে হেগেল-দর্শনের নব-ব্যাখ্যা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাকেই "দার্শনিক নোটবই"-এর প্রধান বিষয়বস্তু বলে গ্রহণ করার পর্যাপ্ত কারণ আছে। এই নব-ব্যাখ্যার মূল কথা হলো, স্বয়ং হেগেলের বাহ্য অভিপ্রায় সত্ত্বেও হেগেল-দর্শনের—বিশেষত হেগেলের ডায়লেকটিকস-এর—প্রগাঢ় বস্তুবাদ প্রবণতা। অর্থাৎ হেগেল নিজে একরকমের দার্শনিক বা এমনকি ধর্মতত্ত্বমূলক দুর্বল বা ঠুনকো আবরণে তাঁর ডায়লেকটিকস-এর বস্তুবাদ-প্রবণতাকে আবৃত রাখার চেষ্টা করলেও তাঁর ডায়লেকটিকস-এর অভ্যন্তরীণ চাহিদার ফলেই সে-আবরণ যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং হেগেল-দর্শন ডায়লেকটিকাল বস্তু-বাদ বা বস্তুবাদী ডায়লেকটিকস-এই পরিণতি লাভের প্রয়াস করে।

বলাই বাহুল্য, "দার্শনিক নোটবই"-তে লেনিনের এই প্রতিপাদ্য বিষয়টির কোনো ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রত্যাশা করা ভুল হবে, কেননা "দার্শনিক নোটবই" কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ নয়— খুব সম্ভব কোনো একটি দার্শনিক গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক উপাদান এবং তারই উপর অত্যন্ত সংক্ষেপে (সম্ভবত পরবর্তীকালে বিশদভাবে ব্যাখ্যার কথা মনে রেখে) নানা মন্তব্য। এজাতীয় মন্তব্য থেকেই দার্শনিক লেনিনের প্রকৃত অভিপ্রায় আমাদের কাছে প্রধানাংশেই অনুমান-সাপেক্ষ।

এই অনুমান প্রসঙ্গে লেনিন বিরোধী প্রচারকদের মিথ্যাভাষণ নিরসনে প্রথমেই মনে রাখা দরকার, "দার্শনিক নোটবই"-এর মন্তব্যগুলির মধ্যে লেনিনের ভাববাদ-প্রবণতার কোনো পরিচয় খোঁজা সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

পক্ষান্তরে লেনিন ভাববাদ-বনাম-বস্তুবাদ প্রসঙ্গে প্রতিটি মন্তব্যেই ভাববাদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদের সমর্থন প্রদর্শন করেছেন। চিরায়ত জার্মান দর্শনে কাণ্ট থেকে হেগেল এবং হেগেল থেকে বস্তুবাদে উপনীত হবার স্তরগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি মন্তব্য করছেন,

"কাণ্ট-এর বিরুদ্ধে হেগেল সম্পূর্ণ সঠিক।…বিশ্বাসের পথ করে দেবার জন্যে কাণ্ট জ্ঞানকে তুচ্ছ করতে চান : হেগেল জ্ঞানকেই বড়ো করেন, যদিও সেই সঙ্গে বলতে চান এই জ্ঞান আসলে ঈশ্বর সংক্রান্ত জ্ঞান। বস্তুবাদী জ্ঞানকে ভূতপদার্থের জ্ঞান—প্রকৃতির জ্ঞান—হিসেবেই বড়ো করতে চান, এবং সেই উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের কথা এবং ঈশ্বর সমর্থনে দার্শনিক আলোচনা আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেন।"[18]

তাহলে লেনিনের কাছে বস্তুবাদ-সম্মতভাবে হেগেল পাঠের প্রধান শর্ত হলো হেগেল-দর্শনের উপর থেকে হেগেলের ভাববাদী খামখেয়ালটির অপসারণ। হেগেলের নিজের রচনায় এই ভাববাদী খামখেয়ালের সঙ্গে ধর্ম-তত্ত্বর পার্থক্যটুকুও খুব সুস্পষ্ট নয়, কেননা পারমার্থিক সত্যকে আইডিয়া, নোশন[19], থট[20] প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করা ছাড়াও হেগেল তার জন্যে ঈশ্বর, পরব্রহ্ম, প্রভৃতি শব্দেরও যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে হেগেল পড়বার প্রস্তাব করে লেনিন মন্তব্য করছেন,

"পরব্রহ্মের ব্যাপারটা বাজে কথা ['ননসেন্স']। সাধারণভাবে আমি বস্তুবাদ-সঙ্গতভাবেই হেগেল পড়বার চেষ্টা করছি : (এঙ্গেলসের মতে) হেগেল-দর্শন মাথার-উপর-দাঁড়করানো বস্তুবাদই—অর্থাৎ, আমি সাধারণভাবে ঈশ্বর, পরব্রহ্ম, শুদ্ধ ধারণা প্রভৃতি বাতিল করতে চাই।"[21]

এখানে একটি কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার। ঈশ্বর, পরব্রহ্ম, শুদ্ধ ধারণা, প্রভৃতির কথা হেগেল-দর্শনের যদি সত্যিই অপরিহার্য অঙ্গ হোতো, তাহলে লেনিনের পক্ষে অমন সহজে সেগুলি বর্জন করার প্রস্তাব অবশ্যই স্বীকারযোগ্য হতে পারতো না। লেনিন যে অমন অনায়াসে এগুলি বর্জন করার প্রস্তাব করছেন, তা থেকেই অনুমান হয় যে অন্তত তাঁর বিচারে হেগেল-প্রতিপাদ্য দার্শনিক সারাংশের সঙ্গে ঈশ্বর, পরব্রহ্ম প্রভৃতি তত্ত্বের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে হেগেল-দর্শনের সারাংশের দিক থেকে

ঈশ্বরাদি তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে বাহ্য ও কৃত্রিম ; অতএব এগুলি অপসারিত হলে পরই হেগেল-দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য বোধগম্য হওয়া সম্ভব। কিংবা, লেনিনের পক্ষে বস্তুবাদ-সম্মতভাবে হেগেল-পাঠের অর্থটি আরো একটু বিশদভাবে দেখা যেতে পারে। লেনিনের বিচারে একথা মনে করা ভুল হবে যে, হেগেল-দর্শন বলতে অংগাংগী সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি উপাদান—তাঁর ভাববাদ (বা পরব্রহ্মবাদ) এবং তাঁর ডায়লেকটিকস। পক্ষান্তরে লেনিনের বক্তব্য এই যে আপাতদৃষ্টিতে এই দুটিই হেগেল-দর্শনের প্রধান উপাদান হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর দর্শনের সারাংশ বলতে ডায়লেকটিকসই এবং এই ডায়লেকটিকস-এর সংগে ভাববাদী বহিরংগটির সংগতি হয়না ; হেগেলের ডায়লেকটিস বস্তুবাদের মধ্যে চরিতার্থতা খোঁজে। অতএব বস্তুবাদ-সম্মত ভাবে হেগেল-পাঠের অর্থ হলো হেগেল-দর্শনেরই সুসংলগ্ন তাৎপর্য অন্বেষণ এবং এই তাৎপর্য বলতে বস্তুবাদসম্মত ডায়লেকটিকসই।

"দার্শনিক নোটবই" থেকে অনুমান হয় যে লেনিন বারবার দেখাবার চেষ্টা করেছেন, হেগেলের নিজের রচনার মধ্যেই ইংগিত পাওয়া যায় যে অনেক সময় ভাববাদের বহিরংগটির কথা যেন সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে হেগেল প্রায় বস্তুবাদ সম্মতভাবেই তাঁর ডায়লেকটিকস ব্যাখ্যা করছেন। এবিষয়ে "দার্শনিক নোটবই" থেকে কয়েকটি নজির দেখা যাক।

লেনিন বলছেন, হেগেলের তর্কবিদ্যা বা লজিক-এর শেষ তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য হলো : "সত্তাযুক্ত হলে এই ধারণাই কিন্তু প্রকৃতি হয়ে যায়।" ধারণার পক্ষে প্রকৃতিতে পর্যবসিত হবার বর্ণনায় হেগেল বলছেন, বিশুদ্ধ ধারণার সংগে প্রকৃত সত্তার চরম সমন্বয়ের ফলেই যে-সামগ্রিকতা তারই নাম প্রকৃতি।

But this Idea which has being is Nature...For the Idea posits itself as the absolute unity of the pure Notion and its Reality, and thus gathers itself into the immediacy of Being; and in doing so, as totality in this form, it is **Nature.**[22]

কথাটা কি বিশুদ্ধ ভাববাদের কথা ? নাকি, অত্যন্ত দুরূহ প্রতিশব্দের অলিগলি ঘুরে আসলে বস্তুবাদসম্মত তাৎপর্যের দিকেই অগ্রসর হবার কোনো একরকম জটিল ও কষ্টসাধ্য প্রয়াস ? লেনিন মন্তব্য করছেন,

"[হেগেলের] 'লজিক'-এর শেষ পৃষ্ঠার এই কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তর্কবিদ্যা-সম্মত ধারণা থেকে প্রকৃতিতে অবস্থান-প্রাপ্তি। এ থেকে যেন একটু হাত-বাড়ালেই বস্তুবাদ

পাওয়া যাবে। এঙ্গেলস সঠিকভাবেই হেগেল-দর্শনকে বস্তুবাদের হেঁটমুণ্ড রূপ বলেছেন। [হেগেলের] 'লজিক'-এর এইটিই শেষ বাক্য নয় ; কিন্তু এরপর বাকি পৃষ্ঠাটি গুরুত্ব-হীন।...

"দেখা দরকার যে 'অ্যাবসলিউট আইডিয়া' সংক্রান্ত পুরো পরিচ্ছেদটিতে ঈশ্বরের কথা একবারও উক্ত হয় নি (দৈবাতও 'ঐশী', 'ধারণা' [প্রভৃতি] শব্দ অসাবধানে ব্যবহৃত হয় নি), আর তাছাড়া—এটা বিশেষ দ্রষ্টব্য—পরিচ্ছেদটিতে এমন কিছু নেই যাকে সুনির্দিষ্ট অর্থে ভাববাদ বলা যায়, তার পরিবর্তে পরিচ্ছেদটির প্রধান বিষয়বস্তু হলো ডায়লেকটি-কাল পদ্ধতি। হেগেলের 'লজিক'-এর পুরো যোগফল—তার চরম কথা ও সারাংশ বলতে ডায়লেকটিকাল পদ্ধতি। এইটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাছাড়া আর একটা কথা : হেগেলের সবচেয়ে ভাববাদী এই গ্রন্থটিতে সর্বন্যূন ভাববাদ, এবং সর্বাধিক বস্তুবাদ। 'পরস্পর-বিরুদ্ধ'—কিন্তু সত্যিই তাই।"[23]

সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হলেও এজাতীয় মন্তব্য থেকে লেনিনের মূল প্রতি-পাদ্যটি অনুমান করা কঠিন নয়। ভাববাদ ও ধর্মতত্ত্বের বহিরঙ্গ সত্ত্বেও হেগেলের ডায়লেকটিকাল পদ্ধতি বস্তুবাদ-সম্মত তাৎপর্যেরই ইঙ্গিত দেয়। "দার্শনিক নোটবই" থেকে লেনিনের আরো কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক।

হেগেল বলছেন, "কোনোকিছুর সমস্ত শর্ত বর্তমান থাকলে তা সত্তায় প্রবিষ্ট হয়।" লেনিন বলছেন, "চমৎকার! কিন্তু এর সঙ্গে পারমার্থিক ধারণা এবং ভাববাদের সম্পর্কটা কী?"[24]

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এই মন্তব্যটি বোঝাবার জন্যে এরই অব্যবহিত পূর্বে লেনিন যা বলেছেন তা মনে রাখা দরকার। লেনিন বলেছেন,

"আমি যদি ভুল করে না-থাকি তাহলে হেগেলের এ জাতীয় সিদ্ধান্তের অনেকটাই রহস্য-বাদ ও পাণ্ডিত্যাভিমানের ফাঁকা আওয়াজ। কিন্তু মূল কথাটা কোন জিনিয়াস-এর[25] পক্ষেই সম্ভব : প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে অন্যান্য সবকিছুর সার্বভৌম, সর্বাঙ্গীন ও প্রাণবন্ত সম্পর্ক, এবং—বস্তুবাদ-সম্মতভাবে হেগেলকে উল্টে নিয়ে—মানব ধারণায় তারই প্রতিবিম্ব ; অতএব সে-ক্ষেত্রেও [অর্থাৎ মানব ধারণার ক্ষেত্রেও] জগৎ-আলম্বনের জন্যে এগুলিকে কাটছাঁট করতে হবে, পরিণত করতে হবে নমনীয়, গতিশীল, আপেক্ষিক, পরস্পর-সংযুক্ত এবং বিপরীতের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ। হেগেল ও মার্কসের চিন্তা অনুসরণ করে মানব

চিন্তা, বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলের ইতিহাসকে ডায়লেকটিকাল [পদ্ধতিতে] সম্প্রসারিত করতে হবে।"[26]

বলাই বাহুল্য, এই জাতীয় কাটাকাটা কথায়—প্রায়ই অসম্পূর্ণ বাক্য হিসাবে—লেনিন যেভাবে মন্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সেইভাবেই সেগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার ইচ্ছে তাঁর ছিলো না। কিন্তু লেনিন তাঁর "দার্শনিক নোটবই"-তে হেগেল-দর্শনের যে-ব্যাখ্যা প্রস্তাব করতে চেয়েছিলেন তা অনুমান করার জন্যে আমাদের সম্বল বলতে এই জাতীয় সূত্রাকারে ব্যক্ত মন্তব্যগুলিই। এবং লেনিনের মূল কথা হলো, হেগেলের লজিকের আসল ইঙ্গিত হিসেবে আমরা **বাস্তব বিশ্বপ্রকৃতির** এক সর্বব্যাপী পারস্পরিক সম্পর্কের কথা এবং এই বিশ্বপ্রকৃতিতে অবিরাম পরিবর্তনের কথা—অতএব আমাদের ধ্যানরাজ্যেও তারই প্রতিবিম্বের কথা—অনুমান করতে পারি, যদিও অবশ্যই সেই অনুমানের জন্যে বস্তুবাদ-সম্মতভাবে হেগেল-দর্শনেব ভাববাদী বহিরঙ্গটি—ঈশ্বর, পরব্রহ্ম, পারমার্থিক ধারণা প্রভৃতি—বর্জন করতে হবে। লেনিন যেমন বলছেন,

"এখানে হেগেলের লজিক অনুসারে একটা মোটামুটি যথাযথ চিত্র পাওয়া যায়—**অবশ্যই—ঈশ্বর ও পরব্রহ্মর কথা বাদ দিয়ে।**"[27]

কিন্তু হেগেলের নিজের লেখায় বারবার ঈশ্বর, পরব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত, এবং এ-জাতীয় কথা হেগেল-দর্শনের প্রগাঢ় বস্তুবাদী সম্ভাবনা বার বার বিঘ্নিত করে। অতএব লেনিন যেন উত্ত্যক্ত হয়ে মন্তব্য করছেন :

"এবং আবার···ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা !! দুর্দশাগ্রস্ত এই ঈশ্বরটি বাস্তব সত্তার কোন কথা উঠলেই যেন রেগে যান।"[28]

হেগেল বলছেন, "**অতএব অপরোক্ষভাবে ঈশ্বরই প্রকৃতি।**"[29] লেনিন মন্তব্য করছেন, "ঈশ্বরটিকে বাদ দিন। বাকি থাকবে প্রকৃতি।"[30] অত্যন্ত সংক্ষেপে ব্যক্ত এই নীতি অনুসারেই লেনিন হেগেলের লজিকের প্রকৃত বস্তুবাদী সম্ভাবনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের আয়োজন করেছেন।

যেমন, হেগেলের লজিক অনুসারে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিতে পারমার্থিক চৈতন্যরই বিকাশ। লেনিন মন্তব্য করছেন: "কথাটা উল্টে নিতে হবে: প্রকৃতি ও আত্মিক জীবন থেকেই তর্কবিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্বে উপনীত হতে হবে।"[31]

হেগেল বলছেন, "স্বর্গ, প্রকৃতি ও আত্মা বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে এমন কিছু নেই যা অপরোক্ষতা ও পরোক্ষতার পরিচায়ক নয়।" লেনিন মন্তব্য করছেন: "১) স্বর্গ—প্রকৃতি—আত্মা। স্বর্গটা বাদ দেওয়া যাক: [বাকি থাকে] বস্তুবাদ। ২) সবকিছুই পরোক্ষ = ঐক্যের মধ্যে আবদ্ধ, বিবর্তনের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত। স্বর্গটি বাদ—[বাকি থাকে] **সমগ্রতার (বিকাশের)**, সমস্ত পৃথিবীর নিয়মানুবর্তিক ক্রমাগ্রসরণ।"[32]

মন্তব্যগুলি এমনই সাঁটে লেখা যে তার আক্ষরিক অনুবাদ খুব সহজ নয় এবং শুধু সেই আক্ষরিক অনুবাদ থেকে লেনিনের পুরো বক্তব্য বহু-লাংশেই অনুমান-সাপেক্ষ। তবুও এই জাতীয় মন্তব্য থেকে অন্তত দুটি কথা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়। প্রথমত, "দার্শনিক নোটবই"-তে হেগেল-দর্শন প্রসঙ্গে যে-উৎসাহ তার তাৎপর্য হেগেলীয় ভাববাদের প্রতি কোনো মোহ অবশ্যই নয়; পক্ষান্তরে হেগেল-দর্শনের **ভাববাদী উপাদান সত্ত্বেও—এবং এই উপাদান বর্জন করেই**—লেনিন হেগেল-দর্শনের প্রগাঢ় তাৎপর্যর প্রতি—অর্থাৎ হেগেলের ডায়লেকটিকাল পদ্ধতির প্রতি—আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। দ্বিতীয়ত, লেনিনের বিচারে এই ডায়লেকটিকাল পদ্ধতির অনিবার্য প্রবণতা বলতে বস্তুবাদই। অর্থাৎ, বাইরে থেকে হেগেলের ডায়লেকটিকাল পদ্ধতির সঙ্গে বস্তুবাদকে জুড়ে দেবার কোনো প্রস্তাব নয়; পক্ষান্তরে এই ডায়লেকটিকাল পদ্ধতিরই অভ্যন্তরীণ প্রবণতাকে মুক্তি দেবার প্রস্তাব। সেই মুক্তির প্রধান শর্ত অবশ্যই হেগেল-দর্শন থেকে ধর্মতত্ত্ব-ঘেঁষা ভাববাদী জঞ্জাল সাফ করা। হেগেল-দর্শনের এই ব্যাখ্যার সমর্থনে লেনিন দেখাচ্ছেন, স্বয়ং হেগেল অনেক সময় তাঁর দর্শনের ভাববাদী বহি-রঙ্গটির কথা ভুলে গিয়ে—তাঁর ঈশ্বর, পরব্রহ্ম প্রভৃতি প্রসঙ্গে যেন সাময়িক-ভাবে অনবধান প্রদর্শন করে—এমন উক্তি করেছেন যার ফলে তাঁর ডায়লেক-টিকাল পদ্ধতির প্রকৃত বস্তুবাদ-প্রবণতাই প্রকাশিত হয়।

হেগেল বলেছেন, "বিজ্ঞানের দিক থেকে যা প্রথম, ঐতিহাসিক ভাবেও তাইই প্রথম হবার কথা।" লেনিন মন্তব্য করছেন, "কথাটা খুবই বস্তুবাদী শোনায়।"[33]

হেগেলের মতে ধারণার (বা নোশান-এর[34]) বিকাশই হলো [প্রকৃতির]

সত্তা বা সার। লেনিন মন্তব্য করছেন, "[কথাটা] উল্টে নিতে হবে: মস্তিষ্করই—ভূতপদার্থরই—সর্বোন্নত ফল হলো ধারণা।"[35]

হেগেল বলছেন, "সসীম-এর[36] (ফাইনাইট-এর) স্বভাবই হলো নিজেকে উত্তীর্ণ হয়ে—তারই অভাবের অভাব সূচনা করে[37]—অসীমে পরিণতি লাভ করা।" এই প্রসঙ্গে লেনিন বিশেষ করে হেগেল-দর্শনের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন: "কোনো বাহ্য শক্তির প্রভাবে নয়, তার (সসীমের) স্বভাব অনুসারেই তা অসীমে পরিণত হয়।"[38] এই মন্তব্যের পাশে—নোটবই-এর মার্জিনে—লেনিনের বক্তব্য: "বস্তুজগতেরই—প্রকৃতিরই, ঘটনাপ্রবাহরই—ডায়লেকটিকস।"[39]

হেগেল বলছেন, "নিয়ম বলতে প্রপঞ্চ-অতিরিক্ত কিছু নয়; তার [প্রপঞ্চর] মধ্যেই তা (নিয়ম) অপরোক্ষভাবে বর্তমান। সত্তাসম্পন্ন বা প্রতিভাত জগতেরই **অব্যক্ত** প্রতিবিম্ব হলো নিয়মের রাজ্য।" লেনিন মন্তব্য করছেন, "কথাটা অসাধারণভাবেই বস্তুবাদ-সম্মত এবং ('অব্যক্ত' শব্দ ব্যবহার করে) অসাধারণভাবেই যথার্থ। নিয়ম অব্যক্তরূপী—অতএব নিয়ম, প্রতিটি নিয়ম, তুলনায় সংকীর্ণ, অসম্পূর্ণ, যথাযথর কাছাকাছি কিছু।"[40]

ইয়োরোপীয় দর্শনে হেগেলের পরিভাষা দুর্বোধ্যতার নিদর্শন হিসেব সুবিখ্যাত; তায় লেনিনের মন্তব্যগুলি অতি-সংক্ষিপ্ত এবং এমনকি অনেক সময় অসম্পূর্ণ বাক্য হিসাবে লিপিবদ্ধ। তাই বাংলা তর্জমায় সবটা সহজ-বোধ্য হবার কথা নয়। তবুও এগুলি থেকে লেনিনের চিন্তাধারা অনুমান করা অসম্ভব নয়। হেগেলের নিজের মন্তব্যেরই বস্তুবাদ-প্রবণতার প্রতি লেনিন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

অন্যত্র হেগেলের একটি বক্তব্য প্রসঙ্গে লেনিন মন্তব্য করেছেন, "**বস্তুবাদের খুবই কাছাকাছি।**"[41] দুর্বোধ্য পরিভাষা-কণ্টকিত হেগেলের বক্তব্যটি বাংলায় তর্জমা করা অত্যন্ত কঠিন হবে, তাই বর্তমানে সে-প্রয়াস করলাম না। কিন্তু একটি কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। লেনিন তাঁর মন্তব্যের প্রতিটি শব্দের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবার উদ্দেশ্যে বাঁকা বা ইটালিক হরফ ব্যবহার করা ছাড়া মোটামোটা হরফ ব্যবহার করেছেন। হেগেল-দর্শন থেকে বস্তুবাদ-সম্মত তাৎপর্য উদ্ধারের প্রয়াসটি লেনিনের

দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যিই কতোটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝবার জন্যে "দার্শনিক নোটবই"-এর এজাতীয় হরফ ব্যবহার প্রায়ই আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রাসঙ্গিক।

৭। তথাকথিত "বিষয়গত ভাববাদ"

এই প্রসঙ্গে আমাদের পক্ষে আর একটি বিষয়ের আলোচনা দরকার। আধুনিক ইয়োরোপীয় দর্শনের প্রচলিত আলোচনায় হেগেলের ভাববাদের বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্যে কোনো-এক বিশেষ পরিভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে, কেননা হেগেল-পূর্ব ভাববাদীদের সঙ্গে—বার্কলি, হিউম, ফিক্‌তে প্রভৃতির সঙ্গে—হেগেলের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। বার্কলি, হিউম, ফিক্‌তে প্রভৃতির ভাববাদের অনিবার্য পরিণাম বলতে জ্ঞাতামাত্রবাদ বা একজ্ঞাতাবাদ বা সলিপসিজম। এই মতে পুরো বিশ্বজগৎটাই মন-গড়া, অর্থাৎ জ্ঞাতামাত্রের সংবেদনপুঞ্জ বা জ্ঞাতামাত্রের চিন্তাচেতনা বা ধ্যানধারণার উপর নির্ভরশীল। জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ অর্থে বিশ্বজগতের কোনো সত্তা নেই। আমরা ইতিপূর্বে (পৃ. ৮৫) দেখেছি, আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদের দৃষ্টিকোণ থেকে (লেনিনের বিচারে) পুরো বস্তুজগৎ শেষ পর্যন্ত অলীক হয়ে যায়, কেননা তার কোনো নিজস্ব সত্তা থাকে না।

হেগেলের মতে কিন্তু ভাববাদের তাৎপর্য হিসাবে এই জাতীয় অলীক-বাদ—বা অলীকবাদের প্রতি কোনো প্রবণতা—স্বীকারযোগ্য হতে পারেনা। বস্তুজগতের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য—তাকে মায়া বা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। কেননা, পারমার্থিক সত্য বা পরব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ হলেও পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তাঁরই বিকাশ। কিন্তু চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মই কীভাবে বস্তুজগৎ হিসাবে বিকশিত হতে পারে? হেগেলের পরিভাষায় তার ব্যাখ্যা হলো, পরব্রহ্মেরই স্বেচ্ছাকৃত আত্ম-বিচ্ছেদ[42] বা আত্ম-বিরোধ[43]। এ-জাতীয় আত্ম-বিচ্ছেদের বা আত্ম-বিরোধের হেগেলীয় ব্যাখ্যার আলোচনায় প্রবেশ করা আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হবে। কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে একথা বিশেষ প্রাসঙ্গিক যে ভাববাদী দর্শনের সাধারণ কাঠামোর মধ্যে হেগেল যে-ভাবেই হোক-না-কেন বস্তুজগতের বা বিশ্বপ্রকৃতির যাথার্থ্য সংরক্ষণের প্রয়াস করেছিলেন। জ্ঞাতার সংবেদন

ও ধ্যানধারণাই একমাত্র সত্য নয়, পারমার্থিক সত্যের প্রকৃত বিকাশ হিসাবে বস্তুজগৎ বা বিশ্বপ্রকৃতির সত্তাও স্বীকার্য।

হেগেলীয় ভাববাদের এই বৈশিষ্ট্যটি বোঝাবার জন্যে প্রায়ই যে-পরিভাষা ব্যবহৃত হয় তা হলো "বিষয়গত ভাববাদ" বা অব্‌জেক্‌টিভ আইডিয়ালিজম।[44] বিষয়ী অর্থে জ্ঞাতা, বিষয় অর্থে জ্ঞেয় পদার্থ বা জ্ঞেয় বস্তু। হেগেলের মতে জ্ঞেয় পদার্থের যাথার্থ্য অবশ্য স্বীকার্য। অতএব ভাববাদ হলেও তা "বিষয়গত ভাববাদ"। কিন্তু, অন্তত প্রকৃত দার্শনিক বিচারের দিক থেকে এই পরিভাষা গ্রহণ করার কিছুটা বাধা আছে। কেননা, দার্শনিক বিচারে ভাববাদের ন্যূনতম দাবি হলো বিষয়বিমুখতা, অর্থাৎ জ্ঞাতা বা চৈতন্যকে পরম সত্য হিসেবে স্বীকার করে বাহ্য বস্তুজগতের অস্তিত্ব বিলোপ। ভাববাদের প্রকৃত প্রবণতা তাই সংবেদনমাত্রতা-বাদ বা চৈতন্য-মাত্রতা-বাদ বা বিষয়ীমাত্রতা-বাদ। তাই "বিষয়গত ভাববাদ"—বাহ্যবস্তু-স্বীকৃতি-সম্মত ভাববাদ—কিছুটা যেন পরস্পর-বিরোধী শোনায়। অথচ এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে হেগেল-দর্শনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ভাববাদী কাঠামোর মধ্যে বস্তুজগতের যাথার্থ্য সংরক্ষণেরও নিঃসন্দেহ আয়োজন।

এঙ্গেলস ও লেনিনের বিচার অনুসারে হেগেল-দর্শনের এই আপাত-বৈষম্যটির ব্যাখ্যা খুব কঠিন নয়। কেননা হেগেল-দর্শনকে বিশুদ্ধ ও নিরবচ্ছিন্ন ভাববাদ বলে মনে করা যায় না। স্বয়ং হেগেলের ভাববাদী অভিপ্রায় সত্ত্বেও তাঁর দর্শনে পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু উভয়দিক থেকেই বস্তুবাদ-সম্মত তাৎপর্যের এমনই প্রাচুর্য যে তা ভাববাদের বিপরীতে—বস্তুবাদে—উপনীত হবার পরিচয় না দিয়ে পারে না। ভাববাদ থেকে বস্তুবাদে উপনীত হবার এই অনিবার্য ও অভ্যন্তরীন প্রবণতার ফলেই হেগেলীয় দর্শনটির বর্ণনায় "বিষয়গত ভাববাদ" শব্দের প্রয়োজন হয়েছে। তথাকথিত "বিষয়গত ভাববাদ" প্রকৃতপক্ষে (এঙ্গেলসের পরিভাষায়) বস্তুবাদী মতেরই একরকম যেন হেঁটমুণ্ড সংস্করণ।

হেগেলের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করে লেনিন মন্তব্য করছেন, "এটি বিষয়-গত ভাববাদে পরিণত হবার 'সন্ধিক্ষণ'।"[45] হেগেলের এই বক্তব্যটির সারাংশ প্রদর্শনের জন্যে হেগেলের রচনা উদ্ধৃত করার সময় লেনিন খুব বড় হরফ ব্যবহার করেছেন। **প্রকৃতি এবং পরমাত্মা উভয়ের বিকাশের অবস্থা-বিশেষ** হিসেবে হেগেল বলছেন : "**প্রকৃতির যে-অবস্থায় নোশন** (? চৈতন্য, ধারণা) **আবির্ভূত হয় সেই অবস্থাকেই বলে প্রাণ বা জৈব প্রকৃতি।**" কথাটা কি নির্ভেজাল বা বিশুদ্ধ ভাববাদ, নাকি ভাববাদ ছেড়ে বস্তুবাদের দিকেই

সুস্পষ্ট পদক্ষেপ? সাধারণত নোশন, আইডিয়া প্রভৃতি নানা পরিভাষার সাহায্যে চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মর কথা উল্লেখ করলেও উপরোক্ত উদ্ধৃতিটিতে হেগেল বস্তুতপক্ষে যে-কথা বলতে চান তার সুসংগত তাৎপর্য বস্তুবাদই। অবশ্যই বস্তুবাদের স্পষ্টবাদী সমর্থকেরা এই কথাটিই অনেক সাদামাটা ভাষায় প্রকাশ করবেন। তাঁরা বলবেন, প্রাকৃতিক পরিণামের কোন এক বিশেষ অবস্থায় জৈব বস্তুর বা সচেতন পদার্থের উদ্ভব হয়। ভাববাদ-বিড়ম্বিত হেগেলের রচনায় বস্তুবাদ-সম্মত বক্তব্যের এ জাতীয় সুস্পষ্ট স্বীকৃতি প্রত্যাশা করা যায় না। তবুও, মূল বক্তব্যটি বস্তুবাদ-সম্মতই। অতএব হেগেলের তথাকথিত "বিষয়গত ভাববাদ"-এর মধ্যেই ভাববাদ উত্তীর্ণ হয়ে বস্তুবাদে উপনীত হবার ইংগিত দেখা যায়।

লেনিনের বিচারে হেগেল যেভাবে তর্কবিদ্যা বা লজিক-এর মূল আলোচ্য বিষয়টিরই আমূল সংস্কার প্রস্তাব করেছেন তার মধ্যেও ভাববাদ ছেড়ে বস্তুবাদের দিকে পদক্ষেপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। লেনিন বলছেন, সাবেকী তর্কবিদ্যায় চিন্তা ও বাহ্যবিষয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ নীতিগত পার্থক্য স্বীকৃত হয়; অর্থাৎ তর্কবিদ্যায় শুদ্ধ চিন্তার কাঠামোটুকু নিয়েই আলোচনা, যে-বিষয়ে চিন্তা তর্কবিদ্যায় তার স্থান নেই।[46] কিন্তু সাবেকী তর্কবিদ্যার এই মূল পরিকল্পনাটিই হেগেলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা তাঁর মতে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে অত্যন্ত বিভেদ—জ্ঞান ও জ্ঞেয়র মধ্যে কোন অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান—বস্তুতপক্ষে কৃত্রিম চিন্তারই পরিচায়ক। তাই হেগেল বলছেন, "কিন্তু এই দ্বৈতবাদটাই সত্য নয়; এইভাবে বিনা বিচারে, এবং [উক্ত দ্বৈতবাদের] উৎস প্রসংগে আলোচনা না তুলে বিষয় ও বিষয়ীর ঐকান্তিক স্বরূপ নিরূপণের পদ্ধতিটা চিন্তাহীনতার পরিচায়ক।"[47] লেনিন দেখাচ্ছেন, তর্কবিদ্যার মূল পরিকল্পনাটাই হেগেল যেভাবে বদলে নিতে চান, তার মূল কথা হলো চিন্তামাত্রতা বা বিষয়ীমাত্রতার ঐকান্তিক বেড়াজাল ভেঙে বিষয়গত তাৎপর্যের সংগে সমন্বয়-সাধন।[48] তর্কবিদ্যা বা লজিক-এর পরিকল্পনায় এই আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব প্রসংগে লেনিন সংক্ষেপে মন্তব্য করছেন, "অত্যন্ত প্রগাঢ় ও বুদ্ধিমানের কথা!"[49] কিন্তু লজিকের পরিকল্পনায় এই পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়ে লেনিনের এত উৎসাহ কেন? কেননা, লেনিন দেখাচ্ছেন, অজস্র কঠিন পরিভাষার বিড়ম্বনা সত্ত্বেও লজিকের আসল আলোচ্য বিষয়ের হেগেল-প্রস্তাবিত পরিকল্পনা থেকে বস্তুবাদ-সম্মত জ্ঞানতত্ত্বেরই নির্দেশ পাওয়া যায়। লেনিনের ভাষায় সেই নির্দেশের মূল কথা এই:

"লজিকের নিয়মগুলি হলো মানুষের বিষয়ী (মানসিক) চেতনায় বিষয়েরই প্রতিবিম্ব।"[৫০] অবশ্যই স্বয়ং হেগেলের কাছ থেকে এই জাতীয় সুস্পষ্ট বস্তুবাদ প্রত্যাশা করার কথা নয়। পক্ষান্তরে হেগেল প্রতিপদেই তার ধর্মতত্ত্ব-ঘেঁষা ভাববাদী বক্তব্য দিয়ে স্বীয় লজিকের বস্তুবাদী ইঙ্গিতটিকে যেন বিড়ম্বিত করেছেন। কিন্তু লেনিনের বক্তব্য হল এই বিড়ম্বনা সত্ত্বেও হেগেলীয় লজিকের বস্তুবাদী প্রতিশ্রুতিটি প্রকৃতপক্ষে বস্তুবাদকেই সাবেকী বস্তুবাদের চেয়ে অনেক উন্নত পর্যায়ে উপনীত করার আয়োজন করে।

অবশ্যই হেগেলীয় পরিভাষা অত্যন্ত দুরূহ এবং হেগেলীয় লজিকের মূল পরিকল্পনাটিও সহজবোধ্য নয়। লেনিন এই লজিক-এর যে পুঙ্খানু-পুঙ্খ বিচার করেছেন এখানে তার সবটুকু পর্যালোচনার চেষ্টা অসম্ভব। "দার্শনিক নোটবই"তে হেগেলীয় লজিকের বিচার স্বতন্ত্র এবং পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থেরই বিষয়বস্তু। কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে হেগেলের থেকে লেনিন যে-বস্তুবাদী প্রতিশ্রুতি উদ্ধার করতে চান—এবং তা থেকে হেগেলের তথাকথিত "বিষয়গত ভাববাদ"-এর প্রগাঢ় বস্তুবাদ-প্রবণ যে-তাৎপর্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—সে-বিষয়ে কিছুটা ধারণা প্রয়োজন। এই ব্যাখ্যা অনুসারে লজিক-এর প্রকৃত বিষয়বস্তু অবশ্যই জ্ঞান এবং মানবজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রকৃতিরই প্রতিবিম্ব ; কিন্তু তার মানে কোনো সহজ সরল অর্থে প্রতিবিম্ব নয়, সরাসরি ভাবে প্রকৃতির সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব নয়—তার বদলে ধারণা, প্রাকৃতিক নিয়ম প্রভৃতির মাধ্যমে অনন্ত পরিবর্তনশীল নিয়মানুগামী প্রকৃতিরই অনন্তকাল ধরে উন্নত থেকে উন্নত-তর—ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর—প্রকৃতি-প্রতিবিম্বের নিয়ত-পরিবর্তনশীল ও নিয়ত-সমৃদ্ধ বিকাশ। প্রকৃতপক্ষে এখানে তিনটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্তমান : ১) প্রকৃতি, ২) মানবজ্ঞান, অর্থাৎ প্রকৃতিরই সর্বোন্নত পরিণাম হিসাবে মানুষের মস্তিষ্ক এবং ৩) মানবজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রকৃতির প্রতিবিম্ব ; তৃতীয়টি অমূর্ত ধারণা, নিয়ম, পদার্থ (ক্যাটিগরি)[৫১] প্রভৃতি গঠিত। মানুষের জ্ঞান বা প্রকৃতির প্রতিবিম্ব সামগ্রিকভাবে বা পরিপূর্ণভাবে প্রকৃতি-পরিচয় হয় না ; কিন্তু অনন্তকাল ধরে মানুষের অমূর্ত ধ্যানধারণা, প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রভৃতি হিসেবে তার বিকাশ ঘটে চলে।

কাটা কাটা কথায় সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ লেনিনের এই মন্তব্যের আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়াস না করে প্রামাণিক ইংরেজী সংস্করণ থেকে তা উদ্ধৃত করা যাক :

"Logic is the science of cognition. It is the theory of knowledge. Knowledge is the reflection of nature by man. But this is not a simple, not an immediate, not a complete reflection, but the process of a series of abstractions, the formation and development of concepts, laws, etc, and these concepts, laws, etc (thought, science = 'the logical Ideā') **embrace** conditionally, approximately, the universal lawgoverned character of teernally moving and developing nature. Here there are **actually,** objectively, **three** members: 1) nature, 2) human cognition = human **brain** (as the highest product of this same nature) and 3) the form of reflection of nature in human cognition, and this form consists precisely of concepts, laws, categories, etc. Man cannot comprehend = reflect = mirror nature **as a whole,** in its completeness, its 'immediate totality', he can only **eternally** come closer to this, creating abstractions, concepts, laws, a scientific picture of the world, etc., etc."[52]

হেগেলের লজিকের বা ডায়লেকটিকাল লজিকের এই বস্তুবাদ-সম্মত প্রতিশ্রুতির কথায় আমরা পরে প্রত্যাবর্তন করবো এবং দেখবো "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচার" গ্রন্থেই লেনিন কীভাবে তারই উপর নির্ভর করে আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্য নির্ণয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্যের বিচারে সাবেকী বা প্রাক্-ডায়লেকটিকাল লজিক যেমন অসমর্থ, তেমনিই অসমর্থ হলো সাবেকী বা প্রাক-ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ।

বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে শুধু একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। হেগেলের ডায়লেকটিকস-এর সঙ্গে হেগেলের ভাববাদের কোনো অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকলে বস্তুবাদের সঙ্গে তার সমন্বয় কষ্টকল্পনারই পরিচায়ক হতো, অর্থাৎ মার্কসীয় দর্শন বা ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদকে ভাববাদী উপাদানের সঙ্গে বস্তুবাদের কোনো একরকম জোড়া-তালি ধরনের কিছু মনে হতে পারতো। কিন্তু লেনিনের বিচার অনুসারে

এজাতীয় কোনো কল্পনা করার কারণ নেই। হেগেলীয় মতবাদের দার্শনিক সারাংশ বলতে তাঁর ডায়লেকটিকস এবং তার প্রকৃত প্রবণতা বস্তুবাদের প্রতি। অবশ্যই হেগেলের নিজের রচনায় তাঁর দর্শনের ভাববাদী বহিরঙ্গটি যেন প্রতি পদেই তাঁর ডায়লেকটিকস-এর প্রগাঢ় প্রবণতাকে ব্যহত করার আয়োজন করেছে। কিন্তু লেনিনের বিচারে মার্কস-এঙ্গেলস হেগেলীয় দর্শনকে এজাতীয় ভাববাদী বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত করে তাঁর ডায়লেকটিকস-এর বস্তুবাদী সম্ভাবনাকেই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তাই ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ বলতে ভাববাদ-সম্মত ডায়লেকটিকস-এর সঙ্গে বস্তুবাদের কোনো সমন্বয় নয়, ডায়লেকটিকস-এরই বস্তুবাদ-সম্মত সম্ভাবনার সুসঙ্গত ও সমৃদ্ধ রূপ।

লেনিনের এই বিচারের সমর্থনে তাঁর "দার্শনিক নোটবই" থেকে আরো অনেক মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়।[53] কিন্তু বর্তমানে সে-প্রয়াস না-করে "দার্শনিক নোটবই"-এর আর-এক জাতীয় মন্তব্যের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করবো।

৮। হেগেল ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

হেগেলের লজিক থেকে একটি উক্তি উদ্ধৃত করে "দার্শনিক নোটবই"-এর মার্জিনে লেনিন মন্তব্য করেছেন : "হেগেলের মধ্যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বীজ।"[54] হেগেলের লজিকের আর একটি উক্তি খুব বড়ো হরফে উদ্ধৃত করে—এবং উক্তিটির গুরুত্ব নির্দেশের উদ্দেশ্যে তার দুপাশে মোটা মোটা দাগ দিয়ে—লেনিন মার্জিনে লিখেছেন, "হেগেল ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।"[55] তাহলে লেনিনের বিচারে হেগেলের লজিকের মধ্যেই এমনকি ঐতিহাসিক বস্তুবাদেরও অন্তত কোনো-এরকম আভাস পাওয়া যায়। লেনিনের শেষ দার্শনিক দলিলটিতে—"সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে"—হেগেলীয় দর্শনের বস্তুবাদ-সম্মত চর্চার উপর তিনি কেন অমন গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তা আমরা ক্রমশই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরভাবে দেখতে পাচ্ছি।

হেগেলের লজিকের যে-উক্তির পাশে লেনিন উপরোদ্ধৃত মন্তব্য করেছেন প্রথমে সেই উক্তিটি উদ্ধৃত করা যাক। হেগেল বলছেন, "মানুষ তার হাতি-

য়ারের মাধ্যমে বাহ্য প্রকৃতির উপর শক্তি বিস্তার করে, যদিও উদ্দেশ্যের দিক থেকে সে তার [অর্থাৎ প্রকৃতির] প্রায়ই নিয়ন্ত্রণাধীন"।

"In his tools man possesses power over external nature, although as regards his ends, he frequently is subjected to it."[56]

বলাই বাহুল্য, মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলতে শুধু এইটুকু কথাই নয় এবং লেনিন অবশ্যই সে-জাতীয় কোনো দাবি করেননি। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ,লেনিন বলছেন, মার্কসের অসামান্য প্রতিভার ফলেই পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করতে পেরেছে। কিন্তু প্রচলিত অর্থে যে-হেগেল শুধু ভাববাদেরই প্রতিনিধি, তাঁরই লজিকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রতিপাদ্য একটি মূল কথার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি লেনিনের কাছে কিছুতেই উপেক্ষণীয় হতে পারে না। লেনিন মন্তব্য করছেন,

"Historical materialism as one of the applications and developments of the ideas of genius—seeds existing in embryo in Hegel.

"When Hegel endeavours—sometimes even huffs and puffs—to bring man's purposive activity under the categories of logic, saying that this activity is the 'syllogism', that the subject (man) plays the role of a 'member' in the logical 'figure' of the 'syllogism', and so on—THEN THAT IS NOT MERELY STRETCHING A POINT, A MERE GAME. THIS HAS A VERY PROFOUND, PURELY MATERIALISTIC CONTENT. It has to be inverted: the practical activity of man had to lead his consciousness to the repetition of the various logical figures thousands of millions of times **in order that** these fiigure **could** obtain the significance of axioms. This nota bene."[57]

৯। "দার্শনিক নোটবই" ও মার্কসবাদের সৃজনী বিকাশ

তাহলে তর্কবিদ্যার পরিভাষায় ব্যক্ত হলেও হেগেলের লজিকের মধ্যেই এমন কি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আভাস পাওয়া যায়। "দার্শনিক নোটবই"-এর মন্তব্য থেকে অনুমান হয়, সম্ভবত এ বিষয়ে বিস্তৃত কোনো আলোচনার পরিকল্পনা লেনিনের ছিলো। আমাদের দুর্ভাগ্য, সে-আলোচনা তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। কিন্তু সূত্রাকারে ব্যক্ত তাঁর মন্তব্যগুলি লেনিনের অনুগামীদের কাছে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। মার্কসীয় দর্শনের সৃজনশীল বিকাশের প্রকৃত পথ "দার্শনিক নোটবই"-তে অনেকাংশেই নির্দিষ্ট হয়েছে।

অবশ্যই আমাদের পক্ষে এখানে "দার্শনিক নোটবই"-এর পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার সুযোগ নেই। তার জন্যে স্বতন্ত্র এবং প্রগাঢ় গবেষণার প্রয়োজন। বর্তমান আলোচনার পক্ষে শুধু একটি কথার পুনরুক্তিই পর্যাপ্ত হবে। "দার্শনিক নোটবই"-এর নজির দেখিয়ে একথা প্রমাণ করা একান্তই অসম্ভব যে কালক্রমে লেনিন বস্তুবাদের মূল প্রত্যয়টিই বর্জন করেছিলেন। পক্ষান্তরে, বস্তুবাদী দর্শনের সমৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশ্যেই তিনি হেগেল-দর্শনের—বিশেষত হেগেলীয় ডায়লেকটিকস-এর—অন্তর্নিহিত বস্তুবাদী প্রতিশ্রুতিটি উদ্ধারের আয়োজন করেছিলেন। তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে হেগেলকে বস্তুবাদী দার্শনিক বলে বিবেচনা করতে হবে। স্বীয় অভিপ্রায় হিসেবে হেগেল অবশ্যই ভাববাদী। তবুও হেগেল-দর্শনকে ভাববাদমাত্র বলা যায় না। পক্ষান্তরে হেগেলীয় মতের দার্শনিক সারাংশ বিশ্লেষণ করে লেনিন দেখাচ্ছেন, হেগেল যেন খুবই ঘোরাপথে—প্রতি পদেই দুর্বোধ্য ভাববাদী পরিভাষায় নিজেকে বিড়ম্বিত করে—প্রকৃতপক্ষে একরকম বস্তুবাদী তাৎপর্যেরই ইঙ্গিত খুঁজেছিলেন, যা বস্তুবাদে উপনীত হবারই পথ হাতড়েছিলেন। এই কারণে হেগেলের তথাকথিত "বস্তুগত ভাববাদ"-কে শুধুমাত্র ভাববাদের প্রকারভেদ মনে না-করে এঙ্গেলস ও লেনিন বস্তুবাদেরই একরকম যেন হেঁটমুণ্ড সংস্করণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

পরিশেষে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। "দার্শনিক নোটবই" ছাড়াও আমাদের সামনে রয়েছে লেনিনের সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক নিবন্ধ—"সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে"। নিবন্ধটির পর্যালোচনা আমরা ইতিপূর্বেই করেছি। "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" লেখার পরেও লেনিন ঠিক কোন্ অর্থে হেগেল-দর্শনের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন

এবং তাঁর দার্শনিক অনুগামীদের এই চর্চায় অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন, "সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে" নিবন্ধটি থেকে সে-বিষয়ে কোনো রকম অস্পষ্টতা থাকতে পারে না। "দার্শনিক নোটবই"-তে সংকলিত দার্শনিক উপাদান ও মন্তব্যগুলির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে কোনো অসুবিধে হলে আমাদের পক্ষে "সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে" নিবন্ধটিতে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

এই নিবন্ধে পরবর্তী মার্কসবাদীদের প্রতি লেনিন যে-সব দার্শনিক দায়িত্বের নির্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যে একটি দায়িত্ব হলো বিজ্ঞানকর্মীদের সঙ্গে দর্শনকর্মীদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে তোলা। কেননা, বর্তমান কালে প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে-বিপ্লব ঘটে চলেছে তার প্রকৃত দার্শনিক তাৎপর্যের বিচারে সমসাময়িক অনেক বিজ্ঞানকর্মীও বিভ্রান্ত বোধ করেন। লেনিনের মতে সেই বিভ্রান্তি দূর করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রকৃত তত্ত্বগত তাৎপর্য নির্ণয় করা সমসাময়িক দর্শনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" গ্রন্থেই স্বয়ং লেনিন কীভাবে এই দায়িত্ব পালনের আয়োজন করেন, সে-বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার চেষ্টা না করলে দার্শনিক লেনিনের পরিচয় অসমাপ্ত থাকবে।

দশম পরিচ্ছেদ

দর্শন ও বিজ্ঞান

১। লেনিন ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত

অন্তত আমাদের দেশে সুবিদিত নয়, এমন কিছু তথ্য থেকে শুরু করে লেনিনের দার্শনিক অবদানের আর একটি দিকের পরিচয় দেখা যেতে পারে। একালের একজন অগ্রণী পদার্থবিজ্ঞানী পদার্থবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের কাজে লেনিন এবং অবশ্যই এঙ্গেলসের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন, এবং কেন পেয়েছেন তার যুক্তিও স্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথমেই বলে নিতে চাই, যাঁর মন্তব্য থেকে আলোচনা শুরু করবো তিনি কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের বিজ্ঞানী নন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা যতোই প্রগাঢ় মন্তব্য করুন না কেন, সমাজতন্ত্র-বিরোধী প্রচারকেরা অবশ্যই তার কদর্থ করবেন। কিন্তু যে-বিজ্ঞানীর উপর সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার কোনো চাপ কল্পনাতীত, তাঁর উক্তির কদর্থ করা সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, যাঁর উক্তি থেকে আলোচনা শুরু করতে চাই তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রে লেনিনের দার্শনিক নির্দেশের প্রাসঙ্গিকতা তুলনায় স্পষ্ট বা কিছুটা সরাসরিভাবেই বোঝা সম্ভব।

এই বিজ্ঞানীর নাম এস. সাকাতা[1]। জাপানের বিজ্ঞানী। পদার্থ-বিজ্ঞানের যে-শাখায় আজ মৌলকণা (এলিমেণ্টারি বা ফাণ্ডামেণ্টাল পার্টিকল[2]) নিয়ে গবেষণা সাকাতা নিঃসন্দেহেই তার অন্যতম স্রষ্টা। মৌলকণা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনার আগে বিজ্ঞানী হিসেবে সাকাতার কিছুটা পরিচয় দেখা যাক। ১৯৩৫ সালে জাপানের বিজ্ঞানী ইউকাওয়া[3] "মেসন"[4] নামে মৌলকণা আবিষ্কার করে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে

যুগান্তরের সূচনা করেছেন। আজকের দিনে যাঁরা মৌলকণা নিয়ে গবেষণা করছেন তাঁরা অবশ্যই জানেন যে সাকাতা হলেন ইউকাওয়ার অতি-ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। মৌলকণার গবেষণায় সাকাতার স্বীয় অবদানের কথাও আজকের বিশেষজ্ঞ-মহলে সুবিদিত। তিনি মৌলকণার যে-মডেল প্রস্তাব করেন—এবং তাঁরই নাম অনুসারে আজ যা "মৌলকণা সংক্রান্ত সাকাতার মডেল"[5] নামে সুবিদিত—তারই উপর নির্ভর করে আজকের দিনের পদার্থবিজ্ঞান বস্তু-জগতের অভ্যন্তরীণ গঠন সংক্রান্ত গবেষণায় বহুদূর অগ্রসর হয়েছে।

মৌলকণা-বিজ্ঞানের জনৈক স্রষ্টা হিসেবে সাকাতার নাম সুবিদিত হলেও, তিনি **কীভাবে** এবং **কেন** এঙ্গেলস ও লেনিনের কাছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তার আলোচনা তেমন প্রচলিত নয়। প্রথমে দেখা যাক, সাকাতা নিজে **কীভাবে** এই অনুপ্রেরণার কথা প্রকাশ করেছেন। ১৯৬৯ সালে ব্যক্তিগত বিজ্ঞানীজীবনের যেন কিছুটা স্মৃতি-চারণ হিসাবেই তিনি বলছেন,

"এঙ্গেলস তাঁর 'ডায়লেকটিকস অব নেচার' গ্রন্থে বলেছেন, প্রকৃতিতে স্বীয় বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন নানা স্তর বর্তমান ; প্রতিটি স্তরে তার প্রাসঙ্গিক নিয়মের পরিচয় থাকলেও, স্তর-গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা স্বাধীন নয় ; এগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং পর-স্পরের উপর নির্ভরশীল। উৎপত্তি, বিনাশ ও পারস্পরিক প্রভাবের প্রক্রিয়ায় লিপ্ত এক সামগ্রিক সত্তা অর্থেই প্রকৃতির অস্তিত্ব ও অভিজ্ঞতা।...তাছাড়া, লেনিনের 'বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ'-এর একটি উক্তি আমার পক্ষে কোনোদিনই ভোলা সম্ভব নয়। এই উক্তি অনুসারেই পরমাণুর মতোই ইলেকট্রনও 'অফুরন্ত'[6]। বস্তুর চরম [উপাদান] বলতে যে মৌলকণাই, এই মতে উপনীত হবার জন্যে উপরোক্ত কথাগুলি থেকে আমি অনুপ্রেরণা পেয়েছি।"[7]

বর্তমান পদার্থবিজ্ঞানের এক পরমাশ্চর্য আবিষ্কারে উপনীত হবার ব্যাপারে এঙ্গেলস ও লেনিনের প্রতি এই জাতীয় সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আপাত-দৃষ্টিতে অবশ্যই বিস্ময়কর মনে হতে পারে। এঙ্গেলস বা লেনিন কেউই সীমিত অর্থে পদার্থবিজ্ঞানের কর্মী ছিলেন না। তাছাড়া, মৌলকণা সংক্রান্ত প্রকৃত গবেষণার সূত্রপাত উভয়ের মৃত্যুর অনেক পরে: সাকাতা

নিজেই দেখিয়েছেন ১৯৩২ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী চাডউইক[8] 'নিউট্রনের'[9] অস্তিত্ব প্রমাণ করে মৌলকণা আবিষ্কারের পথ খুলে দিয়েছিলেন।[10] তাহলে মৌলকণা সংক্রান্ত গবেষণা প্রসঙ্গে সাকাতা কি অকারণেই এঙ্গেলস ও লেনিনের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছেন? এই জাতীয় সংশয় নিরসনের উদ্দেশ্যে প্রথমে লেনিনের উক্তিটির পূর্ণতর পরিচয় দেখা যাক।

২। পরমাণু ও ইলেকট্রন অফুরাণ : লেনিনের মন্তব্য

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কয়েকটি আবিষ্কারের ফলে আক্ষরিক অর্থেই এক যুগান্তরের সূচনা হয়। তার মধ্যে প্রধান হলো এক্স-রে (১৮৯৫),[11] রেডিও-এ্যাকটিভিটি[12] বা তেজস্ক্রিয়তা (১৮৯৬) এবং ইলেকট্রন[13] (১৮৯৭)। এই আবিষ্কারগুলির প্রকৃত তাৎপর্য তখনো বিজ্ঞানকর্মীদের কাছেই বহুলাংশে অস্পষ্ট, যদিও এটুকু মোটের উপর সকলের কাছে স্পষ্ট যে ইতিপূর্বে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নিয়ম সংক্রান্ত যে-সব ধারণা প্রকৃতিবিজ্ঞানে প্রায় ধ্রুব সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছিলো, আলোচ্য আবিষ্কারের ফলে সেগুলি যেন হঠাৎ ভেঙে পড়ছে। অতএব বিজ্ঞানকর্মী এবং দার্শনিকদের মধ্যে তখন নানা রকম সংশয় সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ প্রচার করতে শুরু করেন যে পদার্থবিজ্ঞান বস্তুমাত্রই বা সামগ্রিকভাবে বস্তু-জগতই বরবাদ করে দেবার উপক্রম করেছে। কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলসের বস্তু-বাদী ডায়লেকটিকস অনুসরণ করে লেনিন দেখান, এই জাতীয় জল্পনা-কল্পনা অহেতুক তত্ত্ববিভ্রম ছাড়া কিছু নয়। পদার্থবিজ্ঞানে সাম্প্রতিক বিপ্লবের ফলে বস্তুজগৎ সংক্রান্ত এবং বস্তুর অভ্যন্তরীণ গঠন সংক্রান্ত আমাদের জ্ঞান অনেক গভীর ও প্রগাঢ় হয়েছে এবং ভবিষ্যতে অনিবার্য-ভাবেই তা আরো অনেক গভীর ও প্রগাঢ় হবে। কিন্তু বস্তু সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এই অবিরাম অগ্রগতিকে বস্তুবিলোপের পরিচায়ক বলে কল্পনা করার কোনো কারণ নেই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কয়েকটি মতামতের আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন মন্তব্য করছেন,

"কিন্তু ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ দৃঢ়ভাবেই দাবি করে যে বস্তুর সংগঠন ও গুণ-সংক্রান্ত

সমস্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তই যাথার্থ্য-অভিলাষী[14] এবং আপেক্ষিক[15]—দৃঢ়ভাবেই দাবি করে যে প্রকৃতিতে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান বলে কিছু নেই এবং পরিবর্তনশীল বস্তুর রূপান্তর ঘটে। ওজন-হীন ঈথরের[16] পক্ষে ওজন-যুক্ত বস্তুতে পরিণত হওয়া বা তার বিপরীত ঘটনা 'সাধারণ বুদ্ধির' দিক থেকে যতোই উদ্ভট শোনাক না কেন, 'ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ভর'[17] ছাড়া ইলেকট্রনের আর কোনো রকম 'ভর'[18] নেই একথা যতোই আশ্চর্য মনে হোক না কেন, প্রাকৃতিক ঘটনার শুধুমাত্র একটি স্তরেই বলবিদ্যার নিয়মাবলী সীমাবদ্ধ এবং এগুলি যে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ঘটনার আরো গভীর নিয়মেরই অনুবর্তী এই তত্ত্ব যতোই অস্বাভাবিক বলে প্রতীত হোক না কেন—সমস্তই আসলে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের সুদৃঢ় সমর্থন।···বস্তু বা দ্রব্যের সারসত্তার কথাও আপেক্ষিক; তা থেকে মানুষের বস্তুজ্ঞান সংক্রান্ত গভীরতার মাত্রাটুকুই ব্যক্ত হয়। গতকাল জ্ঞানের এই গভীরতা পরমাণুর চেয়ে মৌলিক কিছুর হদিস না-পেলেও এবং আজ তা ইলেকট্রন ও ঈথরের-এর কথা পেরিয়ে যেতে না-পারলেও, ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ দৃঢ়ভাবেই দাবি করে যে প্রকৃতি প্রসঙ্গে মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই সমস্ত হলো মাইলস্টোনের[19] মতোই—অর্থাৎ সাময়িক, আপেক্ষিক ও যাথার্থ্য-অভিলাষী মাত্র।···পরমাণু যে-রকম অফুরন্ত, ইলেকট্রনও, সেইরকম অফুরন্ত। প্রকৃতির সীমা নেই, কিন্তু অসীম অর্থেও তার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।"[20]

আজকের পদার্থবিজ্ঞানে মৌলকণা সংক্রান্ত গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ এস. সাকাতা লেনিনের এই উক্তি থেকে কেন অনুপ্রেরণা পেয়েছেন, তা বোঝবার জন্যে মৌলকণা সংক্রান্ত কিছু তথ্য প্রাসঙ্গিক হবে। উৎসাহী পাঠকেরা এ-বিষয়ে অমিতাভ দত্তর "বস্তুপরিচয়"[21] নামের সম্প্রতি প্রকাশিত ও সহজবোধ্য বাংলা বইটি পড়ে দেখতে পারেন। তাঁর বর্ণনা অনুসারে: "বস্তুজগতের রহস্য সন্ধানে এগিয়ে বিজ্ঞানীরা এককালে ভেবেছিলেন, বস্তুর সূক্ষ্মতম কণা বা অংশ বলতে পরমাণু—তাকে আরো ছোটো অংশে ভাগ করা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি হলো। বোঝা গেলো, সমস্ত পরমাণুই ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে গড়া। তাহলে কি এগুলিকেই

বস্তুর সবচেয়ে মৌলিক কণা—বা মৌলকণা (এলিমেণ্টারি পার্টিক্‌ল বা ফাণ্ডামেণ্টাল পার্টিক্‌ল)—বলে স্বীকার করতে হবে? ইলেকট্রন প্রভৃতি আবিষ্কারের পর প্রথমটায় তাই মনে হয়েছিলো। কিন্তু আজকের দিনে আর তা মানা যাচ্ছে না। গবেষণার অগ্রগতির ফলে আরো নানা মৌলকণার অস্তিত্ব মানতে হচ্ছে। একদল বিজ্ঞানী আবার সমস্যাটার একেবারে গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছেন, কয়েকটি মৌলকণার মৌলিকত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। খুব সাম্প্রতিক গবেষণার উপর নির্ভর করে তাঁরা সিদ্ধান্ত করতে চান, এমনকি মৌলকণাদেরও অভ্যন্তরীণ গঠন আছে। এই অভ্যন্তরীণ গঠনই বর্তমান মৌলকণা-বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ।"[22]

আজকের দিনে মৌলকণা সংক্রান্ত জ্ঞান কীরকম দ্রুত বেড়ে চলেছে এবং তারই ফলে ম্যাটার বা বস্তুর অভ্যন্তরীণ গঠন সংক্রান্ত সাবেকী ধ্যানধারণা থেকে আজকের বিজ্ঞান কতোদূরে সরে গিয়েছে, সে-বিষয়ে মাত্র একটি নমুনা দেখা যাক। "ইতিহাসে বিজ্ঞান" গ্রন্থের ১৯৬৮ সালের সংস্করণে জে. ডি. বার্ণাল[23] বলছেন, সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে বোঝা গিয়েছে যে পরমাণুর অভ্যন্তরীণ কণা অর্থে মৌলিক কণা বলতে শুধু ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রনই নয়। কণাদের মধ্যে এগুলি আসলে তুলনায় স্থায়ী বা দীর্ঘজীবী। এছাড়াও পরমাণুর অভ্যন্তরে আরো বহু অস্থায়ী ও মধ্য-বর্তী কণা বর্তমান। মেসন প্রভৃতি নামে উল্লিখিত এই সব কণাই আজকের পদার্থবিজ্ঞানের মৌলকণা। তত্ত্বগত বিচার এবং পরীক্ষার ভিত্তিতে এগুলির সংখ্যা নির্ণয়ের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হচ্ছে, কেননা মাস কয়েকের মধ্যেই নতুন কণার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই এদের তালিকা সুদীর্ঘ হয়েছে, এবং—বার্ণাল বলছেন—তাঁর বইটি ছাপা শেষ হতে হতে মৌলকণাব সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আন্দাজ করা কঠিন। কিন্তু ইতিমধ্যে মৌলকণাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হচ্ছে। প্রতিটি কণার সঙ্গে তার বিপরীত-কণার পরিচয় পাওয়া যায়—যেমন ইলেকট্রনের বিপরীত-কণা বলতে পজিট্রন। কণা ও বিপরীত-কণার বিক্রিয়ার ফলে উভয়েরই ধ্বংস হয় এবং তাদের শক্তি রূপান্তরিত হয়ে একজোড়া ফোটন-এ[24] পরিণত হয়। আবার অন্য রকম মৌলকণার বিপুল গতিশক্তি সম্পন্ন সংঘর্ষের ফলে নতুন মৌলকণার "সৃষ্টি" হয়।

শেষ কথাটির চিত্তাকর্ষক নমুনা: "ধরা যাক, ত্বরণ-যন্ত্রের সাহায্যে একটি প্রোটনকে ছুটিয়ে নিউক্লিয়াসে অবস্থিত আর-একটি প্রোটনকে আঘাত

করা হলো। প্রক্ষিপ্ত প্রোটনটির গতিশক্তি ২৮০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট-এর[25] কম হলে চমকপ্রদ কিছু ঘটবে না। সংঘর্ষের পর কণা দুটি ঠিকরে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবে। কিন্তু প্রক্ষিপ্ত প্রোটনটির গতিশক্তি আরো বেশি হলে কখনো কখনো একটি 'পাই-জিরো' মেসন[26] উৎপন্ন হয়। এই মেসনটি এলো কোথা থেকে? শক্তির রূপান্তর সংক্রান্ত আইনস্টাইন-এর সূত্র $E=mC^2$ থেকে উত্তর পাওয়া যায়; আলোচ্য বিক্রিয়ায় প্রোটনের গতি-শক্তির একটি অংশ রূপান্তরিত হয় 'পাই-জিরো' মেসনের ভর ও গতি-শক্তিতে। প্রক্ষিপ্ত প্রোটনের গতিশক্তি কম হলে 'পাই-জিরো' মেসন উৎপন্ন করার পক্ষে পর্যাপ্ত শক্তির সরবরাহ হয় না। তাই গতিশক্তির উক্ত সীমারেখার নিচে মেসন উৎপাদনের বিক্রিয়া ঘটে না। আবার, প্রক্ষিপ্ত প্রোটনটির গতি-শক্তি ক্রমশ বাড়লে আরো বেশি 'ভর'-এর মৌলকণা উৎপন্ন হয়। কখনো আবার বিক্রিয়াশীল কণা দুটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে একাধিক নতুন কণা উৎপন্ন করে।···বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা বলে রাখা যায়। বস্তুর মূল উপাদান অন্বেষণে সুদূর অতীত থেকেই সূক্ষ্ম কণার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অতীতে মনে হয়েছিলো এই কণাগুলি সনাতন--এদের উৎপত্তি নেই, ধ্বংস নেই। যেমন ভাবা হতো, পরমাণুর না আছে সৃষ্টি, না বিনাশ। গত শতাব্দীতেও এই বিশ্বাস ছিলো বিজ্ঞানের মূল কথা। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান থেকে সনাতনের ধারণা বিদায় নিচ্ছে। অত্যন্ত জটিল পরিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্যে বস্তুকে বোঝবার চেষ্টাই আধুনিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।"[27]

মৌলকণা-বিজ্ঞানের বর্তমান পরিস্থিতির কিছুটা পরিচয় দেখা গেলো। তা থেকে অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে আজকের দিনে পদার্থবিজ্ঞান বস্তুর অভ্যন্তরীণ গঠন প্রসঙ্গে কতোটা জটিল ও অভিনব সিদ্ধান্তে ইতি-মধ্যেই উপনীত হয়েছে এবং আগামীকাল আরো কতো আশ্চর্য সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হবার ইঙ্গিত দিচ্ছে। পদার্থবিজ্ঞানে এই নতুন দিগন্ত উন্মোচনের দিকে যে-বিজ্ঞানীরা অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এস. সাকাতা অবশ্যই অন্যতম। এবং তাঁর স্বীকৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় এই পথে অগ্রসর হবার জন্যে বিজ্ঞানকর্মীদের পক্ষেও পুরাণো ধ্যানধারণার ব্যূহভেদ করে নতুন পথে চিন্তারও প্রয়োজন। অতএব তাঁর পক্ষে লেনিনের উক্তি থেকে প্রেরণা পাবার কারণও অস্পষ্ট নয়। সাম্প্রতিক পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব-গত তাৎপর্য নিয়ে এমনকি বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যেও যখন নানা বিভ্রান্তি, তখন লেনিন দৃঢ়ভাবেই ঘোষণা করেন, বস্তুর স্বরূপও যেমন নিত্য বা

সনাতন নয়, বস্তু পরিচয় প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতি-পথে কোনো-এক পর্যায়ের সিদ্ধান্তও তেমনি সত্য বা সনাতন নয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রতিটি পর্যায়ের সিদ্ধান্তই বস্তু-পরিচয়েরই ইঙ্গিত দেয়; তাই প্রতিটি পর্যায়ের সিদ্ধান্তই যাথার্থ্য-অভিলাষী। কিন্তু (কোনো পর্যায়েই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত চরম বা শেষ সত্য বলে স্বীকৃত হতে পারে না; অতএব প্রতিটি পর্যায়ের সিদ্ধান্তই আপেক্ষিক অর্থে সত্য।) এবং বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে বস্তু পরিচয় যতোই প্রগাঢ় হচ্ছে, বস্তুর অভ্যন্তরীণ গঠন সংক্রান্ত ধারণাও ততোই অত্যাশ্চর্য হতে বাধ্য। এককালে সনাতন বা উৎপত্তি-বিনাশ হীন পরমাণুকেই বিজ্ঞানীরা বস্তুর সবচেয়ে সূক্ষ্ম উপাদান বলে বিবেচনা করেছিলেন। ইলেকট্রন প্রভৃতি আবিষ্কারের পর বোঝা গেলো পরমাণুর অভ্যন্তরে তুলনায় ঢের সূক্ষ্ম কণা বর্তমান এবং এই বস্তুকণার সঙ্গে প্রচণ্ড গতিশক্তির সম্পর্ক আছে। গতির কথা বাদ দিয়ে বস্তুকে বোঝা অসম্ভব বলে প্রমাণিত হলো। কিন্তু এখানেই কি বিজ্ঞানের শেষ? লেনিন দৃঢ়ভাবেই দাবি করলেন, ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদেব দিক থেকে তা কখনোই হতে পারে না। বিজ্ঞান আরো অগ্রসর হবে; 'পরমাণুর মতোই ইলেকট্রনও অফুরন্ত'। লেনিনের এই প্রত্যয়ের মধ্যে আজকের মৌলকণা বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। সাকাতার মতো বিজ্ঞানীর পক্ষে তাই লেনিনের কাছে ঋণ স্বীকারটি বিজ্ঞাননিষ্ঠারই পরিচায়ক। সীমিত অর্থে বিজ্ঞানকর্মী না-হলেও আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্যর বিচারে লেনিনের অবদান উপেক্ষা করা অবাস্তব হবে। এই অবদানের আলোচনায় আরো কিছুটা অগ্রসর হবার আগে প্রাথমিকভাবে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা দরকার।

মৌলকণা-বিজ্ঞানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি। তার মানে এই নয় যে শুধুমাত্র মৌলকণা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই লেনিনের বক্তব্য—বা সাধারণভাবে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের প্রয়োগ—প্রাসঙ্গিক। বস্তুত-পক্ষে আজকের দিনে বহু গবেষক প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ডায়লেক-টিকাল বস্তুবাদের প্রাসঙ্গিকতা প্রদর্শন করছেন (পৃষ্ঠা ৯, পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মৌলকণা সংক্রান্ত গবেষণা থেকে শুরু করার একটা সুবিধা আছে। এই ক্ষেত্রে যে-কথা সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য তারই উপর নির্ভর করে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় যে-কথা তুলনায় অনেক জটিল ও কঠিন তার প্রতি অগ্রসর হওয়া যায়। মৌলকণা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন্ কথা সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য? মৌলকণা-বিজ্ঞানের অন্যতম স্রষ্টা সাকাতা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, গবেষণার অগ্রগতির ফলে প্রকৃতিবিজ্ঞান আজ যেখানে উপনীত হতে চায় সেখানে সাবেকী ধ্যানধারণা ও সাবেকী চিন্তা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে আর গবেষণালব্ধ তথ্যরই তাৎপর্য বোঝা

সম্ভব নয়। মার্কসীয় পরিভাষায় ওই সাবেকী ধ্যানধারণা ও চিন্তা পদ্ধতি মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। মৌলকণা-বিজ্ঞানের বর্তমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রকটভাবেই বোঝা যায় যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ওই মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আজ অপরিহার্য হয়েছে। কথাটা ভালো করে বোঝবার জন্যে এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে মেটাফিজিকাল ও ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মূল পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা যাক।

মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা হলো সনাতন বা অপরিবর্তনীয়—ধ্রুব বা শাশ্বত—সত্যের সন্ধান, বা সংক্ষেপে সনাতন-প্রবণতা। অতএব, আমাদের জ্ঞান এবং যে-বিষয়ে এই জ্ঞান উভয়ক্ষেত্রেই গতি বা পরিবর্তনের নিয়মকে উপেক্ষা করার প্রয়াসই মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোনো কিছুকে স্বতন্ত্রভাবে—অন্যান্য সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে—দেখবার চেষ্টা থেকেই তা চিরন্তন বা গতিহীন বা পরিবর্তনহীন বলে প্রতীত হয়। তাই মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য বলতে আমাদের জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয়—উভয়ক্ষেত্রেই পারস্পরিক-সম্পর্কের অনন্ত জটিলতা উপেক্ষা করে সবকিছুকেই স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে বোঝবার আয়োজন। পরিবর্তনকে উপেক্ষা করলে যুক্তিবিজ্ঞানের মূলসূত্র হিসাবে সৎ এবং অসৎ—বিদ্যমান এবং অবিদ্যমান—উভয়ের মধ্যে ঐকান্তিক বিরোধ মানতে হয়: যা সৎ তা শুধু সৎ, নিছক সৎ; তার সঙ্গে অসতের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না; যা অসৎ তা শুধু অসৎ, নিছক অসৎ; তার সঙ্গে সৎ বা বিদ্যমানতার কোনো সম্পর্কই সম্ভব নয়। পরস্পর-বিরোধী ধারণার একটি অপরটির ঐকান্তিক অর্থেই অভাবসূচক; বিরোধী ধারণার এবং বিরুদ্ধ বিষয়ের কোনো সমন্বয় স্বীকার্য হতে পারে না।

ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে জ্ঞেয় বিষয় এবং জ্ঞান—উভয় ক্ষেত্রেই কোনো কিছুকে স্বতন্ত্রভাবে বা অন্যান্য সবকিছুর সঙ্গে তার সম্পর্ক উপেক্ষা করে বোঝবার চেষ্টাটাই ভ্রান্ত। এবং এইভাবে পারস্পরিক সম্পর্কের সামগ্রিকতার দিক থেকে সবকিছু বোঝবার আয়োজন বলেই ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা হলো অবিরাম পরিবর্তনের বা গতির নিয়ম। আমাদের জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয় সবকিছুই নিয়ত-পরিবর্তনশীল, উৎপত্তি ও বিনাশের এক অনন্ত প্রবাহে আবর্তিত। অতএব সৎ ও অসতের মধ্যে ঐকান্তিক বিরোধও স্বীকারযোগ্য নয়: যা সৎ তাইই অসতে পরিণত হচ্ছে, যা ছিলো অবিদ্যমান তাইই বিদ্যমান হচ্ছে। যুক্তিবিজ্ঞানের দিক থেকেও তাই পরস্পর-বিরোধের সমন্বয়ই মূলসূত্র হিসাবে স্বীকৃত।

ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির এই মূল কথাগুলি মনে রেখে মৌলকণা-বিজ্ঞানের বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভাবলে সহজেই বোঝা যায় এই পরি-

স্থিতিতে উপনীত হবার জন্যে মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজন কেন অপরিহার্য। গতিকে বাদ দিয়ে, উৎপত্তি-বিনাশের প্রবাহ বাদ দিয়ে মৌলকণা-বিজ্ঞানের মূল বিষয়-টিই বোঝা অসম্ভব। অবশ্যই লেনিনের সময় মৌলকণা-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়নি ; সনাতন পরমাণুর কল্পনা বাদ দিয়ে প্রচণ্ড গতিশীল ইলেকট্রনের কথা এবং তেজোষ্ক্রিয়তার কথা সবে আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে লেনিন সুদৃঢ় ভাবেই দাবি করেন, পরিবর্তন বা গতি বাদ দিয়ে বস্তুর কথা যেমন ভাবা যায় না, তেমনি বস্তুপরিচয় প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের ইতিহাসের কোনো একটি বিশেষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তও অবিচল সত্য হতে পারে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতি বস্তুপরিচয়ের গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করে বস্তু ও গতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রগাঢ় থেকে প্রগাঢ়তর পরিচয় দেবে। লেনিনের এই দাবির মধ্যে মৌলকণা-বিজ্ঞানের যে প্রতিশ্রুতি সাক্ষাত তারই উল্লেখ করেছেন।

এই প্রতিশ্রুতির মূল কথা অবশ্যই ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি। প্রকৃতিবিজ্ঞানের গবেষণায় ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চয়ই লেনিনের উদ্ভাবন নয়। এঙ্গেলসের বিচার অনুসরণ করেই লেনিন তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। আমরা পরে দেখবো, এঙ্গেলস দাবি করেছিলেন যে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই প্রকৃতিবিজ্ঞানের—বিশেষত জীববিজ্ঞানের—গবেষণা এমন জায়গায় পেঁৗছেছে যেখানে বিজ্ঞানকর্মীর পক্ষে ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য হয়েছে। তাহলে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্যের বিচারে লেনিনের বিশিষ্ট অবদান বলতে ঠিক কী ?

উত্তরে দুটি কথা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। প্রথমত, এঙ্গেলসের সময় বিশেষ করে জীববিজ্ঞানের গবেষণাক্ষেত্রে ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির অনিবার্যতা সুস্পষ্ট হলেও, পদার্থবিজ্ঞানে সাম্প্রতিক বিপ্লবের সূত্রপাত ১৮৯৫ সাল থেকেই—অর্থাৎ এঙ্গেলসের মৃত্যুর বছর থেকেই। পদার্থ-বিজ্ঞানে এই বিপ্লবের কথা এঙ্গেলসের জানা ছিলো না। অথচ এই বিপ্লব এমনই যুগান্তকারী যে এমনকি বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যেও তার তাৎপর্য নিয়ে তত্ত্ববিভ্রমের যেন অন্ত নেই। এই পরিস্থিতিতে লেনিন দেখালেন, পদার্থ-বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে দার্শনিক বা বিজ্ঞানকর্মী কারুর পক্ষেই তত্ত্ব বিহ্বলতার বাস্তব কারণ নেই। ইতিপূর্বে এঙ্গেলস যে-পথ প্রদর্শন করেছেন সেই পথে এগিয়েই—অর্থাৎ ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেই—পদার্থবিজ্ঞানের নতুন পরিস্থিতির প্রকৃত তত্ত্বগত তাৎপর্য বোঝা যায়। দ্বিতীয়ত, এঙ্গেলস এবং লেনিন উভয়ের কাছেই ডায়লেকটি-কাল দৃষ্টিভঙ্গি বলতে অবশ্যই বস্তুবাদ-সম্মত ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু সাধারণভাবে যে-দার্শনিক আবহাওয়ায় ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গিকে

বস্তুবাদ-সম্মত অর্থে গ্রহণ করার আয়োজন, সেই আবহাওয়ার দিক থেকে এঙ্গেলস এবং লেনিনের যুগের মধ্যে অনেক তফাত। মার্কস-এঙ্গেলসের সময় সাধারণভাবে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে সংশয় তুলনায় কম। কিন্তু লেনিনের সময় মাখ প্রমুখের পজিটিভিজম প্রভৃতি নামে প্রচারিত নব্য-ভাববাদের এমনই প্রবল জোয়ার যে পেশাদার দার্শনিক মহলে বস্তুবাদমাত্রই বহুলাংশে সংশয় সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যেও এই নব্য ভাববাদ অনেক সময় অবিসংবাদিত দার্শনিক সত্য হিসাবে স্বীকৃত। বিশেষত পদার্থবিজ্ঞানে যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানকর্মীরাও যখন অনেকাংশে বিহ্বল বোধ করছেন, পজিটিভিজম প্রভৃতির প্রচারকেরা তখন দাবি করেন বস্তুবাদকে বর্জন করে ভাববাদের কুক্ষিতে আশ্রয় গ্রহণ না-করে পদার্থবিজ্ঞানের নতুন পরিস্থিতি বোঝা অসম্ভব। এই জাতীয় দার্শনিক আবহাওয়ায় লেনিনের পক্ষে বস্তুবাদ-সম্মত ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে স্বভাবতই বিবিধ নতুন সমস্যার সমাধানও প্রয়োজন। অতএব তাঁর বিশিষ্ট অবদান বলতে পজিটিভিজম প্রভৃতি নামে প্রচারিত নব্য ভাববাদের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ করা। প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্য প্রসঙ্গে লেনিনের অবদানের এই দিকটি থেকে বর্তমান আলোচনায় অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে।

৩। বিজ্ঞান বনাম পজিটিভিজম

জে. ডি. বার্নাল[28] বলছেন, "আগেকার শতাব্দীর মতোই বিংশ শতাব্দীর পদার্থ-তত্ত্বও বিজ্ঞান-বহির্ভূত ভাববাদের প্রভাবমুক্ত নয়। সাংকেতিক ও গাণিতিক অজস্র সূত্রের অবতারণা সত্ত্বেও এই তত্ত্বগুলির ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত ধর্মবিশ্বাস থেকে সংগৃহীত উপাদানের উপর নির্ভর করে অনেকাংশেই বাস্তব-বিমুখিতার আয়োজন এবং তারই সাহায্যে ধনতান্ত্রিক কার্যকলাপের উপর একরকম ধোঁয়াটে আবরণ সৃষ্টির প্রয়াস। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আর্নস্ট মাখ-এর পজিটিভিজমের প্রভাবই ছিল সর্বাধিক। অধিকাংশ পদার্থবিজ্ঞানী এমন শিক্ষা পেয়েছেন যার ফলে তাঁরা কল্পনা করেন যে এই পজিটিভিজম বুঝি বিজ্ঞানেরই অপরিহার্য অঙ্গ —যদিও আসলে তা আত্মকেন্দ্রিক ধারণার সাহায্যে বস্তুবিলোপের একরকম অভিনব কৌশল মাত্র। এই কথাটি বর্তমান শতাব্দীর প্রায় শুরুতেই লেনিন তাঁর 'বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ' গ্রন্থে আশ্চর্য নিপুণভাবেই প্রকাশ করেন ; কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে রহস্য-

বৃত করার প্রয়াস ঘটে চলেছে। পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব থেকে বহির্বস্তু-নিরপেক্ষ ধারণারাশি দূর করবার জন্যে অনেক বছরের বিতর্ক ও অভিজ্ঞতা—অবশ্যই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও—প্রয়োজন হবে।" (স্বাধীন তর্জমা)

পজিটিভিজমের প্রভাবে বিজ্ঞানকে রহস্যাবৃত রাখার প্রয়াসের ফলে পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতিতে কতটা বাধা সৃষ্টি হয়েছিল, সাকাতার রচনা থেকে তার একটি দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে। ১৯২৮ সালে পাউলি[29] দেখান, বীটা-অবক্ষয়ের সময় ইলেকট্রনের সঙ্গে আরো একটি তড়িৎশূন্য মৌলকণা পরমাণু-কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসে এবং এই কণাটিই হারিয়ে যাওয়া শক্তির বাহক। পাউলি তার নাম দেন "নিউট্রিনো"[30]। পাউলির এই তত্ত্ব আধুনিক মৌলকণা বিজ্ঞানের এবং পরে ইউকাওয়া আবিষ্কৃত মেসন-এর নির্দেশক হলেও. সাকাতা[31] দেখাচ্ছেন, সে সময় পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে পজিটিভিজম-এর এমনই প্রবল প্রতাপ যে পাউলির নিবন্ধটি কোন বিজ্ঞান-পত্রিকায় স্থান পেল না ; অনেক বছর পরে পরীক্ষামূলকভাবে ইউকাওয়া আবিষ্কৃত মেসন-এর অবিসংবাদিত প্রমাণ পাবার পর বিজ্ঞানী মহলে পাউলির নিউট্রিনো স্বীকৃত হয়। এই প্রসঙ্গে সাকাতা মন্তব্য করছেন, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের "এই জাতীয় অবদান সত্ত্বেও বিজ্ঞানী মহলে প্রভাবশালী দর্শনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে নি। বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকেই বিজ্ঞান-ক্ষেত্র পজিটিভিজমের ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এ-বিষয়ে বিখ্যাত গল্প হল, পরমাণুর অভ্যন্তরীণ গঠন আবিষ্কারের ঠিক আগের দিনেও মাখ ও অস্টওয়াল্ড[32] রাতভোর বৃথা তর্ক করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বহির্বস্তু হিসেবে পরমাণুর কোনো অস্তিত্বই সম্ভব নয়।"[33]

এ জাতীয় কথা থেকে প্রমাণ হয়, পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার অগ্রগতির ফলে নিত্যনতুন আবিষ্কার বস্তুপরিচয়ের আঙিনায় প্রবেশের জন্যে যখন রুদ্ধ দরজার উপর যেন করাঘাত শুরু করেছে, সেই সময়েও এক বিকারগ্রস্ত দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে বিজ্ঞানীরা দরজাটি খুলতে দ্বিধাগ্রস্ত! সাকাতার উপরোদ্ধৃত রচনার শেষ মন্তব্যটি এই কথার যেন চরম প্রমাণ। মন্তব্যটির তাৎপর্য আরো একটু বিশদভাবে দেখা যাক।

পরমাণুর অভ্যন্তরীণ গঠন আবিষ্কারের দিক থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে ১৮৯৭ সালকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তারিখ বলা হয়।[34] সে-সময়ের

পরমাণুবাদের জনৈক সুদৃঢ় সমর্থক ছিলেন বোল্টসমান[35]। ১৮৯৭-এরই একটি ঘটনার বর্ণনায় তিনি লিখছেন, "এই বছরেই আকাডেমি অব সায়েন্স-এ অধ্যাপক মাখ প্রমুখের সঙ্গে পরমাণুবাদ নিয়ে আমি এক তীব্র বাদানুবাদে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। তাঁদের মধ্যে থেকে মাখ হঠাৎ বলে উঠলেন, 'পরমাণুর অস্তিত্ব আছে, একথা আমি মানি না।' আমার মাথার মধ্যে কথাটা বারবার ঘুরতে লাগল।"[36] এই প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে পরমাণুর অবিভাজ্যতা সংক্রান্ত পুরানো ধারণার বিরুদ্ধে মাখ-এর আপত্তি নয়; প্রচ্ছন্ন ভাববাদী হিসেবে তিনি বহির্বস্তু-মাত্রই অস্বীকার করেন, তাই তাঁর আসল আপত্তিটা সংবেদন-নিরপেক্ষ অর্থে বা বহির্বস্তু হিসেবে পরমাণুর অস্তিত্বের বিরুদ্ধেই। মাখ-এর পজিটিভিজম বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পক্ষে কতখানি অন্তরায় হতে পারে,—এই দৃষ্টান্তটিই যেন তার চরম নিদর্শন। অথচ সে-সময়ে বিজ্ঞানকর্মীদের উপরও মাখ-দর্শনেরই প্রায় অপ্রতিহত প্রভাব। "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" গ্রন্থে লেনিন এই মাখ-দর্শন খণ্ডন করে বিজ্ঞানীদেরও ভ্রান্তিবিলাস থেকে মুক্ত করার আয়োজন করেন। অবশ্যই ধনতন্ত্র ও আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের রক্ষায় মাখ-এর পজিটিভিজমকেই টিকিয়ে রাখার আয়োজন। তাই বিজ্ঞানের গবেষণা ও দর্শনের বিচার ছাড়াও এই বিজ্ঞান-বিরোধী দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার জন্যে রাজনৈতিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতাও প্রয়োজন। দার্শনিক লেনিনই সে সংগ্রামের পথ প্রদর্শন করেছেন।

৪। দর্শন ও বিজ্ঞান প্রসঙ্গে লেনিনের বিশিষ্ট অবদান

কিন্তু সীমিত অর্থে দার্শনিক লেনিনের—বিশেষত তাঁর "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ"-এর—আলোচনাতেই ফেরা যাক। প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্য বিচারে তাঁর অবদান বাদ দিয়ে দার্শনিক লেনিনকে বোঝা যায় না। এই অবদানের বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্যে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে লেনিন কোন নতুন দার্শনিক সম্প্রদায় প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন নি। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মার্কসীয় দর্শনের বা ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদেরই সংরক্ষণ। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে তিনি মার্কসীয় দর্শন সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করেছেন, তারই একটি বৈশিষ্ট্যের ফলে লেনিনের পক্ষে প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্যের বিচার অনিবার্য হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের—

বিশেষত পদার্থবিজ্ঞানের—ক্ষেত্রে কয়েকটি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের ফলে এক গভীর বিপ্লবের সূচনা হয়। তাই প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নিয়ম সংক্রান্ত যেসব ধ্যানধারণা ইতিপূর্বে বিজ্ঞানী মহলে চরম সত্যের মর্যাদা পেয়েছিল, সেগুলি যেন আকস্মিকভাবেই ভেঙে পড়তে শুরু করে। এমনকি বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যেও বিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্য নিয়ে তখন নানা বিভ্রান্তি। পজিটিভি-জমের অনুগামীরা দাবি করেন, প্রকৃতিবিজ্ঞানে সাম্প্রতিক বিপ্লব বস্তুবাদ-মাত্রই ধূলিসাৎ করে নব্য ভাববাদের পথ প্রস্তুত করেছে। এই পরিস্থিতিতে লেনিনের পক্ষে মার্কসবাদ সংরক্ষণের বিশেষ সমস্যাটি বোঝা কঠিন নয়। বস্তুবাদমাত্রই ধূলিসাৎ হলে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ গ্রহণের সুযোগ থাকে না ; পক্ষান্তরে মার্কস-এঙ্গেলস-এর বিচারে প্রকৃতিবিজ্ঞানের সাক্ষ্য বাদ দিলে মার্কসীয় দর্শনের প্রসঙ্গই অবান্তর হবার আশঙ্কা। তাই লেনিনের কাছে একটি প্রশ্নের বিচার অপরিহার্য হয়েছে : প্রকৃতিবিজ্ঞানে সাম্প্রতিক বিপ্লবের ফলে বস্তুবাদমাত্রই—অতএব ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদও—কি সত্যিই ধূলিসাৎ হয়ে যায় ? "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" গ্রন্থের সিদ্ধান্ত এই যে, ডায়-লেকটিকাল বস্তুবাদ ধূলিসাৎ হওয়া তো দূরের কথা, পদার্থবিজ্ঞানে সাম্প্র-তিক বিপ্লব ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের ভিত্তিই দৃঢ়তর করে।

প্রথমে প্রশ্নটিই আরো একটু বিশদভাবে বোঝা যাক। ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের ভিত্তি স্থাপনে এঙ্গেলস প্রকৃতিবিজ্ঞানের নজিরের উপর কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন তার পরিচয় আমরা আগেই দেখেছি। এই উদ্দেশ্যে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক পর্যন্ত প্রকৃতিবিজ্ঞানের—বিশেষত জীববিজ্ঞানের—প্রধানতম আবিষ্কারগুলি পর্যালোচনা করেছিলেন। কিন্তু ১৮৮৩ সালে মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস তাঁর কর্মশক্তির প্রায় সবটুকুই মার্কসের "ক্যাপিটাল" গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার কাজে নিয়োগ করতে বাধ্য হন। ফলে দর্শন ও প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের নিজের পাণ্ডুলিপিটিও অসমাপ্ত অবস্থায় থেকে যায়। এঙ্গেলসের মৃত্যুর অনেক পরে অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি হিসেবেই এটি "ডায়লেকটিকস অব নেচার"[37] নামে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকৃতিবিজ্ঞানের ইতিহাসের দিক থেকে এখানে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার। এঙ্গেলসের মৃত্যু হয় ১৮৯৫ সালে। পদার্থবিজ্ঞানের ইতি-হাসে এই বছরটি থেকেই যেন এক মহাবিপ্লবের সূচনা। আগেই দেখেছি, ১৮৯৫ সালে আবিষ্কার হয় এক্স-রে, পরের বছর তেজস্ক্রিয়তা, তার পরের বছর ইলেকট্রন। এই আবিষ্কারগুলির ফলে পদার্থবিজ্ঞানের নানা স্বীকৃত সিদ্ধান্ত যেন হঠাৎ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে লাগল। অনেকেই বললেন,

পদার্থবিজ্ঞানে দারুণ সংকট দেখা দিয়েছে। মাখ ও তাঁর অনুগামীরা দাবি করলেন পদার্থবিজ্ঞানের এইসব যুগান্তকারী আবিষ্কার থেকে বস্তুবিলোপেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অতএব তাঁদের প্রচ্ছন্ন ভাববাদই হলো বিজ্ঞান-সম্মত দর্শন।

এই নতুন ও জটিল পরিস্থিতিতে লেনিনের পক্ষে যে-বিচারের প্রয়োজন হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে তিনি যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার মূল কথাগুলি প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমত, বিশেষত পজিটিভিস্ট দার্শনিকদের দাবি প্রসঙ্গে, লেনিনের কাছে প্রশ্ন উঠেছে : পদার্থবিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের ফলে সত্যিই কি বস্তুবাদমাত্রর সারমর্ম পরিত্যাগ করে ভাববাদের কুক্ষিতেই পুনঃপ্রবেশের আয়োজন হয়েছে? কিংবা, বিজ্ঞান কি সত্যিই বস্তুবিলোপের সূচনা করেছে? উত্তরে লেনিন দেখান, বস্তুবিলোপ তো দূরের কথা, সাম্প্রতিক পদার্থবিজ্ঞানের বিপ্লব বস্তুরই আরো গভীর—আরো প্রগাঢ়—জ্ঞানে উপনীত হবার পথ নির্দেশ করেছে। বস্তুপরিচয়ের অগ্রগতিকে বস্তুবিলোপ বলার কোন কারণ নেই।

দ্বিতীয়ত, লেনিন প্রশ্ন তুলেছেন, "পদার্থবিজ্ঞানের সংকট"-এর প্রকৃত তাৎপর্য কী? কিংবা, "সংকট"টা আসলে কোথায়? লেনিনের উত্তর হলো, "সংকট"টা আসলে পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়; পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্য বিচারের ক্ষেত্রে। পদার্থবিজ্ঞানে সাম্প্রতিক বিপ্লবের ফলে নিঃসন্দেহেই প্রমাণ হয়েছে যে সাবেকী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে বস্তু পরিচয়ের নতুন পরিস্থিতি বোঝা একান্তই অসম্ভব হয়েছে। হেগেলের পরিভাষা গ্রহণ করে মার্কস-এঙ্গেলস ওই সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গিকে মেটাফিজিকাল বা অধিবিদ্যামূলক আখ্যা দিয়েছেন—অর্থাৎ আধুনিক পজিটিভিস্টরা কাণ্টকে অনুসরণ করে যে-অর্থে তত্ত্বমাত্রকেই মেটাফিজিকাল আখ্যা দিতে চান সেই অর্থে নয়, হেগেল যে-অর্থে মূলত সনাতনবাদকে মেটাফিজিকাল আখ্যা দেন সেই অর্থেই মার্কস-এঙ্গেলসও মেটাফিজিকাল শব্দ ব্যবহার করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিই এঙ্গেলস[৩৪] দেখিয়েছিলেন, প্রকৃতি-বিজ্ঞানে প্রগতির ফলে এই মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গিটি একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে; অতএব তা বর্জন করে ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না-করে আর উপায় নেই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লেনিন দেখালেন, পদার্থবিজ্ঞানে বিপ্লবের ফলে এঙ্গেলসের এই মন্তব্যই আরো অবধারিত হয়েছে। অথচ বিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্য বিচারের ক্ষেত্রে ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত কোন জ্ঞান না-থাকার ফলে অনেকেই মামুলী মেটা-

ফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নতুন পরিস্থিতির বিচার করতে চান। ফলে তাঁরা দিশেহারা হয়ে "পদার্থবিজ্ঞানে সংকটের" কথা বলেন। শুধু তাই নয়, মার্কসীয় ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে বস্তুবিলোপের প্রসঙ্গও অবান্তর হয়ে যায়। লেনিন যেমন বলেছেন,

"পদার্থবিজ্ঞানীরা ডায়লেকটিকস জানতেন না বলেই পদার্থবিজ্ঞান ভাববাদের দিকে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তাঁরা মেটাফিজিকাল বস্তুবাদ ও তার একপেশে যান্ত্রিকতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে চানের জলের সঙ্গে শিশুকেও ফেলে দিতে চান। মৌল পদার্থের এবং বস্তুর গুণ সংক্রান্ত সাবেকি দর্শনের সনাতনত্ব অস্বীকার করতে গিয়ে তাঁরা বস্তুমাত্রই—ভূতপদার্থের জগতের বাহ্য সত্তাই—অস্বীকার করে বসেন। [ইতিপূর্বে স্বীকৃত] কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক [প্রাকৃতিক] নিয়মের সনাতনত্ব বর্জন করতে গিয়ে তাঁরা প্রকৃতির সমস্ত বাহ্য নিয়মই অস্বীকার করে বসেন।··· আমাদের সমস্ত জ্ঞানই যাথার্থ্য-অভিলাষী ও আপেক্ষিক—এই কথাটির উপর জোর দিতে গিয়ে তাঁরা মন-নিরপেক্ষ বস্তুর সত্তাই অস্বীকার করে বসেন, [ভুলে যান যে] আমাদের মনে এই বস্তুই ক্রমশ-যথাযথ এবং আপেক্ষিক অর্থে সত্যিই প্রতিবিম্বিত হয়।"[39]

উপরের উক্তিতে একটি কথা অবশ্যই সুস্পষ্ট। ডায়লেকটিকস বলতে এখানে লেনিন মার্কসবাদ-সম্মত অর্থে—বস্তুবাদী অর্থেই—ডায়লেকটিকস-এর কথা বলছেন ; হেগেল-দর্শনে ভাববাদের বহিরঙ্গ-বিড়ম্বিত ডায়লেকটিকস-এর কথা নয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই এঙ্গেলস যেমন বলেছিলেন, "প্রকৃতিবিজ্ঞানের পক্ষে রহস্যবাদ-বর্জিত ডায়লেকটিকস অপরিহার্য প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে।"[40] এঙ্গেলস-পরবর্তী যুগে পদার্থবিজ্ঞানের আরো যুগান্তকারী বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে লেনিন এঙ্গেলস-নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়েই পদার্থবিজ্ঞানের তথাকথিত সংকট বিশ্লেষণ করেছেন।

৫। দর্শন ও বিজ্ঞান ঃ এঙ্গেলস

এঙ্গেলস-এর মৃত্যুর পর তাঁর "ডায়লেকটিকস অব নেচার" গ্রন্থের অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি তদানীন্তন জার্মান সোশ্যাল ডেমক্রাটিক পার্টির বার্ণস্টেইন-

এর[41] হাতে পড়ে। সুবিধাবাদের সমর্থক এই নেতাটির পক্ষে ওই পাণ্ডুলিপির বৈপ্লবিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গমের সুযোগ ছিল না। তাই দীর্ঘদিন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপিটি অজ্ঞাত থাকে। ১৯২৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করেন এবং এটি জার্মান ও রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়। লেনিনের পক্ষে এঙ্গেলসের "ডায়লেকটিকস অব নেচার" পড়বার সুযোগ হয় নি। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপির অনেক তথ্য ও মন্তব্যই এঙ্গেলসের "অ্যান্টি ডুরিং" ও "লুদভিগ ফয়েরবাখ" গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত তারই উপর নির্ভর করে লেনিন প্রকৃতিবিজ্ঞানের দার্শনিক তাৎপর্য বিচারে অগ্রসর হন। কিন্তু লেনিনের এই বিচারের সঙ্গে এঙ্গেলসের "ডায়লেকটিকস অব নেচার"-এর সাদৃশ্য ও সঙ্গতি একালের বিজ্ঞানী সাকাতার[42] কাছে আশ্চর্য বলেই প্রতীত হয়েছে। বিজ্ঞান ও দর্শন প্রসঙ্গে বর্তমান আলোচনায় আমরা এঙ্গেলসের তিনটি গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে লেনিনের মন্তব্য বোঝবার প্রয়াস করব।

বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্পর্ক সংক্রান্ত এঙ্গেলসের একটি মন্তব্য থেকে শুরু করা যাক। এঙ্গেলস বলছেন,

"প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা মনে করতে পারেন যে দর্শনকে উপেক্ষা করে বা দর্শনের নিন্দা করে তাঁরা তার প্রভাব থেকে মুক্ত হন। কিন্তু চিন্তা ছাড়া তাঁরা এগুতে পারেন না এবং চিন্তার জন্যে চিন্তা-মীমাংসার প্রয়োজনও তাঁরা অনুভব করতে বাধ্য। কিন্তু তাঁরা চিন্তার এই উপাদানগুলি তথাকথিত শিক্ষিত লোকদের কাছ থেকে নির্বিচারে গ্রহণ করে থাকেন ; [এই জাতীয় উপাদান] পুরানো কালের বাতিল হয়ে যাওয়া দর্শনের ধ্বংসাবশেষ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে যেটুকু দর্শনের ছিটেফোঁটা পড়ানো হয়··· তারই প্রভাবাধীন, কিংবা হয়তো তা এলোমেলোভাবে নানা দার্শনিক গ্রন্থ পাঠের পরিচায়ক। অতএব তাঁরাও দর্শনের বন্ধন থেকে কম মুক্ত নন, যদিও দুর্ভাগ্যবশত এই দর্শন বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত বাজে ধরনের দর্শন। এবং যাঁরা দর্শনের সবচেয়ে বেশি নিন্দা করেন তাঁরাই সবচেয়ে বাজে ধরনের দর্শনের সবচেয়ে বাজে ধরনের ধ্বংসাবশেষেরই দাসত্ব করে থাকেন।

প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা যে-কোন মনোভাবই গ্রহণ করুন না কেন, তাঁদের উপর দর্শনের প্রভাব বর্তমান। আসল প্রশ্নটা এই যে তাঁরা কি ফ্যাসান-সম্মত বাজে দর্শন মেনে নেবেন, নাকি চিন্তা-ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল এবং চিন্তা-ইতিহাস সমৃদ্ধ দর্শন গ্রহণ করবেন ?"[43]

তাহলে উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানকর্মীর উপরও নিকৃষ্ট দার্শনিক মতের প্রভাব থাকা সম্ভব, এবং এই কারণেই প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কারুর উল্লেখযোগ্য অবদান থাকলেও দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত হতে পারে। "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" গ্রন্থে লেনিন এজাতীয় নানা বিজ্ঞানীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্য বিচারের ক্ষেত্রে একালের একটি প্রসিদ্ধ নাম আঁরি পোঁয়াকারে।[44] বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অজ্ঞেয়বাদ ও ভাববাদের সমর্থক। লেনিন বলছেন, "বিজ্ঞানী হিসাবে উৎকৃষ্ট হলেও আঁরি পোঁয়াকারে দার্শনিক হিসাবে নেহাতই নিকৃষ্ট।"[45] আর একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হলেন অস্টওয়াল্ড[46] ; বস্তু বিলোপের উদ্দেশ্যে স্বয়ং মাখ তাঁর সাহচর্যের উপর বিশেষ নির্ভরশীল। তাঁর সম্বন্ধে লেনিন বলছেন, "রসায়ন-বিজ্ঞানী হিসাবে ইনি অবশ্যই মহান, কিন্তু দার্শনিক হিসাবে এক তালগোল পাকানো চিন্তাশীল।"[47] পদার্থবিজ্ঞান এবং শারীরবৃত্তের ক্ষেত্রে একালের জনৈক প্রখ্যাত বিজ্ঞানকর্মী হলেন হেল্‌ম্‌হোল্‌টস।[48] লেনিন বলছেন, "প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী হলেও হেল্‌ম্‌হোল্‌টস অন্যান্য বেশির ভাগ প্রকৃতিবিজ্ঞানীর মতোই দর্শনের ক্ষেত্রে অসংলগ্নতার পরিচয় দেন।"[49]

কিন্তু এই জাতীয় অসংলগ্নতার কারণ কী? লেনিনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটির উত্তর কঠিন নয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানে সহজাতভাবেই বাস্তব বহির্জগতের—অতএব বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের—স্বীকৃতি বলেই নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকর্মীমাত্রই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে বাধ্য; কিন্তু স্বীয় গবেষণার তত্ত্বগত তাৎপর্য নির্ণয় প্রসঙ্গে তাঁরা প্রায়ই—সচেতন বা অচেতন যে-ভাবেই হোক-না-কেন—বিবিধ প্রচলিত বা পেশাদার বুর্জোয়া দার্শনিক সমাজে ফ্যাসান-সম্মত এমন দার্শনিক মতের প্রভাবে পড়েন যার সঙ্গে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ঐকান্তিক বিরোধ বর্তমান। এই বিষয় সাকাতা আরো পরবর্তীকালের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন :

"কিন্তু আমার বন্ধু এম. তাকেতানি[50] প্রায়ই যে-উপদেশ দেন : সুনির্দিষ্ট অর্থে পদার্থবিজ্ঞান এবং তারই [দার্শনিক] তাৎপর্য হিসাবে পদার্থবিজ্ঞানীদের মন্তব্য, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের ব্যবহারের সঙ্গে তাঁদের বক্তব্যের

অসংগতি দেখা যায়। 'বস্তুর গঠন' নামের গ্রন্থে কির্কূচ[51] বলেন, মানব-অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ বাস্তব বহির্জগতের স্বীকৃতি বা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি শুধু সাধারণ মানুষের অমার্জিত সহজবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ; কিন্তু কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা জাতীয় অতি-অগ্রসর বিজ্ঞানের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই. গ্রন্থেই তিনি ওই অমার্জিত বাহ্যবস্তুবাদে প্রত্যাবর্তন করেই 'ইলেকট্রনের ডিফ্রাক্‌সন',[52] 'নিউট্রনের স্ক্যাটারিং'[53] প্রভৃতির ব্যাখ্যা দেন, এবং এই সব বিষয়েই তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার গৌরব অর্জন করেছেন। এই থেকে প্রমাণ হয় যে তিনি নিজের গবেষণাগারে অমার্জিত বাহ্যবস্তুবাদের উপরই নির্ভরশীল।"[54]

৬। মাখ, প্লাংক ও আইনস্টাইন

উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানকর্মীর উপর নিকৃষ্ট দার্শনিক মতের প্রভাব সংক্রান্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা গেলো। কিন্তু উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানকর্মীর পক্ষে নিকৃষ্ট দর্শনের প্রভাবমুক্তির দৃষ্টান্তও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই প্রসঙ্গে আমরা একালের দুজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর কথা আলোচনা করবো। একজন হলেন আধুনিক কোয়াণ্টাম-তত্ত্বের প্রবর্তক ম্যাক্‌স প্লাংক (১৮৫৮-১৯৪৭), আর একজন হলেন আপেক্ষিকতাবাদের প্রবর্তক আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫)। লেনিনের "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" আলোচনার ক্ষেত্রে উভয়ের দৃষ্টান্তই বিশেষ প্রাসঙ্গিক। এই গ্রন্থে যে-দার্শনিক মতের বিরুদ্ধে লেনিনের প্রধান সংগ্রাম তা হলো মাখ-এর পজিটিভিজম। প্লাংক ও আইনস্টাইন উভয়েই প্রথম জীবনে মাখ-এর পজিটিভিজম দ্বারা গভীরভাবেই প্রভাবিত। কিন্তু কালক্রমে উভয়েই অনুভব করেন, এই প্রচ্ছন্ন ভাববাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের ঐকান্তিক অসংগতি বর্তমান। অতএব উভয়েই পরবর্তী জীবনে মাখ-এর পজিটিভিজম খণ্ডন করে বাহ্যবস্তুবাদ সম্মত জ্ঞানতত্ত্বে প্রত্যাবর্তন করেন। এই দিক থেকে উভয়েরই দার্শনিক প্রত্যয়ের বিকাশ বিজ্ঞান ও দর্শন প্রসঙ্গে লেনিনের একটি প্রধান প্রতিপাদ্যের আলোচনায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এখানে একটি কথা প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার। কোয়াণ্টাম-তত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতাবাদের দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক বিতর্ক উঠেছে। এখানে সেই বিতর্কের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা সম্ভব নয়। দার্শনিক লেনিনকে বোঝবার জন্যে যেটুকু প্রাসঙ্গিক ও পর্যাপ্ত, বর্তমান আলোচনা শুধুমাত্র তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

সাম্প্রতিক ইয়োরোপের দার্শনিক আবহাওয়ায় পজিটিভিজমের প্রবল প্রভাবের ফলে অন্যান্য বহু বিজ্ঞানকর্মীর মতোই প্লাংক এবং আইনস্টাইন প্রথম জীবনে মাখ-দর্শনের আনুগত্য স্বীকার করেন। দুজনের মধ্যে অবশ্য প্লাংক প্রথম অনুভব করেন যে মাখ-এর দাবি অনুসারে সংবেদনমাত্রকেই বিশ্ব-সংসারের উপাদান বলে স্বীকার করলে প্রকৃতিবিজ্ঞানের ভিত্তিই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। অতএব তিনি মাখ-দর্শনের খণ্ডনে আত্মনিয়োগ করেন। প্রসংগত, সন তারিখের হিসেবে মাখ-দর্শনের বিরুদ্ধে প্লাংক-এর এই অভিযানের শুরু মোটের উপর লেনিনের "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" রচনার সমসাময়িক। কিন্তু আইনস্টাইন তখনো মাখ-দর্শনের প্রভাবে এমনই আচ্ছন্ন যে মাখ-এর বিরুদ্ধে প্লাংক-এর অমন তীব্র আপত্তির কারণটাই তাঁর বোধগম্য নয়। কিন্তু প্রায় বছর দশেক পরে স্বয়ং আইনস্টাইন অনুভব করেন, প্রকৃতিবিজ্ঞানের সংরক্ষণে মাখ-দর্শনের খণ্ডন অনিবার্য।

আইনস্টাইনের পরবর্তীকালের কয়েকটি মন্তব্য থেকে আলোচনা শুরু করা যাক। একটু আগেই দেখেছি, অস্টওয়ালড, হেল্‌ম্‌হোল্‌টস প্রভৃতি প্রসংগে লেনিন মন্তব্য করছেন এঁরা বিজ্ঞানকর্মী হিসাবে উৎকৃষ্ট হলেও দার্শনিক মতের দিক থেকে নেহাতই অপকৃষ্ট। ১৯২২ সালে আইনস্টাইন প্রায় একই ভাষায় বলেন, যন্ত্রকুশলী হিসাবে খুব ভালো হলেও দার্শনিক হিসাবে মাখ নেহাতই শোচনীয়।[55]

আইনস্টাইনের এই জাতীয় আরো কয়েকটি পরবর্তীকালের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক। তিনি বলছেন :

"প্রয়োগমূলক পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাখ বিজ্ঞানী হিসেবে ভালো হলেও দার্শনিক হিসেবে তিনি ছিলেন নেহাতই অবজ্ঞেয়।"[56]

মাখ এবং পজিটিভিজম সংক্রান্ত আইনস্টাইনের আরো কয়েকটি মন্তব্য প্রামাণিক ইংরেজী তর্জমাতেই উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"Mach's system studies the existing relations between data of experience; for Mach, science is the totality of these relations. That point of view is wrong, and in fact, what Mach has done is to make a catalogue, not a system."[57]

"According to my belief, the greatest achievement of Newton's mechanics lies in the fact that its consistent application has led beyond this phenomenological representation (of John St. Mill and E. Mach)."[58]

"In general your [Moritz Schlick's] presentation fails to correspond to my conceptual style in so far as I find your whole orientation so to speak too positivistic...I tell you straight out : Physics is the attempt at the conceptual construction of a model of the **real world** and of its lawful structure. You will be astonished about the 'metaphysicist' Einstein. But every four- and two-legged animal is **de facto** in this sense metaphysicist."[59]

১৯২৬ সালে রচিত একটি নিবন্ধে আইনস্টাইন বলছেন :

"Philosophers and scientists have often criticised Mach, and correctly so, because he erazed the logical independence of the concepts vis a vis the 'sensations' [and] because he wanted to disssolve the Reality of Being, without whose postulation no physics is possible, in the reality of Experience."[60]

প্রকৃতিবিজ্ঞানের সমর্থনে মাখ-দর্শনের বিরুদ্ধে আইনস্টাইনের আসল আপত্তিটির আরো স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৩১ সালে রচিত তাঁর একটি নিবন্ধ থেকে। এই নিবন্ধে আইনস্টাইন সহজ ও সরল ভাষায় বলছেন :

"The belief in an external world independent of the perceiving subject is the basis of all natural science."[61]

দার্শনিক মাখ প্রসঙ্গে আইনস্টাইনের চূড়ান্ত মন্তব্য হিসাবে জানুয়ারি ৮, ১৯৪৮ তারিখে বন্ধু বেসো[62]-কে লেখা একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করা যায়। আইনস্টাইন লিখছেন :

"He [Mach] even went so far that he regarded 'sensations' not only as the material which has to be investigated, but, as it were, as the building blocks of the real world; thereby he believed, he could overcome the difference between psychology and physics. If he had drawn the full consequences, he would have had to reject not only atomism but also the idea of physical reality."[63]

অন্তত সারমর্মের দিক থেকে উপরোক্ত মন্তব্যের মধ্যে বিশেষত শেষ দুটি আইনস্টাইনের লেখার বদলে লেনিনের "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" থেকেও উদ্ধৃত হতে পারতো। বাস্তব বহির্জগতের অস্তিত্ব স্বীকার না-করলে প্রকৃতিবিজ্ঞানের ভিত্তিই অসম্ভব হয়ে পড়ে, অথচ দার্শনিক মাখ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপাদান হিসাবে মানসিক সংবেদনমাত্রই স্বীকার করেন। ১৯০৮ সালেই লেনিন মাখ-দর্শনের বিরুদ্ধে মূলত এই অভিযোগই করেছিলেন। সেই সময়ে কিন্তু স্বয়ং আইনস্টাইনের উপর মাখ-দর্শনেরই গভীর প্রভাব। মাখ-এর প্রচ্ছন্ন ভাববাদের প্রকৃত বিজ্ঞান-বিরোধিতার উপলব্ধির জন্যে আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানীর পক্ষেও আরো অনেক বছর সময় লাগে। এই বিষয়ে কিছু তথ্য দেখা যাক।

হলটন[64] বলছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনায় মাখ ও আইনস্টাইনের সম্পর্কের বিচার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এই সম্পর্কের কথা প্রধানত চার-অধ্যায়ে বিভক্ত : ১। আইনস্টাইনের প্রথম জীবনে মাখ-দর্শনেব প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় গ্রহণ, ২। আইনস্টাইন ও মাখ-এর মধ্যে পত্র বিনিময় ও সাক্ষাৎকার, ৩। ১৯২১ সালে আকস্মিকভাবে প্রকাশিত হলো আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণের জন্যে মাখ কী ভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এবং ৪। মাখ-এর প্রায় সমস্ত সিদ্ধান্ত বর্জন করে আইনস্টাইনের পক্ষে নতুন জ্ঞানতত্ত্বে উপনীত হওয়ার আয়োজন।

সমসাময়িক নানা বিজ্ঞানকর্মীর মতো আইনস্টাইনের বিজ্ঞানী-জীবনের শুরুতে তাঁর উপর মাখ-দর্শনের গভীর প্রভাব দেখা যায়। আইনস্টাইন

লিখছেন, "ছাত্রাবস্থাতেই—১৮৯৭ সাল নাগাদ—বন্ধু বেসো মাখ-রচিত 'বলবিজ্ঞানের ইতিহাস' নামের গ্রন্থটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গ্রন্থটি আমার উপর গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে।"[65]

এই দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের নিদর্শন হিসাবে আগস্ট ৯, ১৯০৯ তারিখে মাখ-কে লেখা আইনস্টাইনের একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করা যায়। আইনস্টাইন লিখছেন, "আপনার প্রধান রচনাবলীর সঙ্গে আমি অবশ্যই সুপরিচিত ; তার মধ্যে বলবিদ্যা প্রসঙ্গে গ্রন্থটিরই আমি সবচেয়ে বেশি ভক্ত। তরুণ পদার্থবিজ্ঞানীদের উপর আপনার জ্ঞানতত্ত্ব-বিষয়ক ধ্যানধারণার এমনই গভীর প্রভাব যে আজ যাঁরা আপনার বিরুদ্ধবাদী—যেমন প্লাংক—তাঁদেরও কয়েক দশক আগেকার প্রতিনিধিস্থানীয় পদার্থবিজ্ঞানীরা অবশ্যই মাখ-পন্থী বলেই বিবেচনা করতেন।"[66]

প্লাংক সম্বন্ধে উল্লেখটির তাৎপর্য দেখা যাক। স্বয়ং প্লাংক তাঁর বিজ্ঞানী-জীবনের প্রথম দিকে মাখ-দর্শনের দ্বারাই সম্পূর্ণ প্রভাবিত ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, ১৮৮৫-১৮৮৯ পর্যন্ত "আমি মাখ-দর্শনের দৃঢ় সমর্থক ছিলাম।"[67] কিন্তু তিনি ক্রমশই অনুভব করেন, এই বস্তুবিলোপকারী ভাববাদী দর্শনটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। "আর্নস্ট মাখ-এর প্রভাবে আমি সে-সময় পরমাণুবাদ বর্জনের প্রস্তাব করি, এবং আজ অত্যন্ত গভীর দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি যে এই কারণে আমি ল্যুদভিগ বোল্টসমান-এর বিরুদ্ধে শত্রুতা করেছি।"[68] ডিসেম্বর ৯, ১৯০৮ তারিখে প্লাংক-এর প্রখ্যাত "লাইডেন বক্তৃতায়"[69] তিনি প্রকাশ্যে মাখ-দর্শন বিধ্বংসনের উৎসাহ প্রকাশ করেন, ঘোষণা করেন মানসিক সংবেদন অতিরিক্ত পরমাণু এবং সাধারণভাবে বাস্তব বহির্জগৎ অস্বীকার করলে প্রকৃতিবিজ্ঞানই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনকি মাখ-দর্শন যে সম্পূর্ণ বন্ধ্যা তারই প্রমাণ হিসাবে প্লাংক বলেন, মাখ-এর কোনো প্রকৃত অনুগামীই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখ-যোগ্য অবদানের অধিকারী নন।[70]

কিন্তু তখনো মাখ-দর্শনের এমনই প্রভাব যে স্বয়ং আইনস্টাইনও তা থেকে মুক্ত নন। ১৯১১-১২ সালের একটি চিঠিতে আইনস্টাইন মাখ-কে লিখছেন, "আপনার প্রয়াসের তাৎপর্য প্লাংক কেন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন

না, আমি তা ঠিক বুঝতে পারি না।"[71] এমন কি ১৯১৩ সালে মাখ-কে লেখা আর একটি চিঠিতে আইনস্টাইন মাখ-দর্শনের বিরুদ্ধে "প্লাংক-এর অন্যায় সমালোচনার" উল্লেখ করেছেন।[72]

কিন্তু আরো কয়েক বছর পরে আইনস্টাইন নিজেই মাখ-দর্শনের ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করেছেন। বস্তুবিলোপ করে সংবেদনমাত্রকেই বিশ্বজগতের একমাত্র উপাদান বলে কল্পনা করলে প্রকৃতিবিজ্ঞানের ভিত্তিই ধ্বংস হয়। এই বিষয়ে আইনস্টাইনের পরবর্তী জীবনের কয়েকটি উক্তি আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি।

৭। বস্তুবাদ, ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ ও প্রকৃতিবিজ্ঞান

"বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদে" লেনিনেরও প্রধান প্রতিপক্ষ দার্শনিক মাখ। এবং মাখ-দর্শনের বিরুদ্ধে তাঁর মূল আপত্তিও এই যে বস্তুবিলোপ করে—সংবেদনমাত্রকেই একমাত্র সত্য বলে ঘোষণা করে—এই দর্শন প্রকৃতিবিজ্ঞানের ভিত্তিটিই ধূলিসাৎ করতে চায়। অতএব মাখ-দর্শনের প্রভাব থেকে শুরু করেও একালের দুজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী মূলত একই কারণে শেষ পর্যন্ত মাখ-দর্শন প্রত্যাখ্যানের যে-প্রয়োজন অনুভব করেছেন, তার নিদর্শন লেনিনের "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" বোঝবার পক্ষে বিশেষ প্রাসঙ্গিক। কিন্তু প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত বিচারে লেনিনের মূল বক্তব্য বোঝবার পক্ষে শুধু এইটুকু কথাই পর্যাপ্ত নয়। লেনিন অবশ্যই দাবি করেন, প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ বহির্জগতের অস্তিত্ব স্বীকার বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের প্রথম কথা। এই স্বীকৃতি বাদ দিলে বস্তুবাদমাত্রই—বা বস্তুবাদী দর্শনের ন্যূনতম প্রতিপাদ্যই—পরিত্যক্ত হয়। অতএব লেনিনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্লাংক ও আইনস্টাইনের মতো দিক্‌পাল বিজ্ঞানীর পক্ষে মাখ-দর্শনের প্রভাবমুক্তি এবং ফলত বস্তুবাদী দর্শনের ন্যূনতম দাবিটুকুর স্বীকৃতি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে স্বীকৃত হলেও সার্মাগ্রকভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে আরো গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা প্রয়োজন। সংক্ষেপে, প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্য বিচারে বস্তুবাদমাত্র—বা বস্তুবাদের ন্যূনতম দাবিটুকুই—পর্যাপ্ত নয়; আরো প্রয়োজন হলো বস্তুবাদ-সম্মত ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি। সংক্ষেপে: শুধু বস্তুবাদ নয়, ডায়লেকটিকাল

বস্তুবাদ। কেননা প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রগতির ফলে সাবেকী বস্তুবাদ—মার্কসীয় পরিভাষায় যাকে বলা হয় মেটাফিজিকাল বস্তুবাদ—ক্রমশই অবান্তর বলে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং ক্রমশই অনিবার্য হয়েছে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ। লেনিনের সময়ে "পদার্থবিজ্ঞানে সংকট" নিয়ে এমন কি বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যেও যে-বিভ্রান্তি তা থেকে বেরিয়ে আসার প্রকৃত পথের নির্দেশ বস্তুবাদ-সম্মত ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই পাওয়া সম্ভব। বিজ্ঞান ও দর্শন প্রসঙ্গে এই হলো লেনিনের চরম বক্তব্য। বক্তব্যটি সংক্ষেপে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

প্রথমত মনে রাখতে হবে, এঙ্গেলসের মূল নির্দেশ অনুসরণ করেই লেনিন এই মন্তব্যে উপনীত হতে চেয়েছেন। অতএব দর্শন ও বিজ্ঞানের ইতিহাস প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের মূল আলোচনা থেকে শুরু করাই বাঞ্ছনীয় হবে। "অ্যান্টি-ড্যুরিং" গ্রন্থে এঙ্গেলস[73] বিষয়টির অত্যন্ত প্রাঞ্জল আলোচনা করেছেন ; এখানে তার সংক্ষিপ্তসার উদ্ধৃত করবো।

এঙ্গেলস দেখাচ্ছেন প্রাচীনকালে গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে যেন সহজাত-ভাবেই ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকৃত হয়েছিলো। কিন্তু কালক্রমে—পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে—প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিবিধ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান লাভের তাগিদে ওই ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। আরো পরবর্তী কালে—বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে—বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের গভীরতার ফলেই এই মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে, যদিও, বলাই বাহুল্য, ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির এই নবরূপটি প্রাচীনকালের ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ। ডায়লেকটিকাল পরিভাষায় পুরো ঘটনাটিকে "অভাবের অভাব" বা "দি নেগেসন অব দি নেগেসন"[74] বলা যায় : আধুনিক বিজ্ঞানের আদিপর্বে আদিম ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির "অভাব" বা নেগেসন হিসাবে মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিষ্ঠা, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের উত্তরপর্বে আবার ওই মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গির "অভাব" সূচনা করে অনেক উন্নত পর্যায়ে ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গিরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এঙ্গেলসের এই বিচার আরো একটু খুঁটিয়ে বোঝা দরকার, বোঝা দরকার এককালের প্রকৃতিবিজ্ঞানের চাহিদা হিসাবে ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির বর্জন প্রয়োজন হলেও অতি-আধুনিক কালের

প্রকৃতিবিজ্ঞানের চাহিদা হিসাবেই ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি কেন অপরিহার্য হয়েছে।

এঙ্গেলস বলছেন, বিশ্বপ্রকৃতি বা মানব-ইতিহাস বা আমাদের ধ্যানধারণা প্রসঙ্গে চিন্তা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের চোখের সামনে যে-ছবিটি ফুটে ওঠে তা হলো পারস্পরিক সম্পর্কের অনন্ত জটিলতা বিশিষ্ট এক সামগ্রিকতার ছবি। সেখানে কোনোকিছুই স্থির নয়, নিশ্চল নয়, অবিচল নয়। সব-কিছুই অনিত্য বা নিয়ত-পরিবর্তনশীল, জন্ম-মৃত্যুর নিয়মে পরিচালিত। আদিম ও অমার্জিত রূপে হলেও সুপ্রাচীন গ্রীক দর্শনে এই ছবিটিই যেন সহজাত সত্য হিসাবে স্বীকৃত। দার্শনিক হেরাক্লাইটাস[75] সর্বপ্রথম এই চিত্রের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসাবে বলেন: সর্বকিছুই একাধারে সৎ ও অসৎ, কেননা সর্বকিছুই প্রবহমাণ, নিয়ত-পরিবর্তনশীল, উৎপত্তি ও বিনাশের বশবর্তী। কিন্তু জাগতিক ঘটনার সামগ্রিক চিত্র হিসাবে যথার্থ হলেও প্রাচীন গ্রীক দর্শনের এই সহজাত ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওই সামগ্রিকতার প্রতিটি অবয়বের বা অংশের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, এবং সেই ব্যাখ্যা না-পাওয়া পর্যন্ত সামগ্রিক চিত্র হিসাবেও তা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অবয়ব বা অংশগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ অবগতির জন্যেই এগুলিকে প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক অখণ্ডতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রতিটি অংশের স্বরূপ, কারণ এবং ফলাফলের স্বতন্ত্র বিচার প্রয়োজন। পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে—আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের যখন শুরু তখন থেকে—প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং ঐতিহাসিক বিচারের প্রধান লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক ঘটনা প্রভৃতির অবয়বের বা অংশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার। তারই ফলে প্রতিটি স্বতন্ত্র বিষয়েব জ্ঞান বেড়ে চললো এবং প্রায় চারশো বছরের গবেষণায় এই জ্ঞানরাশি বিশাল ও বিপুল হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু পুঙ্খানু-পুঙ্খ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদান সত্ত্বেও, যে-পদ্ধতি গ্রহণ করে এই গবেষণা অগ্রসর হয়েছে তার ফলে প্রাকৃতিক ঘটনালীর সামগ্রিকতা ও নিয়ত-পরিবর্তন উপেক্ষা করে প্রতিটি ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ও অবিচল ভাবে বোঝবার প্রয়াস অনিবার্য। তারই পরিণাম, মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গি। বৈজ্ঞানিক গবে-ষণার তুলনায়-প্রাথমিক পর্যায়ে এই দৃষ্টিভঙ্গির উপযোগিতা ও এমনকি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকলেও, প্রকৃতিবিজ্ঞানে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে ওঠার ফলেই মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গিটি ক্রমশই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেতে লাগলো, এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ওই দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধির পক্ষেই বাধা হয়ে দাঁড়ালো। *প্রকৃতির সামগ্রিকতা ও নিয়ত পরিবর্তনের স্বীকৃতি* অনিবার্য হবার ফলে

ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর রইলো না। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির কথা প্রায়ই অবিদিত ; ফলে আধুনিক কালে গবেষণালব্ধ তথ্যের সঙ্গে সাবেকী মেটাফিজিকাল চিন্তাপদ্ধতির অসামঞ্জস্য জনিত তত্ত্ববিভ্রমের যেন অবধি নেই। এঙ্গেলস যেমন বলছেন,

"But the natural scientists who have learnt to think dialectically are few and far between, and hence the conflict between the discoveries made and the old traditional mode of thought is the explanation of the boundless confusion which now reigns in theoretical science and reduces both teachers and students, writers and readers, to despair."[76]

লেনিনের "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" রচনার সময় পরিস্থিতিটা আরো জটিল হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানে সাম্প্রতিক বিপ্লবের ফলে বস্তুবাদ-সম্মত ডায়লেকটিকাল পদ্ধতি প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্যের ব্যাখ্যায় আরো অপরিহার্য হলেও প্রচ্ছন্ন ভাববাদীরা পদার্থবিজ্ঞানের নজির দেখিয়েই বস্তুবিলোপ প্রমাণ করে ভাববাদ ও বিশ্বাসবাদে প্রত্যাবর্তনের পথ প্রস্তুত করতে চান। এই পরিস্থিতিতে প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্যের বিচারে "বস্তু" এবং "বস্তুবাদ" সংক্রান্ত নানা আলোচনা অপরিহার্য হয়েছে।

৮। বস্তুবাদ ও বস্তু সংক্রান্ত জ্ঞান

পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের নজির দেখিয়েই নব্য ভাববাদীরা বস্তুবিলোপের প্রস্তাব করেন। এজাতীয় প্রস্তাবের বিচারে লেনিন বলছেন. "বস্তু" বলতে ঠিক কী বোঝায় সর্বপ্রথম সে-বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন। অতএব প্রশ্ন হলো : বিশেষত জ্ঞানতত্ত্বের—এবং সাধারণভাবে দর্শনের—আলোচনায় "বস্তু" মানে কী? উত্তরে লেনিন বলছেন, আমাদের [যথার্থ] সংবেদনে যে-বাহ্যবিষয়ের উপলব্ধি "বস্তু" বলতে তা ছাড়া কিছুই বোঝায় না :

"The concept matter expresses nothing more than the objective reality which is given us in sensation."[77]

অতএব লেনিন মন্তব্য করছেন, "মাখ-পন্থীরা যে-ভাবে বস্তুর গঠন সংক্রান্ত কোনো নির্দিষ্ট মতের সঙ্গে জ্ঞানতত্ত্ব-সম্মত বস্তু সংক্রান্ত এই মূল ধারণাটির কথা—জ্ঞানের উৎসর কথা, বাহ্য সত্যের কথা—গুলিয়ে ফেলেন তা সম্পূর্ণ অমার্জনীয়।"[78] এবং ঠিক এই অমার্জনীয় চিন্তা-বিশৃঙ্খলার উপর নির্ভর করেই সম্প্রতিকালের নানা দার্শনিক এবং কিছু বিজ্ঞানকর্মীও পদার্থবিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার থেকেই বস্তুবিলোপের প্রস্তাব করে থাকেন। "বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ" থেকেই এই জাতীয় কিছু যুক্তির নমুনা দেখা যাক।

জেমস ওয়ার্ড[79] দাবি করেন, "বিশ্বপ্রকৃতি সংক্রান্ত বস্তুবাদী মত চিরকালই আয়তনযুক্ত, কঠিন ও অবিভাজ্য পরমাণু স্বীকৃতির উপর একান্তই নির্ভরশীল। কিন্তু এই মতের দুর্ভাগ্য হলো জ্ঞান প্রসারের দাবির ফলেই ওই কঠিন ও আয়তনযুক্ত পরমাণু আর স্বীকারযোগ্য হতে পারলো না।"[80] অর্থাৎ, সংক্ষেপে, চিরকালই বস্তুবাদীরা দাবি করেছেন যে অবিভাজ্য পরমাণুই প্রকৃতির পরম উপাদান ; কিন্তু সম্প্রতিকালের গবেষণার ফলে দেখা গেলো ওই অবিভাজ্য পরমাণুর কথা আর স্বীকৃত হতে পারে না ; অতএব বস্তুবাদমাত্রই অসারতা প্রমাণ হয়ে গেলো। মূলত একই যুক্তির উপর নির্ভর করে "বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ" নামে গ্রন্থের লেখক[81] ঘোষণা করছেন, "পরমাণুর বস্তুত্ব নিরসিত হয়েছে···বস্তু বিলুপ্ত হয়েছে।"[82] কান্টের প্রখ্যাত অনুগামী হার্মান কোহেন[83] ঘোষণা করেছেন, "ভাববাদী দর্শন প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের বস্তুবাদকে ঝাঁকুনি দিতে শুরু করেছে এবং এই বস্তুবাদকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করতে আর মাত্র কিছুকাল সময় নিতে পারে।" তাঁর মতে পদার্থবিজ্ঞানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভাববাদের অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে। এই বিষয়ে তাঁর প্রধান যুক্তি হলো : "পরমাণুবাদকে হটিয়ে গতিবাদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।" "পদার্থর রাসায়নিক সমস্যা প্রসঙ্গে গবেষণার পরিণামে পরিস্থিতি পরিবর্তনের আশ্চর্য নিদর্শন হলো বস্তু সংক্রান্ত বস্তুবাদী

ধারণার পরাজয়। অড়িৎ-তত্ত্বর প্রভাবে বস্তু সংক্রান্ত ধারণায় সবচেয়ে বড়ো বিপ্লব ঘটতে বাধ্য—বস্তুকে গতিতে রূপান্তরিত করে তা ভাববাদের জয় নিশ্চিত করেছে।"[84]

লেনিন এই জাতীয় তত্ত্ব বিভ্রমের আরো দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে সবগুলির পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তার বদলে এজাতীয় সমস্ত যুক্তির খণ্ডনে লেনিনের প্রধান মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক। লেনিন বলছেন,

" 'বস্তুর বিলোপ হয়েছে'—এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য হল, ইতিপূর্বে যে-সীমারেখার মধ্যে আমরা বস্তুকে জেনেছি সেই সীমারেখাটি বিলুপ্ত হয়েছে এবং আমাদের জ্ঞান আরো অনেক গভীরতা লাভ করছে। তেমনিই বস্তুর যে-সব গুণ ইতিপূর্বে পারমার্থিক, অবিচল এবং প্রধান বলে প্রতীত হয়েছিল সেই গুণগুলিও বিলুপ্ত হচ্ছে এবং বোঝা যাচ্ছে এ জাতীয় গুণ আসলে আপেক্ষিক—বস্তুর কোন নির্দিষ্ট অবস্থারই পরিচায়ক। কিন্তু দার্শনিক বস্তুবাদের সঙ্গে বস্তুর একটিমাত্র গুণেরই সম্পর্ক এবং তা হল আমাদের মনের বাইরে বাহ্য বিষয় হিসাবে তার সত্তা।

"সাধারণভাবে মাখ-বাদের এবং বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানে মাখ-বাদী মতের মূল ভ্রান্তি বলতে এই যে তা দার্শনিক বস্তুবাদের ভিত্তিটির কথাই উপেক্ষা করে এবং মেটা-ফিজিকাল বস্তুবাদের সঙ্গে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের পার্থক্যটি অগ্রাহ্য করে। সনাতন মৌলিক পদার্থে বিশ্বাসটা বস্তুবাদ নয় ; তা মেটাফিজিকাল বা অ-ডায়লেকটিকাল বস্তু-বাদ।··· একমাত্র নির্ভুলভাবে—অর্থাৎ ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে—প্রশ্নটা তুলতে হলে জিজ্ঞাসা করা দরকার : মানুষের মনের বাইরে বাহ্য বিষয় হিসেবে ইলেকট্রন, ঈথর প্রভৃতির কি অস্তিত্ব আছে, না নেই ? বিজ্ঞানীরা বিনা দ্বিধায় এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য এবং তাঁদের স্থির উত্তর অবশ্যই হাঁ-সূচক, ঠিক যেমন তাঁরা দৃঢ়ভাবেই স্বীকার করেন যে মানুষ এবং জৈব পদার্থের উৎপত্তির আগেও প্রকৃতির অস্তিত্ব ছিল। অতএব প্রশ্নটির উত্তর বস্তুবাদের পক্ষেই নির্ণীত হয় ; কেননা আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি, জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে বস্তু বলতে মানব-মন নিরপেক্ষভাবে বিদ্যমান এবং মানব-মনে প্রতিবিম্বিত বাহ্য সত্য ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না।"[85]

তাহলে, দার্শনিক বিচারের দিক থেকে সাম্প্রতিক পদার্থবিজ্ঞানের ঘটনা-বলীর প্রকৃত তাৎপর্য বস্তুবাদ বর্জন নয়, বস্তুবাদেরই পুরাণো ও তুলনায় স্থূল সংস্করণ বর্জন করে অনেক উন্নত সংস্করণের ইঙ্গিত। মার্কসীয় দর্শনের পরিভাষায়, এই তাৎপর্যর স্বরূপ হলো মেটাফিজিকাল বস্তুবাদ

বর্জন করে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের দিকে অগ্রগতি। লেনিন যেমন বলছেন,

"ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের একটি প্রধান কথা বলতে বরাবরই এই যে পরমাণুর ধ্বংস হয় এবং তা অফুরন্ত, বস্তু ও গতির সমস্ত রূপেরই রূপান্তর হয়। প্রকৃতির সমস্ত সীমারেখাই শর্ত-সাপেক্ষ, আপেক্ষিক, পরিবর্তনশীল—বস্তুজ্ঞানের প্রতি আমাদের মনের ক্রমশ-যথার্থ অগ্রগতির পরিচায়ক! কিন্তু তা থেকে প্রমাণ হয় না যে প্রকৃতি বা বস্তু-স্বরূপই প্রতীক বা ব্যবহারিক চিত্রর মতো—অর্থাৎ আমাদের মন থেকেই তা উৎপন্ন। দুশো ফিট লম্বা একশো ফিট চওড়া এবং পঞ্চাশ ফিট উঁচু একটা বাড়ির তুলনায় এই বইতে ব্যবহৃত একটা ফুলস্টপ চিহ্ন বলতে যতটুকু, পরমাণুর তুলনায় একটি ইলেকট্রনও ততটুকুই (লজ[86]), তার গতিবেগ হল প্রতি সেকেন্ডে ২৭০,০০০ ট্রিলিয়ন[87] কিলোমিটার, গতিবেগের উপরই তার ভর নির্ভরশীল, প্রতি সেকেন্ডে তা ৫০০ ট্রিলিয়ন বার কক্ষ পরিক্রমণ করে—সাবেকী বলবিদ্যার তুলনায় এইসব কথা ঢের বেশি জটিল ; কিন্তু এই সবই হল দেশ ও কালে স্থিত গতিশীল বস্তুর কথাই। মানব বুদ্ধি প্রকৃতিতে অনেক আশ্চর্য বিষয় আবিষ্কার করেছে, এবং আরো করবে। এবং তারই ফলে প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব বেড়ে চলবে; কিন্তু তার থেকেই প্রমাণ হয় না যে প্রকৃতিটাই আমাদের মন-গড়া, বা কোন অমূর্ত মনের সৃষ্টি—ওয়ার্ড[88] যেমন ঈশ্বরের কথা এবং বগদানভ যেমন 'সাবস্টিটিউসন'-এর[89] কথা বলেন।"[90]

এই মূল বিচার উপেক্ষা করে সম্প্রতিকালে অনেকেই দাবি করেছেন যে পদার্থবিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার বস্তুবিলোপ করেছে। লেনিন এই জাতীয় বহু দৃষ্টান্ত আলোচনা করেছেন। এখানে তা থেকে মাত্র দু-একটি উদ্ধৃত করবো।

হার্মান কোহেন দাবি করেন, সম্প্রতিকালের তড়িৎ ও তড়িৎপ্রবাহ তত্ত্ব থেকেই প্রমাণ হয়, আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুবাদ পরিহার করে ভাববাদ স্বীকারের পথ উন্মুক্ত করেছে। লেনিন দেখাচ্ছেন, আসল ঘটনাটা হলো প্রকৃতিবিজ্ঞানে বস্তু এবং বস্তুর গতি সংক্রান্ত আমাদের জ্ঞান এক অভূতপূর্ব গভীরতা লাভ করেছে এবং তারই নজির থেকে এঁরা প্রমাণ করতে চাইছেন যে বস্তুই বুঝি উবে গিয়েছে, এবং বাকি থাকছে শুধু মন বা চিন্তা। তাই লেনিন মন্তব্য করছেন,

"Electricity is proclaimed a collaborator of idealism because it has destroyed the old theory of the structure of matter, shattered the atom and discovered new forms of material motion, so unlike the old, so totally uninvestigated and unstudied, so unusual and 'miraculous', that it makes it possible to smuggle in an interpretation of nature as **non-material** (spiritual, mental, psychical) motion. Yesterday's limit to our knowledge of the infinitesimal particles of matter has disappeared, hence—concludes the idealist philosopher—matter has disappeared (but thought remains)."[91]

আবেল রে[92] নামের জনৈক লেখক কার্যত প্রকৃতিবিজ্ঞানের সহজাত বস্তুবাদ স্বীকার করলেও পজিটিভিজম-এর প্রভাবে "বস্তুবাদ" শব্দটি বর্জন করার আগ্রহ দেখান। তাঁর মূল ভ্রান্তি বিশ্লেষণ করে লেনিন দেখাচ্ছেন, আসলে সাবেকী বলবিদ্যায় ছিলো মাঝারি রকম গতির আলোচনা, পক্ষান্তরে বর্তমান পদার্থবিজ্ঞানে যে-গতির আলোচনা তা তুলনায় অবিশ্বাস্য। কিন্তু এই নতুন পরিস্থিতিতে বিহ্বল হওয়া কোনো কাজের কথা নয়, কেননা উভয় ক্ষেত্রেই বস্তু ও গতিরই আলোচনা—দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে আলোচনা যতোই প্রগাঢ় ও জটিল হোক না কেন। ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় থাকলে এই জাতীয় তত্ত্ববিভ্রম পরিহার করা সহজ হতো ; কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শন প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকদের মধ্যে "বস্তুবাদ" নামটির বিরুদ্ধেই একটা সংস্কারগত আপত্তি ছাড়াও এঁরা ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির কথাই জানেন না। অতএব লেনিনের মন্তব্য হলো,

"But however much both Rey and the physicists of whom he speaks abjure materialism, it is nevertheless beyond question that mechanics was a copy of real motions of moderate velocity, while the new physics is a copy of real motions of enormous velocity. The recognition of theory as a copy, as an approximate copy of objective reality, is materialism... But we must not forget that apart from the general prejudices against materialism common to all educated philistines, the most outstanding

theoreticians are handicapped by a complete ignorance of dialectics."[93]

৯। আপেক্ষিক সত্য ও চরম সত্য

বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে তত্ত্ববিভ্রম নিরসনে লেনিনের আর একটি গুরুত্ব-পূর্ণ বিচারের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এঙ্গেলসের বিখ্যাত মন্তব্য থেকে এই বিচারের প্রতি অগ্রসর হওয়া যাক।

এঙ্গেলস মন্তব্য করেছেন, প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে বস্তুবাদের রূপান্তর ঘটতে বাধ্য :

"With each epoch-making discovery even in the sphere of natural science, it [materialism] has to change its form."[94]

ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের দিক থেকে মন্তব্যটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন নয়। বিজ্ঞানের বস্তুপরিচয়ও নিয়ত-পরিবর্তনশীল। যুগের পর যুগ ধরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বস্তুরহস্যের গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে অনুপ্রবেশ করতে বাধ্য। ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কোনো এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে বস্তু সংক্রান্ত যে-ধারণা, বিজ্ঞানেরই যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে তা পরিত্যক্ত হতে বাধ্য। ফলে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরও রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী।

এই মন্তব্য থেকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত হয় যে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বস্তুবাদী দর্শনও নিয়ত বিকাশশীল—নিয়তই উন্নততর ও সমৃদ্ধতর বস্তুবাদের দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য। অতএব একেবারে সম্পূর্ণ চরম বা সনাতন সত্যে উপনীত হবার সমস্ত অভিমান ত্যাগ করে মানতে হবে যে প্রতিটি যুগের সিদ্ধান্তই আপেক্ষিক—সেই যুগের বা সেই সময়ের নির্দিষ্ট পরিবেশের উপর অনিবার্যভাবে নির্ভর করতে বাধ্য। এঙ্গেলস যেমন বলছেন,

"If, however, investigation always proceeds from this standpoint [of dialectics], the demand for final solutions

and eternal truths ceases once for all ; one is always conscious of the necessary limitation of all acquired knowledge, of the fact that it is conditioned by the circumstances in which is was acquired."[95]

অর্থাৎ, সংক্ষেপে, ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির অপরিহার্য দাবি হলো কোনো সত্যই বা কোনো সিদ্ধান্তই চিরন্তন বা চরম হতে পারে না ; সিদ্ধান্তমাত্রই আপেক্ষিক বলে স্বীকৃত হতে বাধ্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গেই বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি প্রশ্ন না-উঠে পারে না। সিদ্ধান্তমাত্রই যদি আপেক্ষিক সত্যের পরিচায়ক হয়, তাহলে বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের ন্যূনতম দাবিটিও কি বড়ো জোর আপেক্ষিক—অতএব সাময়িক—হতে বাধ্য ? যদি তাই হয়, তাহলে কোনো এক কালে বা কোনো এক পরিস্থিতিতে চেতনা-নিরপেক্ষ বহির্বাস্তবের সত্তা স্বীকৃত হলেও কালান্তরে বা পরিস্থিতি-পরিবর্তনের ফলে বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের এই ন্যূনতম দাবিটুকুই পরিত্যক্ত হবার সম্ভাবনা। ফলে ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির বস্তুবাদী ভিত্তিটুকুও পরিত্যাগের প্রস্তাব হতে পারে। লেনিনের সময় এই জাতীয় আপত্তির বিচার অপরিহার্য হয়েছে, কেননা একদল চিন্তাশীল জ্ঞানমাত্রকেই আপেক্ষিক ও সাময়িক বলে ঘোষণা করে বস্তুজ্ঞানকেও অপ্রাসঙ্গিক বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাই লেনিন আপেক্ষিক সত্য এবং চরম সত্য সংক্রান্ত সমস্যাটি এঙ্গেলসকে অনুসরণ করেই আরো বিস্তৃতভাবে বিচার করতে চেয়েছেন।

প্রথমত মনে রাখা দরকার যে এঙ্গেলসের সময়ে ড্যুরিং প্রভৃতি দার্শনিকেরা সনাতন ও চরম সত্য প্রভৃতির কথা এমন বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করেছিলেন যে ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিকোণ থেকে এঙ্গেলসের পক্ষে সত্যের আপেক্ষিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন হয়েছিলো। কিন্তু তাই বলে এঙ্গেলস অত্যন্ত সহজ-সরল ধরনের প্রাথমিক সত্যকেও নিছক আপেক্ষিক ও সাময়িক আখ্যা দিতে চাননি। এই জাতীয় সত্যের নিদর্শন হিসেবে এঙ্গেলস নিজেই যেমন বলছেন, "১৮২১ সালের ৫ই মে তারিখে নেপোলিয়নের মৃত্যু হয়", কিংবা "প্যারিস শহর ফ্রান্সে অবস্থিত"। এই জাতীয় সহজ-সরল ও প্রাথমিক সত্যও কি নিছক আপেক্ষিক ও সাময়িক—শুধুমাত্র এককালে বা এক-পরিস্থিতিতে সত্য, কিন্তু কালান্তরে ও পরিস্থিতি পরিবর্তনের ফলে এগুলি অসত্য বা মিথ্যা বলে পরিগণিত হবে ? সে-কথা অবশ্যই হাস্যকর হবে। অতএব ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সত্যের আপেক্ষিকত্ব ও সাময়িকত্বর উপর যে-গুরুত্ব আরোপ করা হয় তারই উদ্ভট ব্যাখ্যা উদ্ভাবন

করে সবরকম সহজ-সরল ও প্রাথমিক সত্যকেও অস্বীকার করা যায় না। বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের মূল দাবি—বাহ্য প্রকৃতির বাস্তব অস্তিত্বের কথাও—এই জাতীয় একটি সহজ-সরল ও প্রাথমিক সত্য। দ্বিতীয়ত লেনিন দেখাচ্ছেন, ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মানব-জ্ঞানের কোনোএক নির্দিষ্ট পর্যায়ে চরম সত্যে উপনীত হবার দাবিটুকু স্বীকারযোগ্য না-হলেও, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের লক্ষ্য বা আদর্শ অর্থে চরম সত্যের অস্তিত্বও অস্বীকার করতে গেলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে ক্রমশই পূর্ণতর সত্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এই কথারও কোনো তাৎপর্য থাকে না। অতএব এই অর্থে—বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের লক্ষ্য বা আদর্শ অর্থে—চরম সত্যের অস্তিত্বও স্বীকারযোগ্য। তাই ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য হিসাবে আপেক্ষিকতাবাদ অবশ্য-স্বীকার্য হলেও সেই আপেক্ষিকতাবাদ থেকে নিছক সংশয়বাদ বা অজ্ঞানবাদ প্রমাণ করার চেষ্টাও নিরর্থক।

ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত তাৎপর্য হিসাবে চরম সত্য এবং আপেক্ষিক সত্য সংক্রান্ত লেনিনের দুটি উক্তি আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে অপরিহার্য। এবং এই দুটি উক্তির উপর নির্ভর করে একালের বিবিধ তত্ত্বাবিভ্রম থেকে বিজ্ঞানকর্মীরাও মুক্তি পেতে পারেন।

প্রথমত লেনিন দেখাচ্ছেন, ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গির আপেক্ষিকতাবাদ গ্রহণ করলেই সহজ-সরল ও প্রাথমিক ধরনের সত্যকেও বিসর্জন দেবার প্রশ্ন ওঠে না। অতএব বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের প্রাথমিক দাবিটুকুও নয়:

"If you cannot assert that the proposition 'Napoleon died on May 5, 1821', is false or inexact, you acknowledge that it is true. If you do not assert that it may be refuted in the future, you acknowledge this truth to be eternal...

"The example given by Engels is elementary, and anybody without the slightest difficulty can think of scores of similar truths that are eternal and absolute and that only insane people can doubt (as Engels says, citing another example: 'Paris is in France'). Why does Engels speak here of 'platitudes'? Because he refutes and ridicules the dogmatic, metaphysical materialist Duhring, who was incapable of applying dialectics to the relation between absolute and relative truth. To be a materialist is to acknowledge objective truth, which is revealed to us by our sense-organs. To acknowledge objective truth, i.e. truth not dependent upon man and mankind, is, in one way or another, to recognise absolute truth.

And it is this 'one way or another' which distinguishes the metaphysical materialist Duhring from the dialectical materialist Engels. On the most complex questions of science in general, and of historical science in particular, Duhring scattered words right and left: ultimate, final and eternal truth... Of course there are eternal truths, Engels said, but it is unwise to use high-sounding words in connection with simple things. If we want to advance materialism, we must drop this trivial play with the words 'eternal truth'; we must learn to put, and answer, the question of the relation between absolute and relative truth dialectically."[96]

অন্যত্র লেনিন দেখাচ্ছেন, ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কোনো-এক পরিস্থিতিতে চরম সত্যে উপনীত হবার দাবি গ্রহণযোগ্য না-হলেও, বৈজ্ঞানিক গবেষণার লক্ষ্য, বা আদর্শ অর্থে চরম সত্য অবশ্যই স্বীকার্য। এই অর্থে চরম সত্য স্বীকৃত না হলে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ সম্মত আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে চরম সংশয়বাদ ও অজ্ঞানবাদের কোনো পার্থক্যই থাকে না। অতএব লেনিন বলছেন,

"From the standpoint of modern materialism, i.e. Marxism, the **limits** of approximation of our knowledge to objective, absolute truth are historically conditional, but the existence of such truth is **unconditional**, and the fact that we are approaching nearer to it is also unconditional. The contours of the picture are historically conditional, but the fact that this picture depicts an objectively existing model is unconditional. When and under what circumstances we reached, in our knowledge of the essential nature of things, the discovery of alizarin in coal tar or the discovery of electrons in the atom is historically conditional; but that every such discovery is an advance of 'absolutely objective knowledge' is unconditional. In a word, every ideology is historically conditional, but it is unconditionally true that to every scientific ideology (as distinct, for instance, from religious ideology) there corresponds an objective truth, absolute nature...

"Dialectics—as Hegel in his time explained—**contains** an element of relativism, of negation, of scepticism, but **is not reducible** to relativism. The materialist dialectics of Marx and Engels certainly does contain relativism, but is not reducible to relativism, i.e. it recognises the relativity of all our knowledge, not in the sense of denying objective truth, but in the sense that the limits of approximation of our knowledge to this truth are historically conditional."[97]

১০। বিজ্ঞান কোন পথে?

বিজ্ঞান ও দর্শন প্রসঙ্গে লেনিনের আর একটি মন্তব্যর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বর্তমান আলোচনা শেষ করবো। আগেই দেখেছি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কয়েকটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে এমন কি বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যেও একটা যেন সংকটের বোধ সৃষ্টি হয়েছিলো, কেননা ইতিপূর্বে পদার্থবিজ্ঞানের যে-সব সিদ্ধান্ত সত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলো নতুন আবিষ্কারের ফলে সেগুলি যেন হঠাৎ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে লাগলো। ফলে পদার্থবিজ্ঞানের এই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাধারণভাবে দর্শনের—এবং বিশেষ করে জ্ঞানতত্ত্বের—নানা মৌলিক সমস্যার পুনর্বিচারের প্রয়োজন অনুভূত হলো। বিশেষত ইংলণ্ড, জার্মানি এবং ফ্রান্সের বিজ্ঞানকর্মীরা কীভাবে এই পুনর্বিচারের প্রস্তাব করেছেন, লেনিন বিস্তৃতভাবেই তার আলোচনা করেন[98]। তারই ভিত্তিতে লেনিন দেখান, এঁদের মধ্যে দুটি প্রধান প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি প্রবণতা অনুসারে পদার্থবিজ্ঞানের নব-পরিস্থিতিটি অত্যাশ্চর্য হলেও তারই নজির থেকে বস্তুবিলোপ করে সংশয়বাদ ও ভাববাদে প্রত্যাবর্তন করার প্রস্তাবটা ভিত্তিহীন। দ্বিতীয় প্রবণতা অনুসারে নতুন পরিস্থিতির তত্ত্বগত তাৎপর্য হিসাবে ভাববাদেরই কোনো এক নব-সংস্করণ অপরিহার্য হয়েছে। সরাসরি মাখ-এর অনুগামীদের কথা বাদ দিলে ভাববাদ-প্রবণ বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে অনেকেই অবশ্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভাববাদের সাবেকী বিশুদ্ধ রূপটি বর্জন করে "পদার্থবিদ্যা সম্মত" একরকমের নব্য ভাববাদ সমর্থনের প্রস্তাব করেন। মুলেয়ার[99] নামের জনৈক শারীর-

তত্ত্ববিদ্-এর ভাববাদকে ফয়েরবাখ যেমন "শারীরতত্ত্ব-সম্মত ভাববাদ"[100] আখ্যা দিয়েছিলেন, লেনিনও তেমনি ফয়েরবাখকে অনুসরণ করে সাম্প্রতিক পদার্থবিজ্ঞানীদের এই ভাববাদকে "ফিজিকাল আইডিয়ালিজম"[101] বা তথাকথিত "পদার্থবিজ্ঞানসম্মত ভাববাদ" আখ্যা দেন।[102] অতএব লেনিনের কাছে প্রশ্ন ওঠে এই তথাকথিত "পদার্থবিজ্ঞান-সম্মত ভাববাদের" তাৎপর্য আসলে কী? লেনিন বলছেন, পদার্থবিজ্ঞানের প্রচণ্ড অগ্রগতির ফলেই পুরানো ধ্যানধারণা হঠাৎ ভেঙে পড়ে যে-নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিস্থিতিতে পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে শুধু একটি নির্দিষ্ট দল প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনের প্রভাবে পড়ে একরকমের তত্ত্ববিভ্রমের পরিচয় দেন; এই তত্ত্ববিভ্রমেরই নাম পদার্থবিদ্যা-সম্মত ভাববাদ। ওই ভাববাদ "বৃদ্ধিরই ফলে একরকম অসুখের মতো"; কিন্তু তা কখনোই বস্তুবাদকে নস্যাৎ করতে পারবে না, তথাকথিত শারীরতত্ত্বসম্মত ভাববাদও যেমন পারেনি। এই তথাকথিত পদার্থবিজ্ঞান-সম্মত ভাববাদের আবর্জনা সরিয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞান অনিবার্যভাবেই বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠা করবে, যদিও সেই বস্তুবাদ আর আগেকার মতো স্থূল মেটাফিজিকাল বস্তুবাদ নয়; তার বদলে অবধারিতভাবেই ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ। অর্থাৎ প্রকৃতিবিজ্ঞানের নতুন পরিস্থিতির প্রকৃত তাৎপর্য এই যে প্রকৃতিবিজ্ঞানই যেন ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের জন্ম দিচ্ছে বা ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদ প্রসব করছে। প্রসবের একটা যন্ত্রণা অবশ্যই আছে এবং সুস্থ নবজাতক ছাড়াও তারই সঙ্গে কিছু আবর্জনাও প্রসূত হয়। এই জাতীয় আবর্জনা বলতে ওই ফিজিকাল আইডিয়ালিজম বা তথাকথিত পদার্থবিজ্ঞান-সম্মত ভাববাদ। তার গতি আস্তাকুঁড়ে হলেও বিজ্ঞানের ইতিহাসে শুধুমাত্র নবজাতকটিরই ভবিষ্যৎ আছে। প্রামাণ্য ইংরেজী তর্জমায় লেনিনের মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করা যাক:

"'Physical' idealism, i.e. the idealism of a certain school of physicists at the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century, no more 'refutes' materialism... than did the similar efforts of... the 'physiological' idealists. The deviation towards reactionary philosophy manifested in both cases by one school of natural scientists in one branch of natural science is a temporary deflection, a transitory period of sickness in the history of science, an ailment of growth, mainly cau-

sed by the **abrupt break-down** of old established concepts."[103]

"The basic materialist spirit of physics, as of all modern science, will overcome all crises, but only by the indispensable replacement of metaphysical materialism by dialectical materialism."[104]

"In short, the 'physical' idealism of today, exactly like the 'physiological' idealism of yesterday, merely signifies that one school of natural scientists in one branch of natural science has slid into a reactionary philosophy, being unable to rise directly and at once from metaphysical materialism to dialectical materialism. This step is being made, and will be made, by modern physics; but it is advancing towards the only true method and the only true philosophy of natural science not directly, but by zigzags, not consciously but instinctively, not clearly perceiving its 'final goal', but drawing closer to it gropingly, unsteadily, and sometimes even with its back turned to it. Modern physics is in travail; it is giving birth to dialectical materialism. The process of child-birth is painful. And in addition to a living healthy being, there are bound to be produced certain dead products, refuse fit only for the garbage-heap. And the entire school of physical idealism, the entire empirio-critical philosophy...must be regarded as such refuse."[105]

১১। উপসংহার

পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের আবিষ্কার থেকেই কীভাবে সাবেকী মেটাফিজিকাল বস্তুবাদ পরিত্যাগ করে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদে উপনীত হবার অনিবার্য ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিলো, সে-

বিষয়ে লেনিনের বিশ্লেষণ কিছুটা উদ্ধৃত করা গেলো। বর্তমান আলোচনার উপসংহারে আর মাত্র কয়েকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের যে-পরিস্থিতি, আজকের দিনের—বিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের শেষের—পরিস্থিতির সঙ্গে তার যেন আকাশ-পাতাল তফাত। এই নতুন পরিস্থিতিতে লেনিনের মন্তব্য কতোটা প্রাসঙ্গিক বলে প্রমাণিত হয়েছে? উত্তরে সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা অবশ্যই একমত নন। সমাজতান্ত্রিক দেশের বিজ্ঞানীরা লেনিনের নির্দেশ অনুসরণ করেই প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্যের আলোচনায় সুফল পেয়েছেন। তাছাড়া, সাকাতা যেমন দেখাচ্ছেন, সমাজতান্ত্রিক দেশের বাইরেও নানা বিজ্ঞানী মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পথেই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সাফল্য অর্জন করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট বিজ্ঞানকর্মী হিসাবে সাকাতা যাদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন জে. ডি. বার্ণাল,[106] জে. নীডহাম,[107] পি. ল্যাংগাভা,[108] এফ্. এবং আই. জোলিও-কুরি,[109] পি. এম্. এস. ব্লাকেট,[110] আর, ওপেনহাইমার,[111] এম. তাকেতানি[112]। সাকাতা আরো দেখাচ্ছেন এইচ. ইউকাওয়া[113] সম্প্রতি ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদই গ্রহণ করেছেন।[114] অবশ্য, সমাজতান্ত্রিক দেশের—এবং সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বিজ্ঞানী মহলের—বাইরে অবস্থাটা অন্য রকম। বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে অনেকেই বিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্যর সচেতন বিচারে উদাসীন থাকতে চান ; ফলে অনেকেই অচেতনভাবে ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী দেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত ভাববাদী দর্শনের নানা নবসংস্করণের প্রভাবে গভীরভাবেই প্রভাবিত। তাছাড়া, একথা সুবিদিত যে তথাকথিত "কোপেনহেগেন সম্প্রদায়ের" প্রবক্তা এন. বোর[115] এবং ডাব্লু. হাইসেনবার্গ[116] প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানীরাও নব্য ভাববাদের নিকৃষ্টতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যদিও স্বয়ং বোর উত্তরজীবনে ভাববাদী দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন।[117] এই তথাকথিত "কোপেনহেগেন সম্প্রদায়ের" তত্ত্বগত ব্যর্থতা সাকাতা যে-

ভাবে দেখাতে চেয়েছেন, এখানে তার আলোচনা তোলবার চেষ্টা করা সম্ভব হবেনা, কেননা তা অত্যন্ত জটিল ও বিশেষজ্ঞ-সুলভ। কিন্তু এখানে একটি কথা উল্লেখ করা যায়। আমাদের দেশের যে-সব পণ্ডিতেরা হাইসেনবার্গ প্রভৃতির দার্শনিক মতকে প্রায় আপ্তবাক্যের মর্যাদা দিয়ে বর্তমান বিজ্ঞান থেকে বস্তুবিলোপের কথাটা যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে প্রমাণ করতে চান, তাঁরা ভুলে যান যে বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যেই অনেকে এই দার্শনিক মত বর্জন করার প্রস্তাব করেছেন।

এই প্রসঙ্গে লেনিনের দৃষ্টিকোণ থেকে শুধুমাত্র একটি কথা উল্লেখ করেই আলোচনা শেষ করবো। লেনিন দেখিয়েছেন, আধুনিক পৃথিবীতে ভাববাদের পুনরুজ্জীবন প্রয়াসটি অকারণ নয়; ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় প্রয়াস অনিবার্য হতে বাধ্য। অতএব ধন-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বাস্তব পরিবর্তন ছাড়া এমনকি বিজ্ঞানকর্মীদের পক্ষেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার তত্ত্বগত তাৎপর্যর বিচারে সচেতন বা অচেতনভাবে ভাববাদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

অতএব দার্শনিক মতামতের আলোচনা থেকেই রাজনীতির প্রসঙ্গে এসে পড়তে হয়। বর্তমান পৃথিবীতে দার্শনিক লেনিনই ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বাস্তব পরিবর্তনের পথ প্রদর্শন করেছেন। আধুনিক কালের দার্শনিক ও বিজ্ঞানকর্মী তাঁরই নির্দেশ অনুসরণ করে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেই দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকেও আবর্জনারাশি সরাতে সক্ষম হবেন।